আরও ৫০০ জোক্‌স

আরও ৫০০ জোক্‌স * আরও ৫০০ জোক্‌স *আরও ৫০০ জোক্‌স

সম্পাদক : তুষারকান্তি পাণ্ডে

গ্রন্থনা ৮বি, কলেজ রো
কলিকাতা-৯

AARO 500 JOKES

COLLECTION OF JOKES OF DIFFERENT COUNTRIES

EDITOR : TUSHAR KANTI PANDE, M. A. (Double)

প্রকাশক : গ্রন্থনা, ৮ বি, কলেজ রো, কলিকাতা-৯

প্রচ্ছদ : কুমার অজিত

অংলকরণ : বি. বর্মণ

প্রথম প্রকাশ : রথযাত্রা, ১৩৯৫
জুলাই, ১৯৮৮

মুদ্রাকর : লক্ষ্মী প্রেস
শ্রীরামগোপাল মাইতি
১৫সি, পঞ্চানন ঘোষ লেন,
কলিকাতা-৯

॥ সূচীপত্র ॥

বিষয় ঃ আরও ৫00 জোক্‌স

হাসি, মস্করা, চুটকি আজ আমাদের জীবনে একান্তভাবে দুর্লভ। আর যা দুর্লভ তারই প্রাদুর্ভাব ঘটে যুগে যুগে কালে কালে। বিংশ শতাব্দীর ব্যস্ত সমস্ত জীবনে লঘু চপল চুটকি ও মুচ্‌কি হাসির যোগানের ইঙ্গিত আমাদের গতিময়, প্রগতি ও অগ্রগতির ইত্যকারে নিঃসন্দেহে এক উল্লেখ্য সংযোজন।

সেই সুদূর গ্রীসদেশেও একদা এ্যারিষ্টফেনিস, এথেন্সের স্পার্টান যুদ্ধ যাত্রার অতিবাস্তবতার মাঝেও হাসির হালকা বাতাস বইয়ে ভারাক্রান্ত এথেন্সবাসীকে ক্রান্তদর্শী করলেন।

সেক্সপিয়রের ফল্‌স্টাফ বিশ্বব্যপী হাস্যির কারবারীদের নিকট আজও বন্দিত ও অভিনন্দিত। সে দিনের টিউডর শাসিত এলিজাবেথিয় ইংলণ্ডের গর্ব্বোদ্ধত নিষ্ঠুর সমাজ মহাকবির ভাঁড়ের (ক্লাউনের clown) ভাঁড়ামিতে আহ্লাদিত, আমোদিত ও বিমোহিত।

এছাড়া সেই সেদিনের কুসংস্কার ভরা পাদ্রীশাসিত ফরাসী জীবনে র‍াঁবেল (Rabilais) হাসির মোড়কে মুড়িয়ে জীবনমুখী প্রগতিতরা যে জ্ঞান বিজ্ঞান চালান করেন তা আজও ফরাসী জীবনকে সরস ও সঞ্জীবিত রেখেছে।

আর ফরাসী বিপ্লবের প্রবক্তা ভল্টেয়ার সাহেব ত হাসি, ব্যঙ্গ ও বিদ্রূপ দিয়েই অধঃপাতিত যুগের ততোধিক অধঃপাতিত জীবনদর্শনকে নিপাতিত করে নতুন প্রাণে সঞ্জীবিত করেন।

বার্নাড শ-এর বুদ্ধিদীপ্ত হাসি ত আমাদের বিশশতক ভীতি বিহ্বল জীবনে এক অক্ষয় আনন্দের ফল্গুধারা। 'শ'-এর জীবন জিজ্ঞাসায় আজও আমরা জারিত, জীবিত ও সঞ্জীবিত।

কৌতুক জগতের প্রবাদ পুরুষ চার্লিচ্যাপলিনের ছোট গোঁফের গোঁফোহাসি যুদ্ধোত্তর ধ্বংসের মধ্যে সৃষ্টির বীজের অঙ্কুর উদ্গমে আজও ক্রিয়াশীল।

আর আমাদের এই নিষ্ঠুর নিয়তি তাড়িত, রৌদ্রতপ্ত নিছক এই অকিঞ্চিৎকর প্রাচ্যদেশেও গোপালভাঁড়, মোল্লা নাসিরুদ্দিন বা সভা কবি ও স্বভাবকবি বীরবল যুগ থেকে যুগান্তরে এসেও অম্লান ও অপরিম্লান। ওদেশে Punch-এর পাতায় যে হাসির প্রস্রবণ আমাদের "শংকরস্ উইকলির" পাতাতেও সেই হাসি। কিন্তু গুটিকয় লক্ষ্মণ, শঙ্কর, কুট্টি, কাঁফি খাঁ আর চণ্ডী লাহিড়ী ছাড়া হাসি এখনও শিল্প ও শিল্পীর সাধনায় এদেশে নিতান্তই অন্ত্যজ।

তাই "৫০০ জোক্স" এর পর "আরও ৫০০ জোক্স" ও এর পরও "এবং আরও ৫০০ জোক্স" নিঃসন্দেহে আমাদের বাঙ্গালী জীবনের প্রাত্যহিকতায় রসকসহীন, রঙ্গরসিকতাবিহীন মুখ ভারভার বাস্তবতায় এক অনাস্বাদিত পূর্ব স্বাদ, আস্বাদ্য রসাল ভোজের আমন্ত্রন জানাই। নিমন্ত্রন ঘোষণা করে।

তুষার কান্তি পাণ্ডে

সংকলক ও অনুলেখক মণ্ডলী

ঊষাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়	ধ্রুবজ্যোতি চৌধুরী
অবনী সাহা (সাহাজী)	তন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়
দেবাশীষ চাকী	অমিতাভ পাণ্ডে
গৌতম কুমার ভট্টাচার্য্য	মধুমিতা গাঙ্গুলি
অর্ঘ দাস	মনীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

স্পেনের বীর বিক্রম ডিক্টেটর জেনারেল 'ফ্রাঙ্কো" মৃত্যু শয্যায় আদেশ করলেন তাঁকে যেন জেরুজালেমে কবর দেওয়া হয়।

সকলে মুচকি হাসল। ৫০ বৎসর শাসন করেও সাধ মেটেনি। এবারে যিশু হওয়ার ইচ্ছা।

★ হাসি-তামাশাই সেরা ঔষধ ★

রিডার্স ডাইজেস্ট

★ ★ ★ ★

(এক)

আমাদের তৃতীয় সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ায় আমি আনন্দেই ছিলাম—স্বাভাবিক ওজন, সৌন্দর্য ফিরে পেতে দেরি হয়নি বলে। আমার স্বামীও খুব খুশী হয়েছেন—দিনরাত আমার প্রশংসায় একেবারে পঞ্চমুখ। পরে বুঝলাম, তাঁর খুশী হওয়ার হেতু। একদিন দেখি তিনি 'আমাদের বিরাট আয়নাটার সামনে দাঁড়িয়ে আত্মস্তুতিতে মুখর হয়ে উঠেছেন, 'মন্দ না। কেউই (কোন মেয়েই) বুঝতে পারবেন না যে আমি তিনটি সন্তানের জনক।' আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজেকে দেখছে ত দেখছেই।

—মিসেস ওয়াই পোর্টার

(দুই)

আমার বেরসিক ভাইটির কোনোদিনই বাগান করার শখ ছিল না। কিন্তু অন্য এক জায়গায় বদলি হয়ে তার বাড়ির সামনে বেশ কিছুটা ফাঁকা জায়গা পড়ে থাকায় আর প্রতিবেশীদের বাগান করার উৎসাহ

দেখে, সেও উদ্যান-চর্চায় মনোনিবেশ করেছিল। বেশ কিছুটা টম্যাটোর চারা পুঁতেছিল সে। কিন্তু তার বিচ্ছু ছোট্ট ছেলে দুটি টলতে টলতে বাগানে গিয়ে অর্ধেক চারা মাড়িয়ে দিয়েছিল। তার ওপর আবার পোষা কুকুরটির অত্যাচার! একটিমাত্র চারা গাছ তাদের দৃষ্টি এড়িয়ে কোনোরকমে বেঁচে গিয়েছিল। আর একদিন সবুজ টম্যাটোয় ভরে গেল গাছটি। সবেমাত্র অপেক্ষাকৃত বড়ো টম্যাটোটিতে লালের ছোপ লেগেছে আর তার স্ত্রীরও প্রসব বেদনা উঠল। হাসপাতালে পাঠাতে হলো তাকে। নবজাতক আর তার মাকে শুভেচ্ছা উপহার পাঠাল আত্মীয় স্বজনেরা। স্বামী পাঠাল শ্রীহীন একটি প্যাকেট। আগ্রহাতিশয্যে মোড়কটি খুলে সে দেখে সুঁটকো একটি টম্যাটো আর একটি কাগজে লেখা ছিল—'এটি আমার প্রসব-বেদনার ফসল।'

—বব ওয়াট্‌সন

(তিন)

অতি স্থূল, স্ফীতোদর এক ভদ্রলোকের ওজন-কমানোর চিকিৎসা চলছিল। একদিন সকালে ওজনের ওপর দাঁড়িয়ে তাঁর আর আনন্দ ধরে না। চেঁচিয়ে ওঠেন তিনি, 'কি মজা, এতদিনে আমি ওজন-কলে সংখ্যা ধরতে পাচ্ছি। আহার-সংযম আর ওষুধ-বিষুধে খাসা কাজ হয়েছে মাইরি।' (ভুঁড়ি কমেছে)।

—বব্ বার্নেস

(চার)

দুঃখের বিষয় শিশু-বিশেষজ্ঞদের অল্পতেই ধৈর্যচ্যুতি ঘটে থাকে।

—শোলরি ফ্রিয়েডম্যান

স্কিন-স্পেশিয়ালিস্টদের মন্তব্যে চুলকানি বেড়ে যায়।

—প্যাট্রিসিয়া ম্যাজিউস্কি

(পাঁচ)

সংবাদপত্রে প্রচারিত একটি বিজ্ঞাপন—'এক পাটি দাঁত পাওয়া গেছে। যাঁর দাঁত অনুগ্রহপূর্বক আমাদের অফিসে হাসতে হাসতে আসুন এবং সেটি সংগ্রহ করুন।'

(ছয়)

ফ্রাংকলিন রুজভেল্টকে তাঁর সদ্য প্রকাশিত গ্রন্থটি উপহার দিয়েছিলেন উইনস্টন চার্চিল। সেইসঙ্গে একটি কার্ডে এই লাইনটি

লিখে তাঁর পরিহাস রস রসিকতার পরিচয় দিয়েছিলেন—'বিশ্বাসযোগ্য মুরগীটির কাছ থেকে আর একটি টাটকা ডিম।'

—মিসেস ডিক্‌সন প্রেসট

(সাত)

রেস্তোরাঁয় পরিচারকের প্রতি জনৈক ভদ্রলোক : 'কি বললে? সিজার স্যালড? কে প্রস্তুত করেছে? ব্রুটাস?'

—অ্যানে ক্যারল

(আট)

সদ্য কলেজে ভর্তি হয়েছে দুটি মেয়ে। তাদের মায়েরা এ প্রসঙ্গেই আলোচনা করছিলেন। একজন মা প্রশ্ন করলেন, 'তোমার মেয়ে কি নিয়েছে?' ('কলা' না 'বিজ্ঞান' জানতে চেয়েছিলেন আর কি)। উত্তরটা এইরকম—'সতেরটি স্কার্ট আর চৌত্রিশটি ব্লাউজ!'

—মিসেস জ্যাক হিল

(নয়)

একজন রঙের মিস্ত্রী তার দু' চাকার ঠেলাগাড়িতে নক্সা কেটে সুন্দর করে লিখে রেখেছিল, 'প্রতিবেশীকে ভালোবাস, তোমার বাড়িতে রঙ করাও।'

—রালফ সোস্টগলিওয়ান

(দশ)

আমি শিল্পরসিক নই। কিন্তু প্রতিদিন মোনালিসার সেই সুবিখ্যাত ছবিটির নীচে দাঁড়িয়ে থাকতাম। আসলে যারা ছবিটি দেখতে আসতেন দূর-দূরান্ত থেকে, আমি ভালোবাসতাম তাঁদের। একদিন আমার পাশে এসে দাঁড়ালেন সস্ত্রীক এক ভদ্রলোক। তিনি তাঁর স্ত্রীকে খিঁচিয়ে ওঠেন, 'এই ছবি দেখার জন্য আমায় তুমি টানতে টানতে প্যারিসে নিয়ে এলে। চোখের মাথা খেয়েছ নাকি! আমাদের শোবার ঘরের দেওয়ালে তো এই ছবিটিই টাঙানো আছে।'

স্ত্রী বললেন, 'এবং সুন্দর ফ্রেমে বাঁধানও আছে!'

—সল্‌মা ডায়মণ্ড

(এগারো)

ভিয়েতনামে আমাদের কোম্পানীর নতুন সি. ও. তাঁর উদ্বোধনী ভাষণে বললেন, 'আশা করি তোমরা আমায় এখন থেকে তোমাদের নেতার মর্যাদা দেবে।' আর সমস্যার সম্মুখীন হলে আমাকে তোমাদের

বাবা মনে করে স্বচ্ছন্দে আমার সঙ্গে পরামর্শ করার অধিকার দিচ্ছি।' এমন সময় দূর থেকে ভেসে আসে একটি কণ্ঠস্বর, 'বাবা, আজ রাতে আমি কি তোমার জীপ গাড়িটা ব্যবহার করতে পারি?'

—উইলিয়াম লেট আওরনিন্

(বারো)

জীবনবীমা কোম্পানির একটি আবেদনপত্রে জনৈক যুবক তার সামরিক অভিজ্ঞতার উল্লেখ করায় প্রশ্নকর্তা তাঁকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'সৈন্যদলে থাকতে তুমি কি কাজ করতে?' কোনো কথা না বলে একটি কাগজে বড় বড় করে লেখে সে, 'আমাকে যা করতে বলা হতো আমি তাই করতাম।'

—ক্যারল হেনরি

(তেরো)

ফোর্টওয়ার্থ স্টার-টেলিগ্রামের একটি সংবাদ 'মার্কিন ব্যবস্থাপক মহাসভার সদস্যেরা কার্পেটে বসে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি এবং একাধিক স্ত্রীলোকের সঙ্গে জীবন যাপন যে ততোধিক ব্যয়বহুল হয়ে দাঁড়িয়েছে— এ বিষয়ে আলোচনা করছিলেন।'

(চোদ্দ)

সে দিন সকালে অস্ত্রচিকিৎসার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই আমার জ্ঞান ফিরে এসেছিল। কিন্তু আমি মটকা মেরে পড়েছিলাম। নার্স আমার কাছে এল। হাসপাতালের পোশাক ছাড়িয়ে আমায় আমার স্বাভাবিক পোশাক পরিয়ে, অতি যত্নে চুল আঁচড়িয়ে, গালে পাউডার ঘষে, তার ব্যবহৃত লিপস্টিকের প্রলেপ আমার ঠোঁট রাঙিয়ে আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে মন্তব্য করে, ডঃ ক্যালপিপার বিবর্ণ আর অসুস্থ রুগীদের দেখলেই তেলে-বেগুনে জ্বলে ওঠেন।

—মিসেস মিলটন ডাবল্যু এডোয়ার্ডস

(পনেরো)

আমার মেয়ের বাড়ির কাছেই পার্ক। তার বান্ধবী পোষা কুকুর ফ্রেডকে কয়েকদিনের জন্য আমার মেয়ের তত্ত্বাবধানে রেখে বেড়াতে গিয়েছিল। জামাই বাবাজীর নাইট ডিউটি চলছিল। একদিন রাতে অভিমানী ঐ কুকুরের কি খেয়াল হলো, গেল পার্কে। আমার মেয়ে তার সন্ধানে পার্কে গেল। বেশ একটু চেঁচিয়েই বলেছিল—'ফ্রেড,

লক্ষীটি চলে এস। বিশ্বাস কর তুমি না এলে সারারাত আমি ঘুমুতে পারব না।'

—এদিকে পাড়া-প্রতিবেশীরা ভেবেছিল স্বামীর নাইট-ডিউটির সুযোগ নিয়ে উইণ্ডে (আমার মেয়ে) বুঝি প্রতি রাতে ফ্রেড নামে এক সুদর্শন যুবকের সাথে অবৈধ সহবাস করে চলেছে।

—এ ডাবল্যু বার্চ

(ষোল)

ছেলেটি গৌরবোজ্জ্বল বৃটিশ নৌবাহিনীতে কাজ করত। বোনের বিয়ের আনন্দানুষ্ঠানে যোগ দেওয়ার জন্য কম্যাণ্ডিং অফিসারের কাছে কয়েকদিনের ছুটি চাইতে গিয়েছিল সে। অফিসার ছুটির আবেদন না মঞ্জুর করায় সে বলেছিল, 'আমাকে বিয়েতে যেতেই হবে—কেননা আমিই উপযুক্ত লোক। শুনুন স্যার, আমার বোন স্থলবাহিনীর এক সৈনিককে বিয়ে করেছে। আমার এক ভাই কাজ করে বিমানবাহিনীতে আর আমি ঐতিহ্য সম্পন্ন নৌবাহিনীতে। কাজেই বুঝতে পারছেন আমি কেন নিজেকে উপযুক্ত বলে বিবেচনা করেছি।' বলা বাহুল্য তার আবেদন মঞ্জুর হয়েছিল এবং পাঁচ দিনের ছুটি পেয়েছিল সে।

—মিসেস সেসিল স্মিথ

(সতেরো)

কর্মোপলক্ষে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় থাকার সময় আমি স্ত্রীকে একখানি চিঠিতে লিখেছিলাম—'প্রিয়ে, এখানের সঙ্গীহীন সন্ধ্যা বড়ই একঘেঁয়ে আর একটানা মনে হয়। বই পড়ে সময় কাটাব—বই নেই। গান শুনব সে গুড়েও বালি। এখানে অবশ্য মনোহারিণী তরুণী খুবই সহজলভ্য। কিন্তু তুমি যে আমার মন হরণ করে নিয়ে বসে আছ। একটা মাউথ অর্গ্যান থাকলে সঙ্গীত-চর্চার ভেতর দিয়ে সুপ্ত প্রতিভারও বিকাশ হতো, সেইসঙ্গে সময়ও কাটত।'

পরের ডাকেই স্ত্রীর কাছ থেকে পেয়েছিলাম সুন্দর একটি মাউথ-অর্গ্যান, আমার সাধ অপূর্ণ রাখেনি সে!

কিছুকাল পরে ঘরে ফেরার সময় হলো। আমাকে রিসিভ করার জন্যে স্ত্রী এয়ারপোর্টে এসেছিল। একটু হেসে বলেছিল সে, 'প্রথম কাজটা প্রথমেই সেরে ফেলা ভালো। বাড়ি ফিরেই প্রথম কাজ হলো তোমার হারমোনিয়াম শোনা।'

—ব্রুশ সিমনাচের

(আঠারো)

আমার ভগিনী আর তার তেরো বছরের মেয়ে টি. ভি-তে উনিশ-শ তিরিশের ফিল্ম দেখছিল। ছবিটির অস্বাভাবিক এবং অতি-নাটকীয় রোমান্টিক পরিণতি লক্ষ্য করে মেয়েটি তার মাকে বলেছিল, 'মামণি, তোমাদের ছবির যেখানে শেষ, আমাদের কালের ছবির শুরু সেখান থেকে।'

—মিসেস এইচ. এম. বাইর্‌ড্‌

প্রখ্যাত মণীষীদের বিখ্যাত রঙ্গরসিকতা

[যারা ভালো বলিয়ে, সূক্ষ্ম রস-রসিকতায় নিজেও হাসেন, অন্যকেও হাসান—অতি সহজেই তাঁরা জনপ্রিয়তা অর্জন করেন। কালের শাসন এড়িয়ে তাঁদের রঙ্গকৌতুক টিঁকে থাকে মানুষের মনে। বিশ্বের সেরা মানুষদের বুদ্ধিদীপ্ত কিছু কৌতুক এখানে তুলে ধরা হলো।]

॥ বার্নার্ড শ ॥

আপনার বিবেচনায় আজ যা রঙ্গ-কৌতুকের অফুরন্ত উৎস আর হাস্যোদ্দীপক, ভুলে যাবেন না যেন আপনার নাতি-নাতনীরা হয়তো সেই একই তামাশায় চোখের জল ফেলবেন—'জোক্‌স্‌' সম্পর্কে এই মন্তব্য করেছেন শ।

★ ★ ★

আলবার্তো কোটে:সর পাঁচ বছরের একরত্তি মেয়েটি বিশ্ববিখ্যাত নাট্যকার শ-য়ের মুখের দিকে হাঁ করে তাকিয়ে বলে উঠেছিল, 'বার্নার্ড কাকা, তুমি কি লেখক?'

শ বলেছিলেন, 'আমার তো তাই মনে হয়, সোনামণি।'

—'কিন্তু অ্যালিস ইন্ ওয়াণ্ডারল্যাণ্ডের মতন সুন্দর একখানি বই তুমি কি লিখতে পেরেছ?'

বার্নড শ-কে স্বীকার করতে হয়েছিল, না তিনি পারেন নি।

★ ★ ★

মালভার্নের একটি ছোট্ট ছেলেকে একদা শ উপদেশ দিয়েছিলেন, 'অন্যদের অটোগ্রাফ সংগ্রহ করে সময় নষ্ট না করে নিজেকে বরং উপযোগী করে তোল—যাতে অন্যেরা তোমার অটোগ্রাফ সংগ্রহ করে।'

★ ★ ★

স্বনামধন্যা এক নর্তকী একবার একখানি চিঠিতে শ-কে লিখেছিলেন, 'আমি চাই আপনার ঔরসে আমার গর্ভে এক সন্তান।' যুক্তিটা তাঁর এইরকম, আপনার শাণিত বুদ্ধি আর আমার অসামান্য সৌন্দর্যের বিস্ময়কর সংযোগে শিশুটি সমগ্র জগতকে স্তম্ভিত করে দেবে।' চিঠির জন্য ধন্যবাদ জানিয়ে শ লিখেছিলেন, 'আপনার প্রস্তাব আমি মেনে নিতে পারছিনে এই আশংকায়, যে শিশুটি হয়তো আমার রূপ আর আপনার মগজ পাবে।'

★ ★ ★

'মিঃ শ, আপনাকে দেখে মনে হচ্ছে অনুষ্ঠানটি আপনার কাছে খুবই উপভোগ্য হয়ে উঠেছে।'

বার্নাড শ-য়ের তাৎক্ষণিক প্রত্যুত্তর, 'যদি উপভোগ করতে পারতাম।—আর এই চিন্তাটাই আমি উপভোগ করছি।'

★ ★ ★

যন্ত্রসঙ্গীতের এক আসরে শ-য়ের এক সঙ্গী বললেন, 'এই বাদকেরা বারো বছর ধরে একই সঙ্গে বাজিয়ে যাচ্ছেন।'

তা তো বটেই, আমরা এখানে তার চেয়ে বেশিক্ষণ এখানে রয়েছি।'

॥ কোনান ডয়েল ॥

কোনান ডয়েল প্যারিসে তাঁর হোটেলে যাবেন তাই একটি ঘোড়ার গাড়ি ডাকলেন। গাড়োয়ান তাঁর দিকে নির্নিমেষ দৃষ্টি মেলে বলে, 'ডঃ ডয়েল, আমার মনে হচ্ছে সম্প্রতি আপনি কনস্ট্যাণ্টিনোপল আর বুদাপেস্তে ছিলেন আর মিলান থেকেও খুব একটা দূরে ছিলেন না।' —'চমৎকার', আশ্চর্যান্বিত শার্লক হোমসের স্রষ্টা বলে ওঠেন এবং গাড়োয়ানকে পাঁচ ফ্রাংক বখশিস দেবেন বলে ঘোষণা করলেন। স্মিত

হাসিতে মুখ উজ্জ্বল করে গাড়োয়ান বললে, 'আপনার ট্রাংকের লেবেল দেখেই আমি তথ্যগুলি সংগ্রহ করেছি।'

★ ★ ★

এক ভদ্রমহিলা পরামর্শের জন্য শার্লক হোমসের শরণাপন্ন হয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন, 'দুঃখের কথা কি আর বলব, মশাই এক সপ্তাহে আমি একটি মোটর হর্ণ, একটি তুলি, এক বাক্স গলফ খেলার বল, একটি ডিকসনারি আর একটি জুতো খোলার যন্ত্র হারিয়েছি আর তাই সমাধানের জন্যে আপনার কাছে ছুটে এসেছি।'

পৃথিবীখ্যাত গোয়েন্দা বললেন, 'মাদাম, এ তো খুবই সহজ ব্যাপার। খোঁজ করে দেখুন,আপনার কোনো এক প্রতিবেশী নিশ্চই ছাগল পোষেন।'

॥ ডক্টর ক্লিফোর্ড ॥

কারসলেন, বার্মিংহোমের এক বিশেষ অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়ার জন বিখ্যাত ধর্মপ্রচারক ডঃ ক্লিফোর্ড নির্দ্ধারিত সময়ের মাত্র কয়েক মিনিট আগে সেখানে উপস্থিত হন। কর্তব্যরত পুলিস কর্মচারী বলে, 'সবগুলি আসনই পূর্ণ হয়ে গেছে, মশাই। তাই দুঃখের সঙ্গেই জানাচ্ছি আপনাকে প্রবেশের অনুমতি দিতে পারছিনে। ধর্মপ্রচারক উত্তেজিত হয়ে বলে ওঠেন, 'তুমি কি জান, আমি কে? আমি হলাম বিশ্ববন্দিত ধর্মপ্রচারক ডক্টর ক্লিফোর্ড।'

'তাই নাকি! এ পর্যন্ত আমি দুজন ডঃ ক্লিফোর্ডকে ভেতরে ঢুকিয়েছি।'

॥ ডক্টর জনসন ॥

'আপনার লেখার ওপর চোখ বোলান আর যখন মনে হবে কোনো একটি অনুচ্ছেদ বেশ সুন্দর হয়েছে তক্ষুনি সেই অংশটা ছেঁটে ফেলুন' —পরামর্শ দিয়েছেন ডক্টর জনসন।

★ ★ ★

দাম্পত্য জীবনে চূড়ান্ত অসুখী এক ভদ্রলোক তার স্ত্রী বিয়োগের সঙ্গে সঙ্গেই আর একটি বিয়ে করে বসলেন। এ প্রসঙ্গে ডঃ জনসন মন্তব্য করেছিলেন, 'এ হলো অভিজ্ঞতাকে পরাজিত করে আশার জয়।'

★ ★ ★

অন্য এক ভদ্রলোক জনসনকে বলেছিলেন, 'এক ভদ্রমহিলাকে

আমি ভালোবাসি, তাঁকে বিয়েও করতে চাই কিন্তু তাঁর আকাশ ছোঁয়া প্রতিভার কথা ভেবে পিছিয়ে যাচ্ছি।' জনসন তাঁকে অনুপ্রেরণা দিয়ে বলেন, 'ভয় পাবেন না। বিয়ে করে ফেলুন। বছর ঘুরতে না ঘুরতেই আপনি দেখবেন, যুক্তি দুর্বলতর হয়েছে আর বুদ্ধির দীপ্তিও ফিকে হয়েছে।'

॥ ড্রাইডেন ॥

লর্ড ড্রাইডেনের এক বন্ধু একদিন তাঁকে বললেন, 'ভাই, দিনরাত ওই ছাতাপড়া বইগুলোর ওপর ঝুঁকে পড়ে থাক যে কিভাবে —ভেবেই পাইনে। এক এক সময় মনে হয় আমি যদি ওই হতচ্ছাড়া বইগুলো হতাম, তাহলে আরো বেশি করে তোমার সঙ্গ পেতাম।' ড্রাইডেন বললেন, 'তাই প্রার্থনা কর বন্ধু। তবে বই না হয়ে বরং তুমি ক্যালেণ্ডার হও যাতে বছর শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তোমায় আমি পালটাতে পারি।'

॥ আইনস্টাইন ॥

একবার এক ভদ্রমহিলার অতিথি হয়ে আইনস্টাইন গেছেন তাঁর বাড়িতে। আপেক্ষিকতার তত্ত্বটি তিনি তাঁকে বুঝিয়ে দিতে বললেন। আইনস্টাইন বললেন 'শুনুন মাদাম, একবার আমার এক দৃষ্টিহীন বন্ধুর সঙ্গে গ্রামে বেড়াতে গিয়েছিলাম। তখন গরমকাল। কিছুটা ঘোরার পর আমি বললাম, 'আমার এখন দুধ খাওয়ার সময় হয়েছে।' সে বলে, 'দুধ! দুধ কি?' আমি বলি, 'সাদা এক তরল বস্তু।' সে বলল, 'তরল বস্তু আমি বিলক্ষণ চিনি, কিন্তু সাদা কি?' আমি বললাম 'হাঁসের পালকের রঙ।'—'পালক আমি জানি কিন্তু হাঁস কি?' আমি বলি, 'হাঁস হলো গিয়ে এক ধরনের পাখী—গলাটা যার বাঁকা।'—'গলা তো বুঝলাম কিন্তু বাঁকা কাকে বলে?' ধৈর্য হারিয়ে আমি সজোরে তার হাতটি টেনে ধরে সেটিকে প্রথমে সোজা করলাম। তারপর তার কনুই ভাজ করে হাতটি নুইয়ে দিয়ে বলে উঠি, 'একে বাঁকা বলে।' অন্ধ বন্ধু অকস্মাৎ আঘাতে চেঁচিয়ে উঠে বলে, 'এখন বুঝেছি, দুধ কাকে বলে।'

॥ মার্ক টোয়েন ॥

সানফ্রানসিস্কোর এক গীর্জায় রবিবারের বিশেষ প্রার্থনা চলছিল।

এমন সময় ভূকম্পন অনুভূত হলো। ওকল্যাণ্ডের এক মন্ত্রীমশাই চিৎকার করে ওঠেন, 'আপনারা কেউ জায়গা ছেড়ে উঠবেন না— মৃত্যুর পক্ষে এরচেয়ে ভালো জায়গা আর নেই।' মার্ক টোয়েনও সঙ্গে সঙ্গেই বলে ওঠেন, 'মশাই, আমার কিন্তু মনে হয় বাইরেটা অধিকতর নিরাপদ।' টোয়েনের মন্তব্যে মন্ত্রী বিরাট একটা লাফ মেরে পেছনের দরজা দিয়ে কেটে পড়লেন।

★ ★ ★

মার্ক টোয়েন একবার পশ্চিমের এক ছোট্ট শহরে বক্তৃতা দিতে যাচ্ছিলেন। পথে-ঘাটে, গ্রামে-গঞ্জে কোনো বিজ্ঞাপন না দেখে তিনি কিন্তু বেশ চটেছিলেন। নির্দিষ্ট স্থানে পৌঁছে তিনি এক দোকানদারকে জিজ্ঞেস করেন, 'এদিকে আজ কি কোনো বক্তৃতা হবে?' —

'তাই তো মনে হয়। কেননা আজ আমার অনেকগুলো ডিম বিক্রী হয়েছে।'

॥ অস্কার ওয়াইল্ড ॥

প্রথম রজনীতে অস্কার ওয়াইল্ডের নাটকটি মঞ্চ সফলতা অর্জন করতে পারেনি। তাঁর এক বন্ধু প্রশ্ন করেন, 'তা ভাই, তোমার নাটকটি কেমন চলল? অস্কার ওয়াইল্ড সগর্বে উত্তর দিলেন, 'নাটকটি মঞ্চ সাফল্য অর্জন করেছে নিঃসন্দেহেই, কিন্তু শ্রোতাই বল আর দর্শকই বল তারা একেবারেই গোলা।'

॥ স্টিফেন লিকক ॥

পি এইচ ডি—ডিগ্রিটা অর্জন করে স্টিফেন লিকক এতোই গর্বিত হয়েছিলেন যে তিনি ডক্টর স্টিফেন লিকক বড়ো বড়ো অক্ষরে লিখে একটি নেম প্লেট ঝুলিয়ে ঘরে এসে বসতেই এক রোগী এলেন। কিছুক্ষণ পরে এলেন দ্বিতীয় রোগী—তিনি আবার ডক্টর অফ ডিভিনিটি।

॥ থ্যুরো ॥

নিসর্গবাদী থ্যুরো তখন মৃত্যুশয্যায়। তাঁকে দেখতে এসেছেন তাঁর এক ধার্মিক কাকা। তিনি বললেন, 'তুমি এখন ভগবানের সঙ্গে শান্তি স্থাপন করেছ তো?' থ্যুরো শান্তভাবে উত্তর দিলেন, 'কাকা,

ভগবানের সঙ্গে কোনকালেই আমি কলহে লিপ্ত হইনি আর তাই শান্তি বা সন্ধি স্থাপনের কোনো প্রশ্নই ওঠে না।'

॥ টেনিসন ॥

একদিন টেনিসন তাঁর বন্ধু উইলিয়াম অ্যালিংহামকে একজোড়া বুট দেখিয়ে বললেন, 'জুতো জোড়ার বয়স হলো চল্লিশ—দেখুন, এখনও কেমন অক্ষয়।'

অ্যালিংহাম অমনি বলে উঠলেন, 'এর থেকেই প্রমাণিত হয় সোলস অমর।'

★ ★ ★

নিজের জীবনের একটি ঘটনা ছিল টেনিসনের বড়ো প্রিয়। অনেককেই তিনি তাই এটি বলতেন। কবির বয়স যখন নিতান্তই কাঁচা তখন একদিন তাঁর ঠাকুর্দা টেনিসনকে ঠাকুমার অন্ত্যেষ্টিগাঁথা লিখতে বলেছিলেন। কবিতা লিখে ঠাকুর্দার হাতে তুলে দিলে তিনি প্রীত হয়ে টেনিসনকে দশ শিলিং পুরস্কার দিয়ে বলেছিলেন, 'কবিতা লিখে কোনো দিনই তুই অর্থ পাবিনে। আর তাই মনে রাখিস আমার কাছ থেকে পাওয়া এই দশ শিলিং-ই তোর প্রথম আর শেষ পুরস্কার।'

॥ ভোলতেয়ার ॥

১৯২৭ খ্রীস্টাব্দের ইংলণ্ডে ফরাসীদের প্রতি ইংরেজদের চূড়ান্ত এক বিদ্বেষ ভাব লক্ষ্য করেছিলেন ভোলতেয়ার। একদিন তিনি যখন সরাইখানায় যাচ্ছিলেন তখন একদল ইংরেজ চিৎকার করে বলছিল, 'ফরাসীটাকে মেরে ফেল, ওকে ফাঁসিতে ঝোলা।' ভোলতেয়ার একটু থেমে শান্ত কণ্ঠে বললেন, 'আমার দোষ আমি একজন ফরাসী, তাই না? আর তাই তোমরা আমায় মেরে ফেলতে চাইছ। কিন্তু ইংরেজ না হওয়ার জন্যে তোমাদের কাছে লাঞ্ছনা ভোগ করতে হলো তা তো স্বচক্ষেই দেখলে!' ভোলতেয়ারের এই মন্তব্যে উত্তেজিত জনতা খুবই লজ্জা পেল আর তাঁকে সরাইখানায় পৌঁছে দিল।

॥ আইনস্টাইন চার্চিল ॥

উইনষ্টন চার্চিল আমেরিকায় গেছেন বেড়াতে। তাঁর এক বন্ধু কোনো এক সাময়িক পত্রিকায় মুদ্রিত চার্চিলের নাতির একটি ছবি

দেখিয়ে বললেন, 'ছেলেটির চোখে মুখে উপচে পড়ছে চাতুর্য।' চার্চিল বললেন, 'ঠিক বলেছ।' অতঃপর বন্ধু বললেন, 'আর ছবিটির সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হলো যে এটি হুবহু তোমার মতন।' চার্চিল বললেন, 'এতে আশ্চর্য হবার কি আছে! প্রত্যেকটি শিশুকেই আমার মতো দেখতে।'

॥ ওয়েলেস ॥

ওরসন ওয়েলেসকে একবার পশ্চিমের এক ছোট্ট শহরে বক্তৃতা দিতে হয়েছিল। শ্রোতারা ছিলেন সংখ্যায় খুবই কম। এমন কি শ্রোতাদের সঙ্গে তাঁর পরিচয় সাধন করিয়ে দেওয়ার জন্যেও কেউ ছিলেন না। তাই ওয়েলেসকেই আত্মপরিচয় দিতে হলো—'শ্রদ্ধেয় মহাশয়/মহাশয়া, আমি ওরসন ওয়েলেস—একাধারে নাট্যনির্দেশক, প্রযোজক, সাহিত্যিক, রূপালীপর্দার নায়ক, ঐন্দ্রজালিক শিল্পী, প্রকাশক বেহালা ও পিয়ানোবাদক। বুঝতে পারছেন তো আমি একাই একশ আর আপনাদের উপস্থিতি একশোর অনেক, অনেক কম। এখন বলুন এটা কি লজ্জাজনক নয়?'

★ বৈঠকী রঙ্গ ★

দেশী নক্‌সা কৌতুক

★ ★ ★ ★

কৃষ্ণগোপাল নেতাজী-দর্শনের বিবরণ দিচ্ছেন—

কোলকাতায় গেসলাম। ফেরার পথে শ্যালদা স্টেশনের ছ' নম্বর প্ল্যাটফর্মে দেখি বিরাট একটি লোক গাড়ির মাথায় কনুই রেখে দাঁড়িয়ে আছেন। স্মৃতি ছোঁয়া তার দৃষ্টি, মুখে মৃদু হাসি। রক্তে তাঁর হিলহিল করছিল ব্যক্তিত্ব। সারা গায়ে তাঁর গনগনে আগুনের আভা ঠিকরে পড়ছিল। গাছপাকা ক্যাঁটালি-কলার খোসার মতন তাঁর গায়ের রঙ। একটা মেমের বাচ্চা পড়ে গিয়ে ককিয়ে উঠতেই লোকটি স্যাট্‌ করে তাকে কোলে তুলে নিয়ে গালে তার হাত বুলিয়ে দিলেন। মেমের চোখ ছানাবড়ার মতন হয়ে গেল যখন তিনি শুনলেন, যে লোকটি তাঁর মেয়েকে কোলে তুলে নিয়েছিলেন তিনি নেতাজী।

★ ★ ★

মাছ ধরতে গেছি কাটোয়ায়। ঝাঁ ঝাঁ করছে রোদ্দুর। একজন শিকারী তো সানস্ট্রোকে কেলিয়ে গেল। মাচায় বসে কাছায় শেকড়

গজিয়ে গেল, মাছ আর খায় না। ছ'টার পর আর মাছ ধরতে দেয় না। একজন ধুমসো মতন লোক পেল্লাই একটা কাঁচি হাতে নিয়ে আসে—সুতো কেটে দেয় ছিপের।

পৌনে পাঁচটায় ফাতনায় পড়ল টান—প্রায় মণখানেক রাঙা টুকটুকে এক রুই মাছ। যে মাছটি শকুন্তলার আংটি গিলেছিল এ বোধহয় সেই মাছটির বংশধর। জলের ভেতর সে কি তোলপাড় মাইরি—যেন সমুদ্র-মন্থন হচ্ছে। খেলিয়ে খেলিয়ে ঘেমে নেয়ে গেলুম—মাছ আর ওঠে না। এদিকে সেই পেয়াদা এসে গেল। আমি তার ঘাড়ে একটা লাথি মেরে তাকে শুইয়ে দিয়ে তার বুকে বসে মাছ খেলাতে লাগলাম।

আমার বীরত্বে অন্যান্য শিকারীরা তো বিস্ময়ে হতবাক। অবশেষে মাছটিকে ডাঙায় তুলে লোকটিকে দিয়ে বইয়ে স্টেশনে এসে ট্রেনে চেপেছিলুম। শিকারীরা আমার তেজ আর দাপটে মুগ্ধ হয়ে মুহূর্তের জন্যেও আমার কাছ ছাড়া হয়নি। তাদের বলেছিলাম, 'যেখানে সেপাই বিদ্রোহ হয়েছিল আমি হলুম গিয়ে সেখানের মাল।'

★ ★ ★

আমাদের গ্রামে ছিল পরিত্যক্ত একটা বাড়ি—'সরোজিনী নিবাস।' লোকে বলত ভূতের বাড়ি। গোরু-ছাগল—ওদিক চরতে গেলে আর ফিরত না। একদিন ভর সন্ধ্যেয় হাতে লণ্ঠন আর ঘাড়ে তীর ধনুক নিয়ে গেলুম সরোজিনী নিবাসে। চারিদিকে মাকড়সার জাল, চামচিকে উড়ছে ফত্‌ফত্‌ করে, ছুঁচোর পালা কীর্তন আসছে কানে। দোতলায় একটি ঘরে ছিল একটা চৌকি। সেটি পরিষ্কার করে বসলাম সেখানে। রাত তখন দুটো হবে। দূর থেকে খেঁকি কুকুর ডাকছে তারস্বরে, শেয়ালের অভিযোগও শোনা যাচ্ছে। হাঁটি হাঁটি পায়ে কে যেন আসছে। হঠাৎ দেখি বীভৎস দুটি চোখ দপ্‌ দপ্‌ করে জ্বলছে। বিরাট এক রয়েল বেঙ্গল। ধাঁ করে তীর ছুঁড়লাম। ব্রহ্মরন্ধ্র ভেদ করে বাঘটির প্রাণ বেরিয়ে গেল। সেদিন থেকে ভূতের উপদ্রবও বন্ধ হলো। আসলে প্রতিরাতে বাঘ আসত চামচিকে খেতে। পরের দিন সকালে সকলের উষ্ণ অভিনন্দনে আমার সে কী অবস্থা! মালার ভারে নুইয়ে পড়েছিলুম।

আমি আর পারলাম না। বললাম, 'সে কি কেষ্টদা, শ্রীরামপুরে বাঘ!' কৃষ্ণগোপাল বললেন, 'সোঁদরবন থেকে পালিয়ে এসেছিল।

বাঘের দৌড় তো আর দেখেন নি, সোঁদরবন খুব একটা দূরে কি।'

★ ★ ★

একদিন বাসের জন্যে দাঁড়িয়ে আছি। অফিস-যাত্রীদের উৎকট ভিড়। এমন সময় দেখি চাদর গায়ে এক বুড়ো হন্‌হন্‌ করেই আমার দিকেই আসছে। আমায় বলে, 'এই যে বাবু, আমি কালীঘাটে যামু—কোন্‌ বাসে যাইমু একটু দেখাইয়া দ্যান।'

আমি আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিলুম—'ওইখানে গিয়ে দাঁড়ান। তিন নম্বর বাস এলে উঠে পড়বেন।'

করুণ হয়ে উঠল তার মুখ—'আমি তো নম্বর পড়তে পারুম্‌ না।'

আমি বলি, 'নতুন এসেছেন বুঝি?'

—'আজ্ঞা হ্যাঁ।'

ভাবলুম, দেরি তো হয়েই গেছে। বেচারা বুড়ো কালীঘাটে যাবে ধম্ম করতে—ওকে বাসে তুলেই দিয়ে আসি। বললুম, 'আসুন আমার সঙ্গে।'

সে বলে, 'বড়ই উপকার করলেন বাবু।'

কালীঘাটের বাস দেখিয়ে বললুম, 'এই বাসে উঠে যান। কন-ডাক্টরকে বলবেন—সে আপনাকে ঠিক জায়গায় নামিয়ে দেবে।'

ওমা দেখি বুড়ো গুটি গুটি আমার পেছনে পেছনে আসছে। একটু উত্তেজিত হয়েই বলে উঠি, 'কি হলো, বাসে উঠলেন না?'

সে বলে, 'আজ যামু না। কাইল যামু। আজ পথডা জিগাইলাম।'

★ ★ ★

এবার আমি আমার গান শেখার প্রসঙ্গে বলবো। দেহে তখন আমার টসটসে যৌবন। একটার পর একটা ঋতু আসে আর যায়, মন আমার উড়ু উড়ু করে। ভাবলুম গান শিখব। দরাজ গলা ছিল আর সেই সঙ্গে স্মৃতি—যাকে বলে শিব-দুর্গার মিলন আর কি। একবার শুনেই কানা কেষ্টর 'মুক্তির মন্দির গোপন তলে' গেয়ে বাড়ির সকলকে একে-বারে তাক লাগিয়ে দিয়েছিলুম। তখন ব্রিটিশ আমল। কাকা বললেন 'ওরে হতভাগা, তোর জন্যে আমরা সবাই কি জেলে যাব। এত গান থাকতে ওই অলুক্ষুনে গানটা না গাইলেই নয়।' সে সময় তো আর 'হ্যালা ল্যালা হো:', জুগু জুগু, ফুলুরি বিনা চাটেনি—হনুমান মার্কা এই সব লক্কড় গানের চলন ছিল না। তাই রবিবাবুর গান খুবই জনপ্রিয়

হয়ে উঠেছিল। শুরু করে দিলুম রবিবা_র গান। একদিন সকালে 'কেন যামিনী না যেতে জাগালে না' গানটি এমন দরদ আর লজ্জা মিশিয়ে গাইছিলাম যে মা তখনই ছুটলেন আমার কাছে। ভাবখানা তাঁর 'ওমা আমার কী সর্বনাশ হলো গোছের।' বাবাও বুঝলেন যৌবন আমার উত্তাল হয়ে উঠছে। অতএব এখন 'আর দেরি নয়, ধর গো তোরা হাতে হাতে ধর গো।' বিয়ের কথাবার্তাও চলতে লাগল। এ-দিকে ছোটখাটো জলসায় আমার বেশ হাঁক ডাক। মাস্টারমশাই তো আমার সম্পর্কে খুবই আশাবাদী হয়ে উঠেছিলেন। পঁচিশে বৈশাখের অনুষ্ঠানে ডাক পড়ল। জীর্ণ-শীর্ণ চ্যাবা মারা আমাশা রুগী টাইফয়েড রুগী বেঁটে খাটো কি একটা পদার্থ—খুব সম্ভব অসুর ছিল সেটাকে রবীন্দ্রনাথ বানিয়ে একটা জলচৌকিতে রঙচঙে কাপড় বিছিয়ে বসিয়ে দেওয়া হয়েছে। ধূপের ধোঁওয়া উড়ছে লকলক করে। গোলাপী সিল্কের শাড়ি পরা ধুমসো মতো একটা বৌ আবেগে গদগদ হয়ে নেংটি ইঁদুরের মতো চিকন গলায় গাইছে, 'কাল রাতের বেলায় গান এল মোর মনে।' সভাপতি মশাই ধানকলের মালিক—গলায় তাঁর বিরাট মালা। শতরঞ্চিতে বসে ঝিমুচ্ছেন। কাল রাতের বেলায় শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই শুরু করলুম 'এসো আমার ঘরে।' তারপর 'আমার পরাণ যাহা চায়, তুমি তাই, তুমি তাই গো।' সবশেষে 'চিনিলে না আমারে কি/দীপহারা কোণে আমি ছিনু অন্যমনে।' হাততালির চোটে মনে হলো স্টেজ গুড়িয়ে যাবে। আনন্দের আতিশয্যে একজন যুবক আমায় এমনভাবে জাপটে ধরেছিল যে প্রাণ বাঁচানই দায়। কী কুক্ষণেই আমি যে সেদিন ঐ তিনখানি গান গেয়েছিলুম। তারপর থেকে বাড়িতে অনুরাগিনীর সংখ্যা বাড়তে লাগল। ভাগ্যিস সেদিন 'আমার প্রাণের মাঝে সুধা আছে, চাও কি গানটি' গেয়ে ফেলিনি। বাবা একদিন গম্ভীর গলায় বললেন, 'তুমি কী চাও, আমি গৃহত্যাগী হই। গান তোমায় ছেড়ে দিতে হবে।' তারপরেই ধরে বেঁধে ভামিনীবালার সঙ্গে কসে গাঁটছড়া বেঁধে দিলেন। বালিকা ভামিনীর তখন নাক দিয়ে শিকনি ঝরত। ফুলশয্যার রাতে গুন গুন করে গেয়েছিলুম সেদিন দুজনে দুলেছিনু বনে। বেচারী কঁকিয়ে কেঁদে উঠেছিল।

বিদেশী প্রহেলিকা

১। কোন্ পাখী হুবহু সারসের মতো দেখতে ?
—সারস পত্নী।

২। লাল একটি পাহাড়ে বত্রিশটি সাদা ঘোড়া
কখনো পদাঘাত করে সজোরে।
কখনো চিবায় কচমচ করে।
কখনো বা দাঁড়িয়ে থাকে চুপটি করে।
—দাঁত।

৩। গলদা চিংড়ির মুখ লজ্জায় রাঙা হয়েছিল কেন ?
কাঁচা শাক-সব্জীর (স্যালাডের) সাজ-সজ্জা দেখে ফেলেছিল সে।

৪। মশারা যে সুখী তার প্রমাণ কি ?
—সবসময়েই তারা গুন গুন গান গায়।

৫। মশারা যে ধর্মপরায়ণ তার প্রমাণ কি ?
—প্রথমে তারা আপনার চারিধারে ভোঁ ভোঁ করে মন্ত্রোচ্চারণ করবে। তারপর আপনার রক্ত শোষণ করবে।

৬। একটা মোটা লোককে সুড়সুড়ি দিয়ে সবচেয়ে বিব্রত করতে পারে কে ?
—একটি মাছি এবং স্হূল ব্যক্তিটির নাকে বসে।

৭। ডাক্তারেরা নীচ কেন ?
—তাঁদের চিকিৎসার বিনিময়ে টাকা দিতে হয়। আর ডাক্তার দেখে বলেই লোকে আহারে বিহারে অসংযমী হয়।

৮। ঝকমকে বর্ম পরা এক নাইটের ব্যথা হয়েছিল—বলুন তো কোথায় এবং কখন ?
—মধ্যরাতে, knight.

৯। গোঁফ পাকার আগে পুরুষ মানুষের চুল পাকে কেন ?
—কারণ গোঁফের চাইতে চুল একুশ বছরের বড়।

১০। পঞ্চাশটি মাথা, অথচ চিন্তার ক্ষমতা নেই।
—এক বাক্স দেশলাই।

১১। অধোদেশের যৌবনকে ঢেকে রাখতে যার ছত্রিশটি সায়া পড়তে হয়, অথচ যাকে কখনও দরজীর শরণাপন্ন হতে হয় না—কে সেই সুন্দরী ?
—পিঁয়াজ।

১২। মোটাসোটা তিন ভদ্রমহিলা একটি ছাতার তলায় যাচ্ছিলেন, কিন্তু একটুও ভিজে যাননি—কেন ?
—তখন বৃষ্টি হচ্ছিল না।

১৩। শিল্পীর যোগ্য পোশাক কি দিয়ে তৈরি হওয়া উচিত ?
—অবশ্যই ক্যানভাসে।

১৪। ব্যাঙ্কের মালিক কিসের পোশাক পরবেন ?
—চেকের।

১৫। জেলের উপযুক্ত পোশাক কি দিয়ে তৈরি হবে ?
—জাল দিয়ে।

১৬। গায়িকা কিসের পোশাক পরবেন ?
—অর্গ্যান্ডির।

১৭। লম্বা লোকের যোগ্য পোশাক কি দিয়ে তৈরি হবে ?
—লংক্লথে।

১৮। খালি পেটে কোন্ Pipe গান করে ?
—ব্যাগ্‌প্যাই।

১৯। কোন্ জ্যাম খাওয়া যায় না ?
—ট্রাফিক জ্যাম।

২০। এ দেশ কেন দুধের মতো ?
—কেননা এটি আমাদের দেশ।

২১। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সবচেয়ে সুখী অঞ্চল কোন্‌টি ?
—মেরিল্যাণ্ড।

২২। লোহিত সাগরে এক টুকরো সাদা পাথর ফেললে কি হবে ?
—কিছুই হবে না, পাথরের টুকরোটি ভিজে যাবে।

২৩। কোন্ দেশ আপনাকে জ্বালা ধরিয়ে দেবার ক্ষমতা রাখে ?
—চিলি।

২৪। উনচল্লিশতম জন্মদিনে সিজার কোথায় যাত্রা করলেন ?
—চল্লিশে।

২৫। মধ্যযুগকে অন্ধকারাচ্ছন্ন যুগ বলা হয় কেন ?
—কেননা তখন অনেক নাইট (knight) ছিলেন।

২৬। আয়না আর দৃঢ়প্রতিজ্ঞার ভেতর মিল কোথায় বলুন তো ?
—উভয়েই ক্ষণভঙ্গুর।

২৭। কে বেশি লিখেছিলেন—Dickens, Warren না Bulwer ?
—Dickens-ই বেশি লিখেছিলেন। কেননা Warren লিখেছিলেন 'Now and Then', Bulwer লিখেছিলেন 'Night and Morning' কিন্তু Dickens লিখেছিলেন, 'All the year Round'.

২৮। 'সুন্দরী' আর 'কসাই' সমগোত্রীয় কেন ?
—উভয়েই প্রাণীবধে নিযুক্ত।

২৯। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বৃহত্তম নারী দুজনের নাম কি ?
—Miss Ouri এবং Mrs Sippi.

৩০। কোথায় সব মেয়েই সমান সুন্দরী ?
—অন্ধকারে।

৩১। গোঁফের প্রতি তরুণীদের বিরাগ কিভাবে প্রকাশ পায় ?
—সুন্দর মুখগুলি তারা গোঁফের ওপরেই স্থাপন করে।

৩২। প্রেমিক-প্রেমিকার আন্তরিকতার পরিমাপ করবেন কিভাবে ?
—দীর্ঘশ্বাস দ্বারা।

৩৩। প্রেমিক যখন তার প্রেয়সীর কাছে যাবে, তখন কি কি সে সঙ্গে নিয়ে যাবে ?
—হৃদয় ভরা অনুরাগ, আচার ব্যবহারে শিষ্টতা আর পকেট ভর্তি লজেন্স।

৩৪। সেটি কি, যার দৈর্ঘ্যও নেই, প্রস্থও নেই, ঘনত্বও নেই অথচ অনুভবে শিহরণ জাগে ?
—চুমু।

৩৫। সেটি কি, সকলেই যা চায় আর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তার কাছ থেকে মুক্ত হতে চায় ?
—উত্তম ক্ষুধা।

৩৬। সর্বাঙ্গে ছিদ্র অথচ জল ধরে রাখে, সেটি কি?
—স্পঞ্জ।

৩৭। নারীর মধুর চুম্বন যেন কাঁচের বয়ামে জলপাইয়ের মতো, কেন বলুন তো?
—প্রথম চুমুটা পাওয়ার পর অন্যগুলি অতি সহজেই মেলে।

৩৮। সুন্দরী! দেখনা চেষ্টা করে, পার কিনা বলতে—
কে সেই ভাগ্যবান, যিনি অনেক স্ত্রীকে করেছেন বরণ
অথচ সারাটা জীবন ধরেই নিঃসঙ্গ, একা?
—পাদরী।

৩৯। কোন্ সময়ে দেয়াল ঘড়িতে তেরটা বাজে?
—সেই সময়ে, যখন ঘড়িটাকে সারাবার জন্য পাঠাতে হয়।

৪০। সপ্তাহের কোন্ দিনটি সবচেয়ে শক্তিশালী।
—রবিবার,কেননা সপ্তাহের অন্য দিনগুলি দুর্বল (week·days)।

৪১। কোন্ মাসে মহিলারা সবচেয়ে কম কথা বলে?
—সবার চেয়ে ছোট মাস, ফেব্রুয়ারিতে।

৪২। মহিলারা কেন ডাকঘরের ভালো কেরাণী হতে পারেন?
—তাঁরা জানেন কিভাবে মেল্স্ (Males) বাগে আনতে হয়।

৪৩। পৃথিবীতে সবচেয়ে অসামাজিক কে?
—মাইলস্টোন। কোনো সময়েই দুটিকে একত্রে দেখা যায় না।

৪৪। সবসময়েই Orpheus কুসঙ্গে কালাতিপাত করত—কেন বলুন তো?
—কেননা Lyre ছাড়া তাকে দেখাই যেত না।

৪৫। এমন একটি প্রশ্ন করুন যার উত্তর কোন সময়েই হ্যাঁ হবে না।
—তুমি কি ঘুমিয়ে পড়েছ?

৪৬। কোন্ সংবাদপত্র তুলতুলে শিশুর মতো?
—সাপ্তাহিক সংবাদপত্র।

৪৭। খবরের কাগজের একটি যথার্থ নামকরণ করুন তো।
—নির্ভেজাল মিথ্যা।

৪৮। গুজব আর সিগারেট— দুটির ভেতর এতো মিল কেন।
—কেননা দুটিই থাকে অপদার্থ, অলস লোকের মুখে।

৪৯। নিষ্কর্মা ভবঘুরেদের মোড়ে দাঁড়িয়ে থাকাটা কিভাবে রোধ করা যায়?

—বসবার জন্যে তাদের অফিসের চেয়ার এগিয়ে দিন।

৫০। মাথামোটা লোকটি পদোন্নতি কামনা করছে কোন্ সাহসে?
—কেননা তার পক্ষে সকল পদই সমান।

★ ★ ★ ★

[DARWIN A. HINDMAN এর '1800 Riddles Enigmas and Conundrums' থেকে নির্বাচিত পঞ্চাশটি কৌতুকের বঙ্গানুবাদ।]

★ রঙ্গকৌতুক-বিদ্যাস্থানেভ্যঃ ★

[মাধব্যের স্বভাবসুলভ পরিহাসোজ্জ্বল ভাষায় এ যুগের সারস্বত নিকেতন, 'শিক্ষকগণের বিশ্রামের, ছাত্রগণের মল্লচর্চার এবং বহিরাগত-গণের যথেচ্ছ বিহারের স্থান। অবশ্য কখনও কখনও ক্লাশ হইয়া থাকে।' কতো যে মজা আর হাসি ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে স্কুলের আনাচে-কানাচে—বলে শেষ করা যাবে না। এখানে দু চারটি নমুনা মাত্র তুলে ধরছি—]

॥ এক ॥

পরীক্ষার খাতা থেকে সংগৃহীত ছাত্রদের স্বকীয় কল্পনা শক্তির নিদর্শন—

★ ভাবিলেও বিস্মিত হইতে হয় মুণ্ডহীন রাজা কণিষ্ক কিভাবে এত রাজ্য জয় করিয়াছিলেন। অন্য ছাত্র—"কেহ কেহ বলেন কণিষ্কের মাথা তাঁহার পেটের ভিতরে ছিল।"

★ চৈতন্যদেব দুইশত বৎসর বয়সে নীলরতন হাসপাতালে পরলোক গমন করেন।

★ যীশুখ্রীষ্টের আসল নাম যীশু। খ্রীষ্ট ধর্ম অবলম্বন করার পর তাঁর নাম হয় খ্রীষ্ট।

★ অনেক তিমি মাছ পাওয়া যায় বলে আফ্রিকাকে 'তিমিরাচ্ছন্ন মহাদেশ' বলে।

★ আলোচ্য অংশটি চতুষ্পদী কবি মাইকেলের 'নূতন বৎসর' কবিতা থেকে নেওয়া হয়েছে।

॥ দুই ॥

বিদ্যালয় জীবনের স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে দ্বাদশ শ্রেণীর এক ছাত্র লিখেছে—

★ **টিফিন** শেষের ঘণ্টা জানিয়ে দেয়, ক্ষণিক অবসর শেষ হলো। পাওয়া না পাওয়ার হিসেব মেলাতে মেলাতে ফুচকাওয়ালা ঘরে ফেরে। কাকেরা জটলা করে এঁটো শালপাতা নিয়ে! ইচ্ছে করছে কিলবিলে দু'মুখো সাপের মতো কড়ির দোলনায় শুয়ে, অশত্থতলায় কলাপাতার বাঁশি বাজাই।

॥ তিন ॥

বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের নতুন মাস্টারমশায় কয়েকদিন হলো কাজে যোগদান করেছেন। স্বনামধন্য কবি তিনি। তাঁর কবিতা শুনে প্রধান শিক্ষকমশায় তো কবির প্রশংসায় পঞ্চমুখ। শুনুন কবিতাটি—

★ **আমার** ভগবান রেলিঙে পা তুলে, আরাম-কেদারায় শুয়ে সিগারেট টানছেন। তাঁর ঘাড়ে, জুলপিতে কাঁচা পাকা অনেক চুল। ঘেমো বুকে তাঁর ব্যাড় ব্যাড় করছে রোমাবলী। দামী সিগারেটের গন্ধ ছড়িয়ে পড়ছে হেমন্তের দুপুরে। অদূরে স্নানরতা যুবতীদের ঠারেঠোরে দেখছেন তিনি। উর্বশীরা কি হারিয়ে গেছে!

★ **ভগবান** ব্যবসায়ী। ভেজাল দেন তিনি, তিলকে করেন তাল। তাঁর অনেক টাকা। রূপাজীবার ফ্ল্যাটে, বারে তাঁর দেখা মেলে। উপভোগ করেন তিনি ক্যাবারে নর্তকীর মর্ফোলজি। কল-গার্ল নিয়ে রাতের ট্রেনে তিনি যান ডায়মণ্ডহারবারে। মার্কারি ল্যাম্পের রহস্যময় আলোয় চকচক করে তাঁর টাক, হাতে তাঁর টাকা ভর্তি অ্যাটাচি। তাঁকে দেখেছি আমাদের পাড়ায়। মেয়ে দেখলে রকে বসে হিন্দী গানের সুরে শিস্ দিয়ে ওঠেন তিনি। প্রেয়সীকে নিয়ে ময়দানে বসে তিনি বাদাম চিবান, হাতে থাকে স্বর্গের ঝাল-নুন।

॥ চার ॥

[কতো কাল আগের ফেলে আসা ছাত্রজীবনের কথা বলছিল অমিত।]

★ **তখন** ইংরেজদের আমল। রাজা রাণীর ছবি টাঙানো থাকত আমাদের ইস্কুলের দেয়ালে। সম্রাট-সম্রাজ্ঞীর সেই ছবিতে আমাদের টিকিধারী পণ্ডিত এমন ভক্তিভরে প্রণাম করতেন যে মনে হতো পরম ভক্তিভরে তিনি যেন মা সরস্বতীকে প্রণাম করছেন। স্বাধীনতার পরেও তিনি ছিলেন বহাল তবিয়তে—তখন গান্ধী জহরলালের ছবি

দেখে ঘুম থেকে উঠতেন। তিনি ছিলেন ঝিমকালো—আলকাতরার মতো—হাসলে বোঝা যেত দাঁত আছে। ঢোলা হাতা জামা পরে পণ্ডিত মশাই স্কুলে আসতেন। বলতেন, 'বলো, পলা বলো, তুমি পলা বলো'—হাতগুলো মুখের কাছে এমন ভাবে নাড়তেন যেন তাল-পাতার পাখা নাড়ছেন। আর কতকগুলি রেল লাইনের পাথরের আংটি-ফাংটি পরে থাকতেন। সেইগুলো দিয়ে ফটাস ফটাস করে গাঁট্টা ফাট্টা মারতেন। যদিও নাম্বার-টাম্বার ভালোই পেতাম তবু পণ্ডিত মশাইয়ের ভয়ে লাস্ট বেঞ্চে বসতাম। আর পেছনে বসে বসে আমরা গান রচনা করতাম। 'মহল' বলে একটা বই তখন খুব চলত চলছিল অনেক দিন ধরে। একটা গান খুব হিট করেছিল—'আয়েগা, আয়েগা, আয়েগা—আয়েগা আনেওয়ালা।' গানটির বাংলাও বেরিয়ে-ছিল—'শোনো গো, শোনো গো...... ।' আমরা পণ্ডিতকে রাগাবার জন্যে ওই গানটার সুরে একটা গান তৈরি করেছিলাম। পেছনের বেঞ্চে কোরাস করে সকলে গাইতাম—'পণ্ডিত পন্ডিত পণ্ডিত' তারপর উল্টে দিয়ে 'তন্ডিপ পতন্ডি ন্ডিতপ।'

॥ পাঁচ ॥

★ **আমরা** তখন ফাইফ-সিক্সে পড়ি। ইনেসপেক্টর আসবেন! আমরা ইনেস্পেক্টর বলতে পারতাম না—নিসপেক্টর, নিসপেক্টর করে চেঁচাতাম। তা পরিদর্শককে মালা পরাতে হবে। ভালো ভালো ছেলে দেখে বাছাই করা হয়েছিল—ফরসা ফরসা, ধুমসো ধুমসো, গদাই থুসথুসে সব চেহারা—তারা মালা দেবে। মালার ভারে অতগুলো ছেলে নুইয়ে পড়ত। গোলাপ পদ্ম-টদ্ম যত রকমের ফুল আছে—সমস্ত রকমের ফুল-টুল টিনে তারে গাঁথা হতো—গাঁদা পাতা থেকে গাঁদাল পাতা পর্যন্ত সব পাতাই থাকত সে মালায়। তার ওপর আবার বেঙ্গল কেমি-ক্যালের অগরু ছিটিয়ে দেওয়া হতো। মরার গায়ের গন্ধ বেরুত মালাটা থেকে। পরিদর্শক বরণের একটা গানও বানিয়েছিলাম আমরা—

গুণীজন বন্দন, লহ ফুল চন্দন।
লহ অভিনন্দন, লহ অভিনন্দন ॥

গানটা প্রথমে বিলম্বিত, পরে দ্রুত লয়ে গাইতে গাইতে হাত তুলে নাচতে নাচতে আমরা ক্লাশ থেকে বেরিয়ে যেতাম।

॥ ছয় ॥

★ শহর আর শহরতলীর আনাচে-কানাচে ব্যাঙের ছাতার মতন

গজিয়ে উঠছে কতো না ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল। বেতন স্বল্প—কিন্তু দুপুরে ভাত-ডাল ঝিঙে-পোস্ত পমপ্লেট মাছের কালিয়া—আমড়ার অম্বল জোটে বিনামূল্যে। এহেন এক স্কুলের দিদিমণি—তার সাজ পোশাক দেখলে চিত্রতারকারাও লজ্জা পাবেন। আর তার ইংরেজি শুনলে নেসফিল্ড বেঁচে থাকলে নিশ্চয় আত্মঘাতী হতেন—'য়ু গো ম্যুজিয়ম? স মমি? ভেরি ভেরি পাস্ট ইয়ার্স টুৎ হেড টুয়েন্টি ফিঙ্গার অ্যা বেগার সিটেন অন দ্যা রোড। পিপুল মেকেড হিম মমি অ্যাণ্ড পুট হিম গ্লাস বক্স'—অর্থাৎ তোমরা মিউজিয়ামে গিয়েছ? মমি দেখেছ? অনেক অনেক দিন আগে দুটি মাথা আর কুড়িটি আঙুল-ওয়ালা এক ভিখিরি রাস্তায় বসে থাকত। লোকেরা তাকে মমি তৈরি করে কাঁচের বাক্সে রেখেছে। সুকুমারমতি এক ছাত্রের বাইরে যাবার প্রয়োজন অনুভব করে সেই শিক্ষিকা বলছেন—'নো ফিয়ার। কুইক কুইক—গোজ টয়লেট প্লিজ। নট ড্রপ বাথরুম ইন ইউর পেন্টুল।'

'Laughter is the best Medicine' হাসি সুস্বাস্থ্যের প্রধান উপকরণ। রঙ্গ কৌতুক, জোক্স, রসিকতা জীবনের জীয়নকাঠি, সঞ্জীবনী সুধা, বাঁচবার অনুপান।

বুদ্ধিদীপ্ত কৌতুক

★ ★ ★ ★

[বুদ্ধিদীপ্ত কৌতুকে যদি আপনার প্রীতি থাকে, তাহলে এগুলো পড়ুন, চিন্তা করুন—ভালো লাগবে।]

★ যে মুহূর্তে কোনো যুবক তার বন্ধুদের প্রতি অবিশ্বাস বা সন্দেহ পোষণ করতে শুরু করে তখন থেকেই তার জ্ঞানের উন্মেষ পর্বের সূচনা হলো—মনে করা যেতে পারে।

—Aubrey Menen

★ ভগবান আমাদের আত্মীয়-স্বজন দিয়েছেন, তাঁকে ধন্যবাদ আমরা আমাদের বন্ধু নির্বাচন করে নিতে পারি।

—Addison Mizner

★ যে বইগুলো কেউই পড়ে না, সেগুলির প্রশংসায় সকলে পঞ্চমুখ।

—Anatole France

★ গুরুতর ভুল ভ্রান্তি নিয়েই যৌবন, বয়ঃপ্রাপ্তি মানেই যন্ত্রণা ভোগ আর বার্ধক্য হলো আক্ষেপ।

—Benjamin Disraeli

★ যা বলার উপযুক্ত নয় তাই ফুটে ওঠে গানে।

—Beaumarchais

★ বিবাহ হলো এমন একটি বই যেটির প্রথম পরিচ্ছেদ কবিতায় লেখা আর অবশিষ্টাংশ রচিত হয়েছে গদ্যে।

—Beverley Nichols

★ রাজনীতিবিদেরা যেন জাহাজ—কুয়াশার মাঝে পড়লেই হাঁকে ডাকে আর্তনাদে সকলকে সচকিত করে তোলে।

—Bennet Cerf

★ ঘোড়া বিক্রির ব্যাপারে দর দস্তুর সারা হয়েছে আর স্ত্রীকে সমাধিস্থ করার আয়োজন প্রায় শেষ হয়েছে—এর আগে যদি কোনো বন্ধু তার ঘোড়া আর স্ত্রীকে গালমন্দ করে তাহলে তাকে বর্জন করাই সমীচীন।

—C. C. Colton

★ কিছু বই আছে যেগুলির প্রচ্ছদ আর পেছনের মলাটই হলো সেরা অংশ।

—Charles Lamb

★ পরিবারের সূচনা হয় কিভাবে?—তরুণ এক যুবক যখন একটি মেয়ের প্রেমে পড়ে।

—Churchill

★ পুরুষকে প্রলুব্ধ তথা সন্তুষ্ট করার জন্যে আর অন্যান্য নারীদের অসন্তোষ উৎপাদনের জন্যেই নারী সাজগোজ করে।

—Colette

★ কবি জীবনের নির্মমতম ট্রাজিডি হলো না বুঝেও কবির প্রশংসা করা।

—Cocteau

★ উঁচু হিল জুতো আবিষ্কার করেন সম্ভবত সেই মহিলা যিনি তাঁর প্রেমিকের কপালে সহজেই চুমু দিতে সক্ষম হবেন তাই।

—Christopher Morley

★ কোনো কুকুর মানুষকে কামড়ালে সেটি খবরই হয় না, কিন্তু কোনো মানুষ যদি একটি কুকুরকে কামড়ায় তখন সেটি উল্লেখযোগ্য একটি সংবাদে পরিণত হয়।

—Charles A Dana

★ যে সব জিনিস অবোধ্য আমরা সেইসব বস্তুরই গুণবর্ণন করে থাকি।

—Dr. Fuller

★ আমাদের সভ্যসমাজে সম্পূর্ণ সুস্থ একটি মানুষ খুঁজে পাওয়াই ভার।

—Dr. Karen Horney

★ একজন বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার করেছেন যে হৈ চৈ গোলমাল নাকি জীবাণু ধ্বংস করে। আমরা বোধহয় আধুনিক গান নিয়ে একটু বেশি মাত্রায় সমালোচনা করে ফেলি।

—Dublin Opinion

★ কুকুর যখন চাঁদের দিকে চেয়ে ঘেউ ঘেউ করে তখন তা ধর্ম; কিন্তু যখন সে আগন্তুক দেখে চেঁচায়, তখন তা স্বদেশপ্রেম।

—David starr Jordan

★ যাদুঘরে রক্ষিত ছবিগুলিই সম্ভবত সব কিছুর চাইতে বেশি নির্বোধ মন্তব্য হজম করে।

—Edmund & Jules Goncourt

★ মানুষের মরণোত্তর সেই বিশেষ দক্ষতাই প্রতিভারূপে গণ্য হয়।

—Edmond de Concourt

★ বড়লোকদের উচিত চিকিৎসকদের সঙ্গে সংযোগ রক্ষা করা,কেননা একমাত্র তাঁরাই তাঁদের এই সুখটুকু দিতে পারেন যে তাঁরা মরেননি।

—E. W. Howe

★ দর্শন কি? দর্শন হলো আঁধার ঘরে একটি কালো বেড়াল। মার্কসীয় দর্শন কাকে বলে? আঁধার ঘরে আপনি একটি কালো বেড়াল খুঁজছেন—কিন্তু কোনো বেড়াল-ই নেই। মার্কস-লেনিনের দর্শন কি? আবার সেই অন্ধকার ঘরে আপনি সেই কালো বেড়ালের খোঁজ করছেন, কোনো বেড়াল-ই নেই আপনি কিন্তু বারবার 'আমি পেয়েছি, পেয়েছি তার সন্ধান' বলে চিৎকার করে চলেছেন।

—Erik De Mauny

★ দার্শনিক যা দেখেন তা বিশ্বাস করেন না, কেননা যা তিনি দেখেননি তাই নিয়ে মতবাদ গঠনে তিনি বড়ই ব্যস্ত।

—Fontenelle

★ যিনি কারুর অনুকরণ করেন না তিনিই যথার্থ বা মৌলিক লেখক

নন—যাঁর অনুকরণ করা সম্ভব নয় তিনিই সত্যিকারের লেখক।

—Francois Rane De Chateaubrind

★ আমার মনে হয় শয়তান যদি নাই থাকে, তাহলে নিজের সাদৃশ্যে মানুষ তাকে সৃষ্টি করেছে নিজের পছন্দ অনুযায়ী।

—Fedor Dostoyevsky

★ জীবনী-পাঠের সময় মনে রাখবেন সত্যটা প্রকাশযোগ্য বলে বিবেচিত হয়নি।

★ চল্লিশোর্দ্ধ প্রতিটি লোকই পাজি-বদমাশ।

★ খাদ্যের প্রতি ভালোবাসার চাইতে আন্তরিক ভালোবাসা আর নেই।

★ স্বাধীনতা মানেই দায়িত্ববোধ আর তাই বেশিরভাগ লোকই এটিকে ভয় করে।

★ কেবলমাত্র টেলিফোন-নির্দেশিকা ছাড়া সর্বত্রই অশ্লীলতার জয় জয়াকার।

★ দেশকে যদিও আমি ভালোবাসি, দেশবাসীকে মোটেই না।

★ স্কুল-কলেজে যা পড়েছেন তা ভুলে যাবার পর যা থাকে তাই হলো শিক্ষা।

★ সর্বত্রই বোকারা রয়েছে, এমন কি উন্মাদ-আশ্রমেও।

সেই লোকটির সম্পর্কে সাবধান, ভগবান যার আকাশে থাকেন।

★ সত্যটা বলে দেওয়াই হলো সেরা রঙ্গ-রসিকতা।

★ বিদ্বান মানেই কুঁড়ে—পড়াশুনা করে সময় নষ্ট করে।

—G. B. Shaw

★ অজ্ঞতাই যখন আশীর্বাদ তখন জ্ঞানী হওয়া নির্বুদ্ধিতার পরিচায়ক।

—Gray

★ পশুরাজ সিংহকে তুচ্ছাতিতুচ্ছ মাছির হাত থেকে নিজেকে রক্ষা করতে হয়।

—A German Proverb

★ যুবকেরা বুড়োদের বোকা ভাবে, কিন্তু বুড়োরা জানেন যুবকেরাই নির্বোধ।

—George Chapman

★ যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতিই হলো শান্তি স্থাপনের আশু ফলপ্রদ পথ।

—George Washington

★ কদাচিৎ কোনো কবি তাঁর কবিতা থেকে কোনো এক পুরুষে তাঁর কমলালেবুর মোরব্বা আর ডিম কিনতে পেরেছেন।

—Geoffrey Grigson

★ পশুরা আমাদের সর্বাপেক্ষা গ্রহণযোগ্য মিত্র কেননা তারা কোন প্রশ্ন করে না, কোন সমালোচনাও করে না।

★ সবচেয়ে সুখী রমণী হলো ইতিহাসবিহীন সবচেয়ে সৌভাগ্যশালী জাতির মতো।

—George Eliot

★ কথা হলো নারী, কাজ হলো পুরুষ।

—Hearbert

★ পুরাকালে যে মুণি 'নিজেকে জান' প্রবাদটি সাজিয়ে-গুছিয়ে উপস্থাপিত করেছিলেন তাঁর আর একটি পঙ্ক্তি যোগ করা উচিত ছিল 'কিন্তু কারুকে বল না।'

—H. F. Henrichs

★ নিদ্রা ভালো, মৃত্যু আরও ভালো, কিন্তু সবচাইতে ভালো না জন্মানো।

★ যে মুহূর্তে ঈভ জ্ঞানবৃক্ষের ফল খেয়েছিল অমনি ডুমুর পাতার জন্যে হাত বাড়িয়েছিল।

★ নারী যখন চিন্তা করে তখন সে প্রথমেই নতুন পরিচ্ছদের কথাই ভাবে।

★ মানুষ নিশ্চয় তার শত্রুদের ক্ষমা করবে। কিন্তু তাদের ফাঁসিতে লটকাবার আগে নয়।

★ কোনো বিবাহের শোভাযাত্রা দেখে আমার মনে হয় সৈন্যরা শৃঙ্খলাবদ্ধ হয়ে যুদ্ধযাত্রা করছে।

—Heinrich Heine

★ মিথ্যা ভাষণ বালকের পক্ষে অপরাধ, প্রেমিকের কাছে কলা-কৌশল অবিবাহিত পুরুষের কৃতিত্বপূর্ণ কার্য সম্পাদন আর বিবাহিত রমণীর অভ্যাস।

—Helen Rowland

★ পরিবর্তন ছাড়া কোনো কিছুই অপরিবর্তনীয় নয়।

—Heraclitus

★ যে কোনো বংশে নতুন যাদের আবির্ভাব ঘটেছে তারা হলো তর-তাজা বন্য একদল আক্রমণকারী।

—Harvey Allen

★ ঠাকুমা গাড়িতে চড়তে ভয় পেতেন বলে ঘোড়ার গাড়িতে চড়তেন। আমার মা প্লেনে চড়তে ভয় পেতেন—তাই গাড়িতে চড়তেন। আমি প্লেনে চেপে যত্র-তত্র ঘুরে বেড়াই—তবে জেটে চাপতে ভয় পাই। আর আমার মেয়ে জেট প্লেন ছাড়া চড়ে না—কেননা ঘোড়ায় চড়তে কিংবা গাড়িতে উঠতে ভয় পায় সে।

—Harrison Brown

★ তারাই ধন্য যারা খবরের কাগজ পড়ে না, কেননা একমাত্র তারাই প্রকৃতিকে দেখতে পায় আর প্রকৃতির ভেতর দিয়ে ভগবানকে দেখার সুযোগ পায়।

★ একালে দর্শনের অধ্যাপকেরা দার্শনিক নন।

—Henri David Thoreau

★ বিবাহে যে অকৃতকার্যতা নয় তার সবচেয়ে বড়ো প্রমাণ এই যে বিধবারা পুনর্বিবাহে আগ্রহী।

★ যে চূড়ান্ত নির্বুদ্ধিতার জন্যে মানুষ সারা জীবন হা হুতাশ করে সেটি হলো যথেষ্ট সুযোগ পাওয়া সত্ত্বেও সে সেটি করতে পারেনি।

—Helen Rowland

★ আসলে যে মানুষটিকে আমরা আদৌ সইতে পারিনে তাকেই আমরা ফ্যাসীবাদী বলে থাকি।

—Heywood Brown

★ বৃদ্ধ বয়সে সবচেয়ে বড়ো বাধা এই যে ভবিষ্যৎ বলে কিছু থাকে না।

—Illustrated Weekly of India

★ যিনি সবকিছুই পড়েছেন এবং ঠিকঠিক মনে রেখেছেন তিনি হলেন শিক্ষিত বোকা।

—John Billings

★ নিজের সভ্যতাকে দোষারোপ করার উদ্দেশ্যে মাটি খুঁড়ে অন্য এক সভ্যতার আবিষ্কারই হলো প্রত্নতত্ত্ব।

—Jack Wasserman

★ রঙ করছিলেন আপন মনে। এমন সময় একটি সুন্দরী মেয়ের রঙীন যৌবনের দিকে নির্নিমেষ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন। যুক্তিটা

এই রকম—'সুন্দর একটা পরিকল্পনা মাথায় এসেছে, তাই ক্ষণিকের বিরতি' আর একেই বলে আধুনিক চিত্রকলা।

—John Ciardi

★ ধনতন্ত্রে 'মানুষ মানুষকে শোষণ করে' আর এটিকে উল্টে দিলে হয় সাম্যবাদ।

—Jean Rigaux

★ সত্য বড়ো বেশি নগ্ন, এটি তাই মানুষকে প্রলুব্ধ করে না।

Jean Cocteau

★ জীবনটা যেন পিঁয়াজ। খোসা ছাড়ান—স্তরের পর স্তর—শেষে দেখবেন কিছুই নেই।

—J. G. Huneker

★ প্রেমে পড়া কুকুরের দীর্ঘক্ষণ ব্যাপী চিৎকারে ধ্বনিত হয় মিত্রাক্ষর কবিতা।

—John Fletcher

★ কিছু লোক বোঝে না যে কখনো কখনো মানুষকে দেখে গাধাকেও হাসতে হয়।

— Krishan Chander

★ উপদেশের মতো মুক্তভাবে মানুষ আর কিছুই বিতরণ করে না।

★ আমাদের যারা বিরক্ত বা ক্লান্ত করে প্রায়ই আমরা তাদের নিজ-গুণে ক্ষমা করেনি! কিন্তু আমরা যাদের বিরক্ত করি বা ক্লান্ত করি তাদের কিন্তু ক্ষমা করি না।

—La Rochefoucauld

★ প্রতিটি প্রজন্ম পিতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয়ে পিতামহের সঙ্গে সখ্যতা স্থাপন করে!

—Lewis Mumford

★ মৃত্যুতে সমস্ত ট্র্যাজিডির পরিসমাপ্তি।

★ সব কমেডির শেষ পরিণয়ে।

★ রোগীর আরোগ্যের ব্যাপারে চিকিৎসকদের খ্যাতি যতটা তার চাইতে অনেক বেশি ফি নেওয়ার বেলায়।

—Lord Byron

★ সারা জীবন আপনি একজনকেই ভালোবেসে যাবেন ব্যাপারটি কি রকম জানেন? আপনি যতদিন বাঁচবেন একটি বাতিই জ্বলতে থাকবে।

—Leo Tolstoy

★ বইয়ের কিই বা প্রয়োজনীয়তা যদি তাতে সংলাপ বা ছবি না থাকে —অ্যালিস ভেবেছিল।

—Lewis Carroll

★ সুরা কামিনী আর গান ভালোবাসে না যে হতভাগা—সারা জীবন নির্বোধ হয়েই থাকে সে।

—Martin Luhher

★ স্ত্রীলোকদের পক্ষে একটি জিভই যথেষ্ট।

—Milton

★ আপনি যদি পথের উপবাসী একটি কুকুরকে ধরে এনে তাকে সমৃদ্ধশালী করে তোলেন আপনাকে কিছুতেই কামড়াবে না সে—এটিই হলো কুকুর আর মানুষের একমাত্র প্রভেদ।

—Mark Twain

★ দৃষ্টিহীনা স্ত্রী আর বধির স্বামীর মিলনই হলো আদর্শ বিবাহ।

—Montaigne

★ মানুষদের আমি যতই দেখেছি ততই আমি কুকুরদের ভালোবাসছি।

—M. De Sevigne

★ আমার দৃঢ় বিশ্বাস স্যার আইজাক নিউটনের পাঁচশ আত্মা একজন শেক্সপীয়র কিংবা একজন মিলটন গড়ার কাজে আত্মনিয়োগ করেছে।

—Mary Coleridge

★ আমি ভিক্ষা দিই না, কেননা আমি খুব একটা গরীব নই।,

★ প্রকৃত পুরুষ মানুষ দুটি জিনিস পছন্দ করে—বিপদ আর খেলনা। এবং সে নারীকে ভালোবাসে কেননা নারী সব খেলনার মধ্যে সবচেয়ে বিপদসংকুল।

★ বিবাহিত দার্শনিকের মতো হাস্যকর চরিত্র আর নেই।

★ পৃথিবীটা সুন্দর কিন্তু একটাই তার রোগ সেটি হলো মানুষ।

—Nietzsche

★ চিড়িয়াখানা হলো মানুষের হাব-ভাব চাল-চলন ইত্যাদি বিষয়ে জ্ঞানার্জনের জন্য পশুদের জন্য নির্মিত আবাসস্থল।

—Oliver Hertord

★ বেশির ভাগ মেয়ে মানুষই আজকাল বুড়িয়ে যায় তার একমাত্র কারণ গুণমুগ্ধদের প্রশস্তি।

★ শিশুরা মা-বাবাকে ভালোবাসে, বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের বিচারে প্রবৃত্ত হয় আর মাঝে মাঝে তাঁদের মার্জনাও করে।

★ ভগবান যখন আমাদের শাস্তি দিতে চান তখনই আমাদের প্রার্থনা মঞ্জুর করেন।

—Oscar Wilde

★ তিনি একজন কৃতী পুরুষ কেননা তাঁর একজন স্ত্রী আছেন—তিনি বলে দেন, কি করতে হবে আর সেক্রেটারি তা করে দেন।

—Orville Freeman

★ সমাজতন্ত্রবাদ নিম্নপদস্থদের পুঁজিবাদ ছাড়া আর কিছুই নয়।

—Oswald Spengler

★ যখন কোনো ভদ্রলোক সগর্বে তাঁর গাড়ির দরজা খোলেন, তখন বুঝে নিতে হবে হয় গাড়িটা নতুন আর না হয় তাঁর স্ত্রী।

★ বাতি নিভলে মেয়েরা সত্যিই সুন্দরী।

—Plutarch

★ জীবনে যদি বেঁচে থাকার পূর্ণ আনন্দ পেতে চান, যদি পরিপূর্ণ মানসিক শান্তি পেতে চান, যদি দেবানুগত্য এবং ঐশ্বরিক করুণা লাভ করতে চান, যদি অসীম ধৈর্যের স্বাদ পেতে চান, যদি আনন্দোজ্জ্বল পরিবেশে বাস করতে চান, যদি সুখের নরম কোলে উচ্ছ্বাসে গড়াগড়ি দিতে চান—তাহলে একটি কুৎসিত মেয়েকে বিয়ে করুন—আপনি যা যা চান সবকিছুই পাবেন।

—P. D. Tondon in 'The Mirror'

★ আমার মতে পৃথিবী সরাইখানা নয়—একটি হাসপাতাল—এখানে আমরা বাঁচতে আসি না—আসি মরতে।

—Robert Maynard Hutchins.

★ যে বই এক বছরের পুরানো নয়, সে বই পড়বেন না।

—Ralph Waldo Emerson

★ রাজনীতিই সম্ভবত একমাত্র পেশা যার জন্যে কোনো প্রস্তুতির প্রয়োজন হয় না।

—R. L. Plevenson

★ যখন কেউ অমানুষিক কোনো কাজ করতে উদ্যত হয় তখন নিজেকে সে নিশ্চয় এই বলে সান্ত্বনা দেয়—'হাজার হোক আমি তো একজন মানুষ।'

—Jidney Harris

★ মহান পূর্বপুরুষদের উজ্জ্বল আদর্শ তুলে ধরা ছাড়া যার গর্ব করার

মতো আর কিছুই নেই, সে বেচারা যেন একটি আলু—যার বেশিরভাগ অংশই থাকে মাটির নীচে।

—Sir Thomas Overbury

★ লোকে আপনাকে সমালোচনা করতে বলে, কিন্তু মনে রাখবেন তারা প্রশংসা শুনতে চায়।

—Somerset Maugham

★ একটি মৃত্যু বিয়োগান্তক, সহস্র পরিসংখ্যানের বিষয়বস্তু।

—Stalin

★ বাস্তবিক নারীর অন্তঃকরণ এতই ছোট কেউ কেউ মনে করেন যে তাদের অন্তঃকরণই নেই।

—Samuel Butter

★ স্বদেশপ্রেম হলো দুর্বৃত্তের শেষ আশ্রয়স্থল।

★ রাজপথে গিয়ে একটি লোকের সামনে দাঁড়িয়ে নীতি বিষয়ক একটি সুন্দর বক্তৃতা দিন আর একজনকে এক শিলিং মুদ্রা দিন আর দেখুন কে আপনাকে শ্রদ্ধা করে।

★ দু'জন ইংরেজ মিলিত হলে, প্রথমেই তারা আবহাওয়ার আলোচনা করে।

—Samuel Johnson

★ কবি হলেন এমন একজন যিনি সব কিছুতেই বিস্মিত হন।

—Stephane Mallarme

★ মেয়েদের নিয়ে ত্রিশ বছর অক্লান্ত গবেষণা করেও আমি এ প্রশ্নটির উত্তর দিতে পারলাম না যে নারী কি চায়।

—Sigmund Trend

★ পৃথিবীতে সকলেই যীশু আর প্রত্যেকেই ক্রুশবিদ্ধ হতে হয়।

—Therwood Anderson

★ বয়স-জীর্ণ পিরামিড প্রতিষ্ঠাতার নাম গিয়েছে ভুলে।

★ সে অল্পই জানে যে তার স্ত্রীকে সবকিছু জানায়।

★ ধনী বিধবা। এক চোখ তাঁর কাঁদে, আর এক চোখ হাসে।

—Thomas Fuller

★ যেখানে আমি ভালোবাসি সেখানে আমি কখনই বিয়ে করব না, আর যেখানে আমি বিয়ে করি, ভালোবাসতে পারিনে।

—Thomas Moore

★ প্রত্যেকের প্রতিভা আছে অধিকাংশেরই কয়েক মিনিটের জন্যে ।

—T. T. Eliot

★ যীশু যদি আজ আবির্ভূত হতেন তাহলে লোকেরা তাঁকে মোটেই ক্রুশ বিদ্ধ করত না। তারা নৈশহারে যোগ দেওয়ার জন্যে তাঁকে বারবার অনুরোধ করত, তাঁর যা বলার আছে শুনত আর এর থেকে মজা লুটত।

—Thomas Cardyle

★ কর্তব্যচ্যুতি, ভুল আর নৈতিক অপরাধের সরকারী সমর্থনের প্রয়োজন হয়—সত্য নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারে।

—Thomas Gefferson

★ কোনো এক মহিলা তাঁর বান্ধবীকে বলছেন, 'আমি কখনও ভোট-ফোট দিই না। হাজার হোক লোকসভায় যা ঘটছে আমাকে তো তার জন্যে কেউ দায়ী করতে পারবে না !'

—The English Digest

★ তোমার বন্ধুত্ব আমার বুকে জ্বালা ধরায় তাই বন্ধুত্বের খাতিরে আমার শত্রুই হও না ভাই।

—William Blake

★ যখনই আপনার কোনো বন্ধু আপনাকে বলবে 'বাঃ, এ বয়সেও তোকে যুবকের মতো দেখাচ্ছে'—তখন নিশ্চিন্ত হতে পারেন আপনি বুড়ো হতে চলেছেন।

—Washington Irving

★ নিজের সম্পর্কে যখন কেউ কিছু বলে আমার তা শুনতে খুবই ভালো লাগে কেননা ভালো ছাড়া কিছুই আমি শুনি না।

—Will Rogers

★ যুক্তি দিয়ে একজন অজ্ঞকে পরাজিত করা অসম্ভব।

—William Me Adoo

★ কোনো যুবকই বিশ্বাস করে না, সে কোনোদিন মারা যাবে।

—William Hazlitt

★ অভিজ্ঞতা থেকে দুঃখ পাওয়ার চেয়ে আমি বরং বন্ধুর সঙ্গ কামনা করি যে আমায় স্ফূর্তিতে রাখবে।

★ তুমি কি জান না আমি একজন নারী ? আমি যখন চিন্তা করি তখন আমি কথা বলবই।

—William Shakespeare

★ পাঁচ মিশালি ★

দেশী রঙ্গ-ব্যঙ্গ

★ ★ ★ ★

খরিদ্দার দোকানিকে : মশাই এই টাইটার দাম কত ?

দোকানি : দেড়শ টাকা।

খরিদ্দার : দেড়শ টাকা ? ওই দামে তো মশাই একজোড়া জুতো হয়ে যায়।

দোকানি : তা হয় কিন্তু সেই জুতো জোড়া গলায় ঝোলালে কি টাই-এর কাজ মিটবে ?

★ ★ ★

দুর্ঘটনা বীমা করানোর জন্য এক যুবক একজন ছাঁপোষা কেরানি-বাবুকে ধরেছে।

বীমাকর্মী : স্যার, আপনি নিশ্চয়ই গাড়িতে যাতায়াত করেন ?

কেরানি : আজ্ঞে না। আমার কোন গাড়ি নেই।

: তবে নিশ্চয়ই মোটর বাইক বা স্কুটারে অফিস যান।

: আজ্ঞে তাও নেই।

: তবে কি সাইকেলে যান ?

: আজ্ঞে তাও নয়। আমি হাঁটি।

বীমা কর্মচারি (হতাশ ভাবে) ঃ দুঃখিত, তবে আপনার দুর্ঘটনা বীমা করা যাচ্ছে না। পথচারিদের বীমা করালে কোম্পানি ডকে উঠবে মশাই।

★ ★ ★

ঃ **শুনলাম** গত এপ্রিলে তুমি যেখানে ছুটি কাটাতে গিয়েছিলে সেখানে নাকি ভীষণ গরম ?

ঃ সাংঘাতিক জায়গা ভাই, একটাও গাছপালা পর্যন্ত নেই! তাই আমি আর আমার বান্ধবী পালা করে পরস্পরের ছায়ায় কোনমতে বিশ্রাম করতে পেরেছি।

★ ★ ★

স্টেশনমাস্টার তার উর্ধ্বতন অফিসারকে ঃ স্যার আবার একজন কৃষক তার গরুর জন্যে আমাদের বিরুদ্ধে মামলা করেছে।

অফিসার ঃ মনে হচ্ছে, আমাদের কোন একটা ট্রেনে নিশ্চয়ই ওর গরুটি কাটা পড়েছে ?

স্টেশনমাস্টার ঃ কেসটা ঠিক তা নয়। কৃষকটি দাবি করছে যে, আমাদের লোকাল ট্রেনগুলো এত আস্তে যায় যে, যাত্রীরা জানালা দিয়ে হাত বাড়িয়ে রেল মাঠে চরতে থাকা ওর গরুর দুধ নিয়মিত দুয়ে নিচ্ছে।

★ ★ ★

গরীব দর্শনার্থী এক হঠাৎ বড়লোককে ঃ স্যার, আমাকে এক মিনিট সময় দেবেন ?

বড়লোকটি ঃ আরে ভাই, তুমি জান আমার একঘণ্টা সময়ের দাম দশ হাজার টাকা। তবু তুমি যখন এত করে বলছ, তোমাকে এক মিনিট সময় দিতে পারি।

দর্শনার্থী ঃ স্যার অনেক ধন্যবাদ! আমি আরও খুশি হব এক মিনিটের বদলে যে ক্যাশ টাকাটা হয় সেটা দিয়ে দিলে।

★ ★ ★

একজন গ্রামের যাত্রী কলকাতায় এসে পথ হারিয়ে ফেলেছে। যাত্রীটি জনৈক পথচারীকে ঃ মশাই শ্যালদা টেশানটা কোন্‌দিকি বলতি পারেন ?

পথচারী ঃ সে কি ? পথ হারিয়ে ফেলেছেন নাকি ?

যাত্রী ঃ আজ্ঞে না। আমি হারাইনি। শ্যালদা টেশানটাই হারিয়ে গেছে।

★ ★ ★

হোটেলের কাউণ্টারে এসে এক ভদ্রলোক ম্যানেজারকে ঃ মশাই, আমি হচ্ছি লর্ড অকল্যান্ড। আমার নাতি ডেভিড কি এই হোটেলে আছে?

ম্যানেজার ঃ আজ্ঞে না স্যার। তিনি এইমাত্র আপনাকে সমাহিত করার অনুষ্ঠানে যোগ দিতে গেলেন।

★ ★ ★

: গতকাল কি তুই ডাক্তারের কাছে গিয়েছিলি?

ঃ হ্যাঁ ভাই, গিয়েছিলাম।

ঃ তা, তোর যা বুকে ছিল তা কি ডাক্তার খুঁজে পেয়েছে?

ঃ প্রায় সবটাই।

ঃ প্রায় সবটাই মানে?

ঃ মানে আমার বুক পকেটে ছিল ২৫ টাকা। আর উনি ফিজ্ নিয়েছেন ২৪ টাকা।

★ ★ ★

কৃষকটি গরুর দুধ দুইছিল। এমন সময় একটা ভয়ংকর ষাঁড় সেইদিকে ছুটে এলো। যে দুধ দুইছিল সে কিন্তু বিন্দুমাত্র ভয় পেল না। তখন তাঁর স্ত্রী অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলো ঃ ব্যাপারটা কী? ষাঁড়টাকে ওইভাবে আসতে দেখেও তুমি বিন্দুমাত্র ঘাবড়ালে না। আর ষাঁড়টাও কাছে এসে গাইটিকে আক্রমণের কোন চেষ্টা করল না!

কৃষক (মৃদু হেসে) ঃ আরে, আমার এই গাইটি হচ্ছে ওই ষাঁড়ের শাশুড়ী।

★ ★ ★

গ্রামের পোস্টঅপিসে একটি রেজিস্টার্ড পার্শেল এসেছে। একজন অচেনা যুবক এসে সেই পার্শেলটি দাবি করল। তখন পোস্টমাস্টার ঃ মশায় আপনি যে এই ব্যক্তি, আমরা জানব, কী করে?

আইডেন্টিফিকেশন হওয়া দরকার।

যুবক (কিছুক্ষণ চিন্তা করে) পকেট থেকে একটা ফটো বার

করলো। তারপর সেই ফটোটা পোস্টমাস্টারকে দেখিয়ে : কি মশাই ? এই ফটোর সঙ্গে আমার চেহারা মিলছে ?

পোস্টমাস্টার (সন্তুষ্ট হয়ে) হ্যাঁ মিলছে ? এইবার আপনাকে পার্শেলটা দেওয়া যাবে।

★ ★ ★

বিখ্যাত জার্মান দার্শনিক ইমানুয়েল কান্ট ছিলেন অত্যন্ত অন্যমনস্ক এবং আত্মভোলা প্রকৃতির। একবার অনেক চিন্তাভাবনা করে ঠিক করলেন তাঁর বিয়ে করা দরকার। ঐ সিদ্ধান্ত নেবার পর তিনি যে মেয়েটিকে বিয়ে করবেন বলে স্থির করেছিলেন তার বাড়িতে গেলেন, কিন্তু কান্টের দুর্ভাগ্য, দরজায় কড়া নাড়ার পর এক বৃদ্ধা বেরিয়ে এসে বললেন কান্টের মনোনীতা মেয়ে ৩০ বছর আগে শহর ছেড়ে চলে গেছে।

★ রঙ্গলোকের রংগরস ★

বিদেশী জোক্স

হলিউডের বিখ্যাত দুই নায়ক ক্লার্ক গেবেল এবং এরল ফ্লিন একবার একটি সন্ধ্যায় সারাক্ষণ মদ্যপান করে একত্রে কাটান। তারপর দুজনেই অচৈতন্য হয়ে পড়েন। পরদিন সকালে বিছানায় মিস্টার ফ্লিনের ঘুম ভাঙ্গল। তিনি নিজের গায়ে মাথায় হাত দিয়ে দেখলেন, কোথাও কোন আঘাত লেগেছে কিনা। কারণ, আগের দিন তাঁরা যেভাবে উদ্দাম নৃত্যগীত করেছিলেন তাতে তেমন আঘাতের সম্ভাবনা ছিল।

এরপর কিছুটা রাগতভাবে তিনি ফোন করলেন গেবেল সাহেবকে। ফোনের অন্যপ্রান্তে ঘুম জড়ানো কণ্ঠে গেবেল বললেন, হ্যালো।—সব কিছু ঠিকঠাক আছে তো ?

—হ্যাঁ আমি ঠিক আছি। তোমার খবর কি ? তোমার সব ঠিক চলছে তো ?

—চলছে তো একরকম। কিন্তু কাছে পিঠে কোথাও তোমাকে খুঁজে পাচ্ছি না। ব্যাপারটা কি ? তুমি গেলে কোথায় ? তখন

খাটের নিচে থেকে গেবেল মাথাটা বার করে বললেন—এই যে আমি।

★ ★ ★

সিনেমা হলের ম্যানেজার দলের দারোয়ানকে, ওহে! হলে ঢোকার দরজার সামনে কিসের গোলমাল?

দারোয়ান : আর বলবেন না স্যার। দুই কিপটে স্কচম্যান একটা টিকিট দেখিয়ে একসঙ্গে হলে ঢুকতে চাইছে। তাদের বক্তব্য তারা নাকি যমজ ভাই!

★ ★ ★

সিনেমার সঙ্গীত পরিচালক সিনেমার প্রযোজককে : মশাই, আপনি তো দেনার ভারে মাথা পর্যন্ত ডুবে আছেন। এখন পাওনাদারেরা যদি সুইজারল্যাণ্ডের এই লোকেশানে টাকা চাইতে এসে দেখে আপনি পাঁচতারা হোটেলে তোফা আরামে আছেন, তখন অবস্থাটা কী দাঁড়াবে?

প্রযোজক (একটু হেসে) : আরে পাওনাদারদের হাত থেকে বাঁচার পক্ষে এই বিলাসবহুল হোটেল সবচেয়ে নিরাপদ জায়গা। কারণ এখানে এসে পৌঁছনোর মত মালকড়ি তাদের কারও নেই।

★ ★ ★

চলচ্চিত্রের পরিচালক নায়িকাকে : মিস ললিতা, এটাই আমার ফিল্মের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ শট। আপনাকে এবার ভিলেন তাড়া করবে। আর আপনি প্রাণভয়ে পালাতে পালাতে তিনতলার ছাদ থেকে নিচে পড়ে যাবেন। ছাদে ক্যামেরা ফিট করা হয়েছে আপনি চলুন।

নায়িকা (ভীত ভাবে) : তিনতলার ছাদ থেকে লাফ? তাতে তো আমার হাড়গোড় চূর্ণ হয়ে যাবে!

পরিছালক : (শান্তভাবে) তার জন্যে চিন্তার কিছু নেই। এটাই আমার ফিল্মের লাস্ট শট।

★ ★ ★ ★

★ ★ ★ ★

ভাব করে ছেলেটি বিয়ে করল মেয়েটিকে। রেজেস্ট্রী অফিস থেকে বাড়ী ফেরার পর নববধূকে প্রথম দেখে ছেলের মায়ের চক্ষু স্থির।

পাশের ঘরে ছেলেকে ডেকে নিয়ে গিয়ে মা ফিসফিস করে বললেন—খোকা, শেষে এমন একটা মেয়েকে দেখে শুনে বিয়ে করলি? এ যে দেখি গায়ের রং-এ মা-কালীকেও হার মানায়, তার ওপর দুটো চোখই ট্যারা। দাঁতগুলোও পোকা খাওয়া!

ছেলে—মা ফিসফিস করে বলার দরকার নেই। জোরেই বলতে পারো, ও কানেও ভালো শুনতে পায় না।

★ ★ ★

কালীঘাটের মন্দিরে ছেলেটি মালা বদল করে মেয়েটিকে বিয়ে করল। পুরোহিত বিয়ের মন্ত্র পড়তে পড়তে বধূকে বললেন—'বুঝলে মা বিয়ে হচ্ছে সপ্তপদী গমন, সবসময় স্বামীর পায়ের চিহ্ন ধরে চলবে।'

নব বধূ: 'তা কি করে হবে ঠাকুর-মশাই। আমার স্বামী যে একজন পোস্ট ম্যান।'

★ ★ ★

নির্জন পার্ক। ভীরু প্রেমিক ছেলেটি তার প্রেমিকাকে নিয়ে একটি বেঞ্চে বসে গল্প করছে। এমন সময় ছেলেটি চারদিক ভালো করে দেখে নিয়ে গলা খাঁকারী দিয়ে সলজ্জভাবে মেয়েটিকে বলল—'আমি ইয়ে তোমার হাতটা যদি ধরি…তাতে একটা ইয়ে খাই, তুমি কি রাগ করবে?'

বিরক্ত ভাবে মেয়েটি—'তোমাকে ছিঁচকে চোর বলব।'

ছেলেটি হতভম্ব হয়ে—'কেন?'

মেয়েটি—তুমি হনু গিয়ে এমন চোর যে একটা নতুন গাড়ী-চুরি করার সুযোগ পেয়ে কেবলমাত্র তার একটা টায়ার চুরি করতে চাইছে!

★ ★ ★

ভাবী শ্বশুর মশাইকে হবু জামাই—আমি বুঝতে পারছি না আপনি কেন আপনার মেয়েকে আমার বিরুদ্ধে প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের মামলা করতে বলছেন? আপনার নিশ্চয়ই মনে আছে বাগদানের আগে আপনি বলেছিলেন আমি একটা অপদার্থ এবং আমাকে বিয়ে করলে আপনার মেয়ের সর্বনাশ হবে। তাই বিয়ে ভেঙে গিয়ে তো ভালই হল!

ভাবী শ্বশুর জামাতাকে—ওহে, বাগদানের আগে সেটা ছিল সেন্টিমেন্টের ব্যাপার। কিন্তু বাগদানের পর এখন ওটা ব্যবসায়িক ব্যাপার হয়ে গেছে যে।

★ ★ ★

বিয়ের আগে ছেলেটি যখন মেয়েটির হাত ধরে তখন তার মধ্যে প্রকাশ পায় ভালবাসার ব্যাকুলতা, আর বিয়ের পর যখন ধরে তখন আত্মরক্ষার প্রাণান্ত তাগিদ!

★ ★ ★

নববর্ষের পার্টি। রূপসী মেয়েটি নাচছিল বয়স্ক একজন পুরুষের সঙ্গে।

এক রাউণ্ড নাচ শেষ হলে সুদর্শন ও স্মার্ট ছেলেটি গিয়ে দাঁড়ালো নিঃসঙ্গ ঐ রূপসীর সামনে—ম্যাডাম, আপনি কি অপূর্ব নাচেন, আপনার সঙ্গে নাচার সুযোগ পেলে আমি হাসি মুখে মরতেও পারি!

রূপসী যুবতী (চারিদিকে তাকিয়ে)—তেমনটাই ঘটবে যদি এখন আমার স্বামী আপনার সঙ্গে আমাকে নাচতে দেখেন!

★ ★ ★

ছেলেটি সুন্দরী, সদ্য-পরিচিতা তরুণীটিকে—প্লিজ, আপনার স্বপ্নের কথা বলুন, আশার কথা বলুন, মাপজোকের কথাও···

★ ★ ★

—বিবাহিত পুরুষেরা সেলসম্যানের কাজে সহজেই সফল হয় !

—কি ভাবে ?

—কারণটা খুবই সহজ, বউ-এর ফরমাস মত অনবরত তাদের নানারকম জিনিস সাপ্লাই দিতে হয় যে !

★ ★ ★

রেস্তরাঁতে ডিনারের পর বাগদত্ত যুবকটির আচরণে ক্ষুব্ধ মেয়েটি : ঠিক আছে, তোমার মত নিয়ে তুমি থাকো, তোমার সঙ্গে ঘর করা আমার পক্ষে সম্ভব নয় ; ওয়েটার, আমাদের দুজনের খাওয়ার বিল আলাদাভাবে তৈরী কর।

★ ★ ★

কন্যার পিতা বিবাহার্থী যুবককে—আমি চাই না আমার মেয়ে সারা জীবন একটা উজবুকের সঙ্গে কাটাক।

পাণিপ্রার্থী যুবক—আজ্ঞে, আমিও তো ঐ কথা বলতে চাই, তাই এসেছি আপনার মেয়েকে উদ্ধার করতে।

★ ★ ★

মেয়ে তার বড় ভাইকে : দাদা, আজ তোমার সঙ্গে অমিতাভের আলাপ করিয়ে দেব, দেখবে ও কেমন চমৎকার ছেলে !

দাদা: ছেলে তো ভালো, কিন্তু রোজগার করে কেমন ? ওর বাপের অবস্থাই বা কেমন ?

মেয়ে : আশ্চর্য, তোমরা সব পুরুষেরাই কি এক রকম। অমিতাভও আলাপ হবার পর তোমার সম্পর্কে আমাকে ঠিক এই কথাই জিজ্ঞেস করেছিল।

★ ★ ★

শিক্ষক ছাত্রকে : হঠাৎ যোগাযোগের একটা উদাহরণ দাও তো মিঠুন ?

মিঠুন : স্যার, এই যেমন একই দিনে আমার মা এবং বাবা দুজনেরই দৈবাৎ বিয়ে হয়েছিল।

★ ★ ★

কমলা : বিয়ের আগে তুমি আমায় বলতে, ওগো, তুমি একটা

ছবির মত সুন্দর, আর এখন আমার দিকে ফিরে তাকানোরই তোমার সময় নেই।

কমল : আরে তখন যে তুমি ছিলে নির্বাক ছবি!

★ ★ ★

এক মা তাঁর প্রতিবেশিনীকে : ভাই, আমার ছেলেটি তো এখন কলেজে ভর্তি হয়েছে, তাই প্রায়ই মেয়েদের সঙ্গে বাইরে যেতে চায়! কি করে যে ওকে ঠেকাই!

প্রতিবেশিনী : আমার ছেলেটি তো সেদিন পাশ করে বেরোলো, ও এখন বাইরেই যেতে চায় না, কোন না কোন মেয়ে বন্ধুর বাড়িতে পড়ে থাকে!

★ ★ ★

মিঠুন : ওরে ভোম্বল, আমি আজ সমরের বিয়ের রজত জয়ন্তী অনুষ্ঠানে যাচ্ছি, তুই যাবি নাকি?

ভোম্বল : সে কি রে? এর মধ্যে সমরের বিয়ের ২৫ বছর পার হয়ে গেল?

মিঠুন : আরে তা ঠিক নয়, এটা হচ্ছে সমরের ২৫তম বিবাহ।

★ ★ ★

মেয়েটি : দেখো, আমাকে আমার পূর্বপুরুষদের জন্যে অযথা নিন্দা মন্দ করবে না।

ছেলেটি : না দোষ তোমার নয়, তাঁদেরই, তোমার মত একটি রত্ন তাঁরাই তো জন্ম দিয়েছেন।

★ ★ ★

হলিউডের ছোট মাপের অভিনেতা : ডার্লিং, তুমি যা খরচে তাতে মনে হয় হনিমুন থেকে ফেরার পর আমার পকেটে একটা কানা কড়িও পড়ে থাকবে না।

অভিনেত্রী : আরে তার জন্যে এত চিন্তা করছো কেন? আমি বছরে একবারের বেশি হনিমুনে যাই না!

★ ★ ★

এক জাদুকর ম্যাজিক দেখানোর ফাঁকে দেখলেন প্রেক্ষাগৃহের একজন বাদে বাকি সব দর্শক নাক ডাকিয়ে ঘুমাচ্ছে।

জাদুকর (অবাক হয়ে) : আশ্চর্য, ঐ ইডিয়েটটা ছাড়া আর সবাই যে দেখছি আমার সম্মোহন মন্ত্রে ঘুমিয়ে পড়েছে।

দর্শক : মশাই, আমিও ঘুমাতাম, যদি ওদের মত ইডিয়েট হতাম। আসলে আমার গার্ল ফ্রেণ্ড আমার কাঁধে মাথা রেখে ঘুমাচ্ছে কিনা। ওকে জাগিয়ে দিতে চাই না।

★ ★ ★ ★

★ বিচিত্র নক্সা কৌতুক ★

আসামী বিচারককে : ধর্মাবতার, আমাকে যদি আর কিছুদিন সময় দেন তো আমি আমার নির্দোষিতা প্রমাণ করতে পারি।

বিচারক : ঠিক আছে, তোমায় ১৫ বছরের সাজা দিলাম, হাতে অনেক সময় পেলে!

★ ★ ★

প্রচণ্ড দাম্পত্য কলহের পর স্বামী স্ত্রীকে : এই ভাবে ফের যদি আমাকে গাল দাও তবে আমি আত্মহত্যা করব।

স্ত্রী (শান্ত ভাবে) : যে প্রতিশ্রুতি কোনদিন পালন করতে পারবে না তেমন প্রতিশ্রুতি দাও কেন!

★ ★ ★

পাতৌদির নবাব (বড়) যখন M.C.C ক্রিকেট দলের খেলোয়াড় হিসাবে অস্ট্রেলিয়াতে টেস্ট ম্যাচ খেলতে গিয়েছিলেন (১৯৩২) তখন ভারতে গান্ধীজীর নেতৃত্বে জোরদার অসহযোগ আন্দোলন চলছে। ঐ 'নগ্ন ফকির'কে নিয়ে ইংরেজ কেন, তার সহযোগীরাও বিব্রত। পাতৌদি ছিলেন সেই নগ্ন ফকিরের দেশের লোক ; কালা আদমি হয়েও ইংরেজদের টেস্ট টিমে ব্যাটিং-এর দাপটে জায়গা করে নিয়েছেন। তাই অস্ট্রেলিয়ান দর্শকদের কাছ থেকে পাতৌদিকে অনেক ব্যঙ্গ বিদ্রূপ শুনতে হয়।

একটি ম্যাচে তিনি যখন বাউন্ডারি লাইনে ফিল্ডিং দিচ্ছেন তখন একজন দর্শক চেঁচিয়ে বল্ল—ওরে গান্ধী, রোজ সকালে তুই যে ছাগলের দুধ খাস সেটাকে কোথায় রেখে এলি?

পাতৌদি : (ঠাণ্ডা মাথায়) চিৎকার শুনে, আর দুর্গন্ধ পেয়ে

মালুম হচ্ছে ছাগলটা ঐ তারের বেড়া দিয়ে ঘেরা দর্শক খোঁয়াড়ের মধ্যেই আছে।

★ ★ ★

একবার গোরাদের দলের সঙ্গে মোহনবাগান দলের গুরুত্বপূর্ণ ফুটবল ম্যাচ চলছে। ফরোয়ার্ড লাইনে খেলছেন শিবদাস ভাদুড়ী। বিপক্ষ দলের সাহেব খেলোয়াড়দের ভুল বোঝানোর জন্যে তিনি হাফ ব্যাককে চিৎকার করে বললেন, পাস টু মি, পাস টু মি। অর্থাৎ আমাকে বলটা পাস দাও।

ও কথা বলেই বাংলাতে বল্লেন—ওরে, আমাকে দিসনে, বিজয়কে বল দে। বিজে বল ধর।

★ ★ ★

গিরিশচন্দ্র ঘোষের কাছে এক নবীন নাট্যকার একটা গীতিনাট্য লিখে নিয়ে দেখাতে এসেছেন। তাঁর পাশে আছেন দানীবাবু।

গিরিশচন্দ্র ঃ ও মশাই, গীতিনাট্য লিখেছেন অথচ সখীদের নাচ গান কোথায়? এ নাটক কে চালাবে?

দানীবাবু ঃ নাটকের শেষে নাচ ঠিকই হবে, ও নিয়ে চিন্তা করবেন না।

গিরিশ ঃ (অবাক হয়ে) কি করে হবে?

দানীবাবু ঃ নাটক ছাপানোর পর যখন কাগজ, প্রেস, বাঁধাই কোম্পানীর বিল আসবে তখন তাই দেখে নাট্যকারকেই নাচতে হবে যে।

★ ★ ★

॥ বিদেশী রঙ্গ ॥

(১) **ইসপালানি** —জেনারেল ফ্র্যাংকোর শরীর ভালো যাচ্ছিল না। তিনি তাই সবাইকে ডেকে বললেন মনে হচ্ছে বেশি দিন আর নেই। মৃত্যুর পরে তার সমাধি সৌধটা কোথায় হবে তাই নিয়ে একটু ভাবনাচিন্তা করা হোক। তো একটা কমিটি তৈরি করা হল এ ব্যাপারে। নানা জায়গায় নানা প্রস্তাব করা হল। অবশেষে ঠিক হল জেরুজালেমে করা হোক। কমিটির চেয়ারম্যান আপত্তি জানিয়ে বললেন কবর দেওয়ার তিনদিনের মাথায় যীশু খৃস্টের মতো যদি ফ্র্যাংকোরও পুনরাবির্ভাব হয় তা হলে কী হবে তখন?

॥ বুলগেরিয়ান ॥

ইস্কুলে কেমিস্ট্রি ক্লাসে শিক্ষক ছাত্রদের বললেন—বলো তো আমি যদি একটা কয়েন অ্যাসিডে ফেলে দিই তাহলে কয়েনের কোনো ক্ষতি হবে কিনা ?

এক ছাত্রের উত্তর : না হবে না।

শিক্ষক : কেন ?

ছাত্র : কেন না ক্ষতি হলে আপনি কয়েনটা আসিডে ফেলতেনই না।

॥ বাংলাদেশী ॥

(১) ইস্কুলে এসে স্কুল ইন্সপেক্টর জিজ্ঞেস করলেন 'হু ইজ দা হেডমাস্টার।' এক ব্যক্তির উত্তর ঃ আই ইজ দি হেডমাস্টার।

(২) গুলি ছিল না বন্দুকে। সামনে বাঘ। তাই আর কি করি। বাঘরে বন্দুকের লাইসেন্সটাই দেখায় দিলাম! বাস! বাঘ মারাগেল।

★ চুটকি ব্যঙ্গ কৌতুক ★

বিদেশী কৌতুক

আমি সেলে জুতো কিনতে গিয়ে দুটো বাঁ পায়ের জুতো কিনে নিয়ে আসি ভুল করে। কিছুদিন বাদে পাল্টাতে গেলে দোকানী জুতো পাল্টে দিতে আপত্তি করে। আমি কারণ জানাতে সে বলল, "কি করে জানব আপনি পরেছেন কিনা ?"

★ ★ ★

গ্র্যাজুয়েট হবার পর আমি একটা চাকরি পাই। তাই নতুন জামাকাপড় জুতো ইত্যাদি কিনে চাকরীতে যোগ দিই। কিছুদিন বাদে আমার জুতোর শুকতলা খুলে বেরিয়ে আসে। আমি রেগে গিয়ে দোকানে নিয়ে যাই। সব দেখেশুনে দোকানী জিজ্ঞাসা করল, "আপনি কতদিন পরেছেন এই জুতোটা ?"

"রোজ", আমি বলি।

"এইগুলো," সে জানাল, 'রোজ পরায় জুতো নয়।"

★ ★ ★

আমার মেয়ে ষোল বছর হবার সঙ্গে সঙ্গে অনেক ছেলে তার প্রতি আগ্রহ প্রকাশ করে। অনেকে আবার বাড়িতে ফোনও করে। দিনে প্রায় ১৫-১৬টা ফোন আসে। এতে আমার মেয়ের পড়াশোনার ক্ষতি হচ্ছে দেখে একদিন ফোন এলে আমি ধরে বলি, "হ্যালো, তোমার আগে আরও সাতজন ফোন করেছিল—তোমার আশা খুব কম।"

কোন উত্তর পেলাম না। আমি বলি, "হ্যালো, হ্যালো?"

একটা গম্ভীর গলা ভেসে এল, "আমি লাইব্রেরী থেকে কথা বলছি। আপনি যে বইটা রিজার্ভ করেছিলেন সে বইটা এখন এসেছে। দুদিনের মধ্যে নিয়ে যাবেন।"

★ ★ ★

ট্রাফিক পুলিশ এক গাড়ী চালককে মাঝ রাস্তায় হাত দেখিয়ে থামায়। বিরক্ত হয়ে বালকটি জিজ্ঞাসা করে, "কি হল?"

পুলিশ বলল, "তোমার বউ গাড়ীর দরজা খুলে পড়ে গেছে রাস্তায়।"

"তাই বুঝি," চালক হাসতে হাসতে বলল, "আসলে ঝগড়ার সময় বউয়ের চীৎকারে আমি কালা হয়ে গেছি—তাই পড়ে গেলে ওর চীৎকার শুনতে পাইনি।"

★ ★ ★

এক ভদ্রলোক এক হোটেলে প্রায় তিনঘন্টা খাবারের জন্য অপেক্ষা করতে করতে ঘুমিয়ে পড়েন! বেয়ারা এসে বলে, 'সাহেব, খাবার এনেছি?'

ভদ্রলোক বিরক্ত হয়ে বললেন, "বা, বা! ভাল করেছ!"

বেয়ারা সেলাম ঠুকে বলল, 'ধন্যবাদ সাহেব, আমাকে কেউ ভাল বলে না।'

★ ★ ★

এক ব্যাক্তি পার্শ্বস্হিত এক ব্যক্তিকে বললেন 'আজকাল জামাকাপড় সাজগোজ দেখে বোঝার উপায় নেই কে ছেলে বা কে মেয়ে?' আঙুল তুলে একজনকে দেখিয়ে বললেন 'দেখুন, দেখুন ওইটাকে, ছেলে না মেয়ে বোঝা যাচেছ না।'

'মেয়ে, ও আমার মেয়ে।'

'ওহ' দুঃখিত, প্রথম ব্যক্তি বললেন, 'আমি বুঝতে পারিনি যে আপনি ওর মা।'

'আমি ওর মা নই, আমি ওর বাবা।'

★ ★ ★

ভদ্রলোক ও ভদ্রমহিলা সিনেমার ইন্টারভ্যালে সিট ছেড়ে হলের বাইরে যান। ঢোকার সময় অন্ধকার হয়ে যায়। যাই হোক হাতড়ে তারা সিটে ফিরে আসেন। সঠিক জায়গায় বসেছেন কিনা দেখার জন্য ভদ্রলোক পাশের এক ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করেন, "শুনুন, আপনার পা কি কেউ মাড়িয়েছিল?"

"হ্যাঁ, আপনি," সে ভাবল ভদ্রলোক হয়ত ক্ষমা চাইবে।

"এই জানো," ভদ্রলোক মহিলাটির উপর ঝুঁকে পড়ে বললেন, "আমরা ঠিক জায়গাতেই বসেছি।"

★ ★ ★

প্লেনের টিকিট কাউন্টারে একটি ছোট ছেলে তার মার হাত ধরে এসে এজেন্টকে বলল, "আমার দু বছর বয়স।"

ভদ্রলোক সন্দেহের চোখে ছেলেটাকে দেখে বললেন, "ছোটছেলেরা মিথ্যে কথা বললে, তাদের কি হয় জানো?"

"হ্যাঁ," সুর করে বলল ছেলেটি, "হাফ টিকিটে প্লেনে চড়তে পারে।"

★ ★ ★

এক হোটেলের এক রুম ক্লার্ক ও একজন গেস্টের মধ্যে ভারী বন্ধুত্ব হয়। তারা একে অপরকে জোক্‌স, ধাঁধা, গল্প ইত্যাদি শোনান।

"আচ্ছা, এই ধাঁধাটার উত্তর দাও তো দেখি," ক্লার্ক বলল, "আমার মা ও বাবার এক সন্তান হয়। আমার ভাই বা বোন নয়, তাহলে সে কে বল তো?"

'গেস্টটি কিছুক্ষণ ভাবল। তারপর বলল, "জানি না।"

"আমি", উত্তর দিল রুম ক্লার্ক—

গেস্টটি বাড়ী ফিরে ওই এক ধাঁধা আবার অন্যান্যদের জিজ্ঞাসা করল, "বল তো, আমার মা ও বাবার এক সন্তান হয়। সে আমার ভাই বা বোন নয়—কে সে?"

উত্তর দিতে পারল না কেউ।

"ট্যুরে গিয়ে আমি যে হোটেলে ছিলাম সেই হোটেলের রুম ক্লার্ক।"

★ ★ ★

এক বন্ধু আরেক বন্ধুকে বলছে, "জানিস আমি মৈনাককে ভীষণ, ভীষণ ভালবাসি—ও-ও আমাকে ভীষণ ভালবাসে। আমরা দুজনে সব সময় একসঙ্গে থাকি—একই জিনিস ভাবি। জানিস, আমাদের প্রেমের বর্ষপূর্তিতে দুজনে দুজনকে একই জিনিস উপহার দিয়েছি।"

"কি দিয়েছিস?" অন্য বন্ধু জিজ্ঞাসা করল। উত্তর—"কানের দুল।"

★ ★ ★

আমাদের পাশের বাড়ীতে এক ভদ্রমহিলা ভাড়া এসেছেন। রোজ বিকেলে তিনি একটা ছোট্ট কুকুর নিয়ে বেড়াতে বেরোন। রোজই তিনি নতুন নতুন কাপড় জামা পরেন আর সেগুলির রঙ কুকুরের গলার ফিতে আর পায়ের জুতোর সঙ্গে ম্যাচ করা থাকে।

একদিন আমি জিজ্ঞসা করলাম, "আচ্ছা, আপনার কুকুরের শুধু পিছনের পায়ে জুতো পরানো কেন?"

"বারে! সামনের দুটো তো হাত, হাতে জুতো পরাবো কেন?"

★ ★ ★

আমি আবহাওয়ার অফিসে চাকরি পাই। প্রথম দিন যখন আমার এক সহকর্মী আমাকে কাজ বুঝিয়ে দিচ্ছিলেন, তখন ফোন আসে এক ব্যক্তির কাছ থেকে যে পায়রা ওড়ায়। সেদিনের আবহাওয়া কেমন যাবে সেই সম্বন্ধে জিজ্ঞাসাবাদ করছিল সে। সহকর্মীটি তাকে বিশদভাবে বুঝিয়ে দিলেন। ভদ্রলোক সবকিছু ঠিকমতো ধরতে না পেরে গোড়া থেকে আবার একবার বলতে বললেন। সহকর্মীটি বিরক্ত হয়ে বললেন, দয়া করে আমাকে পায়রাদের সঙ্গে কথা বলতে দিন। এসব আপনি বুঝবেন না—একমাত্র তারাই বুঝবে।

★ ★ ★

এক চিকিৎসক এক বাচ্চা রোগীর বুদ্ধি পরীক্ষা করার জন্য তার কান ধরে জিজ্ঞাসা করলেন, "এটা কি তোমার নাক?"

বাচ্চাটি সঙ্গে সঙ্গে চেঁচিয়ে তার বাবাকে বলল, "চল বাবা, আমরা অন্য ডাক্তারের কাছে যাই।"

★ ★ ★

আমি রোজ স্কুলে ঠিক সময়ে পৌঁছাই। সেইজন্য অন্যান্য

শিক্ষিকারা আমাকে বেশ সমীহ করে। একদিন আমি দেরি করে ঘুম থেকে উঠে তাড়াতাড়ি করে স্কুলে যাওয়ার জন্য বেরিয়ে পড়ি। বেরোবার সময় আমার স্বামী আমাকে কিছু বলে।—আমি বলি, "এখন সময় নেই, আমার স্কুলের দেরী হয়ে গেছে।"

আমার স্বামী বলল, "না হয়নি।"

আমি অবাক হয়ে ঘুরে দাঁড়ালাম।

"আজ রবিবার।"

★ ★ ★

ব্যাঙ্কের এক অ্যাকাউন্টটেন্ট টাকা তছরূপ করে গা ঢাকা দেয়। তদন্তকারী অফিসার এসে ব্যাঙ্কে ডিরেক্টরকে, "আমাকে তার বর্ণনা দিন—সে কি লম্বা ছিল না বেঁটে?"

"দুটোই"।

"মানে?"

"যেদিন হিলতলা জুতো পরে আসতো সেদিন লম্বা, আর যেদিন হিলছাড়া জুতো পরত সেদিন বেঁটে।"

★ ★ ★

কাগজে বিজ্ঞাপন: ক্রিশ্চান ভদ্রমহিলা—বড় শোবার ঘর এবং অন্যান্য সুবিধা—ইচ্ছুক ব্যক্তি শীঘ্র যোগাযোগ করুন।

★ ★ ★

রেডিওর ঘোষণা: শান্তি কমিটি স্থাপনের উদ্বোধন অনুষ্ঠান পিছিয়ে গেছে কারণ উদ্যোক্তাদের মধ্যে গন্ডগোল হয়েছে।

★ ★ ★

আমার মেয়ে শখ করে একটা বেড়াল পুষল। বেড়ালটা যখনই সুযোগ পেত, আমাদের সোফার পিছনে গিয়ে আঁচড়াত। আমি রেগে উঠলে আমার স্বামী বলল, 'চিন্তা করো না, আমি ওকে ট্রেনিং দিয়ে দেব।'

তারপর থেকে যখনই বেড়ালটা সোফার পিছনে আঁচড়াত, আমার স্বামী ফ্ল্যাটের দরজা খুলে বার করে দিত।

বেড়ালটা খুব চালাক ছিল এবং শিক্ষাটা তাড়াতাড়ি নিতে পেরেছিল। তারপর থেকে যখনই ওর বাইরে যাবার দরকার হত, তখনই গিয়ে সোফার পিছনে পা আঁচড়াত।

★ ★ ★

আমার পাশের বাড়ীর ভদ্রলোকের টি.ভি. খারাপ হয়ে গেলে নিজেই

সারালেন। সারাবার পর দেখলেন তিনটে স্ক্রু রয়ে গেছে—কোথায় ওগুলো লাগাবেন বুঝতে পারছিলেন না।

অগত্যা টিভির মিস্ত্রীকে ডাকতে হল। সব শুনে সে বলল, 'ও ওইগুলো পকেট স্ক্রু।'

'তার মানে?'

'কাজ হয়ে যাবার পর বাকী যে স্ক্রুগুলো থাকে সেগুলো পকেটে চলে যায়।' বলে সেগুলো পকেটে পুরে সে কেটে পড়ল।

★ ★ ★

ব্যাংকে টাকা জমা দেবার লাইনে এক ভদ্রমহিলা তার বাচ্চাকে কোলে নিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। বাচ্চাটি রোল খেয়ে কাগজটা পিছনের ভদ্রলোকের পকেটে গুঁজে দেয়। ভদ্রমহিলা দেখতে পেয়ে বলেন, 'কিছু মনে করবেন না। আমার ছেলে এইমাত্র চিড়িয়াখানা থেকে এসেছে তো!'

★ ★ ★

প্রথম ব্যক্তি: আমার গরু হঠাৎ অত জোরে কান নাড়াচ্ছে কেন?

দ্বিতীয় ব্যক্তি: ওর কানে একটা মাছিকে ঢুকতে দেখেছি।

পরদিন দুধ দুয়ে প্রথম ব্যক্তি বলল: যাক মাছিটা বেরিয়েছে!

দ্বিতীয় ব্যক্তি: কি করে জানলে?

প্রথম ব্যক্তি: এই দেখ না, দুধের মধ্যে পাওয়া গেছে।

★ ★ ★

এক চোদ্দ-পনেরো বয়সের গরীব ছেলে লরি ড্রাইভারের খালাসীর চাকরি করতে যায়। প্রথম দিন লরির চালক একটা পোলট্রী ফার্মে গিয়ে ধাক্কা মারে। মুরগীগুলো ছিটকে এদিক থেকে ওদিক উড়োউড়ি করতে থাকে। ডিমগুলো ফেটে চৌচির হয়ে যায়।

ছেলেটি ভয় পেয়ে জিজ্ঞাসা করে, 'এবার কি করব?'

চালক বলে, 'আগে ভগবানকে ধন্যবাদ দে যে আমরা প্রাণে বেঁচে গেছি—'

'তারপর।'

'তারপর, কসে গালাগাল দে—শালা মুরগীগুলোকে!'

★ ★ ★

বিক্ষুব্ধ ভাড়াটে: আমার ছাত ফুটো, ভাঙা জানলা দিয়ে বৃষ্টির জল এসে আমার ঘর ভাসিয়ে দেয়। এভাবে আর কতদিন চলবে?

বাড়ীওলা : আমি কি করে বলব ? আমি তো আর আবহাওয়া বিশেষজ্ঞ নই।

★ ★ ★

"যে ফলগুলো প্রত্যেকদিন আমার ঘরে খাবারের সঙ্গে দিতেন সে-গুলো আমরা খাইনি। সুতরাং ওগুলোর দাম দেব না।" একজন বোর্ডার হোটেল মালিককে বলল।

"সে তো আমাদের দোষ নয়—আপনি কেন সুযোগটা ব্যবহার করেননি—ফলের দাম আপনাকে দিতেই হবে।" গর্জে ওঠেন হোটেল মালিক।

বোর্ডারটি হাতের নোটের বান্ডিল থেকে দেড়শো টাকা সরিয়ে পকেটে রেখে দিল এবং বাকীটা হোটেল মালিকের দিকে এগিয়ে দিল!

"এটা কি হল?"

"একদিনের জন্য আমি পঞ্চাশ টাকা নিচ্ছি।"

"কিসের জন্য…?" আশ্চর্য হয় হোটেল মালিক।

"আমার বউকে চুমু খাবার জন্য।"

"সে কি! আমি আপনার বউকে মোটেই চুমু খাইনি, হোটেল মালিক জানাল।"

"আহা, তাতে কি হয়েছে, লোকটি বলল আমার বউ তো এখানেই ছিল……"

★ ★ ★

আমার এক বন্ধুর দাদা আর বৌদি মিলিটারীতে চাকরী করেন। ছুটিতে দুজনে বাড়ীতে এলে আমার বন্ধু আমাকে নিমন্ত্রণ করে। আমরা খাওয়া দাওয়ার পরে বাস্কেট বল খেলতে যাই। বৌদি কিছুতেই খেলতে পারছিলো না। তখন দাদা বলল, "ম্যাডাম ক্যাপটেন, মনে কর তোমার হাতের বলটা হল, গ্রেনেড।"

সঙ্গে সঙ্গে বৌদির হাত থেকে বলটা বাস্কেট বলের নেটের মধ্যে ঢুকে পড়ল!

★ ★ ★

একটা ছেলে রোজ ক্লাসে ঘুমোত। মাস্টারমশাই সে কথা জানতেন। একদিন ছেলেটা ১০ মিনিট দেরী করে ক্লাসে ঢোকে। মাস্টারমশাই পড়ানো থামিয়ে বললেন, "বৎস ক্লাসে কখনো দেরী করে

আসবে না—কারণ তোমার যথেষ্ট ঘুমটাতো হওয়া চাই।"

★ ★ ★

একজন ডাক্তার ছাত্র হাসপাতালের আউটডোরে এক বুড়ি ভদ্রমহিলাকে অপথ্যালমোস্কোপ দিয়ে চোখ পরীক্ষা করছিল। কিন্তু পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছিল না। বারবার চেষ্টা করেও ভুলটা কোথায় হচ্ছে ধরতে পাচ্ছিল না।

হঠাৎ বুড়ির ছোট নাতনি তাকে বলল, "ডাক্তারবাবু আপনি দিদিমার কাঁচের চোখে দেখছেন।"

★ ★ ★

ফিলজফি ক্লাস নিতে নিতে প্রফেসার হঠাৎ বলে উঠলেন, "প্রমাণ কর যে তোমরা জীবিত আছ।"

সঙ্গে সঙ্গে একজন পকেট থেকে তার পাওনাদারদের দেনার বিলটা বার করে প্রফেসারকে ধরিয়ে দিল।

★ ★ ★

এক জোড়া ভদ্রলোক ও ভদ্রমহিলা হোটেলের এক টেবিলে বসে খাচ্ছিলেন। তারা অনেকক্ষণ ধরে গল্প-গুজব করছিলেন। হঠাৎ ভদ্রমহিলা অন্যদিকে তাকিয়ে জলের গ্লাসে চুমুক দিতে লাগলেন। হোটেলের বেয়ারা এগিয়ে এসে বলল, "ম্যাডাম, আপনার স্বামী টেবিলের তলায় ঢুকে গেলেন কেন?"

ভদ্রমহিলা বললেন, "না, উনি আমার স্বামী নন। আমার স্বামী এইমাত্র হোটেলে ঢুকল।"

★ ★ ★

একটা লোক একটা থার্মোফ্লাস্ক নিয়ে একটা রেস্টুরেন্টে গিয়ে বলল, "এটাতে ছয় কাপ কফি ধরে—দু কাপ কফি দুধ দিয়ে, দু-কাপ ব্ল্যাক কফি আর দুকাপ কফি ক্রীম দিয়ে দাও।"

★ ★ ★

এক মানসিক রোগ চিকিৎসককে এক রোগী রাত্রিবেলা ফোন করে বলে, "ডাক্তারবাবু, আমার ভীষণ চুরি করতে ইচ্ছে করছে।"

ঘুমের ঘোরে ডাক্তারবাবু বিরক্ত হয়ে বললেন, "ওঃ, পাশের ঘর থেকে একটা অ্যাশ-ট্রে আর সিগারেটের প্যাকেট চুরি করে এনে সারারাত ধরে খাও। কাল সকালে তোমার চিকিৎসা হবে।"

এক কিশোর আমাকে বলল, "তিরিশের উপরে যাদের বয়স আমি তাদের বিশ্বাস করি না।"

আমি ক্ষিপ্ত হয়ে বললাম, "তিরিশের নীচে যাদের বয়স আমি তাদের বিশ্বাস করি না—কারণ তাদের মধ্যে ধৈর্য্য নেই, মানসিক শক্তি নেই, আদর্শ নেই—কিচ্ছু নেই।

একজন এগিয়ে এসে বলল, "আপনার বয়স কত?"

আমি বললাম, "তিরিশ"।

★ ★ ★

নাটকে অভিনয় করতে করতে এক অভিনেতা হঠাৎ থেমে গেলেন কারণ একজন দর্শক তখনও হেসে চলেছিল। "আপনি দয়া করে সকলের সঙ্গে হাসবেন," অভিনেতাটি জানালেন, "কারণ আপনাদের হাসি থামলে তবেই আমি পরবর্তী কথাগুলো বলি। হাসির মাঝখানে বললে কিছু শুনতে বা বুঝতে পারবেন না।"

★ ★ ★

এক ব্যক্তি ENT ডাক্তারের কাছে গিয়ে বললেন, "ডাক্তারবাবু আমি পুলিশ কনস্টেবল। ড্রাইভারদের সঙ্গে চেঁচিয়ে কথা বলে বলে আমার গলা ভেঙে যাচ্ছে।"

"এবার থেকে আপনি শুধু ঠোঁট নাড়বেন," ডাক্তারবাবু পরামর্শ দিলেন।

কনস্টেবল ডাক্তারের কথামতো হাত দেখিয়ে গাড়ি দাঁড় করিয়ে ঠোঁট নাড়তে লাগল। সঙ্গে সঙ্গে ড্রাইভাররা গাড়ীর স্টার্ট বন্ধ করে কাঁচ নামিয়ে কান বাড়িয়ে তার কথা শোনার চেষ্টা করলো।

★ ★ ★

শুনলাম আমাদের পাড়ার এক বেকার ছেলে বিয়ে করছে। চেপে ধরে জিজ্ঞাসা করলাম, "কি করে আলাপ হল মেয়েটার সঙ্গে?"

সে বলল, "গত বছর সিনেমা দেখতে গিয়ে মেয়েটাকে দেখে তার ভাল লাগে। তখন তাকে বিয়ে করতে চায়। মেয়েটা বলে যদি ছেলেটা ১000 টাকা মাসে আয় করতে পারে, তবেই তাকে বিয়ে করবে। কিছুদিন আগে আমার সঙ্গে দেখা হলে সে জিজ্ঞাসা করে আমি কিছু কাজ করি কিনা। তাকে বলি যে খুচখাচ কাজ করে মাসে ১৩২ টাকার মতো রোজগার করছি।"

মেয়েটা বলল, "ওই যথেষ্ট।"

★ ★ ★
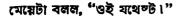
এক বুড়ি চোখে ছানি অপারেশন করে হাসপাতাল থেকে বাড়ী ফিরে এলে তাঁর পুত্রবধূ জিজ্ঞাসা করে, "এখন কেমন দেখছেন মা?"

"দেখছি তুমি মাসখানেক যাবৎ ঘরদোর ভাল করে পরিষ্কার কর না—সারাবাড়ীতে ধুলো জমে আছে।"

★ ★ ★

আমেরিকার প্রেসিডেন্ট রোনাল্ড রেগন একটা বিলকে পাস করার সময় অনেকগুলো পেন পাল্টে পাল্টে সই করতে থাকেন। সবশেষ বিলটা সই করার পর পেন হাতে নিয়ে আমেরিকানবাসীদের উদ্দেশ্যে মাথার উপর হাত তুলে নাড়েন। এইটাই আমেরিকান নিয়ম।

দূরদর্শনে এই দৃশ্য দেখতে দেখতে একজন ভারতীয় বললেন, "যাক প্রেসিডেন্ট সাহেব এবার একটা পেন খুঁজে পেয়েছেন যাতে কালি আছে।"

★ ★ ★

আমরা কয়েকজন একটা কম্পুটার সফটওয়্যার সেমিনারে যোগ দিতে এক বিরাট নামী হোটেলে গেছি। সেখানে লবিতে দেখি অনেকগুলো কম্পুটার বসানো রয়েছে। আমরা কম্পুটারের বাটম টিপে বার করতে চেষ্টা করলাম কোথায় মিটিঙের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

কিছুক্ষণ পরে কম্পুটারের স্ক্রীনে লেখা উঠল, "দয়া করে বুলেটিন বোর্ড দেখুন।"

★ ★ ★ ★

'জীবনের ছোটখাট ব্যর্থতা আর বঞ্চনার হাত থেকে মুক্তির উপায়—রঙ্গ, কৌতুক, চুটকি, হাসি, ঠাট্টা-তামাসা।'

★ ★ ★ ★

★ ঠাট্টা মস্করা ★

দেশ-বিদেশের জোক্‌স

★ ★ ★ ★

একটা পাত্রী চাই—বিজ্ঞাপন।

পাত্র বৃত্তিতে কৃষক। বয়স ৫০। পঁয়তাল্লিশ অব্দি বয়সের পাত্রী চাই। পাত্রীর একটা সচল ট্রাক্টর থাকা আবশ্যিক। ট্রাকটরের ফোটো সহ যোগাযোগ করুন। বক্স নং.......

★ ★ ★

দিদিমণি—আচ্ছা বলতো, একপাল ভেড়া এক রাখাল চরাতে নিয়ে যাচ্ছে। সামনে পড়লো একটা বেড়া। ১২টি ভেড়ার মধ্যে চারটি ভেড়া বেড়াটা লাফিয়ে পার হলো। ক'টা ভেড়া এপারে রইলো ?

ছাত্র—একটাও না দিদিমণি।

দিদিমণি—সে কি, ১২টা ভেড়া ছিল যে। মাত্র চারটে পার হলো, ভেবে বল আর ক'টা থাকবে ?

ছাত্র—দিদিমণি, আপনি অঙ্ক ভাল জানেন, কিন্তু ভেড়াদের কাণ্ড-কারখানার কথা আপনি জানেন না।

★ ★ ★

খদ্দের (খেতে বসে)—কিহে ছোকরা, দীঘার সব হোটেলে

দেখলাম চার্জ বাড়িয়েছে। কিন্তু তোমাদের হোটেলে দেখছি সেই আগের রেট রেখেছে।

হোটেলের বয়—আজ্ঞে কর্তা, খাবারও আমরা পুরানো দিয়ে থাকি। এখানে কোন তাজা খাবার পাবেন না। তাজা মাছ, তাজা ডিমের ব্যবহার আমাদের কর্তা পছন্দ করেন না। আর এই সততাই আমাদের মূলধন।

★ ★ ★

স্ত্রী—তাই বলে তুমি আমাদের ছোকরা চাকরটাকে লাথি মারবে? ছেলেটা মাত্র দুদিন হয় কাজে লেগেছে। এমনিতেই কাজের লোক পাওয়া যায় না।

স্বামী—কী করবো বল। 'লোকের সঙ্গে ভাল ব্যবহার' করার বইটি পড়ছি, আর হতভাগা এসে বাজারের পয়সা দিন, বাজারের পয়সা দিন বলে ঘ্যানর ঘ্যানর লাগিয়ে দিলো, তাই তো রাগ সামলাতে না পেরে—

★ ★ ★

বাবা—বুঝলি খোকা, চ্যারিটি ব্যাপারটা নিজেদের বাড়ি থেকেই আরম্ভ করা উচিত। ইংরেজী প্রবাদটা জানিস তো, চ্যারিটি বিগিনস্ অ্যাট হোম।

খোকা—ভাল কথা বলেছো ড্যাডি, আমাকে দুটো টাকা দাও তো!

★ ★ ★

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়কার ঘটনা। ইংলণ্ডের খ্যাতনামা প্রধানমন্ত্রী স্যার উইলস্টন চার্চিল একটি শব যাত্রায় অংশগ্রহণ করেছেন। মৃত ব্যক্তিটি একজন প্রবীণ সেনানায়ক। জার্মানদের বিমান আক্রমণে তিনি মারা গেছেন।

এক তরুণ উচ্চাকাঙ্ক্ষী সৈনিক ভাবলো, এই সুযোগে যদি চার্চিলকে ধরে পড়া যায় তাহলে হয়তো ঐ মৃত লোকটার পদে প্রমোশন পেতে পারে।

তরুণটি অনেক সাহস সঞ্চয় করে প্রধানমন্ত্রীকে বলেই ফেললো, আমাকে যদি ঐ মৃত সেনানায়কের স্থানে গ্রহণ করেন, আমি খুবই বাধিত হবো।

চার্চিল গম্ভীরভাবে উত্তর দিলেন, আমার তো কোন আপত্তি নেই,

কিন্তু শবযাত্রীদের ডিরেক্টর মশায় কি পাল্টাতে রাজী হবেন !

★ ★ ★

জজ (আসামীকে)—সত্যি করে বল, তুমি দোষী না নির্দোষ ?

আসামী—এত ছোট্ট প্রশ্নের উত্তর যদি আমি দিলেই সব মিটে যায়, তাহলে এত উকিল মোক্তারই বা রাখতে হবে কেন, আর আপনাকেই বা এতটাকা মাইনে দিয়ে ঐ আসনে বসানো হবে কেন হুজুর !

★ ★ ★

এক রোগী ডাক্তারবাবুর কাছে এসেছেন ডাক্তারের পাওনা মেটাতে। ডাক্তারবাবু পাওনাগণ্ডা বুঝে নিয়ে উৎফুল্ল মুখে বললেন (অন্যান্য উপস্থিত রোগীদের শুনিয়ে)—কি মশাই আমি ঠিক বলিনি, আপনি দু' মাসের মধ্যে হাঁটতে সক্ষম হবেন !

রোগী—হ্যাঁ তা বলেছিলেন। আমি হেঁটেই আপনার সঙ্গে দেখা করতে এসেছি। কারণ আপনার বিল মেটাতে কালই আমার মোটর গাড়িটা বিক্রি করে দিতে হয়েছে কিনা।

★ ★ ★

জনৈক আগন্তুক—কীহে অত নিবিষ্ট হয়ে কী তুলছ মেঝে থেকে ?

গৃহকর্তা—আজ্ঞে, আমার কাকার ছাই।

—সেকি, কবে মারা গেলেন তিনি ? বয়স কত হয়েছিলো ?

—না না সেই ছাই নয়। উনি একটু অলস প্রকৃতির লোক তো, তাই অ্যাসট্রে ব্যবহার করেন না, মেঝেতেই সিগারেটের ছাই ফেলেন। সেই ছাইগুলোই যত্ন করে তুলে বাইরে ফেলেছি।

★ ★ ★

এক তরুণী এক অফিসে এসে হাজির।

পিয়ন জিজ্ঞেস করলো, কাকে চাই ?

—তোমাদের ম্যানেজারবাবুকে ?

—তার সঙ্গে তো দেখা হবে না এখন ম্যাডাম !

—কেন কেন ? তিনি কি অফিসে নেই ?

—তা আছেন। তবে এখন মাল টেনে বেসামাল হয়ে আছেন। কথাবার্তা বলতে পারবেন না।

—তাতে কিছু যায় আসে না। তুমি আমাকে ওর কাছে নিয়ে

চল তো. যা বলার আমিই বলবো। ওকে কিছু বলতে হবে না।

★ ★ ★

বান্ধবী—কিরে সুলতা এই ভুল আঙুলে বিয়ের আংটি পরেছিস যে!

সুলতা—আর বলিস নে ভাই, ভুল মানুষকে বিয়ে করার ফলেই এসব ঘটছে।

★ ★ ★

দিদিমণি—আচ্ছা বল তো একজনের জন্ম যদি ১৯৫০ সালে হয় তাহলে এখন তাকে কী বলা হবে?

ছাত্রী—ছেলে না মেয়ে দিদিমণি? মেয়ে হলে কিন্তু সত্য কথা বলা যাবে না দিদিমণি!

★ ★ ★

মোটরে যেতে যেতে এক আরোহী একটা স্কুলের শিক্ষকমশায়কে চিৎকার করে ডেকে বললেন, মাস্টার মশাই, সর্বনাশ আপনার ইস্কুলের উত্তর দিকের বেড়ায় আগুন ধরে গেছে।

শিক্ষকমশাই উত্তর করলেন, আমি জানি।

—জানেন তো এখনও আগুন নেভাবার জন্য কিছু করছেন না?

—করছি তো। আগুন যক্ষুনি লেগেছে, তখন থেকেই বৃষ্টির জন্য ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করছি তো।

★ ★ ★

মা জানতে চাইলেন, খোকা, ইংরাজীতে তুই তিন নম্বর পেয়েছিস, আর অঙ্কে এক নম্বর পেয়েছিস, ব্যাপার কিরে?

খোকা—তুমি জানো না মা, স্যার বলেছেন, যে সাহিত্যে ভাল হয়, অঙ্কে সে একটু খারাপই হয়ে থাকে।

★ ★ ★

ছেলে কাঁদতে কাঁদতে ইস্কুল থেকে বাড়ি ফিরলো।

মা জানতে চাইলেন, কি রে কাঁদছিস কেন?

—ছেলেরা আমাকে সবসময় ঠাট্টা করে। বলে আমার নাকি মোটা মাথা। আমার মাথায় নাকি কিস্সু নেই।

—না, না, কে বলেছে তোমার মাথা মোটা! তুমি কেঁদো না লক্ষ্মী সোনা!

পরদিনও ছেলে কাঁদতে কাঁদতে বাড়ি ফিরলো।

সেদিনও মা ছেলেকে সান্ত্বনা দিলো। বললো, তুমি ভাঁড়ার ঘর থেকে দশ কেজি চাল নামিয়ে আনো তো লক্ষ্মীসোনা, তোমাকে আমি দশটা লজেন্স খেতে দেবো!

ছেলে বললো, তাহলে একটা ব্যাগ দাও। মা—ব্যাগ দিয়ে কী হবে বাছা। তুমি তোমার টুপিতে আনতে পারবে না?

★ ★ ★

এক বইয়ের দোকানের মালিক একটি সুন্দরী তরুণীর সঙ্গে ফষ্টিনষ্টি করতে চেষ্টা করে, মেয়েটি তার দোকানে এলেই। একদিন মেয়েটি তার মুখের উপর বললো, আপনার 'সম্মান বোধ' আছে? দোকানের মালিক—না, ঐ বইটি নেই। তবে তুমি যদি চাও, আমি এনে দেবো।

★ ★ ★

এক মহিলা ক্রেতা এক রেডিমেড পোষাকের দোকানে ঢুকেছেন। দোকানের সেলসম্যানটিকে খুঁজে বের করে তিনি আগের দিনের কেনা সোয়েটারটা দেখিয়ে ক্রুদ্ধ কণ্ঠে বললেন, এই যে শুনুন, কাল আপনি এই সোয়েটারটা আমার কাছে বিক্রী করেছেন।

—হ্যাঁ, করেছি ম্যাডাম।

—আপনি বলেছিলেন, এটা অলউল অর্থাৎ কিনা এটা সম্পূর্ণ উলের।

—আজ্ঞে, হ্যাঁ ম্যাডাম।

ভদ্রমহিলা চিবিয়ে চিবিয়ে চোর ধরেছেন এমন কণ্ঠে বললেন, অথচ সোয়েটারের ভেতরে একটা ছোট্ট কাগজে লেখা, অল কটন অর্থাৎ কিনা সবটা তুলোর তৈরী।

সেলসম্যান ছোকরা নির্বিকার কণ্ঠে বললো, ওঃ এই কথা!

ওটা তো লাগানো থাকে পোকাদের ঠকাবার জন্যে। উল জেনে যাতে পোকারা না কাটে সেজন্যে।

★ ★ ★

ক্রেতা—একটা কাঠ পেন্সিল দিন তো ভাই।

বিক্রেতা—সফট্ না হার্ড?

ক্রেতা—সফট্ সফট্। আমি আমার মেয়ে বন্ধুকে চিঠি লিখবো তো! সে আবার ভারী নরম স্বভাবের মহিলা।

★ ★ ★

এক ভদ্রলোক দর্জির দোকানে গেছেন। দর্জিকে প্যান্টের কাপড়

দিয়ে, মাপজোক দিয়ে বললেন, প্যান্টটা তৈরী করে দিতে ক'দিন লাগবে ?

—তা ধরুন, চল্লিশ দিন।

—বলেন কি ? জানেন ঈশ্বর এই পৃথিবীটা তৈরী করতে মাত্র ছ'দিন নিয়েছিলেন ?

দর্জি উত্তর করলো, জানি জানি। এত তাড়াহুড়ো করে তৈরী করা বলেই না আজ পৃথিবীর এই অবস্থা। আপনি কি আপনার প্যান্টটার ঐ রকম দশাই চান ?

★ ★ ★

গজা তার বন্ধু ভজার দোকান থেকে জিনিসপত্র কেনে। পারতপক্ষে পয়সা ছোঁয়ায় না। ভজা অবশ্য সেজন্য গজাকে কিছু বলে না। কিন্তু দোকানের সবাই এটা জানে। আমরাও জানি।

একদিন গজা দোকানের সেলসম্যানকে বললো, আচ্ছা শো কেসের ঐ রিস্ট ওয়াচটার দাম কতো হে ?

—তিনশো টাকা।

—খুবই বেশি। আচ্ছা এটা দেড়শ টাকায় বিক্রী করতে পারো না ?

সেলসম্যান ছোকরা চিবিয়ে চিবিয়ে বললো, তিনশ'ই কি আর দেড়শ'ই কি, আপনার কাছে তো সবই সমান।

—কেন কেন ?

—না, আপনি তো আর দাম দেবেন না।

গম্ভীর মুখে গজা বললো, সেজন্যেই তো চাইছি বন্ধুর ক্ষতিটা অল্পের উপর দিয়ে মানে দেড়শ টাকার উপর দিয়ে যাক।

★ ★ ★

এক দর্জির দোকানে পোষাকের মাপ দিতে দিতে মহিলা খদ্দেরটি জানতে চাইলো, আমার পোষাকের মাপ গতবছর যে পোষাক আপনার এখান থেকে তৈরী করেছিলাম, তাই আছে তো ? দর্জি উত্তর করলো, হ্যাঁ প্রায় তাই। সামান্য কিছু এদিক ওদিক হয়েছে।

—কি রকম, কি রকম ?

—আজ্ঞে আপনার বুকের মাপ ইঞ্চি তিনেক কমেছে, আবার পাছার মাপ তিন ইঞ্চি বেড়েছে। লম্বায় ইঞ্চি তিনেক কমেছেন, আবার মাথাটা ইঞ্চি তিনেক ফুলেছে। কোমরের মাপটা আর হাতের ঘেরও

ইঞ্চি তিনেক কমেছে বেড়েছে। আর সবই ঠিক আছে ম্যাডাম।

★ ★ ★

তরুণী—আমার স্বামীর জন্য একটা রিভলবার দিন তো।

দোকানী—তিনি কোন কোম্পানীর রিভলবার পছন্দ করেন বলে দিয়েছেন কি ম্যাডাম?

তরুণী—তার পছন্দ মানে? তার আবার পছন্দ কি? সে তো জানেই না আমি ওটা দিয়ে তাকেই গুলি করবো।

★ ★ ★

ছেলেটি (আদর করতে করতে), লক্ষ্মী সোনামণি, কী বলবো সোনা তোমার মতো সুন্দরী আমি জীবনে দেখিনি। তোমার চক্ষু দুটো পদ্মের মত। তোমার দাঁতগুলো মুক্তোর মত। তোমার সোনালী কেশ মেঘের মত, তোমার বুক দুটো····

মেয়েটি—থাক থাক ডার্লিং, তুমি যে এত অল্প সময়ের মধ্যেই আমার সব কিছু লক্ষ্য করেছো সেজন্য তোমাকে কী বলে যে প্রশংসা করবো বুঝতে পারছিনে। অথচ আজ পাঁচ বছরে আমার স্বামী-এর একটাও লক্ষ্য করেনি।

★ ★ ★

লিলি—দ্যাখ, মনু চৌধুরীর সঙ্গে তার বিয়ের কথা গোপন রাখতে চায়। শুধু আমাকে জানিয়েছে বুঝলি!

মিলি—হ্যাঁ সেজন্যেই আমাকে, রীতাকে, অনিকে, মঞ্জুকে আরও সবাইকে আলাদা আলাদা ভাবে জানিয়েছে। ঐ গোপন রাখার জন্যেই।

★ ★ ★

নিয়োগকর্তা—আপনার শিক্ষাগত যোগ্যতা কি?

দরখাস্তকারী (পুরুষ) আজ্ঞে, এফ. এস. সি....স্যার।

নিয়োগকর্তা—বাঃ। ভাল। তারপর বলুন, এই যে আপনাকে বলছি, আপনার শিক্ষাগত যোগ্যতা কি?

অপর দরখাস্তকারী (পুত্র)—আজ্ঞে, বি. এস. সি....স্যার।

নিয়োগকর্তা—বেশ। খুশি হলাম। তা আপনার? হ্যাঁ আমি এই ম্যাডামকে বলছি। আপনার কোয়ালিফিকেশন জানতে চাইছি ম্যাডাম?

মহিলা দরখাস্তকারিণী (মা)—আজ্ঞে এম. এস. সি....স্যার।

নিয়োগকর্তা—বাঃ। আপনারাই দেখছি সব চেয়ে ভাল শিক্ষাগত যোগ্যতা রাখেন। এফ. এস. সি.; এম. এস. সি.।

মহিলা আবেদনকারিণী—আজ্ঞে স্যার আপনি একটু বোধহয় ভুল করছেন।

নিয়োগকর্তা—কেন কেন। আপনি কি এম. এস. সি. মানে মাস্টার অফ সায়েন্স নন।

মহিলা—আজ্ঞে আমার এম. এস সি মানে মাদার অফ সেভেন চিলড্রেন।

পুরুষ—আজ্ঞে আমি ফাদার অফ সেভেন চিলড্রেন।

বি. এস. সি ছোকরা—আর আমি ব্রাদার অফ সিক্স চিলড্রেন।

★ ★ ★

এক বৃদ্ধা মহিলা তিরিশ বছর গাড়ী চালান নি। এখন তার গাড়ির লাইসেন্স পুনর্নবিকরণ (রিনিউ) করা দরকার। আর সেজন্য তাকে মোটর গাড়ি চালানোর পরীক্ষা দিতে হাজির হতে হলো।

এবং চমৎকার গাড়ী চালালেন বৃদ্ধা।

তা দেখে পরীক্ষা গ্রহণকারী অফিসারটি সহর্ষে বলে উঠলেন, সুন্দর। অতি সুন্দরভাবে গাড়ি চালিয়েছেন আপনি। কে বলবে যে আপনি দীর্ঘ তিরিশ বছর গাড়ি চালান নি। আশ্চর্য, একটুও ভোলেন নি আপনি।

বৃদ্ধা হেসে বললেন, দেখো বাছা, গাড়ি চালানো হচ্ছে প্রেমের মত। একবার শিখলে আর ভোলা যায় না।

★ ★ ★

স্ত্রীরা মোটর গাড়ির মত। প্রথম বছরটাই যা ভাল চলে।

★ ★ ★

স্ত্রী—দ্যাখো, আজ আমি পুজোর বাজার সারতে চাই। আবহাওয়া কেমন থাকবে লিখেছে পত্রিকায়, দ্যাখো তো।

স্বামী—খুবই অনুকূল আবহাওয়া। ঝড়, বৃষ্টি, শিলাবৃষ্টি, এমনকি বজ্রপাতও হবে বলে লিখেছে।

স্ত্রী—ঠিক আছে, আজকের দিনই কেনাকাটার পক্ষে ভাল। পত্রিকার আবহাওয়া বার্তা কোনদিন খাটে না বুঝলে!

★ ★ ★

প্রেমিকা—বুঝলে ডার্লিং, তোমার কি মনে হয় না আমরা অনেক দিন ধরে প্রেম করছি এবার আমাদের বিয়ে করা উচিত।

ছোকরা—হ্যাঁ, কথাটা ঠিক।

প্রেমিকা—তাহলে দেরী করছ কেন ?

ছোকরা—তাতো বুঝলাম, কিন্তু বিয়ের পর থাকবে কোথায় ?

প্রেমিকা—কেন, তোমার আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে।

ছোকরা—আমার আত্মীয় স্বজনরাই তাদের আত্মীয় স্বজনের সঙ্গে থাকে যে।

★ ★ ★

প্রথম বন্ধু—তুমি এমন একটা খেলার নাম করতে পারো, যে খেলায় দুজনেই জেতে।

দ্বিতীয় বন্ধু—সেক্স! এ খেলা দুজনেই খেলতে পারে। আর দুজনেই জেতে।

★ ★ ★

ক্রেতা—এই পেন্টিংটার দাম কত ভাই ?

বিক্রেতা—এক হাজার টাকা।

ক্রেতা—সে কি! গত হপ্তায় এই ছবিটার দাম যখন জিজ্ঞেস করলাম আপনি বললেন পাঁচশো টাকা।

বিক্রেতা (ভাল করে ক্রেতাকে লক্ষ্য করে)—বলেছিলুম বুঝি ? তা দেখুন এই এক সপ্তাহে ছবি আঁকার সব কিছুর দাম তো বেড়ে গেছে।

★ ★ ★

সম্পাদক (লেখককে)—হুঁ, এই লেখাটাই তো এর আগে আমি একবার বাতিল করেছিলাম না ?

লেখক—হ্যাঁ, স্যার। তিন বছর আগে আপনি একবার আমার এই লেখাটা অমনোনীত করেছিলেন।

সম্পাদক—তবে! তবে কোন্ সাহসে সেই একই লেখা আবার এনেছেন ?

লেখক—না, ভাবলাম এই তিন বছরে আপনার নিশ্চয়ই ভালমন্দ বিবেচনা করার ক্ষমতা জন্মেছে। অভিজ্ঞতালাভ ঘটেছে, তাই।

★ ★ ★ ★

★ টক-ঝাল-মিষ্টি ★

রসিকতা-তামাশা

★ ★ ★ ★

রোগীর আত্মীয়— ডাক্তারবাবু, আপনি আমার বাবার ডেথ সার্টি-ফিকেটে সই করতে ভুলে গেছেন।

ডাক্তারবাবু (যিনি চশমা ছাড়া ভাল দেখেন না)—কেন ঐ তো সই করেছি। আমার কি এত ভুল হয়, না হয় চোখেই একটু কম দেখি।

রোগীর আত্মীর—আজ্ঞে, যেখানটায় সই করেছেন সে ঘরটা হচ্ছে রোগীর মৃত্যুর কারণ কি, সেই ঘরে।

★ ★ ★

এক সম্ভ্রান্ত মহিলা নেত্রী কারা পরিদর্শনে এসেছেন। একজন কয়েদীকে দেখে জিজ্ঞেস করলেন—কতদিন আছ এখানে ?

—আজ্ঞে, দু' বছর।

—দু' বছর ? চার্জ কি ?

—আজ্ঞে ম্যাডাম, কোন চার্জ দিতে হয় না। সবই ফ্রী পাওয়া যায়।

★ ★ ★

নীতা—জানিস আমরা হনিমুন করতে সিমলা গিয়েছিলুম। আপার ম্যালে ছিলুম। অপূর্ব অভিজ্ঞতা।

রীতা—তা তোর বরেরও নিশ্চয়ই খুব ভাল লেগেছে?

নীতা—বর! তুই একটা আহাম্মক। তুই কি তোর বরকে নিয়ে হনিমুন করতে যেতে চাস্ নাকি!

★ ★ ★

হোটেলের যাত্রী—হ্যাঁ, মশাই আপনার এই হোটেলে থাকার আরাম-আয়েস কী রকম?

হোটেল ম্যানেজার—অতি মনোরম। আপনার সব সময় মনে হবে যেন নিজের বাড়িতেই আছেন।

যাত্রী—সর্বনাশ! আরে মশাই বাড়িতে নানান ঝামেলার জন্যই হোটেলে বাস করতে চেয়েছিলাম। তা এখানেও…।

★ ★ ★

জনৈক সাংবাদিক (অভিনেতাকে)—আপনার এই ছবিটি কি কমেডি না ট্র্যাজেডি?

অভিনেতা—এখনও খবর পাইনি।

সাংবাদিক—সেকি, আপনি অভিনয় করলেন, আর আপনিই জানেন না?

অভিনেতা—আরে মশাই, ট্র্যাজেডি কমেডি নির্ভর করে টিকিট বিক্রির উপর। যেমন ধরুন যে বই পাবলিক নিলো, প্রচুর টিকিট বিক্রি হলো, সেটা কমেডি! আর যত হাসির বই-ই হোক না, টিকিট বিক্রি না হলেই তো ট্র্যাজেডি।

★ ★ ★

লিলি—জানিস তো সোমকের সঙ্গে আমার এনগেজমেন্ট আমি ভেঙে দিয়েছি!

রীতা—শুনিনি তো! কিন্তু কেন? এই না তোরা একে অন্যকে না পেলে বাঁচবি নে, আরও কত কি শুনলুম।

লিলি—না, ওর সম্পর্কে আমি মনোভাব পাল্টে ফেলেছি। জানিস ওনা অন্য জাত, লেখাপড়া তেমন জানে না। দেখতেও ভাল নয়।

রীতা—হুঁ, তাতো বুঝলাম, কিন্তু তোর হাতে দেখছি সোমকের দেওয়া হীরের আংটিটা এখনও রয়েছে।

লিলি—তা রয়েছে। আংটিটা সম্পর্কে আমি মনোভাব পাল্টাই নি তো!

★ ★ ★

ম্যানেজারবাবু—দ্যাখো সতীশ, ড্রয়ারে একশ'টা টাকা ছিল। ড্রয়ারের একটা চাবি আমার কাছে, আর একটা তোমার কাছে। তা হলে টাকাটা সরালো কে?

সতীশ—হুঁ, ব্যাপারটা দাঁড়াচ্ছে আপনার আর আমার মধ্যে তাইতো! আসুন, লোক জানাজানি না করে আমি পঞ্চাশ আর আপনি পঞ্চাশ টাকা দিয়ে ক্যাশ মিলিয়ে রাখি।

★ ★ ★

রিঙ্কি—হ্যাঁরে, অনিদি, জয়শ্রীর বিয়েটা সেদিন হয়ে গেছে মঙ্গলমত?

অনীতা—তা প্রায় তিন ভাগের দু' ভাগ হয়ে গেছে বলতে গেলে।

রিঙ্কি—সে আবার কী রকম?

অনীতা—মানে, কনেও ছিল, পুরুতও হাজির ছিলেন। কেবল পাত্রই এসে পৌঁছয় নি।

★ ★ ★

একটি লোক ফ্রান্সের রাস্তায় একটা রূপোর মুদ্রা দেখে তা কুড়োতে গেলো। সঙ্গে সঙ্গে একটা মোটর গাড়ি এসে তাকে চাপা দিলো।

কোর্টে মামলা রুজ্জু হলো। বিচারক রায় দিলেন, লোভের পরিণামে মৃত্যু।

কিছুদিন পর পুনঃ তদন্তে জানা গেলো রূপোর মতো দেখতে মুদ্রাটি আসলে একটা পানীয়ের বোতলের ক্যাপ।

এবার রায় বদল হলো, বিচারক লিখলেন, 'হুঁ, মৃত্যু ভুল বোঝাবুঝির ফলেই ঘটেছে।'

★ ★ ★

শিক্ষক—তোমার একটা বোন হয়েছে না?

ছাত্র—আজ্ঞে, হ্যাঁ স্যার!

শিক্ষক—বোনটিকে নিশ্চয়ই ভালবাস।

ছাত্র—হ্যাঁ, স্যার। তবে ভাই হলে আরও ভাল হতো।

শিক্ষক—কেন, কেন?

ছাত্র—আমি ভাইয়ের সঙ্গে ক্রিকেট খেলতে পারতুম।

শিক্ষক—তা একটা বোনের সঙ্গে বদল করে নিলেই পার?

ছাত্র—তা আর কী করে হবে স্যার। আমরা তো দশদিন ধরে ওটাকে নাড়াঘাঁটা করছি। নতুনের সঙ্গে কি আর কেউ বদলে দেবে?

★ ★ ★

একটি ছেলে রেলের সুইচম্যানের জন্য ইন্টারভিউ দিচ্ছে। ইন্টারভিউ বোর্ডের একজন সদস্য প্রশ্ন করলেন, "আচ্ছা ধর একটা ভীষণ দ্রুতগামী ট্রেন আসছে। হঠাৎ তুমি লক্ষ্য করলে সেই লাইনের ফিস্‌প্লেট কে বা কারা সরিয়ে নিয়েছে। তুমি ট্রেনটাকে থামাবার জন্য কি করবে?

—আজ্ঞে আমি লাল নিশান উড়িয়ে ড্রাইভারকে সাবধান করে দেবো।

—কিন্তু ধর, সেটা রাত্রিবেলা!

—আমি লাল হ্যারিকেন জ্বালিয়ে ড্রাইভারকে সাবধান করবো।

—কিন্তু ধর, তোমার হাতের কাছে হ্যারিকেন নেই!

—আমি তাহলে লাইনের উপর কিছু ছেঁড়া কাগজের আবর্জনা রেখে তাতে আগুন ধরিয়ে ড্রাইভারকে সাবধান করবো।

—কিন্তু মনে কর, তোমার কাছে দেয়াশলাই নেই!

—তাহলে, তাহলে আমি ছুটে যেয়ে আমার ছোট বোনটিকে ডেকে আনবো।

—কেন, কেন? ছোট বোন এসে কী করবে?

—না, কিছু করবে না। ওর অনেকদিনের ইচ্ছে একটা রেল দুর্ঘটনা দেখে। তাই ওকে একটা দুর্ঘটনা দেখবার সুযোগ দেবো।

★ ★ ★

অবনীশ—বিলেতে দেখেছি, বিয়ের সময় বর কনে পরস্পর হ্যাণ্ডশেক করে। কেন বল তো?

হিমানীশ—বুঝলে না? দেখোনি দুই কুস্তিগির রিঙে ঢোকার আগে পরস্পর করমর্দন করে। তারপর কী করে, সে তো না বোঝার কিছু নেই।

★ ★ ★

একজন সৈনিকের সাজা হয়ে গেলো কর্তব্যরত অবস্থায় মদ খাওয়ার জন্য। কিন্তু সৈনিকটি খুবই কাজের। ক্যাপ্টেন তাকে

যথেষ্ট স্নেহ করেন। তাঁর ইচ্ছে নয় ছোকরার সাজা হোক, চাকুরীটা চলে যাক।

তাই সৈনিকটিকে বোঝালেন, আমি তোমার শাস্তি মকুবের জন্য সুপারিশ করবো, কিন্তু তোমাকে কথা দিতে হবে ডিউটি করার সময় ভুলেও মাতাল হবে না। তাছাড়া তোমার এই বয়েস, তুমি যদি আন্তরিকভাবে লেগে থাকো চাই কি একদিন আমার মত ক্যাপ্টেন হয়ে যেতে পারো।

সৈনিকটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বললো—কিন্তু স্যার, মদ খেলে নিজেকে ক্যাপটেন নয়, ফিল্ডমার্শাল বলে মনে হয় যে।

★ ★ ★

নব বিবাহিতা (স্বামীকে)—আমাকে তুমি কতখানি ভালবাসো ডার্লিং।

স্বামী—অনেক, অনেকখানি সোনা।

—আমি মরলে তুমি আমার জন্যে খুব কাঁদবে ডার্লিং?

—খু-উ-ব। কেঁদে কেঁদে বুক ভাসিয়ে দেবো।

—আমায় দেখাও তো, তুমি কতখানি কাঁদবে?

—তুমি আগে মর, তবে তো ফিলিং আসবে!

★ ★ ★

ফার্মের ক্যাশিয়ার ক্যাশ ভেঙে পালিয়েছে। বড়কর্তা পুলিশে খবর দিয়েছেন।

দারোগাবাবু এলেন তদন্তে।

জিজ্ঞেস করলেন, আচ্ছা লোকটা বেঁটে না লম্বা?

—দুই-ই।

—সে আবার কি?

—দেখুন, লোকটা যখন কোন লম্বা লোকের পাশে দাঁড়ায় তখন তাকে বেঁটে দেখায়। আবার কোন বেঁটে লোকের পাশে যখন দাঁড়ায় তখন তাকে লম্বা দেখায়।

★ ★ ★

অনেকদিন প্রেম করার পর প্রতুল সুদেষ্ণাকে বিয়ে করলো। বিয়ের পরই এক বড় রেস্তোরাঁয় গেল দুজনে।

প্রতুল আনন্দে বলে উঠলো, সুদু আমরা দুজনে এতদিনে এক দেহ একপ্রাণে পরিণত হলাম, তাই না?

সুদেষ্ণা—তা একদেহ, একপ্রাণ হলেও চাউমিনটা কিন্তু দু' প্লেটই অর্ডার দাও।

★ ★ ★

এক নবদম্পতি রেলওয়ে প্ল্যাটফরমে দাঁড়িয়ে পরস্পরকে বিদায় চুম্বন দিচ্ছে। দিচ্ছে তো দিচ্ছেই। সারা প্ল্যাটফরমের নরনারী এই বিদায় দৃশ্য পরম বেদনার সঙ্গে লক্ষ্য করছে। আহা, বেচারীরা কত-দিনের জন্য বিচ্ছিন্ন হতে যাচ্ছে কে জানে।

একসময় গাড়ি ছাড়ার সময় হলো। নববধূটি তার সঙ্গীর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে ফোঁপাতে ফোঁপাতে এসে ট্রেনের কামরায় উঠলো। এক প্রৌঢ়া যাত্রী ব্যাপারটা অনেকক্ষণ ধরে লক্ষ্য করছিলেন।

সান্ত্বনা দিতে যেয়ে বললেন—সত্যিই এই বয়সে স্বামীকে ছেড়ে যেতে খুব কষ্ট হয়। আমরা তোমাদের বয়সে এমনটা কত কেঁদেছি।

নববধূ বিস্মিত কণ্ঠে উত্তর করলো,—কী যে বলছেন! আমি তো স্বামীর কাছে যেতে হচ্ছে বলে কাঁদছিলুম।

★ ★ ★

এক তরুণী একটি লেকে সাঁতার কাটতে নামছে।

প্রহরী এগিয়ে এসে বাধা দিলো।

—'দেখুন মিস্, এখানে সাঁতার কাটা নিষেধ।' তরুণীটি ভ্রূকুঞ্চিত করে বললো, 'কিন্তু আমি যখন পোষাক ছাড়ছিলুম তখন নিষেধ করলেনা কেন।'

—ইয়ে, এখানে পোষাক ছাড়ার উপর কোন নিষেধাজ্ঞা নেই কিনা, তাই আমি নিষেধ করিনি। আমি শুধু দেখছিলুম।

★ ★ ★

এক ধনবান যুবক বাড়িতে নববধূকে রেখে বোম্বে গেছে। হঠাৎ বাড়ি ফিরে দেখে তার স্ত্রীর পাশে কে একজন শুয়ে আছে। লোকটা সুরুৎ করে গা ঢাকা দিলো।

যুবকটি বধূকে চার্জ করলো, কে ঐ ছোকরা, আমার বন্ধু রেশ্মি?

—না।

—তবে কি বদরু।

—না।

—তা হলে নিশ্চয় আমার নতুন বন্ধু পিকলু।

নববধূ বিরক্ত কণ্ঠে বললো, কী তোমার বন্ধু অমুক না তমুককে

মনে করছো ! কেন আমার কি কোন বয় ফ্রেণ্ড ছিল না ?

★ ★ ★

বিয়ে হচ্ছে এমন একটি রোম্যান্স যার প্রথম পরিচ্ছেদেই নায়কের মৃত্যু ঘটে ।

★ ★ ★

স্ত্রী—কী বলবো ! তুমি আমাকে এক বিন্দু ভালবাস না ।

স্বামী—কিসের থেকে বঝলে ।

স্ত্রী—বুঝবো না ! এই সাতদিনে তুমি একবারও চুমু খেয়েছো আমায় ?

বিস্মিত স্বামী—বল কি, তাহলে প্রতি রাত্তিরে অন্ধকারে কাকে রোজ চুমু খাই !

★ ★ ★

বিচারক (আসামীর প্রতি) —ভাল কথা, তোমার তো যথেষ্ট আছে, তবু তুমি আরও চুরি করতে গেলে কেন ?

আসামী—আজ্ঞে হুজুর, ঐ যে কথায় আছে না, যত পায় তত চায় । আমারও তাই হয়েছে আর কি ।

বিচারক—বেশ, তোমায় পাঁচ বছর সশ্রম কারাদণ্ড দেওয়া হলো। তুমি কি এরপর আরও সাজা চাইবে ?

★ ★ ★

—আপনি যে-রকম চেন-স্মোকার, আমি বাজি ধরে বলতে পারি আপনার সিগারেটে কত হাজার টাকা ব্যয় হয় । তা একটা থেকে আর একটা সিগারেট ধরান কেন ?

ধূমপায়ী—আর বলবেন না, আমার স্ত্রীও তাই বলেন। কিন্তু একটা সিগারেট থেকে আর একটা সিগারেট লাগানোতে, কত যে দেয়াশলাইর পয়সা বাঁচে তা আপনারা, মানে আপনি এবং আমার স্ত্রী কেউ বুঝবেন না ।

★ ★ ★

স্বামী (নববধূকে)—বুঝলে সোনা, আজ রাতে যা যা করবো তা যেন তুমি আবার তোমার বান্ধবীদের কাছে গল্প করো না, কেমন ?

নববধূ—নিশ্চয়ই । তবে কি জানো, আমি আবার কোন কিছু গোপন করতে পারিনে । আর বলতে কি, ওটাই আমার 'হবি' !

★ ★ ★

অঞ্জুশ্রীরা হনিমুন করতে গেলো বিয়ের পর। কোথায়, কাউকে জানালো না। তার বান্ধবী তপতী জিজ্ঞেস করলো, ওখানে গরম কেমন বলতো ?

—অত্যন্ত গরম। এমন কি ধূ ধূ প্রান্তরে একটা গাছ পর্যন্ত নেই।

—তাহলে ছায়া পেতে কোথায় ?

—কেন, আমরা একজন আর একজনের ছায়ায় বসতুম ?

★ ★ ★

পাড়ার নব্য ছোকরা—দাদু একটা সিগারেট দেবেন ?

দাদু—সে কি, আমি তো জানতুম, তুমি সিগারেট খাওয়া ছেড়ে দিয়েছ।

—হ্যাঁ, ছাড়ার প্রথম পদক্ষেপ নিয়েছি, আর কি।

—সেটা আবার কী রকম।

…মানে কিনে খাওয়া বন্ধ করেছি।

★ ★ ★

মেডিক্যাল কলেজের এক প্রবীণ ডাক্তারের সঙ্গে এক তরুণীর আলাপ হলো। তরুণীটি ডাক্তারবাবুকে জিজ্ঞেস করলো, আপনাকে আমি ডাক্তারবাবু বলে ডাকবো, নাকি অধ্যাপক বলবো ?

—আপনার যা ইচ্ছে। অনেকে আমাকে 'ইডিয়ট'ও বলে।

—সত্যি! তরুণীটি মিষ্টি করে বললো, সে আপনাকে যারা দীর্ঘদিন ধরে চেনে, তারাই হবে হয়তো। আমি তো আপনার তত পরিচিত নয়।

★ ★ ★

—তোমার ভাই বসিরহাট কলেজে কী করে ?

—কলেজের হাফ ব্যাক।

—না, না, পড়াশোনায় ?

—ওঃ, পড়াশোনায়। ক'বছর ধরে ফুল-ব্যাক।

★ ★ ★

কেনেডি তখন আমেরিকার প্রেসিডেণ্ট। একবার এক মানসিক হাসপাতাল দেখতে গেছেন। সেখানে এক রোগীর সঙ্গে সাক্ষাৎ হলো তাঁর। পাগলটি এগিয়ে এসে জিজ্ঞেস করলো, তুমি কে হে ?

কেনেডি বললেন, আমাকে চেনেন না ? আমি কেনেডি। প্রেসিডেণ্ট।

—তাই বল। আমিও যখন এখানে প্রথম আসি, নিজকে আব্রাহাম লিঙ্কন বলে মনে করতাম।

★ ★ ★

এক চীনা কূটনীতিবিদ আমেরিকা গেছেন। তাঁকে এক প্রীতি-ভোজে ওখানকার এক সেনেটর পত্নী কৌতুক করে জিজ্ঞেস করলেন, আপনি কোন 'নীজ' ভুক্ত। মানে জাপানীজ, চাইনীজ না জাভানীজ?

চাইনীজ। উত্তর দিলেন চীনা প্রতিনিধি। সঙ্গে সঙ্গে প্রশ্ন ছুঁড়লেন, আপনি কোন্ প্রজাতির? মনকি, ডনকি না ইয়াঙ্কী?

★ ★ ★

দোকানদার—এই বইটা নিন দিদিমণি, এটা পড়লে প্রেমের অর্ধেকটা শিখতে পারবেন।

ক্রেতা কলেজের ছাত্রী—তাহলে আমাকে দুটো বইই দিন।

★ ★ ★

জানেন কি, একটা প্রবাদ: স্ত্রীলোককে খুব দূরে যেতে দিতে নেই। পুরুষকে খুব কাছে আসতে দিতে নেই। দুই ক্ষেত্রেই বিশ্বাস ভঙ্গের সম্ভাবনা।

★ ★ ★

এক কলেজের ছাত্র গর্ব করছিলো সে নাকি শহরের সব হাস-পাতালেই ছিলো। তার এক সহপাঠী বলে উঠলো, আমি বিশ্বাস করিনা।

—কেন, কেন বিশ্বাস কর না?

—তুমি বলতে চাও প্রসূতি সদনেও তুমি ছিলে?

ছাত্রটি সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিলো, নিশ্চয়ই! আমি তো ওখানেই জন্মেছিলাম।

★ ★ ★

এক বৃদ্ধ অপর বৃদ্ধকে—শুনলাম তোমার ছেলে নাকি সুইস ব্যাঙ্কে অনেক টাকা জমিয়েছে?

দ্বিতীয় বৃদ্ধ—তা তো জানিনে ভাই, তবে পুলিশ পঁচিশ হাজার ডলার দিতে প্রস্তুত তার সম্পর্কে খবর জানার জন্য।

★ ★ ★

ডাক্তার—আপনার বংশের কারও মাথার দোষ ছিলো ?

রোগী—হুঁ,আমার দাদুর মাথায় গোলমাল ছিলো বলে শুনেছি।

ডাক্তার—কি রকম, কি রকম ?

রোগী—মরবার কিছুদিন আগে থেকে ধারণা হচ্ছিল, তিনিই নাকি এ বাড়ির কর্তা।

★ ★ ★

বাড়ির ছোট ছেলেটি তার বড় ভাইয়ের সঙ্গে শোয়। বড় ভাইয়ের বয়স দশ বছর। সকালবেলা মা'র কাছে নালিশ করলো ছোট ছেলেটি, মা, আমি আর দাদার সঙ্গে শোব না।

—কেনরে ছোটন ?

—একে তো ছোট বিছানা তার উপর দাদা না অর্ধেক জায়গা জুড়ে শুয়ে থাকে।

—তা তো থাকবেই। তা বাকি অর্ধেকে তুই ঘুমুবি।

—কিন্তু মা, দাদা মাঝখানের অর্ধেক জুড়ে শোয় যে !

★ ★ ★

প্রাইভেট সেক্রেটারী (তার মালিককে)—স্যার, আপনি আশা করি খুশি হবেন শুনে। আপনার মেয়ে আমাকে বিয়ে করতে রাজি হয়েছে।

মালিক—কনগ্র্যাচুলেশন ইয়ং ম্যান। তুমি হচ্ছো দশম সুখী ব্যক্তি যাকে আমার মেয়ে বিয়ে করবে বলে প্রতিশ্রুতি দিলো।

★ ★ ★

ছেলের বাবা—আপনার মেয়ের বয়স কত ?

মেয়ের বাবা—ইয়ে…তা কুড়ি বছর।

ছেলের বাবার বন্ধু—কিন্তু আমার ছেলের জন্য আপনার এই মেয়েকে দেখতে এসেছিলাম বছর পাঁচেক আগে, তখন যেন এই কুড়ি বয়েসই বলেছিলেন মেয়ের।

মেয়ের বাবা—বলেছিলেম নাকি ? তাহলে ঠিকই বলেছিলাম। আমি তেমন মানুষ নই বুঝলেন, যে আজ এক কথা, কাল অন্য কথা বলবো। ভদ্রলোকের এক কথাই হয়।

★ ★ ★

তরুণী (জজকে)—আমি আমার স্বামীকে ডিভোর্স করতে চাই, মাই লর্ড।

জজ—কেন বলুন তো ?

তরুণী—সে আমার প্রতি বিশ্বস্ত নয় মাই লর্ড।

জজ—কী করে বুঝলেন ?

তরুণী—আমার একটি সন্তানও তার মত দেখতে হয়নি, মাই লর্ড।

★ ★ ★

তরুণ—উঃ, তোমাকে বিয়ের কথা বলতে আমার যা বুক ধড়ফড় করছিলো না। কী বলবো।

তরুণী—আর তুমি যতক্ষণ না বিয়ের প্রস্তাব দিচ্ছিলে ততক্ষণ পর্যন্ত আমার যা বুক ধড়ফড়ানি তোমাকে আর তা কি বলবো।

★ ★ ★

স্কুলের দিদিমণি—বলতো গরুর দুধের চেয়ে মায়ের দুধ ভাল কেন ?

ছাত্রী—ইয়ে দিদিমণি, মায়ের দুধ বিনে পয়সায় পাওয়া যায়, আর-আর···বেড়ালেও চুরি করে খেতে পারে না।

★ ★ ★

পর্যটক—পাহাড়ের এই বাঁকটায় দেখছি একটা মারাত্মক খাদ। অথচ এখানে একটা সতর্কবাণী লেখা সাইনবোর্ড নেই ?

গ্রাম্য লোক—ছিল বাবু, ছিল। পঞ্চায়েত থেকে একটা সাইন বোর্ড টাঙানো ছিলো। কিন্তু গত পাঁচ বছরে একজনও খাদে না পড়ে যাওয়ায়, ওটা তুলে নেওয়া হয়েছে।

★ ★ ★

একটি ছেলে দৌড়ুতে দৌড়ুতে এসে এক মহিলাকে খবর দিলো। —মাসীমা, সর্বনাশ হয়েছে, মেশোমশাই আপনাদের বাড়ির কুয়োয় পড়ে গেছেন।

মাসীমা—ঠিক আছে। আমরা এখন আর কুয়োটা ব্যবহার করিনে, ট্যাপ ওয়াটার খাই।

★ ★ ★

স্বামী—আমি আমার স্ত্রীকে ডিভোর্স করতে চাই হুজুর।

জজ—কেন, কেন ?

স্বামী—আমার স্ত্রী খুবই বিপজ্জনক হুজুর। হাতের কাছে যা

পায় তাই আমার দিকে ছুঁড়ে মারে। চাকি, বেলুন, ফুলদানি, পেপার ওয়েট যা পায়।

জজ — কবে থেকে এমনটা করছে?

স্বামী — বিয়ের পর থেকেই হুজুর।

জজ — তা বিয়ের কুড়ি বছর পর ডিভোর্স চাইছেন কেন?

স্বামী — আজ্ঞে ক্রমশঃ তার লক্ষ্য আগের চেয়ে নির্ভুল হচ্ছে হুজুর।

★ ★ ★

খদ্দের — কী মাছের ফ্রাই করেছো, পচা মাছ, ক'দিনের বাসী ফ্রাই কে জানে। তোমাদের ম্যানেজারকে ডাকো। একটা হেস্ত-নেস্ত করবো আজ।

বয়—ডেকে আর কী হবে কর্তা। ম্যানেজারবাবু কি আর এই অখাদ্য নিজে খেতে পারবেন!

★ ★ ★

জানেন কি, ঈশ্বর মানুষকে ফায়ার (আগুন) দিয়েছেন, মানুষ ফায়ার ইঞ্জিন তৈরী করলো। ভগবান মানুষের মনে প্রেম দিলেন, মানুষ তা থেকে বিয়ে আবিষ্কার করলো।

★ ★ ★

প্রিয়াংশু—তপু, আমার যদিও বিনয়ের মতো গাড়ি নেই, নিজস্ব বাড়িও নেই তিনখানা, ব্যাঙ্কে লাখ পাঁচেক টাকাও নেই, কিন্তু হৃদয় ভরা ভালবাসা আছে। তুমি কি আমার প্রতি দয়া প্রদর্শন করবে না?

তপু—নিশ্চয়ই। কিন্তু তার আগে তোমার বন্ধু বিনয়ের ঠিকানাটা দাও তো।

★ ★ ★

জজ—তোমার বিরোধীপক্ষ উকিলবাবু বললেন, তুমি যে মেয়েটিকে কিডন্যাপ করেছো তার প্রত্যক্ষদর্শী আছে চল্লিশ জন।

আসামী—আমি অন্ততঃ পঞ্চাশ জনকে দিয়ে সাক্ষ্য দেওয়াতে পারি হুজুর যারা বলবে আমাকে কিডন্যাপ করতে দেখেনি। যেমন এই আদালত ঘরে যারা উপস্থিত আছেন তারাও আমাকে দেখেনি হুজুর।

★ ★ ★

বিচারক—কী করে বুঝলে তোমার স্ত্রী মারা গেছেন? তুমি কি ডাক্তার ডেকেছিলে?

আসামী—আজ্ঞে হুঁজুর, মদ খেয়ে বাড়ি ফিরে এর আগেও বউকে মারধর করেছি। কিন্তু সেদিন কয়েকটা লাথি মারার পরও এক ইঞ্চি নড়লো না বউটা, তাই বুঝলাম ও নিশ্চয়ই মারা গেছে।

★ ★ ★

জানেন কি?

স্ত্রীর সংজ্ঞা : স্ত্রী হচ্ছে একটি মেয়ে যার হাত থেকে রেহাই পাওয়া যায় না।

★ ★ ★

ছোকরা—আমাকে যদি বিয়ে কর ডার্লিং, আমি কথা দিচ্ছি তোমার ক্ষুদ্র সাধ আহ্লাদ আমি মেটাতে চেষ্টা করবো।

প্রেমিকা—সে তো বুঝলাম, কিন্তু বৃহৎ বৃহৎ সাধ আহ্লাদগুলো কে মেটাবে শুনি!

★ ★ ★

স্যার উইনস্টন চার্চিলের ভাষায় একজন রাজনীতিবিদের নিম্নলিখিত যোগ্যতা অবশ্যই থাকতে হবে।

অর্থাৎ আগামী কাল কী ঘটবে সে সম্পর্কে ভবিষ্যৎবাণী করতে পারা, আগামী মাসে কী ঘটবে, পরবর্তী বছরে কী ঘটবে, সে সম্পর্কে বলতে পারা—এবং পরে যদি সে ঘটনা না ঘটে, কেন তা ঘটলো না তার কৈফিয়ৎ দিতে পারা।

★ ★ ★

শিক্ষকমশাই (ছাত্রদের প্রতি)—শোন বার্ষিক পরীক্ষার প্রশ্নপত্র প্রেসে দেওয়া হয়ে গেছে, পরীক্ষা আরম্ভ হতে আর দিন সাতেক বাকি তোমাদের কোন জিজ্ঞাসা থাকলে বলতে পারো।

ছাত্রদের মধ্য থেকে একজন—আজ্ঞে, প্রেসের নামটা যদি বলে দেন স্যার।

★ ★ ★

জনৈকা তরুণী—ছেলেমেয়েদের ফোটো তুলতে কত করে চার্জ নেন?

ফোটোগ্রাফার—এক ডজন দশ টাকা।

তরুণী—ওঃ, তাহলে আরও অন্তত: চার বছর অপেক্ষা করতে হবে। আমার মাত্র আটটি ছেলে মেয়ে!

★ ★ ★

বাইরে গাড়ি রেখে এক ভদ্রলোক সিনেমায় ঢুকেছেন। শো ভাঙার পর বাইরে এসে দেখেন তার গাড়ির পেছনের সিটে বসে এক নবদম্পতি ফষ্টি-নষ্টি করছে।

ভদ্রলোক সঙ্গে সঙ্গে টেলিফোন করলেন পুলিশকে। পুলিশ এলো। নবদম্পতিকে গ্রেপ্তার করে থানায় নিয়ে গেলো। দিন সাতেক পর গাড়ির মালিকও একটা জরিমানার নোটিশ পেলেন। পাঁচ পাউণ্ড খেসারত দিতে হবে, নবদম্পতির শান্তিভঙ্গ করার জন্য।

ঘটনাটা বিদেশী।

★ ★ ★

প্রসূতি বিভাগে নিয়মমাফিক পরিদর্শনে যেয়ে ডাক্তারবাবু জনৈকা তরুণী রোগিনীকে জিজ্ঞেস করলেন, আপনার কবে নাগাদ বাচ্চা হবে মনে করেন?

—আজ্ঞে ১০ ডিসেম্বর।

পরবর্তী বেডের রোগিনীকে জিজ্ঞেস করলেন ডাক্তারবাবু—আপনার?

—আজ্ঞে ১০ ডিসেম্বর।

পরবর্তী বেডের রোগিনী ঘুমিয়ে ছিলো। সুতরাং তাকে জিজ্ঞেস করা গেলো না।

চতুর্থ বেডের রোগিনীকে জিজ্ঞেস করলেন ডাক্তারবাবু—ঐ ঘুমন্ত মহিলার কী নাগাদ বাচ্চা হবে বলতে পারেন?

—জানিনে তো। যদ্দূর জানি এ ভদ্রমহিলা আমাদের সঙ্গে দীঘা বেড়াতে যান নি।

★ ★ ★

ডাক্তার—আচ্ছা ম্যাডাম, এবার বলুন তো আপনার সমস্যাটা কি?

মহিলা—দেখুন, আট বছর হলো আমার বিয়ে হয়েছে কিন্তু এখনও সন্তান হলো না আমার।

ডাক্তার—আপনি কোন্ সাইকোলজিস্টকে দিয়ে পরীক্ষা করিয়েছিলেন?

মহিলা—তিন-তিনজন। কিন্তু তাঁরাও আমায় সন্তান দিতে পারেন নি।

ডাক্তার—ঠিক আছে, তাহলে আমিই একবার চেষ্টা করে দেখি

আপনাকে কোন সন্তান দিতে পারি কিনা।

★ ★ ★

বাচ্চা ছাত্রী—আচ্ছা দিদিমণি বৃষ্টি হয় কেন?

দিদিমণি—বৃষ্টি হয় লনে ও ফুলে জলের জন্য।

ছাত্রী—তাই যদি হবে তবে মিছিমিছি রাস্তাঘাটে বৃষ্টি পড়ে কেন?

★ ★ ★

পারিবারিক বিপর্যয় চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছলো যখন ৭০ বছরের দাদু ঠিক করলেন তিনি একটি ষোড়শীকে বিয়ে করবেন।

নাতি-নাতনীরা বাধা দিলো।

বললো, দাদু তুমি এ কম্ম করতে যেও না। এ চিন্তা তুমি ছেড়ে দাও। নইলে এটা খুব মারাত্মক হবে।

দাদু দাঁত মুখ খিঁচিয়ে বলে উঠলেন, কি ভয় দেখাচ্ছিস। আরে যদি সে মারাই যায় তাহলে আমি আবার বিয়ে করবো দেখিস।

★ ★ ★

এক ভদ্রলোক যুগান্তর পত্রিকায় একটা বিজ্ঞাপন দিতে এসেছেন।

কী ব্যাপার? না তার স্ত্রীর পোষা প্রিয় সিলকি সিডনী কুকুরটা হারিয়ে গেছে। স্ত্রীর নাওয়া-খাওয়া বন্ধ হওয়ার যোগাড়। যে কুকুরটা পেয়ে ফেরৎ দেবে তাকে হাজার টাকা পুরস্কার দেওয়া হবে।

যিনি বিজ্ঞাপন নিচ্ছিলেন তিনি বললেন, একটা কুকুরের জন্য পুরস্কারটা খুব বেশি হলো না! যদি কেউ কুকুরটা পেয়ে ফেরৎ দেয় তাহলে তো টাকাটা আপনাকে দিতেই হবে।

লোকটা বললেন, না দিতে হবে না। অবশ্য গোপনে বলছি আমার স্ত্রীকে আবার বলে দেবেন না। ওটাকে পাওয়া যাবে না।

—কেন কেন?

—আসলে কুকুরটাকে আমিই কূয়োয় ফেলে দিয়েছি। সেটা কবে মরে ভূত হয়ে গেছে।

★ ★ ★

এক নতুন বৈবাহিক অপর বৈবাহিকের বাড়ি গেছেন বেড়াতে। দু জনেই মদ্যপ। কিন্তু কে কতখানি তা স্বীকার করতে চাইছেন না।

একজন বললেন, যাই বলুন মশাই আমি দুবারের বেশি দিনে মদ খাইনে।

—সে কি মাত্র দুবার? কখন কখন?

—কখন কখন আবার কি। যখন তেণ্টা পায় তখন, আর যখন মদের তেণ্টা পায় না তখন।

★ ★ ★

ত্যাখো, নেপোলিয়ন নাকি বলেছিলেন, পৃথিবীতে অসম্ভব বলে কথাটি বোকাদের অভিধানেই আছে।

বন্ধু বললো, কেন কথাটা তো ঠিকই বলেছেন।

—কিন্তু একটা পেস্টের টিউব থেকে এক ইঞ্চি পেস্ট বের করে নেপোলিয়নকে যদি তা ঐ টিউবের ভেতর আবার ঢোকাতে বলতেন কেউ, নেপোলিয়ন কি তা পারতেন?

★ ★ ★

দুই নব বিবাহিতা গল্প করছে স্বামীদের কাণ্ডকারখানা নিয়ে। একজন বললো, আর বলো না ভাই, ঘুমের মধ্যে আমার স্বামীর যা নাক ডাকে না, আমি একদম ঘুমুতে পারিনে। তোমার অভিজ্ঞতা কি রকম ভাই?

দ্বিতীয়া উত্তর করলো, আমাদের একমাস হল বিয়ে হয়েছে, তাই ঘুমুবার সময়ই পাইনি দুজনে। নাক ডাকা শুনবো কখন?

★ ★ ★

ছ'বছরের মেয়ে দার্জিলিং-এ পড়ে। শীতের ছুটিতে বাড়ি ফিরছে। মা নিয়ে আসছে তাকে।

পথে মা বললেন মেয়েকে, এতদিন পর বাড়ি ফিরছি, দেখবি তোর বাবা আমাকে দেখে খুব খুশি হবে।

মেয়ে উত্তর করলো, তোমাকে দেখে না মাম্মী, আমাকে দেখে।

—কেন, কেন, তোকে দেখে কেন?

মেয়ে উত্তর দিলে, বারে, তুমিই না বল, বাবার সঙ্গে আমার রক্তের সম্পর্ক। তোমার সঙ্গে তো কোন রক্তের সম্পর্ক নেই বাবার।

★ ★ ★

—কোন ভালবাসার নারীকে খুব বেশি দূরে যেতে দিওনা। ঠকবে।

—কোন পুরুষকে খুব কাছে আসতে দেওয়ার ব্যাপারে বিশ্বাস করোনা। পস্তাবে।

★ ★ ★

রবি—জানিস, দীপক বলে কিনা আমি নাকি অভিনয়ের 'অ' জানিনে।

কবি—ছেড়ে দে দেখি রবির কথা। ওর নিজস্ব অভিমত বলতে কিছু আছে নাকি। পাঁচজনে যা বলে, ও তাই বলে বেড়ায়।

★ ★ ★

নিজেদের সমস্যা মেটাবার জন্য এক দম্পতি জজের সামনে হাজির হয়েছে। জজ স্বামীকে জিজ্ঞেস করলেন, আপনি কি কোন সময়ই আপনার স্ত্রীর সঙ্গে একমত হন নি?

স্বামী—এই দশবছরে একবারই আমরা দুজনে একমত হয়েছিলাম।

জজ—কি রকম?

স্বামী—আমাদের শোবার ঘরে একদিন আগুন লাগলো। আমরা দুজনেই জানালা দিয়ে লাফিয়ে পড়ার ব্যাপারে একমত হলাম। হ্যাঁ, ঐ একবারই।

★ ★ ★

একটি যুবক একটা ঢাউস দেওয়াল ঘড়ি মেরামত করার জন্য ঘড়ি মেরামতির দোকানে যাচ্ছে। ঘড়িটা এতবড় যে তা ডিঙিয়ে সে ভাল করে রাস্তা দেখতে পাচ্ছে না। ফলে এক পথচারীর সঙ্গে সংঘর্ষ হলো। পথচারী তো নয় পথচারিণী। প্রৌঢ়া। ভদ্রমহিলার হাতের প্যাকেটগুলো রাস্তায় ছড়িয়ে ছিঁটিয়ে পড়লো। ভদ্রমহিলা সেগুলো কুড়োতে কুড়োতে সহানুভূতির সঙ্গে বললেন, এতবড় ঘড়ি না বয়ে একটা ছোট্ট রিস্টওয়াচই তো হাতে বাঁধতে পার বাছা, অন্যেরা যেমনটা বাঁধে সময় দেখার জন্য।

★ ★ ★

স্ত্রী—প্রতি সপ্তাহেই দেখছি খরচের টাকায় কম পড়ছে। এভাবে আমি সংসার চালাতে পারবো না।

স্বামী—মুস্কিল হচ্ছে কি জান, আমি সপ্তাহে পাঁচদিন অফিস করি আর তুমি সেই পাঁচদিনের টাকায় সাতদিন খরচ কর। টাকার ঘাটতিতো পড়বেই।

★ ★ ★

এক অন্যমনস্ক নেতা মানসিক হাসপাতাল পরিদর্শনে গিয়েছেন। হঠাৎ খেয়াল হলো তাঁর, বাড়িতে স্ত্রীকে একটা টেলিফোন করা

দরকার। তিনি এক্সচেঞ্জকে বললেন তাঁর বাড়ির লাইনের কানেকশনটা দিতে। কিন্তু এক্সচেঞ্জের মেয়েটি তাঁর কথায় কোন গুরুত্ব দিচ্ছে না। রেগে গিয়ে নেতা বললেন, 'জানো আমি কে বলছি?' টেলিফোন পার্লটি উত্তর দিলো, 'তা জানিনে, তবে আপনি কোত্থেকে কথা বলছেন তা জানি। রোজই কিছু পাগল এমন বিরক্ত করে।'

★ ★ ★

এক বৃদ্ধ ডাক্তারখানায় এসেছেন।

বললেন—ওহো ডাক্তারবাবু, গতকাল রাতে কী শীত, কী শীত। শীতের চোটে এক ফোঁটা ঘুমুতে পারিনি। শীগগীর একটা ঘুমের ওষুধ দিন।

ডাক্তারবাবু—বলেন কি, এত শীত পড়েছিলো? কী করে বুঝলেন? আপনার দাঁত কি ঠক্‌ঠক্ করছিলো?

বৃদ্ধ—আজ্ঞে অনেকদিন আমার স্ত্রীর মতো ওরাও আমার সঙ্গে শোয় না।

★ ★ ★

জন রিচার্ড সাহেব দীর্ঘদিন ছুটিতে বাইরে বেড়াতে যান নি। এবার ঠিক করলেন বেশ একটা লম্বা ছুটি কাটিয়ে আসবেন সিমলায়।

তা সঙ্গে যাবে কে?

ষোড়শী কন্যা আব্দার ধরলো, ড্যাডি, আমি তোমার সঙ্গে যাবো। অনিচ্ছা সত্ত্বেও রাজী হলেন জন সাহেব। মনে মনে প্রমাদ গুণলেন, ইস্ একগাদা টাকা বাড়তি খরচ।

এমন সময় গিন্নি এসে বললেন, তা আমাকে ফেলে কী করে যাবে?

—কেন, তুমি বাড়িতেই থাকবে।

—কেন কেন, আমি বাড়িতে থাকবো কেন? আমার বুঝি সাধ আহ্লাদ থাকতে নেই।

—তা থাকতে পারে, কিন্তু তোমার ঐ হাতির মতো গতর আর রাঘব বোয়ালের মতো 'হাঁ' নিয়ে কোনও হোটেলে উঠতে ভয় পাই।

গিন্নিকে মনক্ষুণ্ণ করেই রওনা দিলেন জন সাহেব কন্যাকে নিয়ে। মালপত্র কিছু কম হলোনা। তাছাড়া কন্যার নিজস্ব জিনিস পত্র, গয়নাগাটি তো ছিলোই।

পথিমধ্যে রাত্রিবেলা ট্রেনে ডাকাত পড়লো। কামরার সকলেরই মূল্যবান জিনিস পত্র বলতে আর কিছু বাকি রইলো না। ডাকাতরা

নেমে যেতে জন মেয়েকে বললেন, 'হায় হায় আমাদের আর কিসসুটি রইলোনা রে। কিসসুটি রইলো না।'

মেয়ে চুপি চুপি বললো, 'ড্যাডি, কিসসু ভেবোনা, আমাদের সবই আছে। ডাকাতরা ঢুকতেই আমি আমার সব গয়নাগাটি টাকা পয়সা স-ব মুখে পুরে দিয়েছিলুম।

জন দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বললেন, ইস্ তোর মাকে যদি আনতুম তাহলে বাক্স বেডিংগুলোও রক্ষা পেতো রে। তার 'হাঁ' তোর থেকে বড়ই ছিলো।

★ রঙ্গ-মস্করা ★

বিদেশী জোক্স

★ ★ ★ ★

'আপনার হাত দেখে মনে হচ্ছে এখনও বছর দশেক আপনাকে কষ্ট পেতে হবে।'

'তারপর ?'

'তারপর আপনি অভ্যস্ত হয়ে পড়বেন।'

★ ★ ★

'পাতঃ পেন্নাম ঠাকুর মশাই।'

'কি রে র-ফলাটাই দিতে ভুলে গেলি ?'

'ভম হয়ে গিয়েছে ঠাকুর।'

'আবার সেই একই ভুল! আচ্ছা করে না ঠেঙালে তোরা শিখবি না কিছু।'

'গ্রাই ব্রেশ, গ্রাই ব্রেশ।'

★ ★ ★

শ্বশুর মশায়ের অসুখ শুনে নতুন জামাই এসেছেন দেখা করতে। জামাই বাবাজী একটু কানে খাটো।

'কেমন আছেন, বাবা ?'

'আর কেমন! এখন গেলেই বাঁচি।'

'সেতো ভালো কথাই। ঠাকুরের ইচ্ছেয় তাই হোক।'

'তো এখন চিকিৎসা করছেন কে ?'

'যম, আবার কে ?

'খুব ভালো চিকিৎসক। হাতযশ আছে। পথ্য কি চলছে ?'

'ছাই আর পাঁশ।'

'নিঃসন্দেহে সুপথ্য। নিয়মিত খেয়ে যান।'

★ ★ ★

মন্ত্রী মশায়ের গাড়ী বিগড়েছে রাস্তায়।

'কি হে ড্রাইভার, গাড়ী চলছে না কেন ?'

'একটু বিগড়েছে। একটা স্ক্রু ড্রাইভার থাকলে মেরামত করে নিতে পারতাম।'

'কি বললে ? স্ক্রু ড্রাইভার ? এক ড্রাইভারের মাইনে নিয়েই বিধানসভায় এত বাক্ বিতণ্ডা। স্ক্রু ড্রাইভারের মাইনেটা দেবে কে ?'

★ ★ ★

এক ভদ্রমহিলা একটি মাংসের দোকানে গিয়ে বললেন 'ড্রেস করা একটা মুরগী দাও তো।'

দোকানদারটি ভেতর থেকে একটা মুরগী এনে ওজন করে জানিয়ে দিলো, সেটার দাম পড়বে এক ডলার পঁচাত্তর সেন্ট।

'আমি আর একটু বড় মুরগী চাইছি।'

দোকানে মাত্র একটিই মুরগী ছিলো সেদিন। দোকানদার চালাকি করে মুরগীটাকে ভেতরে নিয়ে গিয়ে বেশ খানিকটা জল ইনজেকশন

করে মুরগীটাকে একটু মোটা করে কাউন্টারে ফিরে এলো। এবার সেটাকে ভদ্রমহিলার সামনে ওজন করে বললেন, "এটার দাম পড়বে দু'ডলার পঁচিশ সেন্ট।"

"তা হলে দুটোই দাও আমাকে।" ভদ্রমহিলা দামটা কাউন্টারের ওপর রেখে বললেন।

★ ★ ★

ছোট মেয়েগুলি মাঠে খেলছিল। ওদের মধ্যে একজন সুসি সকলকে ডেকে একটা গোপন কথা বললো। "ঠিক আছে সুসি, কথাটা গোপন থাকাই ভালো; তবে মেরী, জেন, ক্রিস্টিন, লরা, জেনিফার, কিম, লিণ্ডসে আর টমি···এদের কাছে তুমি ব্যাপারটা প্রকাশ করতে পারো, কিন্তু অন্য কাউকে যেন বোলো না।"

★ ★ ★

যুবতী: 'তুমি এখন যাও, আমার স্বামী আসছেন।'

যুবক: 'তোমাদের খিড়কির দরজাটা কোথায়?'

যুবতী: 'খিড়কির দরজা নেই আমাদের।'

যুবক: 'খিড়কির দরজাটা কোথায় হলে ভালো হয় বলতো?'

★ ★ ★

হাসপাতালের সুপারিন্টেণ্ডেন্ট পালিয়ে যাওয়া রোগীকে পাকড়াও করে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করলেন।

'অপারেশন টেবিল থেকে লাফিয়ে উঠে তুমি পালালে কেন?'

'কারণ নার্স বলছিলো, সাহস রাখো এপেণ্ডিসাইটিস অপারেশনটা খুবই সহজ।'

'তাতে কি হোলো?'

'আরে নার্স কথাটা বলছিলো ডাক্তারকে, আমাকে নয়।'

★ ★ ★

গার্ড সাহেব: 'এ ট্রেনটা তো ডন কাস্টারে থামেনা।'

যাত্রী: 'আমার যে যাওয়া একান্ত দরকার।'

গার্ড সাহেব: 'একান্ত দরকার? আচ্ছা বেশ ওখানে আমি ট্রেনের গতিটা একটু কমিয়ে দেবো, তুমি দরজা খুলে নেমে সামনের দিকে একটু দৌড়ে যেও, না হলে পড়ে হাত পা ভাঙবে।'

যাত্রী: 'বেশ।'

ট্রেনের গতিটা কমতে ভদ্রলোক দরজা খুলে সজোরে সামনের দিকে দৌড়েতে শুরু করলেন। ট্রেনের গতির থেকে তাঁর গতি অনেক বেশী হওয়াও কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যেই তিনি একেবারে ইঞ্জিনের সামনে হাজির। ড্রাইভার সাহেব ভদ্রলোককে ওভাবে দৌড়তে দেখে ঝুঁকে হাত বাড়িয়ে যাত্রীটিকে ধরে গাড়ীতে তুলে নিলেন।

ড্রাইভার ঃ 'এ গাড়ীটা তো ডন কাস্টারে থামে না। ভাগ্যে আমি দেখেছিলাম না হলে কি হ'ত বলুন তো!'

★ ★ ★

ভারত অস্ট্রেলিয়ার একদিনের আন্তর্জাতিক ক্রিকেট ম্যাচ দেখছিলো ইউনিভারসিটির একজন ছাত্র। তার সঙ্গে ছিলো তারই একজন সহপাঠিনী।

ছাত্র ঃ আজকের খেলায় ভারতই জিতবে।

ছাত্রী ঃ অসম্ভব। দেখো অস্ট্রেলিয়াই জিতবে।

ছাত্র ঃ বেশ, বাজী হয়ে যাক্।

ছাত্রী ঃ কি বাজী ?

ছাত্র ঃ ভারত জিতলে তুমি হারবে। আর বাজী হিসাবে আমাকে বিয়ে করবে। যদি অস্ট্রেলিয়া জেতে তো আমি হারবো। তখন আমিই বিয়ে করবো তোমাকে। রাজী ?

★ ★ ★

শৈশবে ঃ মা বলেছে...

কৈশোরে ঃ মাস্টার মশায় বলেছেন......

যৌবনের প্রারম্ভে ঃ বন্ধুরা বলে···

যৌবনে ঃ আমি বলছি···

চাকুরী পেলে ঃ কে বলেছে ?

★ ★ ★

'প্রতি সপ্তাহে আমার সঙ্গে আমার স্বামীর একদিন ঝগড়া হবেই। তোমার হয় ?

''আমার স্বামী মাসে মাত্র একবারই মাইনে পান।'

★ ★ ★

একজন কড়া ইনকাম ট্যাক্স অফিসার কাউকে রেহাই দিতেন না। ট্যাক্সদাতারা খুব বিরক্ত বোধ করতেন তাঁর ব্যবহারে। একদিন তিনি একটা উপহার পেলেন একজন বাহক মারফৎ। বাক্স খুলে

তিনি দেখলেন টবে লাগানো একটা ফণী মনসার গাছ আর গাছের সঙ্গে লাগানো একটা কার্ডে লেখা "দয়া করে এটার ওপর বসবেন।"

★ ★ ★

ইতিহাসের অধ্যাপক ক্লাসে পড়াতে পড়াতে দেখলেন, ছেলেরা সবাই অন্যমনস্ক। হঠাৎ পড়ানো বন্ধ রেখে তিনি পিছনের বেঞ্চে বসা একটি ছেলেকে উদ্দেশ্য করে বললেন, "ফরাসী বিপ্লবের মূল দাবী কি ছিলো, বলো।"

"আজ্ঞে স্যার, সাম্য...স্বাধীনতা...আর, আর একটা কি যেন ছিলো, হ্যাঁ, মাতৃত্ব।" ছাত্রটির উত্তর।

★ ★ ★

কলেজের দুটি ছাত্রীর বাক্যালাপ :

প্রথমা : "আমি সেই রকম স্বামী চাইব, যার বয়স হবে কম, দেখতে সুন্দর, ভালো কথাবার্তা বলতে পারে, আর তার কোন রকম নেশা থাকবে না।"

দ্বিতীয়া : "তাহলে মনে হচ্ছে তোর স্বামীর দরকার নেই, দরকার একটা নতুন টেলিভিসন সেটের।"

★ ★ ★

এক ভদ্রলোক একটা চলন্ত বাসে পাইপ মুখে দিয়ে বসেছিলেন। তাঁর ঠিক মাথার ওপরই লেখা 'ধূমপান নিষেধ।'

বাসের কণ্ডাকটার তাঁর সামনে এসে বললেন, 'বাসে ধূমপান নিষেধ।'

'জানি। আমি ধূমপান করছি না।'

'কিন্তু আপনার মুখে তামাকের পাইপ রয়েছে।'

'তাতে কি হয়েছে? আমার পায়ে জুতো আছে, তার মানে কি আমি রাস্তায় চলছি?'

★ ★ ★

দু'জন গুণ্ডা দ্বারা আক্রান্ত হয়ে এক ভদ্রলোক খুব সাহসিকতার সঙ্গে লড়াই করে চললেন। শেষ পর্যন্ত গুণ্ডারাই জয়ী হলো আর ভদ্রলোককে জোর করে চেপে ধরে পকেট হাতড়িয়ে মাত্র সত্তরটা পয়সা পেলো।

'আপনি মাত্র ঐ সত্তরটা পয়সার জন্য নিজের জীবন বিপন্ন করলেন ?'

'তোমাদের ঐ সত্তরটা পয়সাই চাই ? আমি ভেবেছিলাম তোমরা বোধ হয় আমার জুতোর মধ্যে লুকনো হাজার টাকার লোভে আমায় ধরেছিল।'

★ ★ ★

ভ্রমণ পিপাসু ভদ্রলোকটি দ্রষ্টব্য জিনিসগুলি দেখে হোটেলে ফিরে এসে হোটেলের কর্মচারীটিকে বললেন, 'আমার স্মৃতিশক্তিটা একটু দুর্বল। বলতে পারেন কোন্ ঘরে আমি উঠেছি ?'

'ঘরে নয়, আপনি দাঁড়িয়ে আছেন বারান্দায়।'

★ ★ ★

স্বামী স্ত্রী তিনমাসের শিশুটিকে নিয়ে সিনেমা দেখতে গিয়েছেন। গেটকীপার ওঁদের টিকিট দুটি না ছিঁড়ে বললো, 'ওই বাচ্চাকে নিয়ে সিনেমায় আসাটা ঠিক হয়নি। যাই হোক এখন বসুন, যদি বাচ্চাটা কান্না শুরু করে তাহলে উঠে যেতে হবে আপনাদের। অবশ্য তখন টিকিট দুটো আপনারা ফেরত দিতে পারবেন।'

সিনেমা শুরু হবার কিছুক্ষণ পরে ভদ্রলোক স্ত্রীকে জিজ্ঞেস করলেন, 'বইটা ভালো লাগছে তোমার ?'

'একেবারে বাজে বই।'

'তাহলে বাচ্চাটার গায়ে একটু চিমটি কাটো, ওটা কেঁদে উঠুক।'

★ ★ ★

একটি বড় ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান একটি অত্যাধুনিক কমপিউটার আমদানী করেছে। ঐ কমপিউটারে জন্ম তারিখ, মাস আর সন লেখা একটা কার্ড ফেলে দিলে ভবিষ্যতে কি ঘটবে তা সঠিকভাবে নির্ণীত হয়ে একটা ছাপা কাগজ বেরিয়ে আসে। আমার এক বন্ধু বিশ্বাসই করতে পারছিলো না যে কমপিউটারের পক্ষে এ কাজ করা সম্ভব। তাই সে পরীক্ষা করার জন্যে কার্ডটায় তার জন্ম তারিখ লিখল ৯ই মার্চ ২000 সাল। তারপর কার্ডটা যথাস্থানে ফেলে দিলো।

একটু খানি ঘরঘর শব্দ হওয়ার পর একটা ছাপা কাগজ বেরিয়ে এলো মেসিনটা থেকে। কৌতূহলী হয়ে উঁকি মেরে দেখলাম তাতে

লেখা রয়েছে, 'অপেক্ষা করুন। আগে আপনার জন্ম হোক।'

★ ★ ★

সেনাবাহিনীর চাকরী থেকে অব্যাহতি পাবার জন্যে একজন অফিসার ভান করতে শুরু করলেন যে তাঁর দৃষ্টিশক্তিটা ক্ষীণ হয়ে আসছে। কমাণ্ডার সাহেব তাঁকে পাঠিয়ে দিলেন স্টাফ সার্জ্জেনের কাছে।

স্টাফ সার্জ্জেন দেওয়ালে টাঙানো অক্ষর লেখা বোর্ডটা নির্দেশ করে বললেন, 'দেয়ালে টাঙানো বোর্ডটার প্রথম লাইনের লেখাটা পড়ুন তো দেখি।'

'দেওয়াল কোথায়?' চোখটা ভালো করে রগড়ে নিয়ে অফিসারটি বললেন।

'হায় ভগবান। আপনি যে চোখের মাথাটা একেবারেই খেয়ে ফেলেছেন দেখছি! না আপনার পক্ষে আর সেনাবাহিনীতে কাজ করা সম্ভব নয়।' সেই মর্ম্মেই সার্টিফিকেট দিয়ে দিলেন তিনি।

পরদিন সেই অফিসারটি সস্ত্রীক সিনেমা দেখতে গিয়েছেন। তখনও সিনেমা আরম্ভ হয়নি, হলে আলো জ্বলছে। ভদ্রলোক সবিস্ময়ে দেখলেন আগের দিনের সেই স্টাফ সার্জ্জেন বসে রয়েছেন তাঁর পাশের সিটেই। পাশে বসা স্ত্রীর গায়ে একটা চিমটি কেটে তিনি ডাক্তার সাহেবকে প্রশ্ন করলেন, 'মাফ করবেন, এই ট্রেনটা জোহান্সবার্গে যায় তো?'

★ ★ ★

সবেমাত্র শুয়েছেন এমন সময় ঝনঝন করে টেলিফোনটা বেজে উঠতে মুখে একরাশ বিরক্তি নিয়ে উঠে টেলিফোনটা তুলে নিলেন ডাক্তারবাবু।

'হেল্লো।'

'হেল্লো, ডাক্তারবাবু! আমার মেয়ের নাক দিয়ে ঝরঝর করে রক্ত পড়ছে, থামছে না কিছুতেই।'

'ভয় নেই, তাকে নিয়ে আসুন এখানে। ওষুধ দিয়ে দিচ্ছি। কোথা থেকে কথা বলছেন আপনি।'

'আপনার বাড়ীর সামনের টেলিফোন পোল থেকে।'

জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে দেখে অবাক হয়ে গেলেন ডাক্তারবাবু।

হাতে টেলিভোন রিসিভার নিয়ে একজন বসে রয়েছে পোলের ওপর।

'ওখানে কি করছেন?'

'কি করবো ডাক্তারবাবু, বারবার কলিং বেল টিপে আর দরজায় ধাক্কা দিয়ে সাড়া না পেয়ে বাধ্য হয়ে এখানে উঠতে হয়েছে আমাকে। আমি ঐ বিভাগেই কাজ করি তো, তাই বিশেষ অসুবিধা হয় নি।'

★ ★ ★

ছারপোকার অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে সারা বিছানাটায় ভালো করে বেগন স্প্রে দিয়েছিলাম। অল্পক্ষণের মধ্যেই বিছানা ঝাড়তে দেখা গেল সব ছারপোকাই মরে গিয়েছে। নিশ্চিন্ত হয়ে তাক থেকে একটা বই টেনে পড়তে গেলাম। পাতা খুলতেই অবাক হয়ে দেখলাম বেশ কয়েকটা ছারপোকা আশ্রয় নিয়েছে সেখানে। বইটার নাম, 'যোগ, দীর্ঘজীবন লাভের উপায়।'

★ ★ ★

স্কুলে একটি ছাত্র তার বন্ধুকে ঃ

'দ্যাখ আমরা যখন ছোট ছিলাম তখন আমাদের কথা শিখতে আর চলা অভ্যাস করাতে বাবা মা কত কষ্টই না করেছেন। এই বলো, ওই বলো, হাঁটি হাঁটি পা, পা, আরও কত। কিন্তু যখন সব কিছুই শিখে গেলাম তখন বলেন, 'এই গোলমাল করিস নি, বাইরে যাস্‌নি চুপ করে বসে থাক্‌, তাই না?'

'হ্যাঁ, ভাই আমার বেলায়ও তাই। সব বাবা মাই একরকম।'

★ ★ ★

রামেশ্বরমে সমুদ্র স্নান করে আমি একটা গামছা পরে কাপড়টা মাটিতে বিছিয়ে একটু শুয়েছিলাম। ভেবেছিলাম কাপড়টা শুকোলে ওটা পরে আবার মন্দিরে যাব। বোধহয় আধঘন্টাটাক আমি ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। ঘুম ভাঙলে উঠে দেখি আমার বেছানো কাপড়টায় খুচরো পয়সা আর টাকায় ভর্তি হয়ে গিয়েছে। গুণে দেখলাম প্রায় দেড়শ টাকার মতো। বিনা পরিশ্রমে এত আয় আর কখনও হয়নি আমার জীবনে।

★ ★ ★

আমার পিসীমা বাতের ব্যথায় কষ্ট পাচ্ছিলেন। স্থানীয় গৃহ-চিকিৎসক পরামর্শ দিলেন আপনি আধুনিক ফিজিও থেরাপী করান,

ভালো হয়ে যাবেন। আমিও তাঁকে ডাক্তারের পরামর্শ মতো চলতে অনুরোধ করেছিলাম।

মাসখানেক পরে যখন পিসীমার সঙ্গে দেখা করতে গেলাম দেখলাম তাঁর অসুখ বার আনা কমে গিয়েছে। বললাম, 'দেখলে তো পিসীমা, আধুনিক চিকিৎসার সুফল।'

'চিকিৎসার সুফল? মানে? তোদের ঐ হতচ্ছাড়া ফিজিও থেরাপিস্টের কাছে মাত্র একদিন গিয়েছিলাম। ওদের চিকিৎসা কি রকম জানিস, হাত ওঠান, হাত নামান, উঠুন, বসুন, সামনে ঝুঁকুন, পেছনে হেলুন, যেন আমি একটা স্কুল পালানো মেয়ে। সেই জন্যে ওর কাছে গিয়ে পয়সা খরচ না করে আমি রোজ নীচে থেকে ওপরে দশ বালতি করে জল তুলে ঘরগুলো সাফ করি আর তাতেই বাতের ব্যথা ভালো হয়ে গিয়েছে।'

★ ★ ★

"জীবনটা একটা বাইসাইকেলের মতো। চালালেই চলে আর থামিয়ে দিলেই পড়ে যায়।

★ ★ ★

"দশ পেনিতে ঐ হলদে রং-এর মিঠাই কটা পাওয়া যাবে?' একটি ছোট মেয়ে হ্যাম্পশায়ারের এক দোকানের মালিককে জিজ্ঞাসা করলো।

'দশ বারোটা।' দোকানদার উত্তর দিল।

'তা'হলে আমাকে বারোটাই দিন।' মেয়েটি বললো।

★ ★ ★

ক্লাসে বসে আমরা ট্রানজিস্টার সেটে ক্রিকেট খেলার ধারা-বিবরণী শুনছিলাম। অধ্যাপক প্রবেশ করতেই রেডিওটা বন্ধ হলো। 'এবার আমরা আমাদের ইনিংস শুরু করবো।' অধ্যাপক বললেন।

পেছন থেকে একটা কণ্ঠস্বর ভেসে এলো। 'একটু তাড়াতাড়ি ডিক্লেয়ার করবেন স্যার।'

★ ★ ★

দুই বন্ধু সুন্দরবনে হরিণ শিকার করতে গিয়ে হঠাৎ অদূরে

একটা বাঘ দেখতে পেলো। একজন হঠাৎ বসে পড়ে চামড়ার জুতোজোড়া খুলে কিটব্যাগ থেকে একজোড়া ক্যাম্বিশের জুতো বার করে পরতে শুরু করলো।

'কি করছ? তুমি কি ভাবছ ক্যাম্বিশের জুতো পরে দৌড়ে বাঘের সঙ্গে পেরে উঠবে?'

'আরে বাঘের কথা ভাবছে কে? আমি ভাবছি তোমাকে পেছনে ফেলে কি করে দৌড়ে এগিয়ে যাওয়া যায়! বাঘ তো আর একসঙ্গে দু'জনকে ধরতে পারবে না।'

★ ★ ★

আমার এক বন্ধু তার একমাত্র ছেলেকে হল্যাণ্ডে এক বন্ধুর আমন্ত্রণে সেই পরিবারের সঙ্গে ছুটিটা কাটিয়ে আসার জন্যে পাঠিয়ে দিলো। জাহাজে তুলে দেওয়ার আগে বন্ধুটি তার ছেলেকে অনেক উপদেশ দিয়ে শিখিয়ে দিয়েছিলো যেন ডাচ রীতিনীতি বা খাদ্য সম্পর্কে সে যেন কোনরকম অশোভন মন্তব্য না করে।

ছেলেটি বাবার নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করছিলো! একদিন সকালে প্রাতঃরাশের সময় যখন তাকে বেশ অনেকটা পনীর দিয়ে জিজ্ঞাসা করা হলো কেমন হয়েছে, ছেলেটি কিছু না ভেবেই উত্তর দিলো, 'অনেকটা সাবানের মতো লাগছে।' তারপর বাবার নির্দেশ মনে পড়ায় সে যোগ করলো, 'অবশ্য সাবান খেতেও আমার খারাপ লাগে না।'

★ ★ ★

'কোটিপতি হওয়ার সহজতম উপায় জানার জন্য মাত্র একটা টাকা আর নিজের নাম ঠিকানা লেখা স্ট্যাম্পসহ একটা খাম পাঠান।' কাগজের উপরোক্ত বিজ্ঞাপনটি দেখে আমি নির্দেশ মতো খাম ও টাকা পাঠিয়ে দিলাম। তিনদিন পরে আমারই পাঠানো খামে ভরা একটি চিরকুট পেলাম। তাতে লেখা, 'ঠিক এই রকম একটা ব্যবসা অবিলম্বে শুরু করুন।'

★ ★ ★

জেরুজালেমে বেড়াতে গিয়ে এক ভদ্রলোক দ্রষ্টব্য জায়গাগুলি দেখার জন্যে একজন গাইডকে ধরলেন। গাইডটি তাঁকে কতকগুলি জায়গা দেখিয়ে সেগুলির সম্পর্কে বিজড়িত ঘটনাগুলো শোনাচ্ছিলেন।

চলতে চলতে হঠাৎ একটা প্রাচীন সরাইখানা দেখিয়ে গাইডটি বললেন, 'ঐটেই সেই সরাইখানা যেখানে সাধু সামারিটান, আহত ব্যক্তিটিকে এনে তুলেছিলেন।'

'কিন্তু আসলে তো ওটা যীশুখ্রীষ্টের বলা একটা উপদেশমূলক গল্প, অন্ততঃ বাইবেলে তাই লেখা আছে।' ভদ্রলোক প্রতিবাদের সুরে বললেন।

'তা হ'তে পারে' কিন্তু গল্পটা বলার সময়ে খ্রীষ্টের এই সরাই-খানাটার কথাই মনে পড়েছিলো।'

★ ★ ★

ফরাসী ঔপন্যাসিক কোলেৎ বিড়াল ভালবাসতেন। একবার তিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বেড়াতে গিয়ে নিজের ইংরেজী ভাষার অনভিজ্ঞতার জন্যে পদে পদে বিড়ম্বিত হচ্ছিলেন। শেষ পর্যন্ত তিনি রাস্তায় বসে থাকা একটা বিড়ালকে দেখে তার কাছে এগিয়ে গিয়ে মিউ মিউ করে কিছু বললেন। বিড়ালটিও তার প্রত্যুত্তর দিল। কোলেৎ উৎসাহে উদ্দীপিত হয়ে তাঁর সঙ্গিনীকে বললেন, 'যাক্ শেষ পর্যন্ত একজনকে পাওয়া গেলো যে ফরাসী ভাষা বোঝে।'

★ ★ ★

এসেক্সের একটি গীর্জ্জার গায়ে বড় বড় অক্ষরে লেখা আছে 'ঈশ্বর মাত্র দু দিনে স্বর্গ, পৃথিবী সমুদ্র ইত্যাদি এবং সেইসব জায়গায় যা কিছু আছে সবই সৃষ্টি করেছেন।'

লেখাটার নীচে কে একজন খড়ি দিয়ে লিখে রেখেছে, 'তিনি নিজেই নিজেকে নিয়োগ করেছিলেন বলেই তা সম্ভব হয়েছিলো।'

★ ★ ★

এক ভদ্রলোক ব্যাঙ্কে একাউন্ট খোলার জন্য এসেছিলেন। ফর্মটা যথাযথভাবে লিখে সই করে তিনি সেটা এগিয়ে দিলেন ব্যাঙ্ক ম্যানেজারের দিকে।

ম্যানেজার সাহেব ফর্মটা ভালোভাবে পরীক্ষা করে লাল কালির টিক দিতে দিতে প্রশ্ন করলেন, 'ঠিক আছে, বিয়ের আগে মার টাইটেল কি ছিল ?'

'বিয়ের আগে ? ও হ্যাঁ মল্লিক। আর আগে ভাগেই বলে রাখি আমার কুকুরের নাম ডাস্টি। আর কিছু জানার আছে ?'

★ ★ ★

আমি বাড়ী বাড়ী কাগজ দিয়ে বেড়াই। একদিন দেখলাম আমার এক গ্রাহকের বাড়ীতে মিস্ত্রি লেগেছে। কলিং বেলটা যথাস্থানেই আছে কিন্তু তার নীচে একটা কাগজ লাগান। কাছে গিয়ে দেখলাম কাগজটায় লেখা রয়েছে, 'বোতামটা টিপুন কিন্তু ডিং ডং শব্দটা মুখে উচ্চারণ করবেন।'

★ ★ ★ ★

★ হাসুন, তবে বুঝে হাসুন ★

দেশী-বিদেশী জোক্‌স

স্বামীর দশা! পূজোর কেনাকাটার পর

★ ★ ★ ★

শিবশঙ্করবাবুর মনে হচ্ছে যে ধীরে ধীরে তাঁর বোধহয় স্মৃতিভ্রংশ হচ্ছে। কারণ তিনি ইদানিং প্রায়ই সব কিছু ভুলে যাচ্ছেন। বড় ভয়ের ব্যাপার। অনেক ভেবেচিন্তে তিনি এ বিষয়ে চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়াই উচিত মনে করলেন। একজন 'স্মৃতিশক্তি বিশেষজ্ঞ'কে কল দিয়ে বাড়িতে আনাও হল।

বিশেষজ্ঞ মহাশয় শিবশঙ্করবাবুকে দেখে চলে যাবার খানিকপরেই

বাড়ির সদর দরজায় আবার কড়া নাড়ার আওয়াজ হল। শিবশঙ্কর-বাবু দরজা খুলে অবাক। স্বয়ং বিশেষজ্ঞ মহাশয় মুখটা কাঁচুমাচু করে দাঁড়িয়ে রয়েছেন।

'কী ব্যাপার ডাক্তারবাবু?' শিবশঙ্করবাবু বিস্ময় মাখানো গলায় প্রশ্ন করলেন।

অপরাধী-অপরাধী কণ্ঠস্বরে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক উত্তর দিলেন, 'আজ্ঞে যাবার সময় আমার ব্যাগটা নিয়ে যেতে ভুলে গেছি!'

★ ★ ★

'শহরের প্রাণকেন্দ্রের বারটিতে সন্ধ্যেবেলায় খদ্দেরদের ভিড় গমগম করছে। একজন সারা পৃথিবীর ব্যস্ততা নিয়ে বার-এ ঢুকলেন এবং ঢুকতেই কাউন্টারে দাড়িয়ে থাকা লোকটিকে বললেন, 'তাড়াতাড়ি আমাকে দু'পেগ হুইস্কি দিন ত। ঝামেলা শুরু হবার আগেই আমি কাজ সেরে ফেলতে চাই।'

বারের লোকটি খানিকটা কৌতূহলভরেই সেই ব্যস্ত খদ্দেরকে তাড়াতাড়ি দু'পেগ হুইস্কি ঢেলে দিলেন। মুহূর্তের মধ্যে তিনি সেটার সদগতি করে তৃতীয় পেগ চাইলেন। বারের লোকটি খদ্দেরের গ্লাসে তৃতীয় পেগ ঢালতে ঢালতে বিনয়ী হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 'মাফ করবেন স্যার, আপনি কী একটা ঝামেলা শুরু হবে নাকি যেন বলছিলেন।'
ব্যস্ত খদ্দের উত্তর দিলেন, 'ও হ্যাঁ হ্যাঁ, আসলে আমার পকেটে আজ একটা পয়সাও নেই।'

★ ★ ★

দীর্ঘদিন চিকিৎসাধীন থাকা এক পেসেন্ট সম্বন্ধে ডাক্তার সেই পেসেন্টের স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'আচ্ছা উনাকে সবসময় খুব চিন্তিত দেখি কেন বলুন ত?'

স্ত্রী উত্তর দিলেন, 'আজ্ঞে উনি উনার সঞ্চিত বিপুল অর্থভাণ্ডার সম্বন্ধে খুবই চিন্তিত।'

ডাক্তার খুশীতে ডগমগ হয়ে বললেন, 'আচ্ছা আচ্ছা আমি শিগগীর উনাকে কী ভাবে চিন্তা মুক্ত করা যায় দেখছি।'

★ ★ ★

প্রচণ্ড জোরে আসা একটা গাড়িকে কোনরকমে থামিয়ে ট্রাফিক সার্জেন্ট ড্রাইভারকে প্রচণ্ড ধমক দিতে লাগলেন, আপনি নব্বই কিলো-মিটার বেগে গাড়ি চালিয়েছেন এ রাস্তায়। এখানে চল্লিশের বেশী

স্পীড তোলা যায় না। এত জোরে চালাচ্ছেন কেন?'

ড্রাইভার কাঁচুমাচু হয়ে উত্তর দিল, 'সবই জানি স্যার। আসলে গাড়ির ব্রেক একদমই কাজ করছে না প্রায়। তাই যাতে অ্যাক্সিডেণ্ট না হয়, তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরে যাচ্ছিলাম।'

★ ★ ★

এক পক্ষী আলয়ে ঢুকে এক ভদ্রলোক ম্যানেজারকে বললেন, 'আমার এক হাজার আরশোলা চাই, আজই।'

ম্যানেজার অবাক, বললেন, 'আরশোলা! আরশোলা দিয়ে আপনি কী করবেন?'

ভদ্রলোক উত্তর দিলেন, 'আমার ঘরটা আজই আমায় ছেড়ে দিতে হবে। বাড়িওয়ালার সঙ্গে আমার চুক্তি আছে, উনি যেভাবে আমার হাতে ঘরটা দিয়েছিলেন, আমাকেও সেভাবেই ফেরৎ দিতে হবে।'

★ ★ ★

দু'জন বিজনেসম্যানের মধ্যে আলোচনা হচ্ছিল বিজ্ঞাপন দেবার সুবিধা-অসুবিধা সম্বন্ধে।

প্রথম জন দ্বিতীয় জনকে জিজ্ঞাসা করলেন, আপনার কী মনে হয় সংবাদপত্রে কোম্পানীর বিজ্ঞাপন থাকলে তার প্রতিক্রিয়া ভাল হয়?

দ্বিতীয় জন উত্তর দিলেন, আমার ত তাই মনে হয়। কয়েক সপ্তাহ আগে আমি আমার কোম্পানীর স্টোরে একজন নাইটওয়াচম্যান নেবো বলে সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দিয়েছিলাম। পরদিন রাতেই স্টোরে ডাকাতি হয়ে গেলো।

★ ★ ★

কৃপণ ব্যবসায়ী বিনোদবাবুকে এক অনাথ আশ্রম থেকে দু'জন মহিলা এসে আশ্রমে কিছু দান করতে অনুরোধ করলেন।

বিনোদবাবু পরদিনই আশ্রমে রাস্তা থেকে ধরা দুজন অনাথ বালককে পাঠিয়ে দিলেন।

★ ★ ★

এক লেখক তার সদ্য লেখা বইটার উৎসর্গের জায়গায় লিখলেন: আমার স্ত্রীকে। যার অনুপস্থিতি ছাড়া এই বই সম্পূর্ণ করা আমার পক্ষে অসম্ভব ছিলো।

★ ★ ★

সেদিনই কাজে যোগ দেওয়া এক ক্লার্ককে কাজ বুঝিয়ে দেওয়ার

দায়িত্ব ছিলো রমেশ নামে অন্য এক ক্লার্কের। ম্যানেজার অফিসে এসেই নতুন সেই ক্লার্ককে ডেকে বললেন, আজই আপনার প্রথমদিন, আশা করি রমেশবাবু আপনাকে বলে দিয়েছেন আপনাকে কী করতে হবে।

নবাগত ক্লার্ক বিনয়ের সঙ্গে বললেন, আজ্ঞে হ্যাঁ স্যার, উনি বলেছেন, আপনি অফিসে আসামাত্র যেন ওনাকে জাগিয়ে দেওয়া হয়।

★ ★ ★

বই-এর দোকানে ভদ্রলোক কে কিছু বই চাইলেন। বই বিক্রেতা জিজ্ঞেস করলেন. কী রকম বই চান বলুন? হাল্কা কিছু? ভদ্রলোক উত্তর দিলেন, না না ওর জন্য আপনি চিন্তা করবেন না! আমার সঙ্গে গাড়ি আছে!

★ ★ ★

বেতারে আবহাওয়া সম্পর্কিত খবরে বেতার পাঠক শ্রোতাদের জানালেন ঃ গতকাল আবহাওয়া দপ্তরে সমস্ত কর্মীদের ধর্মঘট থাকার জন্য জানানো হচ্ছে যে আজকের জন্য কোন আবহাওয়া নেই।

★ ★ ★

ভদ্রলোক চোখে খুব সামান্য দেখেন। প্রায় অন্ধই বলা যায়। সেই অবস্থায় উনি সস্ত্রীক এক চিত্র প্রদর্শনীতে গেলেন। দুজনেই আলাদা আলাদা ছবি দেখছেন। এমন সময় ভদ্রলোক হঠাৎ বলে উঠলেন, 'ইস্ এত জঘন্য মুখ সচরাচর দেখা যায় না।'

ভদ্রলোকের স্ত্রী ভদ্রলোকের কণ্ঠস্বর শুনে ওনার দিকে তাকালেন এবং বিরক্তির স্বরে বললেন, 'একটা আয়নার সামনে দাড়িয়ে কী বকবক করছ তুমি।'

★ ★ ★

দেরি করে এসে কমল ক্লাশে ঢুকতে গিয়ে দেখল, মাস্টারমশাই ক্লাশ নিচ্ছেন। দরজায় দাড়িয়ে পড়ে সে বলল, 'আসব স্যার?'

'না,' মাস্টারমশাই উত্তর দিলেন।

কমল আবার জিজ্ঞাসা করলো, 'আসব স্যার?'

মাস্টার মশাই আবার বললেন, 'বললাম ত না।'

কমল এরপর কোন কথা না বলে সোজা ক্লাশে ঢুকে গেলো। মাস্টার মশাই অবাক! বেশ রাগতস্বরে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, 'কী হল কমল, তোমাকে দুবার না বলা সত্ত্বেও তুমি ক্লাশে ঢুকলে কেন?

কমল উত্তর দিল, 'কেন স্যার, আপনি ত গতকালই বলেছেন দুটি নেতিবাচক-এর সমষ্টি সর্বদা ইতিবাচক হয়।

★ ★ ★

মুদ্রাস্ফীতির সঙ্গে সম্ভবত একমাত্র টুথপেস্টেরই তুলনা করা চলে যেটা একবার বাইরে বেরিয়ে এলে আর ভেতরে ঢোকানো যায় না।

★ ★ ★

পায়ে খুব টাইট হয় এমন জুতো পরা একপক্ষে খুবই ভালো। এ রকম কোন জুতো পরে রাস্তায় হাটলে অন্য কোন দৈহিক সমস্যা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন থাকা যায়।

★ ★ ★

মায়ের সঙ্গে বেড়াতে এসে মেলায় হারিয়ে যাওয়া এক ছোট্ট কিশোর এক টহলদার গার্ডকে দেখতে পেয়ে জিজ্ঞেস করল, 'আপনি কী আমিহীন কোন মাকে মেলায় ঘুরতে দেখেছেন?'

★ ★ ★

গণ্ডোগোলের মাঝে রাস্তায় এক কৌতুক অভিনেতাকে ভুল করে সমাজবিরোধী ভেবে পুলিশ তার পেছনে আগ্নেয়াস্ত্র ঠেকিয়ে বলল, 'হ্যাণ্ডস আপ।'

অভিনেতা জিজ্ঞেস করলেন, 'কোথায় তুলব?'

পুলিশ ধমকালো তাঁকে, 'কোথায় আবার একদম ওপরে তুলুন।'

অভিনেতা বললেন, 'তুলতে পারি কিন্তু আপনাকেও কথা দিতে হবে যে আপনি আমার পাঁজরে সুড়সুড়ি দেবেন না।'

★ ★ ★

একবার এক সংবাদপত্র সংস্থা তার পাঠক-পাঠিকাদের মধ্যে এক প্রতিযোগিতা চালু করল। প্রতিযোগিতার বিষয়বস্তু: সংবাদপত্রকে কেন একজন মহিলার সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে? এই প্রতি-যোগিতায় প্রথম হয়েছিলেন একজন মহিলা। তিনি লিখেছিলেন: এই জন্যেই যে প্রত্যেকের নিজস্ব একটাই থাকা উচিত এবং প্রতিবেশীরটার জন্য অযথা কৌতূহল থাকা ঠিক নয়।

★ ★ ★

বিচারাধীন এক চোরকে বিচারক বললেন, আশা করি নিজের স্বপক্ষে বলবার মত তোমার আর কিছু নেই, কারণ তিনজন তোমায় চুরি করতে দেখেছে।

চোর উত্তর দিল, 'হুজুর আমি এরকম হাজার লোক আনতে পারি যারা জীবনে আমাকে চুরি করতে দেখেনি।

★ ★ ★

সাতসকালেই অশোককে খুব ক্লান্ত দেখে কুমার জিজ্ঞাসা করল, 'কী ব্যাপার শরীর খারাপ নাকি?'

অশোক বলল, 'না না কাল রাতে বাড়িতে চোর ঢুকেছিলো, ঘুম হয়নি।'

কুমার : 'সে কি! তা তোমার বাবা তো খুব সাহসী, তিনি তো বাড়ি ছিলেন, তিনি কী করলেন?'

অশোক : 'তিনি খাটের থেকে নেমে, খাটের তলায় গিয়ে গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে গেলেন।'

★ ★ ★

তুমি কি তোমার যমজ ভায়ের ছবিটা এনেছ?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ এই নিন।'

'এ কি এটা তো মনে হচ্ছে তোমার।'

'আজ্ঞে হ্যাঁ, অসুবিধা নেই। আমার ভাই তো আমারই মত দেখতে।'

★ ★ ★

সমুদ্রের কোন বিশেষ জায়গায় সাঁতার কাটতে নামার আগে এক বিদেশী ট্যুরিস্ট সে দেশের এক নাগরিককে জিজ্ঞাসা করলেন, 'এই জায়গাটায় হাঙরের উৎপাতের ভয় নেই তো?'

স্বদেশী নাগরিক উত্তর দিলেন, 'না না আপনি নিশ্চিন্তে জলে নামতে পারেন। ওখানটায় প্রায়ই হিংস্র কুমীর দেখা যায়, কিন্তু এ ব্যাপারে গ্যারিন্টি যে কোন হাঙর ওখানে নেই।'

★ ★ ★

টেলিফোন নামক যোগাযোগ যন্ত্রটি সম্বন্ধে জনৈক গ্রাহকের বক্তব্য : বেশ কয়েক ঘন্টা ঘরে থাকার পর আমি বাথরুমে ঢুকে যখনই স্নান করতে শুরু করি তখনই ওটা বেজে ওঠে।

★ ★ ★

অর্থ খুব ভাল চাকর কিন্তু প্রভু হিসাবে এর ভূমিকা খুবই নিন্দনীয়।

★ ★ ★

প্রফেশনের খাতিরে দরজা বন্ধ করেন দুজন—এক ডাক্তার আর দ্বিতীয় জন হলেন পতিতা।

★ ★ ★
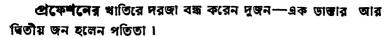
পৃথিবীতে এমন একজন স্ত্রীও নেই যার জ্ঞান তার স্বামীর চেয়ে কম।

★ ★ ★

পৃথিবীতে একটিমাত্র জিনিসই বিনামূল্যে পাওয়া যায়। সেটি হল অপমান।

★ ★ ★

বিয়েটা হল ফেয়ারওয়েল আর বউ ভাতকে ওয়েলকাম বলা যেতে পারে।

★ ★ ★

মানুষ প্রথমে ভুল করে পরে তার নাম দেয় অভিজ্ঞতা।

—অ্যারিস্টটল।

★ ★ ★

তুমি তোমার স্ত্রীতে উপগত হলে. আর তোমার স্ত্রী সে সময়ে পরপুরুষের কথা ভাবছে। তখন তোমার স্ত্রীর চেয়ে ব্যাভিচারী আর কেউ হতে পারে না। —তালমুদ (ইহুদি ধর্মশাস্ত্র)

★ ★

অর্থ হারানোর অর্থ কিছুই না হারানো, স্বাস্থ্য হারানোর অর্থ সত্যি কিছু হারানো কিন্তু চরিত্র হারানোর অর্থ জীবনের সর্বস্ব হারানো।

★ ★ ★

যে যুবক কখনও কাঁদেনি সে অসভ্য, বর্বর, আর যে বৃদ্ধ হাসতে জানে না সে বোকা। —জর্জ সান্তায়ানা,

★ ★ ★

প্রকৃত ভালবাসার সঙ্গে একমাত্র ভূতের তুলনা করা যায়। যার সম্বন্ধে সবাই বলে কিন্তু খুব কম লোকেই তাকে দেখেছে।

—লা রকিফাউলকড।

★ ★

মেয়েদের সঙ্গ পেতে যে-কোন পুরুষেরই ভাল লাগে। যারা বঞ্চিত হয় তারাই নিন্দায় পঞ্চমুখ হয়ে ওঠে।

★ ★ ★

দুশ্চরিত্র লোকের মুখে কখনই লাবণ্যের আশা রাখতে নেই।

★ ★ ★

বন্ধুদর্শন পৃথিবীর যে-কোন স্থানেই সম্ভব কিন্তু শত্রু সর্বত্র দেখা যায় না। কষ্ট করে তাদের তৈরী করতে হয়।

★ ★ ★

বাঙালি একাই একশো হয় কিন্তু একশো বাঙালি কখনই এক হতে পারে না।

★ ★ ★

তর্কে হারা উচিত কিন্তু মামলায় সর্বদা এর বিপরীতটা শ্রেয়।

★ ★ ★

পড়তে পড়তে ছেলে হঠাৎ বাবার দিকে মুখ তুলে জিজ্ঞেস করল, 'বাবা জলেতেও থাকতে অভ্যস্ত আবার ডাঙাতেও থাকতে পারে স্বাভাবিকভাবে এমন প্রাণীদের কী বলা হয়?'

বাবা ছেলের দিকে গম্ভীরভাবে তাকিয়ে থেকে বললেন, 'নাবিক।'

★ ★ ★

দর্শক ঠাসা এক ইনডোর স্টেডিয়ামে এক বিরক্তিকর বক্সিং প্রতি-যোগিতা চলছে, খেলা দেখতে দেখতে দর্শকরা চরম ক্লান্তিতে ভুগছেন। আচমকা দর্শক ঠাসা গ্যালারীর একপ্রান্ত থেকে চিৎকার ভেসে এল, 'দয়া করে স্টেডিয়ামের আলোগুলো নিভিয়ে দিন না। তাহলে অন্তত ঘুমোতে পারি।'

স্টেডিয়ামের অন্যপ্রান্ত থেকে সঙ্গে সঙ্গে আর একটা চিৎকার ভেসে এল, 'না না দয়া করে আলো নেভাবেন না, আমি বই পড়ছি।'

★ ★ ★

বিজ্ঞান ক্লাশে ছাত্রের কথা শুনে মাস্টারমশাই অবাক, তিনি বললেন, 'বলো কী হে, আলোর চেয়ে শব্দের গতি বেশী এ তথ্য তোমায় কে দিয়েছে?'

ছাত্র স্বাভাবিকভাবেই উত্তর দিলেন, 'কেন স্যার আমি যখনই টিভির সুইচ অন করি তখন তো আগে শব্দ শুনি, ছবি তো তার অনেক পরে আসে।'

★ ★ ★

দিদিমণি ক্লাশে প্রকাশকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'আচ্ছা প্রকাশ একটা মাঠে যদি দশটা ভেড়া থাকে, ধর তার থেকে ছ'টা বেড়া টপকে মাঠের বাইরে চলে গেল তাহলে মাঠে আর কটা থাকবে?

'একটাও না।' প্রকাশের উত্তর।

'সে কি বলছ' দিদিমণির বিস্ময়, 'ভাল করে চিন্তা করে দেখ তো।' প্রকাশ আগের মতোই উত্তর দিল, 'অঙ্কের নিয়মে মাঠে ভেড়া থাকার কথা, কিন্তু ভেড়াদের স্বভাব-চরিত্র আমার জানা আছে, ছটা ভেড়া টপকালে বাকীগুলোও টপকাবে, একটাও মাঠে থাকবে না।'

★ ★ ★

নিয়োগকর্তা নির্দিষ্ট চাকরীর জনৈক আবেদনকারীকে বললেন, 'আপনাকে চাকরী দিতে আমার আপত্তি নেই তবু আপনি যে চাকরীটা কনটিনিউ করবেন সে ব্যাপারে নিশ্চিন্ত হতে পারছি না, কারণ আপনার আবেদন পত্রে দেখছি আপনি বহু চাকরী ছেড়েছেন।'

আবেদনকারীর উত্তর, 'কথাটা ঠিক স্যার, কিন্তু ওগুলোর একটাও আমার সম্মতিক্রমে হয়নি।'

★ ★ ★

পুত্রের শিক্ষককে ডেকে তার মা জিজ্ঞাসা করলেন, 'মাস্টার মশাই আপনার কী মনে হয়, আমার ছেলে বড় হয়ে কী হতে পারে?'

শিক্ষকের স্বাভাবিক উত্তর, 'মনে হচ্ছে ও মহাকাশচারী হবেই।'

'কেন মাস্টারমশাই, এত কিছু থাকতে মহাকাশচারী কেন?' মায়ের জিজ্ঞাসা।

শিক্ষকের উত্তর, 'যখন ক্লাশে আমি পড়াই তখন ওর হাবভাব দেখে মনে হয় ও চাঁদে বিচরণ করছে। আর যখন পড়া ধরি তখন ওকে দেখলে মনে হল এই মাত্র আকাশ থেকে পড়ল।'

★ ★ ★

গতরাতে এক ব্যবসায়ীর দোকানে বড় ধরনের ডাকাতি হয়ে গেছে। সকালে পুলিশ এল, জিজ্ঞাসাবাদ চলল। ব্যবসায়ী বলল, 'গত পরশু ডাকাতি হলেই আমার চরম সর্বনাশ হত।'

'কেন?' জিজ্ঞেস করলেন জনৈক পুলিশ অফিসার।

'আজ্ঞে, শুধু এ দিনই আমি দোকানের সব জিনিসের দাম চল্লিশ শতাংশ কমিয়ে রেখেছিলাম।' ব্যবসায়ীর উত্তর।

★ ★ ★

বিয়ের কুড়ি বছর পর এক স্বামী তার স্ত্রীকে, 'আমি এখন বুঝতে পারছি আমার জীবনের সবচেয়ে বড় ভুল হয়েছে তোমাকে বিয়ে করা।'

স্ত্রীর উত্তর, 'সামান্য ব্যাপারটা বুঝতে তোমার কুড়ি বছর লাগল?'

আমি ত বিয়ের পিঁড়িতে বসেই বুঝতে পেরেছিলাম তাই চলে আসার সময় আমায় অত কান্নাকাটি করতে হয়েছিলো।

★ ★ ★

'আচ্ছা তোমার বালক বয়সের কোন ইচ্ছা পুরণ হয়েছে ?'

'হ্যাঁ হ্যাঁ তখন মা আমায় প্রায়ই চুল কাটতে বলত আর বিরক্তির চোটে আমি ভাবতাম আমার মাথায় টাক পড়ে না কেন।'

★ ★ ★

গর্দভদের সঙ্গে প্রতিভাবানদের এটাই তফাৎ প্রতিভাবানদের কর্মের সীমাবদ্ধতা থাকে।

★ ★ ★ ★

★ হাসি ঃ তামাসা ঃ রসিকতা ★

পাহারাদার গোবিন্দর চালাক চতুর হিসেবে নাম ছিল না মোটেই। কিন্তু কি আর করা যাবে, অন্য কাউকে হাতের কাছে না পেয়ে ম্যানেজার তাকেই পাঠালেন।

কীসের জন্যে।

না, শ্রীমতী চ্যাটার্জীর বাড়িতে গিয়ে সংবাদ দিয়ে আসতে হবে তার স্বামী ডঃ চ্যাটার্জী এই কিছুক্ষণ আগে হার্ট অ্যাটাকে মারা গেছেন।

'হ্যাঁ, ভালো কথা' ম্যানেজার সাহেব বললেন, 'দেখো খবরটা একটু সইয়ে সইয়ে দিও যেন। বুঝলে ?'

পাহারাদার বলল, 'আমার উপর বিশ্বাস রাখতে পারেন স্যার।'

কয়েক মিনিট পর সে মিসেস চ্যাটার্জীর দরজায় কলিং বেল টিপল। ভদ্রমহিলা দরজা খুললেন।

—আপনি কি বিধবা মিসেস চ্যাটার্জী? উজবুকটি জিজ্ঞেস করল।

ভদ্রমহিলা উত্তর দিলেন, আপনি নিশ্চয়ই ভুল করেছেন। আমি মোটেই বিধবা নই।

—'হ্যাঁ, আমি ঠিকই বলছি, পাহারাদারটি বলল, 'আপনি এই কথা নিয়ে আমার সঙ্গে একটা ছোটোখাটো বাজি ধরে দেখতে পারেন।'

★ ★ ★

রাস্তায় মাতলামী করবার জন্য হরিপদকে সাজা দেওয়া হলো। যে হাকিম তাকে সাজা দিলেন, তিনি কঠিন দৃষ্টিতে আসামীর দিকে তাকিয়ে বললেন, 'এই নিয়ে দশ দশ দশবার তোমাকে আমার কোর্টে দেখলাম। লজ্জায় তোমার গলায় দড়ি দেওয়া উচিত: বুঝেছো?' হরিপদ উত্তর করলো, 'ধর্মাবতার কথাটা সত্যি। তবে আমিও তো আপনাকে এখানে এই কোর্টে দশ বার দেখেছি, কিন্তু সে জন্য আমি কিন্তু কোনদিন আপনাকে এ ভাবে গালমন্দ করিনি।'

★ ★ ★

একজন মহিলা ফ্যানের পাখার সঙ্গে গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করেন। পুলিশ প্রথম সেই ঘরে ঢুকে দেখল যে পাখাটা অনেক উঁচুতে এবং মৃত মহিলাটির পায়ের তলায় বা ঘরের কোনখানেই চেয়ার টেবিল নেই। শুধু নিচে কিছুটা জল পড়ে আছে। সবাই তো খুব চিন্তিত মহিলাটি অত উঁচুতে উঠল কি করে। একটি বাচ্চা ছেলে কিছুক্ষণ চিন্তা করে বলল, এখানে একটা বরফের চাঁই ছিল, তাতেই উনি অত উঁচুতে উঠেছেন এবং বরফটা এখন গলে জল হয়ে ঐ যে গড়াচ্ছে দেখতে পাচ্ছেন।

★ ★ ★

একটা কুকুরের গলায় দড়ি পরানো আছে, সেটা প্রায় পনেরো ফিট লম্বা হবে। তার থেকে ত্রিশ ফিট দূরে একটা মাংসের টুকরো পড়ে আছে। সে কি করে খাবে?

উত্তর: দড়িটা তো কোন কিছুর সঙ্গে বাঁধা ছিল না, তাহলে খেতে বাধাটা কোথায়?

★ ★ ★

একটা পুরোনো হোটেলে বিশাল সাইনবোর্ড টাঙানো আছে। "এই হোটেল বহু পুরোনো এবং এখনও আছে এবং ভবিষ্যতেও থাকবে ঃ এখানে ধারে খাওয়া থাকা যাইবে, আপনার বিল এখনই দেবার প্রয়োজন নাই, আপনার বিল আপনার নাতি মিটাইবে।" একজন ভদ্রলোক তা দেখে তো খুব খুশী, ভাবছেন "আমি চর্ব চোষ্য লেহ্য পেয় সব খাব আর বিল মেটাবে আমার নাতি, বাঃ কী মজা। ভদ্রলোক খুব পেট ভরে সব ভাল ভাল খাবার খেয়ে চলে যাচ্ছেন। এমন সময় হোটেল ম্যানেজার বললেন, একটু দাঁড়ান একটা বিল আছে, ভদ্রলোক বললেন 'বাইরে কী লেখা আছে পড়েন নি, আমার বিল আমার নাতি মেটাবে।" ম্যানেজার বললেন "তা তো জানি আমি আপনার খাওয়ার বিল চাইছি না। এই বিলটা আপনার দাদুর বিল, এই বিলটা তো নাতি হিসেবে আপনারই দেওয়ার কথা।" ভদ্রলোক কাঁচুমাঁচু হয়ে দাম মিটিয়ে বাঁচে গেলেন।

★ ★

আচ্ছা বলুন তো ওয়েস্ট ইণ্ডিজের ক্রিকেট দুনিয়ায় এত দাপট কেন। আপনারা নিশ্চয়ই বলবেন, ওদের মার্শালের মত বোলার, রিচার্ডসের মত ব্যাটসম্যান ওদের দাপট হবে না তো কার হবে আমি কিন্তু মানি ওদের দাপটের আসল রহস্যটা, ওদের উইকেটকিপার যে দু-জন!

★ ★ ★

দু'জন মাতাল রাস্তায় মাতলামি করছিল। কিছুক্ষণ পরে ওদের হঠাৎ সময় জানতে ইচ্ছা হল। তারা তারস্বরে চিৎকার করতে লাগল। একজন ভদ্রলোক জানলা দিয়ে উঁকি মেরে বললেন, "এই যে ও মশাই এত চেঁচাচ্ছেন কেন? জানেন না এখন রাত বারটা?"

★ ★ ★

একটি বাচ্চা ছেলে তার গর্ভবতী মাকে জিজ্ঞেস করল, "মা তোমার পেটটা এত ফোলা কেন, কি আছে পেটে।"

"ওঃ সোনা, এটা তোমার ভাই, আমি একে খুব ভালবাসি।"

বাচ্চা ছেলেটি বলল, "অতই যদি ভালবাস আমার ভাইকে তবে ওকে গিলে ফেলেছ কেন মা।"

মায়ের তো আক্কেল গুড়ুম।

★ ★ ★

একটি বাচ্চা ছেলে স্কুলে একদিন আসেনি। শিক্ষিকা জিজ্ঞেস করল, "অর্ণব গতকাল স্কুলে আসনি কেন।"

"জ্বর হয়েছিল আন্টি।"

"ঠিক আছে কোন চিঠি এনেছ?"

"না আন্টি ভুলে গেছি।"

"আগামীকাল বাবাকে দিয়ে একটা চিঠি লিখিয়ে আনবে।"

বাচ্চাটা পরের দিন চিঠি এনেছে, চিঠিটির লেখা এইরকম, "প্রিয় আন্টি, অর্ণব ক্লাসে অনুপস্থিত ছিল কারণ তার জ্বর হয়েছিল।

ইতি আমার বাবা।"

★ ★ ★

একটি ছেলেকে শিক্ষক জিজ্ঞেস করল।

"আচ্ছা বল তো মানুষ খেঁকো কাকে বলে?"

"জানি না স্যার।"

"মনে কর তুমি তোমার বাবা এবং মাকে খেয়ে ফেললে তবে তোমাকে কি বলা হবে।"

"অনাথ বালক বলা হবে স্যার।"

★ ★ ★

শিক্ষকঃ "আচ্ছা বল তো, কোন্‌টা আমাদের থেকে বেশী দূরে—আমেরিকা না চাঁদ?"

ছোট্ট ছাত্রঃ "আমেরিকা স্যার—কারণ চাঁদকে আপনি খালি চোখে দেখতে পান, আমেরিকা তো দেখা যায় না স্যার।"

★ ★ ★

মাস্টারমশাই পড়াচ্ছিলেন "শেরশাহ্‌ প্রথম ঘোড়ার ডাকের প্রচলন করেন।"

এক উৎসাহী ছাত্র নির্বিকার চিত্তে প্রশ্ন করে, "কেন স্যার এর আগে কি ঘোড়ারা ডাকতে পারত না।"

★ ★ ★

একবার তিন মাতালে মিলে বসে আড্ডা মারতে মারতে হঠাৎ ঝগড়া শুরু হয়ে গেল, ঐ যে আকাশে কি একটা দেখা যাচেছ, দেখ দেখ ওটা ঠিক যেন থালার মত গোল, ওটা নিশ্চয়ই কোন সোনার থালা। অপর একজন বলে ওঠে, দুরঃ বোকা ওটাই তো চাঁদ। এই নিয়ে তুমুল বাক্‌বিতণ্ডা—কেউ বলে, তোর চোখের মাথা খেয়েছিস দেখছি। অপরজন বলে, ওটা তোরই দেখার ভুল। এই সময় আর এক মাতাল রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিল তাকে সাক্ষী মেনে জিজ্ঞেস করা হল, "দাদা, বলুন তো আকাশে ওটা কি, চাঁদ না সোনার থালা।" লোকটি গম্ভীর হয়ে উত্তর দিল, "দাদা কিছু মনে করবেন না, আমি তো ঠিক এ পাড়ায় থাকি না, আমার পাড়ার হলে নিশ্চয়ই বলে দিতে পারতাম।"

★ ★ ★

শিক্ষকঃ "পৃথিবীটা যে গোল তার তিনটে প্রমাণ দাও তো দেখি।"

ছাত্র ঃ "আমার বাবাও বলেন পৃথিবীটা গোল, এখন আপনিও তো বললেন পৃথিবীটা গোল, কটা প্রমাণ হল স্যার?"

★ ★ ★

ছেলে ঃ "সমুদ্রে স্নান করবো মা?"

মা ঃ "না সোনা সমুদ্রে অনেক হাঙ্গর আছে।"

ছেলে ঃ "কেন বাবা যে স্নান করছেন?"

মা ঃ "তোমার বাবার নামে অনেক টাকা জীবন বীমা আছে।"

★ ★ ★

নাসিরুদ্দিন মোল্লা আর বাদশা একদিন একসঙ্গে স্নান করছিলেন। তোয়ালেতে গা মুছতে মুছতে বাদশা বললেন, "মোল্লা, আমার গায়ের রঙখানা দেখেছ?—আর স্বাস্থ্যটি দেখ কত উজ্জ্বল! জানো, এ দুনিয়ায় আমার চেহারার দাম কত?"

"হুজুর কত আর হবে?—এই বড় জোর দশ মুদ্রা।"

"সে কি হে মাত্র দশমুদ্রা।

আরে, আমার কোমরের এই সোনার জরির কাজ করা রুমালটার দামটাই তো দশমুদ্রা হবে।"

নাসির হাত দিয়ে রুমালটা ভাল করে নেড়েচেড়ে বলল।'

"জনাব, আমি তো রুমাল সমেতই আপনার দামটা বললাম।"

★ ★ ★ ★

★ অম্ল মধুর ★

বাসের যাত্রী কণ্ডাক্টরকে ঃ

—স্টপেজ এলে কোন দরজা দিয়ে নামার সুবিধা? সামনের, না পেছনের?

কণ্ডাক্টর : দুটো দরজাই স্টপেজে গিয়ে থামবে।

★ ★ ★

কিছু মজার সংজ্ঞা :

উন্নাসিক : যে ব্যক্তি মনে করে সুন্দরী নারীর থেকেও আরও আকর্ষণীয় বিষয় দুনিয়ায় আছে।

আত্মজীবনী : পরের সম্পর্কে খোলাখুলিভাবে সত্যি কথা বলার একমাত্র জায়গা।

বিবাহবিচ্ছেদ : বিবাহরূপ ক্রিয়ার ভবিষ্যৎ কাল।

বাচ্চা ঃ নারীদের খাটানর সবচেয়ে সফল যন্ত্র।

পরিবার ঃ একত্র বসবাসকারী কিছু নর-নারী, যারা ভিন্ন ভিন্ন চাবিতে বাড়ির সদর দরজা খোলে।

স্বামী : বিয়ের পরে স্ত্রীর জন্যে নানা আইন ঠিক করে, পরে স্ত্রীর দেওয়া সব সংশোধনী প্রস্তাব মেনে নেয়।

সুবিধাবাদী ঃ সেই ব্যক্তি যে ঠাণ্ডা জলের চৌবাচ্চায় পড়ে গেলে ভাবে স্নানটা বেশ আরামেই সারা যাবে।

বুদ্ধিমতী স্ত্রী : যখন স্বামীকে মিষ্টি কথা বলে বোঝা যায় সে কিছু চাইছে ; গলা চড়ালে ধরে নেওয়া যায় সে পায়নি।

★ ★ ★

ছেলে : (বাবাকে) বাপি আমাকে একটা সাইকেল কিনে দাও না।

বাবা : (বিরক্ত হয়ে) আমি তো তোমায় বলেছিলাম, এবার পরীক্ষায় পাশ করলে তোমাকে একটা সাইকেল কিনে দেব। কিন্তু তুমি তো পাশ করতেই পারলে না। কেন পারলে না সে কথাটা জানতে পারি কি ?

ছেলে : সাইকেল চড়া শিখতে গিয়েই তো আমার সময় নষ্ট হল। তাই পড়াশুনো করতে পারিনি।

★ ★ ★

জেনারেল সেনা ব্যারাক পরিদর্শনে এসে দেখলেন একজন সৈনিক রাইফেল সাফ করছেন। জেনারেল সেই সৈনিকের পিঠ চাপড়ে—আচ্ছা বল তো এটা সাফ করার পর তোমায় প্রথম কি কাজ করতে হবে ?

সৈনিক : স্যার সিরিয়াল নাম্বারটা পড়ে দেখবো।

জেনারেল : সে কি ? এত কাজ থাকতে বন্দুকের নম্বরটা দেখার দরকার কি ?

সৈনিক : কারণ তাহলে বুঝতে পারবো আমার নিজের রাইফেলটা সাফ করেছি কিনা।

★ ★ ★

—দাদা একটা সিগারেট হবে ?

—এই নিন মশাই এক প্যাকেট।

—ধন্যবাদ। দেশলাই আছে ?

—এই লাইটারটাই রেখে দিন।

—আরে মশাই ব্যাপারটা কি ? সবকিছুই যে দিয়ে দিলেন ! আপনার থাকলো কি ?

—আমার ? ফুসফুসে ক্যানসার।

★ ★ ★ ★

★ আয়েসী কৌতুক ★

স্যাটারডে ইভিনিং পোস্ট থেকে সংগৃহীত

★ ★ ★ ★

এক ভদ্রমহিলা রেস্টুরেন্টে খেতে গিয়ে স্বামীর উপর ভীষণ রেগে উঠে চেঁচিয়ে বললেন, "পৃথিবীর সবচেয়ে অভদ্র, অসভ্য লোক হলো তুমি।"

অন্যান্য গ্রাহকেরা আশ্চর্য হয়ে তাদের দিকে তাকাতেই ভদ্রলোক বললেন, "তারপর—আর কি বললে তুমি তাকে।"

★ ★ ★

একটি মেয়ের বিভিন্ন রকমের অঙ্গভঙ্গির ছবি দেখে একটি ছেলে তার প্রেমে পড়ল। মেয়েটি তখন আরো সাহসী হয়ে বিকিনি পরা কয়েকটি ছবি সেই ছেলে প্রেমিকটিকে দেখাল। এই জাতীয় ছবি রোজ দেখতে দেখতে ছেলেটি জিজ্ঞাসা করল, "আচ্ছা বল দেখি, তোমার এই ছবিগুলো কে তোলে?"

★ ★ ★

"আপনি যতসব অদ্ভুত ব্যাপার সম্বন্ধে লেখেন।"

"তার থেকেও বড় কি জানেন, এই লেখাগুলো বিক্রি করার জন্য আরোও অদ্ভুত কাণ্ড করতে হয়।"

★ ★ ★

একজন ভদ্রমহিলা একটি দোকানে ঢুকে দোকানীকে বললেন যে তার সাইনবোর্ডে একটি বানান ভুল আছে। দোকানী মাথা পেতে তা স্বীকার করলেন। তারপর ভদ্রমহিলা ওই দোকান থেকে কয়েকটা টুকিটাকি জিনিস কিনে বেরোবার সময় দোকানীকে বললেন, "আপনি নিশ্চয় সাইনবোর্ডের ভুল বানানটা সংশোধন করে নেবেন?"

"কেন ম্যাডাম, ভুল ধরিয়ে দেবার জন্য আপনার মত অনেকেই আপনার মতো এসে কিছু কিনে নিয়ে যাবে এখান থেকে।"

★ ★ ★

এক ফ্যাক্টরীতে একটা মেশিনের গায়ে একটা নোটিশ: যদি

এই মেশিনটি খারাপ হয়ে যায়, তাহলে এটি সরানোর জন্য বাইরে থেকে মিস্ত্রীকে দয়া করে ডাকুন। এটির গায়ে দুম দুম করে পেটাবেন না—মিস্ত্রী এর ভিতরে নেই।

★ ★ ★

একটি বাচ্চা ছেলেকে তার বাবা বললেন, "বেশি পড়া আছে বলে গজগজ করো না। জানো, তোমার মতো বয়সে লিংকন কতো পড়া করতেন।"

বাচ্চাটি সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিল, "আর জানো, তোমার মত বয়সে উনি প্রেসিডেন্ট হয়েছিলেন।"

★ ★ ★

একজন কয়েকটি গম মাটিতে ছড়িয়ে দিতেই কতগুলো পায়রা এসে মারামারি করে খেতে লাগল।

তাই দেখে এক রোগা ব্যক্তির মন্তব্য: ভগবানকে ধন্যবাদ যে উনি আমাকে এত খিদে দেননি।

★ ★ ★

"বিলু, তোমার ক্লাসে সব থেকে কুঁড়ে কে?"

"জানি না বাবা।"

"তুমি জান। আচ্ছা বল, যখন ক্লাসে সবাই লিখতে ব্যস্ত, তখন কে চুপচাপ বসে বসে অন্যান্যদের লক্ষ্য করে।"

"দিদিমণি।"

★ ★ ★

একজন ভদ্রলোক বিদেশ থেকে ফেরার সময় কয়েকটি মদের বোতল নিয়ে আসছিলেন। কাস্টম্‌সের অফিসার তাকে ধরে জিজ্ঞাসা করেন, "এগুলো কি?"

"তীর্থের জল।"

অফিসারটি সন্দেহের চোখে ভদ্রলোকের দিকে তাকিয়ে, বোতলটি খুলে একটু গলায় ঢেলে বললেন, "দারুন!"

ভদ্রলোক বললেন, "এ যে দেখি জাদু!"

★ ★

দুজন খ্রীস্টান নান একটি গাড়ীতে করে যাচ্ছিলেন। হঠাৎ রাস্তার মাঝে গাড়ী খারাপ হয়ে যায়। তখন তাঁরা দুজন বসে বসে ভগবানের কাছে প্রার্থনা করতে থাকেন কিন্তু কিছুই ফল হয় না।

এক ভদ্রলোক ব্যাপারটি লক্ষ্য করে এগিয়ে এসে বলেন, "আমি সারিয়ে দিচ্ছি এক্ষুণি।" একটু চেষ্টা করতেই গাড়ীটা পুনরায় চালু হল।

নানেরা তাকে অনেক ধন্যবাদ জানালেন। ভদ্রলোক বললেন, "আমি আসলে কোনদিন কারো প্রার্থনায় সাড়া দিইনি—তাই ভগবান সেজে এলাম আপনাদের কাছে।"

★ ★ ★

এক বুড়ো অন্য আর এক বুড়োকে বললেন, "একে একে সব বন্ধুরা গত হল। তবে সব থেকে জীবনকে আমার বেশি করে মনে পড়ে।"

"কেন?"

"কারণ আমি তার বিধবাকে বিয়ে করেছি।"

★ ★ ★

"মা চড়াইপাখি কি সত্যিই আমাকে আকাশ থেকে তোমার কাছে এনে দিয়েছে।"

"হুঁ।"

"আমার ওজন কত ছিল?"

"তিন কেজি।"

"কিন্তু পাখিটা এত ছোট—ও তো এত ওজন বইতে পারে না।"

★ ★ ★

দুটো গাড়িতে রাস্তার মোড়ে ধাক্কা লাগল। এক ড্রাইভার হাসি মুখে তার গাড়ি থেকে নেমে অন্য ড্রাইভারকে বলল, "নাও, ভাই সিগারেট খাও।" তারপর এদিক ওদিক তাকিয়ে একটা মদের দোকান দেখতে পেয়ে বলল, "চল না, ওখানে গিয়ে একটু খেয়ে আসি।"

অন্য ড্রাইভার খুশী মনে তার সঙ্গে গিয়ে বোতলের পর বোতল মদ ওড়াতে লাগল। তারপর কিছুক্ষণ পরে বলল, "আচ্ছা আমরা আর কতক্ষণ এখানে থাকব?"

প্রথম ড্রাইভার বলল, "যতক্ষণ না পুলিশ আসে।"

★ ★ ★ ★

★ রসরঙ্গ কথা ★

দেশ-বিদেশের জোক্‌স

★ ★ ★ ★

মা—খোকা, এবার তোর স্কুল রিপোর্ট খুবই খারাপ এসেছে।

খোকা—মাস্টারের দোষ। পুরো দোষ মাস্টার মশাইয়ের।

মা—কেন, তুমি শিক্ষকের দোষ দিচ্ছ। আগের বছরগুলোতে তো এই ক্লাস টিচারের কাছেই তুমি অনেক ভাল মার্ক পেতে।

খোকা—হ্যাঁ পেতাম। কিন্তু এখন যে ক্লাসের ফার্স্ট বয় আর আমার পাশে বসে না। স্যার তাকে রমেনের পাশে বসাচ্ছে। স্যার যে রমেনের গৃহ শিক্ষক।

★ ★ ★

আন্টি—বীথি তুমি এতক্ষণে কেবল গরু এঁকেছ। এখনও ঘাস আঁকা হল না।

বীথি—আন্টি আঁকছি তো। কিন্তু আঁকলে কি হবে! গরুর সামনে ঘাস থাকে নাকি? গরু তো সব খেয়ে ফেলছে।

★ ★ ★

শিক্ষক—মধু তোমাকে বললাম না, তোমার হাতের লেখা খুব

খারাপ, তুমি পনের বার করে কবিতাটি লিখবে। তুমি মাত্র তের বার লিখে নিয়ে এসেছ।

মধু—স্যার আমি অঙ্কেও তো খুবই কাঁচা।

★ ★ ★

শিক্ষক—মৃণাল, পৃথিবীটা গোল কিন্তু আমরা সড়কে বা পিছলে পড়ে যাই না কেন?

মৃণাল—স্যার, ল-অব-গ্র্যাভিটির জন্য।

শিক্ষক—ঠিক বলেছ।

অন্য একটি ছাত্র—স্যার তাতো বুঝলাম কিন্তু ল'টা পার্লামেন্টে পাশ হওয়ার আগেও কেন পরে যেতাম না।

★ ★ ★

শিক্ষক—বরেন, বল তো চাঁদ দূরে না উত্তর মেরু দূরে।

বরেন—উত্তর মেরু দূরে। কারণ চাঁদ তো খালি চোখেও দেখা যায়। কিন্তু উত্তর মেরু তো দূরবীন দিয়েও দেখা যায় না।

★ ★ ★

ডাক্তার—(রুগীকে) তুমি এত লাফাচ্ছ কেন? এত লাফালে শরীর খারাপ হবে।

রুগী—ডাক্তারবাবু, আমার ভুল হয়ে গেছে। আমি আপনার দেওয়া ওষুধ ঝাঁকিয়ে খেতে ভুলে গেছি। তাই এখন খেয়ে ঝাঁকিয়ে নিচ্ছি।

★ ★ ★

পঁচিশ ফিট উচ্চতাযুক্ত মই থেকে সে পড়ে গেছে কিন্তু হাত ভাঙেনি কারণটা কি?

নিশ্চয় প্রথম বা দ্বিতীয় ধাপ থেকে পরেছে।

★ ★ ★

শিক্ষক—অরুণ, তুমি তো দেখছি রোজই দেরি করে ক্লাসে আসছ।

অরুণ—স্যার আজ রাস্তায় খুবই জ্যাম ছিল।

শিক্ষক—রোজই তুমি একটা না একটা মিথ্যা কৈফিয়ৎ দিচ্ছ। জান মিথ্যা বললে শেষ পর্যন্ত কি হয়?

অরুণ—জানি স্যার, মিথ্যার পরিণতি সারা জীবন মন্ত্রীত্ব না হয় সাংবাদিকতা।

★ ★ ★

শিক্ষক—সমর, তুমি কয়েক দিন বিদ্যালয় আসছ না কেন ?

সমর—স্যার আমার কয়েক দিন ধরে দুপুরে জ্বর হচ্ছে।

শিক্ষক—বাবা মার কাছ থেকে একটা এ সম্বন্ধে দরখাস্ত আননি কেন ?

সমর—স্যার কয়দিন ধরে বাবা মার সঙ্গে দেখা হচ্ছে না হবেও না। তারা বাড়ীর বাইরেই রয়েছে। তবে আগামী কাল নিয়ে আসব।

পরদিন সমর চিঠি আনল।

মহাশয়,

আমার ছেলের জ্বর হওয়ায় স্কুল যেতে পারেনি।

ইতি

আমার বাবা

★ ★ ★

আন্টি—রীণা বল তো প্রথমে তো Ice Age তারপর Stone Age এর পর কি ?

রীণা—Saus Age (সসেজ্)

★ ★ ★

স্যার—অমিত, তোমার আজ ক্লাসে আসতে এত দেরী হল কেন ?

অমিত—আমি দুঃখিত, আমার দেরি হল কারণ আমি হাঁটতে

হাঁটতে হাইওয়েতে হঠাৎ দেখলাম লেখা আছে, 'গো শ্লো' ধীরে চলতে লাগলাম।

★ ★ ★
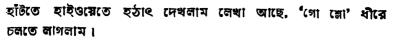
বন্ধু—আপনার কোন্ উপন্যাসটি শ্রেষ্ঠ ?

ঔপন্যাসিক—আমার এ বছরের আয়কর রিটার্ন। উভয় ক্ষেত্রেই তো কল্পনার আশ্রয় নিতে হয়।

★ ★ ★

কমল—সে বলছিল যে তার সাথে শহরের সকল নামী লোকেদের ঘনিষ্ট সম্পর্ক।

বিমল—হা, ঠিকই লোকটি সব নামী লোকের চুল কাটে ও দাড়ি কামায়।

★ ★ ★

এটা কি বুল (Bull) ডগ্ না ফিমেল ডগ্ (মাদি কুকুর) ?

★ ★ ★

সাংবাদিক : গত ভোটে আপনার হেরে যাওয়ার কারণ কি ?

প্রার্থী : কারণ আর কিছুই না। গণনা যে এবারে ঠিক ভাবে হয়েছে।

★ ★ ★

নগ্নতার জন্য আমি ওকে কিছু বলব না কারণ সে তো ঐভাবেই জগতে এসেছে।

★ ★ ★

পোলিং অফিসার : আপনি তিনবার ভোট দিয়েছেন বলে অভিযোগ হয়েছে।

ভোটার : হ্যা ঠিকই, ওরা আমাকে ঠকিয়েছে। টাকা তো কেবল একবারই পেলাম। বাকি টাকা···

★ ★ ★

প্রথম জন : আগ্নেয়গিরির জ্বালামুখ দেখেছ, কেবল আগুন উদ্গিরণ করছে।

দ্বিতীয় : হাঁ সে তো আমার বাড়ীতেই আছে। আমার ২৫ বছরের জীবন সঙ্গিনী।

★ ★ ★

ভোটার : আমার একটু দেরি হয়ে গেছে। পাঁচটার পর কি ভোট দেওয়া যাবে না ?

পোলিং অফিসার : কোন্ পার্টি আপনার ?

★ ★ ★

খবরের কাগজের সম্পাদক : জনৈক প্রুফ রিডারকে নিয়োগের আগে জিজ্ঞাসা করলেন, আপনার কাজ কি জানেন ?

প্রুফ রিডার : হ্যা স্যার।

সম্পাদক : কি কাজ এবং দায়িত্ব আপনার বলুন তো ?

প্রুফ রিডার : আপনার ভুল হলে সে দায়িত্ব ও দোষ নিজ স্কন্ধে গ্রহণ।

★ ★ ★

মেয়েকে পরীক্ষা করে অন্তঃস্বত্বা দেখে ডাক্তার বললেন, মিসেস চ্যাটার্জী আপনার জন্য একটি সুখবর আছে ?

—আমি মিসেস না, মিস্ চ্যাটার্জী ডাক্তারবাবু।

ডাক্তার : তবে তো আপনার জন্য একটি খারাপ খবর আছে।

★ ★ ★

রুজভেল্ট, স্টালিন, চার্চিল তিনজন এক সাথে রাস্তায় গল্প করতে করতে চলেছে।

রাস্তায় একটি ষাঁড় দেখে রুজভেল্ট সরে যেতে বলল। ষাঁড়টি ঠিক শুয়েই থাকল।

তারপর চার্চিল ষাঁড়টির নিকট গিয়ে সরে যেতে বললো। ষাড়টি না সরে শুয়েই থাকল। এরপর স্টালিন ষাঁড়ের নিকট গেল আর নিচু গলায় কি যেন বলল। ষাঁড়টি তৎক্ষণাৎ চলে গেল।

স্টালিনকে রুজভেল্ট জিজ্ঞাসা করল, কি ব্যাপার কি বললে ? স্টালিন, বললাম সরে যাও না হলে যৌথ খামারে (collective firm) এ পাঠিয়ে দেব! না খেয়ে মারা যাবে।

★ ★ ★

জন-এর খুবই দুশ্চিন্তা। তার অষ্টাদশী কন্যা হিচ্ হাইকিং করে মিয়ামি বিচ্ থেকে মিলিয়াপালিস-এ বাড়ী এসেছে। সারারাত সারাদিন নানা জনের সাথে নানা গাড়ী করে এসেছে। আর আঠার বছরের তরুণী হলেও তো ওকে দেখতে প্রায় ২৩/২৪ বছরের ভরা যৌবন যুবতীর মতই লাগে! তাই কি করে সে ধর্ষিতা না হয়ে

নিরাপদে বাড়ী এসেছে জিজ্ঞাসা করায় সে বলল যে, আমি আসার সময় যারা আমাকে lift দিয়েছে, তাদের সকলকে বলেছি, যে আমি মিলিয়াপোলিসের বিখ্যাত V. D Clinic-এ যাচ্ছি যৌনরোগ চিকিৎ-সার জন্য।

★ ★ ★

ছেলেটি তার প্রেমিকাকে চুমু খায়। আর মাঝে মাঝে আদর করে তাকে পুরো ভাবে পেতে চায়। মেয়েটি রাজি। কিন্তু ছেলেটির··· খুবই ছোট সাইজ। ফলে খুবই লজ্জা পায় মেয়েটির সামনে বের করতে। একদিন অন্ধকারে বসে সে আদর করতে করতে তার হাতে উত্থিত···ধরিয়ে দিল। মেয়েটি তো হাত দিয়ে অন্ধ-কারের মধ্যেই বললে, সে কি তুমি জাননা আমি সিগারেট খাই না।

★ ★ ★

দু'জন ভদ্রলোক দু'জন নাপিতের কাছে সেলুনে চুল কাটছে, দাড়ি কামাচ্ছে। প্রথম জনকে তার নাপিত বলল, স্যার আপনার চুলে ফরাসী প্রসাধনী তেল দেব। প্রথম বাবু নাপিতকে বলল, না না কখনও না। আমার স্ত্রী ভুল বুঝবে। সে ভাববে আমি কোন ফরাসী বারবণিতার কাছে গিয়েছি।

দ্বিতীয় ভদ্রলোককে তার নাপিত বলল, স্যার আপনার চুলে কি ফরাসী প্রসাধনী তেল দেব? ভদ্রলোক, নিশ্চয় দেবে। দেবে না কেন? আমার স্ত্রীতো ফরাসী বারবণিতালয়ে কখনও ছিল না। সে এ তেলের গন্ধ বুঝতে পারবে না।

★ ★ ★

প্রথম মাতাল: আমার স্ত্রী তো যেন দেবদূত, স্বর্গের অপ্সরা, কিন্নরা।

দ্বিতীয় মাতাল: খুব ভাল ভাই তোমার কপাল ভাল। আমার স্ত্রী যে এখনও জীবিত। কবে যে স্বর্গের অপ্সরা হবে?

★ ★ ★

দুই মাতাল একদা এক বারে বসে জোরসে মদ গিলছে। মদ খেতে খেতে দুজনে তাঁদের স্ত্রীদের অভ্যাস আলোচনা করছে।

প্রথম মাতাল: আমার স্ত্রী তো সঙ্গমের সময় চোখ বন্ধ করে আরাম খায়।

দ্বিতীয় মাতাল ঃ আমার স্ত্রী তো তাই চোখ খোলে না। সে যে আমার সুখ চোখে দেখতে পারে না কোন দিনই।

★ ★ ★

জনৈক ব্যবসায়ী তাঁর বিজনেস টুর আশাতীতভাবে আগাম শেষ করে স্ত্রীকে টেলিগ্রাম করেছেন যে তিনি আগামী শুক্রবার বাড়ী ফিরছেন।

বাড়ী যথা সময়ে এসে তিনি দেখেন যে তার সুন্দরী স্ত্রী অন্য এক সুদর্শন যুবকের সাথে চুটিয়ে আড্ডা মারছেন বিছানায় শুয়ে শুয়ে।

ভদ্রলোক দেখে কিছু না বলে তার শ্বশুর মশাইকে বললেন, বাবা আপনার মেয়ে আমার অবর্তমানে অন্য একজনের সাথে আমার বিছানায় শুয়ে প্রেম করছে।

শ্বশুর মশাই শুনে তো অবাক। অনেক ভেবে বললেন, নিশ্চয় কোন কারণ আছে। এর নিশ্চয় যুক্তি সঙ্গত ব্যাখ্যা আছে।

কি ব্যাখ্যা—জামাই বাবাজীবন জিজ্ঞাসা করেন। শ্বশুরের উত্তর, তুমি টেলিগ্রাম করেছিলে? জামাই—নিশ্চয় শুক্রবার আসব বলে টেলিগ্রাম করেছিলাম। শ্বশুর মশাই মেয়েকে এমন বোকামির কারণ জিজ্ঞাসা করে। মেয়েটি বলে—কখনও না, আমি শুক্রবারের আসার কোন টেলিগ্রাম পাইনি। আমি জানি না যে তোমার জামাই এসে পরবে। শ্বশুর মশাই জামাই বাবাজীবনকে ডেকে বলল—বলেছিলাম না নিশ্চয় কোন কারণ আছে। ঠিক তাই তোমার টেলিগ্রাম আসেইনি।

★ ★ ★

জনৈক স্ত্রী রোগ বিশেষজ্ঞ এক যুবতীকে পরীক্ষা করে টেবিলেই বললেন, বাড়ী গিয়ে স্বামীকে বলুন বাচ্চা আসছে।

যুবতী ঃ আমার কোন স্বামী নেই।

ডাক্তার ঃ তাহলে আপনার প্রেমিককেই বলুন যে বাচ্চা আসছে।

যুবতী ঃ আমার তো কোন প্রেমিক নেই।

ডাক্তার ঃ (এবারে বিস্মিত হয়ে বললেন) ঠিক আছে। এবারে মাকেই তাহলে বলুন যে দ্বিতীয় যীশুর আবির্ভাব ঘটেছে।

★ ★ ★

এক জেব্রা এক রাত্রে তাঁর খাঁচা থেকে বেরিয়ে পরে। প্রথমে সে

এক মুরগীর দেখা পায়। সে মুরগীকে জিজ্ঞাসা করে, তুমি প্রতিদিন এখানে কি কর? মুরগীটি বলে, আমি রাত্রে গৃহকর্তার জন্য ডিম পারি।

এরপর জেব্রাটি পাশের গোয়ালে এক গরুকে জিজ্ঞাসা করে, তুমি কি কর?

গরুটি বলে, আমি এখানে প্রতিদিন দুধ দিই।

এরপর জেব্রাটি একটি ষাঁড়ের কাছে যায়। ষাঁড়কে জিজ্ঞাসা করে তুমি এখানে কি কর। ষাঁড়টি মাথা নেড়ে জেব্রাকে বলে, আমি কি করি বুঝবে এখনই। তোমার গায়ের চেক্ ডুরে লুঙ্গিটি একবার খোল দেখি। মজা বুঝিয়ে দিই তোমাকে আমি কি করি।

★ ★ ★

বাবা : (ছেলেকে বকছে) তোরা সারাদিন কি করিস?

ছেলে : আমি সারাদিন ধরে ব্যস্ত থাকি নানা কাজে।

বাবা : কাজ তো একটাই নিঃশ্বাস নেওয়া ছাড়া তো আর কোন কাজ আছে বলে মনে হয় না।

ছেলে : সেটাও তো একটা কাজ। তোমার তো এ'জন্যও ডাক্তার ডাকতে হয়। সারা শীতকালইতো হাঁপানিতে ভুগলে। আমরা তো বিনা খরচে বেশ আছি।

★ স্কুল-কলেজ জোক্‌স ★

দেশী জোক্‌স

হোস্টেলের ছেলেরা দুপুরের খাওয়া খেতে বসেছিল। এমন সময় সুপারিন্‌টেন্‌ডেন্ট মশাই খাবার ঘরে ঢুকে জিজ্ঞেস করলেন—"কি হে ছেলেরা, খেতে কোন অসুবিধা হচ্ছে না তো? কোন অভিযোগ নেই তো?"

একটি ছেলে সাহসে ভর করে বলে উঠল—"আছে স্যার। এই কড়াইশুঁটিগুলো একেবারে লোহার মত শক্ত।"

সুপারিন্টেনডেন্ট মশাই চামচ দিয়ে ছেলেটির বাটি থেকে খানিকটা কড়াইশুঁটি তুলে মুখে দিলেন। তারপর বেশ রাগতভাবে বললেন—"কি বাজে কথা বলছ? কড়াইশুঁটিগুলো তো একদম নরম।"

ছেলেটা জবাব দিল—"হ্যাঁ, স্যার, এখন ওগুলো বেশ নরম হয়েই গেছে। আমি আধঘন্টা ধরে ওগুলোকে চিবোচ্ছি কিনা।"

★ ★ ★

মাষ্টারমশাই ছাত্রকে জিজ্ঞেস করলেন—"কিহে, তোমার পরীক্ষা কেমন চলছে?"

ছাত্র উত্তর দিল—"তেমন খারাপ নয়। ব্যাপারটা কি হয়েছে জানেন স্যার, প্রশ্নগুলো তো খুবই সোজা। উত্তরগুলো নিয়েই আমার যত গণ্ডগোল।"

★ ★ ★

পল্টু আর বিল্টু যমজ ভাই। দুজনে একই স্কুলে পড়ে, তবে আলাদা আলাদা ক্লাসে। একদিন পল্টু রাত্রিবেলা পড়তে পড়তে বিল্টুকে বলে উঠল--'বুঝলি বিল্টু কিছুতেই অঙ্কের এই 'হোমওয়ার্ক'-গুলো করতে পারছি না। আমাকে একটু সাহায্য করবি?" বিল্টুর আবার অঙ্কে দারুণ মাথা। হঠাৎ ওর মাথায় একটা বুদ্ধি খেলে গেল। সে বলল—"একটা কথা বলি পল্টু? আগামীকাল বরং তোর বদলে আমি-ই তোর অংকের ক্লাসটা করি কেমন?" বলা বাহুল্য পল্টু সঙ্গে সঙ্গে রাজী হয়ে গেল। পরের দিন ক্লাসে অংকের মাস্টারমশাই তো হতবাক—শেষ পর্যন্ত উনি তো রেগেই উঠলেন। তারপর চিবিয়ে চিবিয়ে বলে উঠলেন—"ওহে, তুমি একদিনেই খুব বেশী ওস্তাদ হয়ে উঠেছ না? সব জেনে ফেলেছ? আমি এখন কি ভাবছি তাও বোধহয় তুমি জান, তাই না?"

"হ্যাঁ, স্যার"—বিল্টু চটপট জবাব দিল—"আপনি ভাবছেন যে, আমি পল্টু, তাই না? কিন্তু মোটেই তা নয়, আমি হচ্ছি বিল্টু।"

★ ★ ★

মাষ্টারমশাই, "রবি দশটা এমন জিনিষের নাম বল যাতে দুধ আছে।"

রবি—"বলছি, স্যার। ছানা, চা, কফি, কোকো, আর…আর… দু টা গরু।

★ ★ ★

মণ্টু—"জানিস, আমি এমন একটা জিনিস করতে পারি যা স্কুলে আর কেউ করতে পারে না। এমন কি মাস্টারমশাইরা-ও না।"

পিন্টু ঃ "সেটা কি রে ?"

মন্টু ঃ "আমি আমার হাতের লেখা পড়তে পারি।"

★ ★ ★

মাষ্টারমশাই ক্লাসের ছেলেদের ঠাণ্ডার সময় ঠিকমত জামা কাপড় না পড়ার বিপদ কি—তা বোঝাচ্ছিলেন।

"জানো, ছেলেরা, তোমাদেরই মত একটি ছেলে একবার শীতকালে কোর্ট স্কার্ফ আর টুপি না পড়ে স্লেজগাড়ি নিয়ে খেলতে বেরিয়েছিল। ফলে হল কি ঠাণ্ডা লেগে নিউমোনিয়া হয়ে বেচারী মরেই গেল।"

কথা শেষ করে মাস্টারমশাই চুপ করে দেখতে লাগলেন যে তাঁর এই উপদেশের ফলটা কি দাঁড়াল। হঠাৎ মিহি গলায় কে যেন জিজ্ঞেস করল—"আচ্ছা, তাহলে ওর স্লেজগাড়িটার কি হল ?"

★ ★ ★

মাষ্টারমশাই : কি হল, সোমনাথ, তুমি লিখছনা কেন ?

সোমনাথ ঃ স্যার আমার কোন পেন্সিল ছিল না।

মাস্টারমশাই : কি বলছটা কি ? পেন্সিল ছিল না—এ কথার মানে কি ? আসলে তুমি বলতে চাইছ যে তোমার কাছে কোন পেন্সিল নেই। আমি ও আমরা উত্তম পুরুষ, তুমি ও তোমরা প্রথম পুরুষ। এইভাবেই তোমার বলা উচিত—"আমার পেন্সিল নেই, আমাদের পেনসিল নেই, তোমার পেন্সিল নেই, তোমাদের পেন্সিল নেই, তার পেন্সিল নেই, তাদের পেন্সিল নেই।"

সোমনাথ (বিস্ময়ে হতবাক)। "আরে ব্বাস। সবারই সব পেন্সিল এভাবে চুরি করল কে ?"

★ ★ ★

তিন বন্ধু স্কুল থেকে হাঁটতে হাঁটতে বাড়ী ফিরছিল। প্রথমজন হঠাৎ জিজ্ঞেস করল—"আচ্ছা, আজ বিকেলে আমরা কি করব ?" দ্বিতীয়জন বলল—"এতো খুব সোজা ব্যাপার! আয় 'টস' করি। যদি 'হেড' পড়ে তাহলে 'স্কেটিং' করতে যাব, আর যদি 'টেল' পড়ে তাহলে সাঁতার কাটতে যাব।"

তৃতীয় জন এবার যোগ করল— "আর যদি টসের টাকাটা খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে তাহলে আমরা সবাই বাড়ীতে থেকে 'হোমওয়ার্ক' করব।

★ ★ ★

আগন্তুক বেড়াতে এসে হুবার্টকে বলল—"বাঃ হুবার্ট, তোমাকে তো বেশ তাজা ঝকঝকে দেখাচ্ছে!"

হুবার্ট উত্তর দিল—"ভাল দেখাচ্ছে, না কার? বিশেষতঃ সদ্য সদ্য 'অ্যানজাইম' 'আর্টিরিওসক্লেরোসিস' 'টিউবারক্লোসিস' 'নিউমোনিয়া' 'অ্যাফাইসিয়া' 'হাইপারট্রফিকসিরোসিস' আর 'একজিমার' ধকল কাটিয়ে উঠবার পরে।

"অ্যাঁ, বল কি?" আগন্তুক তো হতবাক্—"ইস্, এইটুকু বয়সে এত কিছু হয়েছে তোমার!"

"হ্যাঁ, কাকু। হুবার্ট জানাল—"এ পর্যন্ত এত কঠিন বানান পরীক্ষার সামনে আর কখনো পড়িনি!"

★ ★ ★

আইন আদালত:

আসামীর উকিল সাক্ষীকে জিজ্ঞেস করলেন—"আপনি সত্যি সত্যি নিজের চোখে দেখেছেন যে আমার মক্কেল তার প্রতিবেশীর নাক কামড়ে কেটে নিয়েছে?"

সাক্ষী উত্তর দিল—"আজ্ঞে, নাকটা কামড়ে কেটে ফেলতে ঠিক দেখিনি বটে, তবে নাকের টুকরোটা আপনার মক্কেলকে থু থু করে বাইরে ফেলে দিতে দেখেছি।"

★ ★ ★

দারোগাবাবু—"আপনি তাহলে বলতে চাইছেন যে আপনার ভাই আপনার মাথায় বেলচার বাড়ি মেরেছে?"

রাম—"ঠিকই বলছি, দারোগাবাবু। আপনি এখুনি ওকে গ্রেপ্তার করুন।"

দারোগাবাবু—"কিন্তু আপনার মাথায় তো আঘাতের কোন চিহ্নই নেই!"

রাম—"যে বেলচাটা দিয়ে মেরেছে সেটার অবস্থা একবার দেখে আসুন না!"

★ ★ ★

পুলিশ সার্জেন্ট—দেখুন, আপনার নামে আমাকে কেস লিখতেই হবে। আপনি ঘন্টায় ৯০ মাইল বেগে গাড়ি চালাচ্ছিলেন।

মোটর চালক—কি যা-তা বলছেন? আমি তো মাত্র মিনিট দশেক হল গাড়ি চালাচ্ছি। ঘন্টা হিসাব করলে কিভাবে?

★ ★ ★

আসামীর কাছে ম্যাজিস্ট্রেট জানতে চাইলেন—"ভিক্ষে চাওয়ার অভিযোগ সম্বন্ধে তুমি কি বলতে চাও? দোষী না নির্দোষ?"

ভিখিরি আস্তে আস্তে বলল—"আজ্ঞে ধর্মাবতার প্রায় দোষী।"

ম্যাজিস্ট্রেট প্রায় হাল ছেড়ে দিয়ে আবার জিজ্ঞেস করলেন—"তার মানে? প্রায় দোষী কথাটার অর্থ কি?"

ভিখিরি—আজ্ঞে ধর্মাবতার, আমি ভদ্রমহিলার কাছে দশটা নয়া পয়সা চেয়েছিলাম, কিন্তু ভিক্ষে চাই নি।

★ ★ ★

ধনী বিধবা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন—"দূর ছাই। আমার মৃত স্বামীর সমস্ত বিষয় সম্পত্তির ঝামেলা মেটাতে যা ঝক্‌কি পোয়াতে হল, তাতে মাঝে মাঝে আমার এমনকি একথাও মনে হয় যে বোধহয় আমার স্বামী মারা না গেলেই ভাল হত।

★ ★ ★

১ম বন্ধু—"কি ব্যাপার হে? তোমার গাড়ীটার একদিকে লাল, আর অন্যদিকে নীল রং লাগিয়েছে কেন?"

২য় বন্ধু—"আরে, যদি কোন কিছুতে ধাক্কা মারি তাহলে সাক্ষীরা পরস্পরে বিবৃতির প্রতিবাদ করেই সময়টা কাটিয়ে দেবে!"

★ ★ ★

দুই ধর্মযাজক একই বিমানে পাশাপাশি বসে যাচ্ছিলেন। তাঁদের মধ্যে একজন খ্রীস্টান পাদ্রী (প্রিস্ট) ও অন্যজন ইহুদী ধর্মযাজক (রব্বি)। হঠাৎ বিমানচালক ঘোষণা করলেন যে, বিমানের ইঞ্জিনে একটু গোলযোগ দেখা দিয়েছে···তাছাড়া আবহাওয়াও খুব খারাপ। আস্তে আস্তে বিমানচালকের সুর পাল্টাতে লাগল আর একটু পরেই তিনি খুবই অমায়িকভাবে জানালেন যে, যাত্রীরা ইচ্ছে করলে ভগবানের কাছে অন্তিম প্রার্থনা করে নিতে পারে। খ্রীস্টান পাদ্রীটি সঙ্গে সঙ্গে বিমানের মেঝেতে হাঁটু গেড়ে বসে পড়ে যিশুর কাছে প্রার্থনা করতে শুরু করলেন আর নিজের দেহে 'ক্রশ' চিহ্ন আঁকার সময় দেখতে

পেলেন যে ইহুদী 'রব্বির'--মশাই-ও তাই করছেন। এর পরেই কিন্তু আস্তে আস্তে বিমানখানার বিপদ কেটে যেতে লাগল। অবস্থাটা যখন বেশ নিরাপদ হয়ে গেল, তখন পাদ্রী মশাই রব্বিবটির দিকে ফিরে বেশ আত্মতৃপ্তির সঙ্গে বললেন—তাহলে সত্যি সত্যি যখন মৃত্যুভয়ে একেবারে কাতর হয়ে পড়েছিলেন তখন শেষ পর্যন্ত সাহস আর সান্ত্বনা পাওয়ার জন্য সেই সর্বশক্তিমান যিশুর কাছেই স্মরণ নিলেন তো ?

ইহুদী বা রব্বিবটি একটু মুচকি হেসে বললেন—আজ্ঞে, ব্যাপারটা মোটেই তা নয়। নিজের সবকিছু যথাস্থানে আছে কিনা দেখবার জন্য যা যা দেখতে হয় সেগুলোই রুটিনমাফিক দেখছিলাম—চশমা, টাকাকড়ি আর সিজার।

★ ★ ★

বিমানচালক পোল, আমেরিকার প্রেসিডেন্ট, এক বিখ্যাত কৃষ্ণাঙ্গ নেতা আর একজন বয় স্কাউট—এই পাঁচজনে একবার একই বিমানে করে যাচ্ছিলেন। এমন সময় বিমানের ইঞ্জিনগুলো বিকল হয়ে যাওয়ার লক্ষণ দেখা গেল। চালক যখন বুঝতে পারল যে বিমানখানাকে আর বাঁচানো যাবে না তখন সে সহযাত্রীদের দিকে তাকিয়ে বলল—"প্রিয় বন্ধুরা, এ বিমান থেকে আর আমাদের নিরাপদে মাটিতে নামবার কোন উপায় নেই। শুধু তাই নয়, আমাদের পাঁচজনের জন্য আছে মাত্র চারটি প্যারাস্যুট। তাই অনিচ্ছা সত্ত্বেও আমি চলে যাচ্ছি আগেই। কারণ, বুদ্ধিটা আমারই। বিদায়।"—বলেই চালক প্রবর একখানা প্যারাস্যুট কাঁধে ঝুলিয়ে বিমান থেকে লাফ মারলেন। এর পরে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট বললেন—" শুনুন সবাই, আমার বেঁচে থাকাটা স্বাধীন ও মুক্ত দুনিয়ার লোকেদের কাছে একান্ত দরকার। তাই বিদায়।" এই বলে প্রেসিডেন্টও একটা প্যারাস্যুট নিয়ে লাফ মারলেন। এবার সেই কৃষ্ণাঙ্গ নেতামশাই চেঁচিয়ে উঠলেন—"দেখুন আমিই এই পৃথিবীর সব চাইতে বড় কৃষ্ণাঙ্গ নেতা আর লক্ষ লক্ষ লোক আমার ভাষণ শুনবার জন্য হাঁ করে থাকে। তাই ভবিষ্যতের কথা ভেবে আমাকেও যেতে হচ্ছে। এই বলে নেতাপ্রবরও মারলেন বাইরে লাফ। এরপর দয়ালু পোপমশাই পাশের ছেলেটির দিকে তাকিয়ে বললেন—"দেখ বাছা, আমি অনেকদিন বেঁচেছি। এবার আমার প্রভুর কাছে ফিরে যাওয়ার সময় হয়েছে। তাই অবশিষ্ট যে একখানা প্যারাস্যুট পড়ে আছে, সেটা তুমিই নিয়ে প্রাণ বাঁচাও।"

বয় স্কাউট ছেলেটি কিন্তু এক গাল হেসে বলল—"পোপ মশাই এখনো আপনার সময় আসেনি। পৃথিবীর ঐ বিখ্যাত কৃষ্ণাঙ্গ নেতাটি প্যারা-স্যুটের বদলে আমার স্কুলের থলিটা নিয়েই লাফ মেরেছেন।

★ ★ ★

প্রথম মহিলা ঃ দেখ ভাই, আমার একটা অদ্ভুত ব্যাপার আছে, যতবারই আমি হাঁচি, ততবারই আমার পুরোপুরি দেহ মিলনের অনুভূতি হয়।

দ্বিতীয় মহিলা ঃ আহা বেচারী! তা এর জন্য কি করছ?

প্রথম মহিলা ঃ কেন নস্যি নিচ্ছি।

★ ★ ★

দুই ইংরেজ পর্যটক বেড়াতে বেড়াতে আফ্রিকার আদিমতম অঞ্চলে নরখাদকদের দেশে গিয়ে পড়েছেন। দুপুরে ঘুরতে ঘুরতে খিদে পেয়ে যাওয়াতে ওঁরা স্থানীয় গ্রামেরই একটি সরাইখানায় ঢুকে পড়লেন। ওয়েটার মেনুকার্ড দিয়ে গেলে ওঁরা সেটা পড়ে দেখলেন তাতে খাবারের তালিকা এইরকম ঃ—

স্প্যানিয়ার্ড ভাজা—৩/১২ ডলার।

ফরাসীর কাবাব—৪ ডলার।

ইটালিয়ানের সসেজ—১০ ডলার।

আরবের ঝোল—৩৩ ডলার।

পর্যটকরা ওয়াটারকে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন—"ওহে শোন আরবদের কে কী খেতে খুব বেশী সুস্বাদু ?"

"মোটেই নয়"—ওয়েটার জবাব দিল। "রান্না হয়ে গেলে সব মানুষের স্বাদই মোটামুটি এক রকম লাগে।"

"তাহলে আরবদের ঝোলের দাম এত বেশী কেন ?" এক পর্যটক আবার জিজ্ঞেস করলেন।

"দাম বেশী হবে না তো কি ?"—বিরক্তভাবে ওয়েটার বলে উঠল—"কখনো কোন আরবকে পরিষ্কার, সাফসুরোত করার চেষ্টা করেছেন ?

★ ★ ★

এক আরব কূটনীতিবিদ প্রথমবার আমেরিকায় গিয়েছেন। আমেরিকার বৈদেশিক দপ্তর তো তাঁকে খুব খাতির যত্ন করে এক পার্টি দিয়েছে। এদিকে আরব শেখটির তো অনভ্যস্ত আমেরিকান

খাবার খেতে খুব অসুবিধে হচ্ছে। তাই তিনি তাঁর নিজস্ব ভৃত্য আবদুলকে প্রায়ই এক গেলাস জল আনতে পাঠাচ্ছিলেন, আবদুলও ঠিক তা নিয়ে আসছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত একবার আবদুল খালি গেলাস নিয়ে ফিরে এল—জল ছাড়াই। শেখ সাহেব তো চটে লাল—চেঁচিয়ে উঠে বললেন—"এই আবদুল, উটের বেজন্মা বাচ্চা কোথাকার। জল কি হল ?"

আবদুল ভয়ে সাদা হয়ে গিয়ে কোনরকমে উত্তর দিল, "হুজুর, গোস্তাফী মাফ করবেন। যে কুয়োটি থেকে জল আনছিলাম এবার গিয়ে দেখি সে কুয়োটার ওপর একটা সাহেব বসে আছে।"

আবদুলের সত্যি দোষ ছিল না—সে আগে কখনো 'কমোড' দেখেনি!

★ ★ ★

শহরের শেরিফ মশাই দুর্ঘটনার জায়গায় পৌঁছে দেখলেন, তাঁর সহকারী একলাই একটা বুলডোজার থেকে নেমে আসছে। শেরিফ তাকে জিজ্ঞেস করলেন—"কি হে, ব্যাপারটা কি ঘটেছিল ?"

সহকারী উত্তর দিল—"আজ্ঞে স্যার মেক্সিকোর শ্রমিক ভর্তি একটা বাস নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে একেবারে ঐ পাহাড়টার ওপর থেকে গড়িয়ে পড়েছিল। আমি এতক্ষণ ধরে সব মৃতদেহগুলিকে কবর দিচ্ছিলাম—তা, কাজটা শেষ করে ফেলেছি।"

"বাঃ এই তো চাই। সত্যি তুমি কাজের ছেলে।"—খুশী মনে শেরিফ বললেন, "ইস্ কি বিচ্ছিরি দুর্ঘটনা—তা বাসের সবগুলো লোকই কি মারা গিয়েছে ?"

সহকারী খুব দুঃখিতভাবে ঘাড় নেড়ে জানাল—"হ্যাঁ স্যার। কয়েকটা লোক অবশ্য বলছিল যে তারা মরেনি। কিন্তু আপনি তো জানেন স্যার, এই মেক্সিক্যানগুলো কি রকম মিথ্যে কথা বলে !"

★ বিদেশী কৌতুক গাথা ★
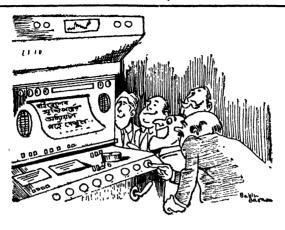
॥ কম্পিউটার ॥

নামকরা বৈজ্ঞানিকরা একটা কম্পিউটার যন্ত্র তৈরী করেন। বৈজ্ঞানিকরা প্রতীক্ষায় কি ফল বেরোয়! নির্দিষ্ট দিনে প্রশ্ন করা হলো কম্পিউটার-এ,—পৃথিবী সৃষ্টি হলো কিভাবে?

কম্পিউটার ঃ বাইবেলের সৃষ্টিপর্বের অধ্যায়টা পড়ে দেখুন…

১ম বৈজ্ঞানিক ঃ আমাদের বৈজ্ঞানিকদের মধ্যে মনে হয় কারোও বাইবেল পাঠ হয়নি?

২য় বৈজ্ঞানিক ঃ সেই জন্য মনে হয় এই….এই নির্দেশ!

★ ★ ★

বিচ্ছু ছেলেটি বলে ওঠে, 'ড্যাডি-মাম্মি, আমি এমন কিছু করতে পারি তোমরা কোনোদিনই তা আর পারবে না।'

—'তাই নাকি! সেটি কি বল তো, সোনামণি!'

—'আমি বড়ো হতে পারি, তোমরা আর পারবে না।'

★ ★ ★

তার পোষা বিড়ালটি সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে জনৈক ভদ্র-

মহিলা বলেছিলেন—'বিড়ালটিকে স্বাধীনতা ছাড়া সবকিছুই দিয়েছি আর স্বাধীনতা আমি পাইনি বলে ওকেও দিইনি।'

★ ★ ★

যাজক মহোদয়ের গৃহপালিত বিড়ালটি দুষ্টু ছেলেদের ফাঁদে পড়ে গুরুতর আহত হলো। গ্রামের এক শিক্ষকের ছিল মান্ধাতা আমলের এক গাদা বন্দুক। পুরুতমশাই তাঁকে ডেকে পাঠালেন। তিনি এসে বললেন,—'দেখছেন তো বেচারার অবস্থা। যন্ত্রণা থেকে ওকে মুক্তি দিন।'

কিন্তু পরের দিন রাতে যাজকালয়ের জানলার কাছে বিড়ালটিকে কাঁদতে দেখে যাজক মহোদয় তো অবাক। খোঁজ-খবর নিয়ে জানা গেল দুষ্টু ছেলেগুলো একটা সুস্থ বেড়ালকে বন্দুকের মুখে ঠেলে দিয়েছিল। তাদের যুক্তি হলো গুলিবিদ্ধ হয়ে মৃত্যুবরণে সুস্থ বেড়ালটি আহত বেড়ালটির চেয়ে কম যন্ত্রণা ভোগ করবে।

★ ★ ★

হবু এক শিল্পী বললেন,—'দুঃস্থদের সাহায্যে আমার আঁকা একটি ছবি দান করা উচিত।' তার বন্ধু বলে,—'পরিকল্পনাটি নিঃসন্দেহে মহৎ। দৃষ্টিহীনদের প্রতিষ্ঠানে দিচ্ছিস না কেন?'

★ ★ ★

ট্রেনে যাচ্ছিলেন এক ভদ্রলোক। জানলা দিয়ে ঝুঁকে পড়ে কি যেন দেখতে গিয়ে তাঁর একটি দস্তানা পড়ে গেল। তিনিও সঙ্গে সঙ্গে অপর দস্তানাটি জানলা গলিয়ে ফেলে দিলেন। অবাক হয়ে জনৈক সহযাত্রী তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন,—'দস্তানাটি ফেলে দিলেন কেন?' ভদ্রলোক বললেন,—'একটি তো আগেই পড়ে গিয়েছিল। অবশিষ্ট দস্তানাটি আমার কোনো কাজেই লাগবে না, তাই তাড়াতাড়ি ফেলে দিলাম। একই জায়গায় দস্তানা দুটি পেলে অন্য কারুর কাজে লাগবে।'

★ ★ ★

ছোট্ট মেয়েটি প্রথম স্কুলে গেছে। পরিবারের সকলেই উন্মুখ হয়ে আছেন কখন খুকু ফিরবে—শুনবেন তার কাছে প্রথমদিনের অভিজ্ঞতার বিবরণ। খুকু বাড়ি ফেরে। বলে,—'আমিই ক্লাসের সবচেয়ে সুন্দরী মেয়ে।' 'কে বলল রে?'—আত্মীয় পরিজন শুধান। 'কে

আবার বলবে ? আমিই বলছি। আমি ক্লাসে ছিলাম। অন্যদেরও তো দেখেছি।'

★ ★ ★

ষোল বসন্তের একগাছি মালা মেরি স্টোপ্‌সের সৌন্দর্যে একজন অভিভূত হয়ে পড়েছিলেন আর তাই মেরি অত্যন্ত প্রীত ও গর্বিত হয়ে পড়ে। বাবা তাকে ডেকে বললেন,—'লোকে তোর নয়, তোর তপ্ত যৌবনের স্মৃতিতে মুখর। ষোল বছর বয়সে মেয়েরা তো সুন্দর থাকবেই। যদি ষাট বছর বয়সেও এমন সুন্দরী থাকিস তাহলে অবশ্যই গর্ব করবি।' বাবার কথায় সস্মিত স্টোপ্‌সের মুখে অনির্বচনীয় এক সৌন্দর্য ফুটে উঠল।

★ ★ ★

বৃদ্ধ এক রুশ পাঁচ কন্যার জননীর সঙ্গে পরিচিত হয়ে মন্তব্য করেছিলেন,—'এতগুলি রমণীয় গ্রন্থের রচয়িতার সঙ্গে আলাপ করার সুযোগ পেয়ে আমি আনন্দিত।'

★ ★ ★

ছোট্ট ছেলেটি (গভার্নেসের প্রতি): ইজাবেল, সত্যিই তুমি সুন্দরী—এমন কি হাই তুললেও তোমায় কত সুন্দর দেখায়!

★ ★ ★

বিষয়টি যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ হলেই গাম্ভীর্য শোভা পায়। বাঁদরের চেয়ে অধিকতর স্বভাবগম্ভীর আর কেউই নেই—চুলকায় বলেই তার এই ভারিক্কি ভাব।

★ ★ ★

প্রখর বুদ্ধিধর এক লেখক কোন একটি পত্রিকায় ধারাবাহিক অসঙ্গত একঘেঁয়ে একটি আলোচনা পড়তে পড়তে বিরক্ত হয়ে আকস্মিক ইতি টানার উদ্দেশ্যে এই চিঠিখানি পাঠিয়েছিলেন সম্পাদকের দপ্তরে—'মহাশয়, আমার বাড়িতে দশ ইঞ্চি মধ্যে ছাঁদা কালো রঙের একটি চাকা আছে—সেটি কি রেকর্ড?'

★ ★ ★

জনৈক বিশপ মহোদয় সস্ত্রীক য়ুরোপ ভ্রমণে বেরিয়েছিলেন। রীতি অনুসারে বিশপের স্ত্রী কিন্তু স্বামীর পদবী গ্রহণ করেন না। রেজেস্ট্রি খাতায় আউচটারমুচটির বিশপ এবং মিসেস স্মিথ নাম লিখে তাঁরা সেভিলির এক হোটেলে উঠলেন। ম্যানেজার বিশপকে আড়ালে ডেকে

ফিসফিস করে বললেন,—'স্পেনে পরস্ত্রীর কাছে রাত্রিবাসের জন্য কোন হোটেলে উঠলে আমরা প্রকৃত পরিচয় গোপন রাখি—এসব ব্যাপার যেন জানাজানি না হয়ে যায় সেইজন্যে।'

জনৈক পুরোহিত নৈশাহারের সময়ে গ্রীক ভাষায় বিড়বিড় করে কি যেন সব বলছিলেন। যে মহিলাটি তাঁর পাশে বসেছিলেন, তিনি বললেন,—'আপনি কি বলছেন?' পুরোহিত বললেন,—'সে-সব কথা কোনো মেয়েকে বলা যায় না।' মহিলার মুখ লাল হয়ে ওঠে। পুরোহিত বলেন, 'দয়া করে আর কিছু জিজ্ঞেস করবেন না।' আসলে তিনি দর্শনের অচিন্তনীয় ভাবাদর্শের বিষয় কিছু বলেছিলেন আর কি।

★ ★ ★

'ক্যাথলিক যাজকেরা বিয়েও করেন না আর তাঁদের ছেলেপিলেও নেই অথচ কেন যে লোকেরা তাঁদের ফাদার বলে ভেবে পাইনে'—একজন বয়স্কা আইরিশ মহিলা এই মন্তব্য করেছেন।

★ ★ ★

একজন পশ্চিমী পুস্তক বিক্রেতা শিকাগোর এক প্রকাশকের কাছে (ডিন ফারয়ারের লেখা) 'সিকার্স অফটার গড'—এক ডজন সত্বর পাঠানোর অনুরোধ করে একটি চিঠি লিখলেন। উত্তরে শিকাগোর প্রকাশালয় থেকে একটি তারবার্তা এলো তাঁর কাছে। তাতে লেখা ছিল—'শিকাগো কিংবা ন্যুয়র্কে ঈশ্বর অনুসন্ধানী কেউ নেই। আপনি বরং ফিলাডেলফিয়াতে একবার খোঁজ করে দেখতে পারেন।'

★ ★ ★

অন্য এক আইরিশ মহিলা প্রথমবার ব্যাগপাইপ বাজনা শুনে মন্তব্য করেছিলেন,—'ভগবানকে অশেষ ধন্যবাদ, বাজনাগুলো কোনো গন্ধ ছড়ায় না।'

★ ★ ★

বিশিষ্ট এক ভদ্রলোকের বাড়ি ডিনার-পার্টির অনুষ্ঠান শেষে, জনৈক অতিথি—পেশায় চিকিৎসক—গির্জা সংলগ্ন সমাধি-প্রাঙ্গণে মন্থর পদচারণা করছিলেন। তাঁকে সেখানে দেখে একজন বলে ওঠেন, —'ডঃ রবিনসন, আপনি এখানে?' অন্য এক অতিথি সঙ্গে সঙ্গেই মন্তব্য

করেন,—'তাঁর কয়েকজন পুরানো রোগীকে দেখার জন্যেই ডাক্তারবাবু বোধহয় এখানে এসেছেন।'

★ ★ ★

কোনো এক উদ্ধত যুবকের প্রিয় কুকুরটি এক আইরিশ ভদ্রলোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ভদ্রলোক কুকুরটির বংশ পরিচয় জানতে চাইলে যুবকটি অভদ্রোচিত এই নগ্ন মন্তব্য করে,—'আইরিশ ভদ্রলোক আর বাঁদরের মিলনে এটির জন্ম।' আইরিশ ভদ্রলোকটি যুবকের দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে থেকে অবশেষে বললেন,—'তাহলে আমাদের দুজনার সাথেই আত্মীয়তার সূত্রে এটি আবদ্ধ!'

★ ★ ★

পরবর্তী সাধারণ নির্বাচনের সম্পূর্ণ ফলাফল আত্মসাৎ করবার জন্যেই ক্রেমলিনে চোর ঢুকেছিল।

★ ★ ★

'**সিমসন**, বলতে পার, রাজা আর রাষ্ট্রপতির পার্থক্য কি?'

—'হ্যাঁ মশাই, বলতে পারি। রাজা হলেন গিয়ে পিতার পুত্র আর রাষ্ট্রপতি তা নন।'

★ ★ ★

আগের দিন দোকান থেকে জিনিস কিনেছিল মেয়েটি। পরের দিন দোকানে এল সে—একা নয়, তিরিক্ষি মেজাজটাকে সঙ্গে নিয়ে। বললে,—'কাল একেবারে পচা মাল গচিয়ে দিয়েছেন। এত বড়ো দোকান—এদিকে দু নম্বরি মালে ঠাসা!' দোকানী শুধায়,—'আপনাকে যে জিনিস দিয়েছিল সে ছোকরার মাথাভর্তি কালো চুল আর দেখতে খুব সুন্দর?' তরুণী খেঁকিয়ে ওঠে,—'মোটেই না। তার মাথাভর্তি টাক আর আপনার মতোই হোঁৎকা।'

★ ★ ★

যুবকটি মেয়েটিকে তার মোটরে উঠতে অনুরোধ করলে মেয়েটি স্বীকৃত হলো। একটু হেসে সুশ্রী সুবেশা সেই তরুণী বলে,—'তাড়াতাড়ি আমায় হাসপাতালে নিয়ে চলুন।'

★ ★ ★

সুদর্শন এক যুবক কোনো এক বিত্তশালিনী রূপসী মহিলার প্রেমে পড়েছিল। কুড়ি বসন্তের একগাছি মালা প্রেয়সীর জন্মদিনে সে কুড়িটি তাজা রক্তগোলাপ এনে দেবে—প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল।

দোকানদার ভাবল 'এ বেশ শাঁসাল মাল। অসময়ে এত পয়সা খরচ করে গোলাপ কিনছে। ফুলগুলিও চড়া দামে একে গচিয়েছি—দশটা গোলাপ বরং বেশি দিয়ে দিই। খুশী হয়ে এ তাহলে প্রায়ই আসবে গোলাপ কিনতে।'

★ ★ ★

বিবাহ নিঃসন্দেহেই এক রোমান্স যার প্রথম পরিচ্ছেদেই নায়কের মৃত্যু ঘটে।

★ ★ ★

দশটি ছেলেমেয়েকে নিয়ে এক মহিলাকে বাসে উঠতে দেখে বিস্মিত হয়ে পরিচালক প্রশ্ন করে,—'আপনি কি ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে পিকনিকে চলেছেন?' মহিলা গর্বের সঙ্গে বললেন,—'না, আমি এদের মা।'

★ ★ ★

কাদা-মাখা জুতোয় বাবাকে বৈঠকখানায় ঢুকতে দেখে পাঁচ বছরের মেয়ে হিলদা বলে,—'আমি দুটো বিয়ে করব। আমার একজন বর জুতোয় কাদা মেখে বাগান করবে আর একজন পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হয়ে আমার সঙ্গে গল্প করবে।'

★ ★ ★

অক্সফোর্ডের এক ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্যের অধ্যাপক একটি কাফেতে ঢুকে ডুমুর ফল আর দুধের সরের অর্ডার পেশ করলেন। পুরু সর মাখানো এক ডিশ ডুমুর নিয়ে পরিচারিকা আসার সঙ্গে সঙ্গেই অধ্যাপক অত্যন্ত উত্তেজিত হয়ে বলে ওঠেন,—'আমি ডুমুর ফল আর সর আনতে বলেছিলাম। এ তুমি কি নিয়ে এসেছ?' থতমত খেয়ে পরিচারিকা বলে,—'আমি তো তাই এনেছি।'

—'না, তা আননি তুমি এনেছ সর মাখানো ডুমুর। একজন মহিলা আর শিশু আর পেটে শিশু মহিলা কি এক হলো?'

★ ★ ★

জনৈকা ইংরেজ রমণী মাদ্রাজের পাখা-টানা একটি লোকের প্রতি প্রীত হয়ে বলেছিলেন,—'পাখা টানতে তোমার কত কষ্ট হয়। অন্য কোনো ভাল কাজ করনা কেন?' লোকটি উত্তর দেয়,—'আমার বাপ-ঠাকুর্দা পাখা টানতেন আর চল্লিশ লক্ষ বছর ধরে আমার পূর্ব-পুরুষেরা পাখাই টেনে এসেছেন। আরও আগে আমাদের বংশের

প্রতিষ্ঠাতা অত্যন্ত সম্মানজনক কাজ করতেন—তিনি বিষ্ণুর পাখা টানতেন।'

★ ★ ★

প্রথম দিন ছেলেটি তার মার সঙ্গে স্কুলে এল। মা মাস্টার মশায়কে বললেন,—'আমার ছেলেটি খুবই দুরন্ত কিন্তু অত্যন্ত স্পর্শ-কাতর। তাকে শাস্তি দিতে চাইলে পাশের ছেলেটিকে যত খুশী মারবেন, আর ভয় পেয়ে দেখবেন সে কেমন শান্ত হয়ে বসে থাকবে।'

★ ★ ★

একটি বই দেখে লিখলে তা হয় চুরি, আর তিনটি বই থেকে নকল করলে তা হয় গবেষণা।

★ ★ ★

'মশাই গত রাতে আপনি নিরাপদে বাড়ি পৌঁছাতে পেরেছিলেন তো?'—বাস কনডাক্টর মদ্যপ এক ডেলি-প্যাসেঞ্জারকে জিজ্ঞেস করে—'নিরাপদে পৌঁছাব না কেন?'

—'কাল রাতে আপনি যখন একজন মহিলাকে আসন ছেড়ে দেওয়ার জন্যে উঠে দাঁড়িয়েছিলেন তখন বাসে সেই মহিলা আর আপনি ছাড়া আর কোনো যাত্রী ছিলেন না।'

★ ★ ★

'শোন, তুই এক কাজ কর, ডাক্তার-বদ্যি ছেড়ে প্রচুর শাক-সব্জি আর জল খা দেখবি সুস্থ হয়ে উঠবি'—অসংযমী এক বন্ধুকে উপদেশ দেয় আর এক বন্ধু।

—'বলিস কি! পশুর মতো ঘাস-পাতা খাব আর মাছের মতো জল খাব।'

★ ★ ★

উঠতি এক ধনকুবের একটা বইয়ের দোকানে গিয়ে বললেন, 'শেকস্‌পীয়র, গ্যেটে, এমারসনের সম্পূর্ণ রচনাবলী পাঠিয়ে দেবে আর পড়ার মতো কিছু বই।'

★ ★ ★

টনসিল অপারেশনের পর বাড়ি ফিরে এসে জনি তার মাকে বলেছিল,—'হাসপাতালে সাদা আলখাল্লা পরা ভগবান এসেছিল।' আসলে তাকে পরীক্ষা করার সময় একজন নার্স ডাক্তারকে বলেছিলেন,—'হায়

ভগবান! ছেলেটির গলা দেখুন—মনে হচ্ছে অপারেশন ছাড়া আর গত্যন্তর নেই।'

★ ★ ★

ছোট্ট একটি ছেলে। হাতের মুঠো দুটি তার বাদামে ভর্তি। বৃদ্ধা এক মহিলাকে সে জিজ্ঞেস করে,—'ঠাকুমা, তুমি বাদাম চিবুতে পার?' তিনি বললেন,—'না বাছা, দাঁতগুলো সব পড়ে গেছে কতো কাল আগে!' ছেলেটি বলে,—'তাহলে বাদামগুলো একটু ধর, আমি আর কিছু বাদাম নিয়ে আসি।'

★ ★ ★

স্বামী-স্ত্রীর দৃঢ় বিশ্বাস ছোট্ট জিমি তাঁদের বিশ্রম্ভালাপের বিন্দু বিসর্গও বুঝতে পারবেন না। কিন্তু বিচ্ছু ছেলে জিমি সহসা বলে ওঠে,—'মা, তোমরা কি সব অসভ্য অসভ্য কথা বলছ—ফরাসী ভাষায় বললে না কেন, তাহলে আমি বুঝতে পারতাম না।'

★ ★ ★

গাড়ি কখন ছাড়বে আর আনুষঙ্গিক আরও কিছু প্রশ্ন করে এক তোতলা। কিন্তু সীটে বসা ভদ্রলোকটি তার কোনো উত্তর না দেওয়ায় কৌতূহলের আতিশয্যে এক ভদ্রমহিলা ভদ্রলোকটিকে জিজ্ঞাসা করলেন, —'মশাই, আপনি ওর প্রশ্নের কোনো উত্তর দিলেন না কেন?' এবং বোঝা গেল ভদ্রলোকটি আরও বিশ্রীরকমের তোতলা।

★ ★ ★

অধিবিদ্যার অধ্যাপকের নীরস জ্ঞানগর্ভ বক্তৃতায় শ্রোতাদের প্রাণ ওষ্ঠাগত। হাঁচি-কাশি, শোরগোল, চেঁচামেচি, নাচানাচির শব্দে কানে পুঁজ গড়াবার উপক্রম। বাধ্য হয়ে অধ্যাপক কিছুক্ষণ চুপ করে থাকেন। একটু পরেই তিনি ঘোষণা করেন,—'ধৈর্য ধরুন, আর একটি মুক্তা।' তাঁর প্রতিশ্রুতিতে সকলে শান্ত হলো। বলা বাহুল্য মুক্তাটি আর কিছুই নয়—অধিবিদ্যার অবশিষ্ট আলোচনাটুকু।

★ ★ ★

বি, বি, সির এক উচ্চপদস্থ কর্মচারী অবসর-বিনোদনে মনোরঞ্জনে, সংবাদ-পরিবেশনে বেতারের উজ্জ্বল ভূমিকার আলোচনা প্রসঙ্গে মন্তব্য করলেন,—'বাস্তবিক রেডিও এক যুগান্তকারী আবিষ্কার।' সঙ্গে সঙ্গে একজন বলে ওঠেন,—'রেডিও নয় মশাই—স্যুইচই হলো সত্যি-

কারের আবিষ্কার কেননা সুইচ না টিপলে রেডিও বাজে না।'

★ ★ ★

যুবক হলেন তিনি যাঁকে কোনো মহিলা সুখী বা অসুখী করতে পারেন। প্রৌঢ় হলেন তিনি যাঁকে কোনো মহিলা কেবলমাত্র সুখীই করে থাকেন—অসুখী নয়। আর বৃদ্ধ হলেন তিনি যাঁকে কোনো মহিলা সুখী বা অসুখী কোনো কিছুই করতে পারেন না।

[ঋণ স্বীকার : Lughter & Applause. Compiled by Allan M. Laing.]

★ ★ ★ ★

★ বিখ্যাত জনের বিচিত্র কথা ★

॥ দুটো টিকি ॥

শশধর তর্কচূড়ামণি (১৮১৫—১৯২৪) বঙ্কিমচন্দ্রের যুগে হাঁচি, টিকটিকি ইত্যাদির সম্পর্কে হিন্দুদের যে সংস্কার আছে তার নানা বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দিয়ে নানা জায়গায় বক্তৃতা করে বেড়াতেন। বঙ্কিম-চন্দ্রের তিনি ছিলেন প্রতিপক্ষ। নানা সময়েই ধর্ম নিয়ে বঙ্কিমের সঙ্গে তাঁর বিরোধ বাধত। একবার অন্তরঙ্গ জনের কাছে শশধর সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্র নাকি মন্তব্য করেছিলেন—'পণ্ডিতমশায়ের একটার বদলে দুটো টিকি রাখা দরকার! কারণ ওঁর মতে টিকির সাহায্যে ওঁর দেহে আকাশের বিদ্যুৎ শক্তি সঞ্চারিত হয়। কিন্তু আধুনিক বিজ্ঞান বলে বিদ্যুতের জন্যে দুটো তার দরকার—একটা নেগেটিভ আর একটা পজেটিভ। তাই একটা টিকিতে হবে কেন?

॥ কে আসল? ॥

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৯৯-১৯৭০) ছিলেন বোম্বাই প্রবাসী বিখ্যাত বাঙালী লেখক। একবার বোম্বাই থেকে ট্রেনে কলকাতায় আসছেন, শুনলেন এক সহযাত্রী বলছেন: আপনারা মশাই আমাকে একটু জায়গা দিতে চাইছেন না, জানেন আমি কে? আমার নাম শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়। আমার উপন্যাস নাটক পড়েনি এমন পাঠক খুব কম আছে—এই পর্যন্ত বলে ভদ্রলোক অবজ্ঞা ভরে নিরীহ দর্শন, বৃদ্ধ শরদিন্দুবাবুর দিকে তাকালেন, বললেন—কি মশায়, শরদিন্দু বাড়ুয্যের নাম শুনেছেন?

শরদিন্দু ঃ (মৃদু কণ্ঠে)—আজ্ঞে, শুধু নাম শুনিনি ঐ লেখকের সঙ্গে আমার অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ আলাপ আছে। বলতে পারেন তাঁকে সঙ্গে নিয়েই কলকাতায় যাচ্ছি—এই কথা বলে কলকাতা থেকে তাঁকে লেখা এক প্রকাশকের চিঠি অন্য সহযাত্রীদের বার করে দেখালেন। তারপর মৃদু হেসে বললেন—আজ্ঞে, আমারও নাম শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়।

এরপর অপ্রস্তুত ভদ্রলোকটি পরের স্টেশনে নেমে পালিয়ে বাঁচলেন।

॥ মহামোগল কাব্যে ॥

শান্তিনিকেতনে এক প্রবীণ ভদ্রলোক একবার একটি বিশাল আকারের বাঁধানো খাতা নিয়ে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা করতে এলেন; কুশল বিনিময়ের পর রবীন্দ্রনাথ তাঁর আগমনের উদ্দেশ্য জানতে চাইলে তিনি একটু হেসে বললেন ঃ গুরুদেব, আপনি তো মহাকাব্য লেখেন না, আমি তাই মোগলযুগের ইতিহাস নিয়ে 'মহামোগল কাব্য' নামে একটি মহাকাব্য লিখেছি। ঐ কাব্যটি আপনাকে দিয়ে একটু সংশোধন করিয়ে নিতে চাই। এই বলে খাতাখানা রাখলেন টেবিলের ওপর।

রবীন্দ্রনাথ গম্ভীরভাবে হাত বাড়িয়ে প্রায় হাজার পৃষ্ঠার খাতাখানি তুলে নিলেন। তারপর দু'চার পাতা উল্টে দেখার পর প্রশ্ন করলেন ঃ 'এই কাব্য ছাপার অর্থ দেবে কে?'

কবি ভদ্রলোক ঃ আজ্ঞে, আপনাদের আশীর্বাদে অর্থের আমার অভাব নেই, তাছাড়া আপনি একটা প্রশংসাপত্র লিখে দিলেই প্রকাশকের অভাব হবে না।

রবীন্দ্রনাথ ঃ আমি বলি কি, ঐ মহাকাব্য ছাপতে যে অর্থ ব্যয় করবেন সেটা গরীবদের দান করে দিন। তাহলে আপনার যশ বেশি হবে।

কবি ঃ সে কি কথা?

রবীন্দ্রনাথ ঃ ঠিকই বলেছি। এ কাব্য ছাপলে আপনার অর্থ তো জলে যাবেই, রসিকমহলে মহা অনর্থ বেধে যাবে।

॥ জল ফুরিয়ে এসেছে ॥

শেষ জীবনে অর্শ রোগের যন্ত্রণায় রবীন্দ্রনাথ মাঝে মাঝে উবু হয়ে বসে লিখতেন, চেয়ারে বসতে পারতেন না। একদিন এক তরুণ ভক্ত রবীন্দ্রনাথকে ঐ কষ্টকর ভঙ্গীতে বসে লিখতে দেখে বললেন ঃ গুরুদেব! আপনি তো কখনো এইভাবে লেখেন না, ব্যাপারটা কি?

রবীন্দ্রনাথ : (ছদ্ম গম্ভীর্যে) বুঝলে না হে, এই বয়সে প্রতিভার তোলা জল প্রায় ফুরিয়ে এসেছে তাই এইভাবে কাত না করলে আর পদ্য বার হয় না।

॥ দুঃসহ সম্পাদক ॥

নবপর্যায় 'বঙ্গদর্শনে'র সম্পাদনার দায়িত্ব নিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ ; সেই সময় ঐ পত্রিকার সহ-সম্পাদক ছিলেন বঙ্কিমচন্দ্রের ভাইপো : তাঁর দাপটে লেখকেরা অনেকেই তটস্থ হয়ে থাকতেন। একদিন এক তরুণ লেখক রবীন্দ্রনাথের কাছে এসে বললেন : রবিবাবু, আপনার এ্যাসিস্ট্যাণ্টটি বড় বেশি খবরদারি করে, তা আপনি ওকে এত লাই দেন কেন ?

রবীন্দ্রনাথ : (ছদ্ম গাম্ভীর্যে) আরে, ও কাগজে কলমে সহ-সম্পাদক কিন্তু তোমাদের কাছে দুঃসহ সম্পাদক।

॥ মশার দাপট ॥

এককালের বিখ্যাত ফুটবল খেলোয়াড় সন্তোষকুমার বসুর (১৮৯০-১৯৭০) ডাকনাম ছিল 'মশাবাবু'। তিনি ক্রিকেট এবং হকি খেলাতেও ছিলেন দক্ষ। কুমারটুলি ক্লাবের হয়ে তিনি একবার ফোর্ট উইলিয়মের গোরাদের সঙ্গে খেলছেন। তার ধাক্কায় ছ'ফুট লম্বা একটি গোরা খেলোয়াড় ছিটকে পড়লে সাহেব রেফারী ছুটে এসে জিজ্ঞেস করেন, What is your name ?

এক সহ-খেলোয়াড় সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিল—হি ইজ মস্কিউটো স্যার, মস্কিউটো ? সাহেব রেফারী তো হতভম্ব !

॥ মদের নেশা ॥

নাট্যাচার্য শিশিরকুমার ভাদুড়ী ডাক্তারের পরামর্শে শেষ বয়সে মদ খাওয়া একেবারে ছেড়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর বন্ধুরা সবাই তা জানতেন না। একবার এক বন্ধুর বাড়ী বেড়াতে গিয়ে তিনি দেখেন টেবিলের উপর S. K. B. নাম লেখা একটি টনিকের বোতল রয়েছে। শিশিরবাবু বন্ধুকে বললেন : এটা কে খায় ?

বন্ধু : এখন আমি খাচ্ছি। আপনিও খেতে পারেন, কারণ ১০% এ্যালকোহল এতেও আছে।

শিশিরবাবু : না ভাই, এই S. K. B. খেলে তোমার সামনে দাঁড়ানো S. K. B-র (শিশির কুমার ভাদুড়ী) মদের নেশা চেগে উঠবে।

★ ★ ★ ★

★ পতি-পত্নী সংবাদ ★

বুলা তার বান্ধবীকে : বিয়ের পর থেকেই দেখছি তুই মাথায় আর সকলের মত লাল সিঁদুর দিস্ না, তার বদলে লাগাচ্ছিস সবুজ আবীর, ব্যাপারটা কি বল্ তো ?

বান্ধবী সলজ্জভাবে : ভাই, ও তো ট্যাক্সি চালায়, তাই এমন বদ অভ্যাস হয়ে গেছে যে লাল কিছু দেখলেই লাল ট্রাফিক সিগনাল ভেবে থমকে দাঁড়ায়, আর এগোতে চায় না···তাই বাধ্য হয়েই সবুজ আবীর কপালে লাগিয়েছি !

★ ★ ★

মিঠু : হ্যারে, যে স্বামী স্ত্রীর কথামত চলে তাকে এক কথায় বলা হয় 'স্ত্রৈণ' ! কিন্তু যে স্ত্রী স্বামীর কথামত চলে তাকে কি বলে রে ?

ভোম্বল : অভিধানে তেমন কোন শব্দই নেই !

মিঠু : কেন নেই বল্ তো ?

ভোম্বল : কারণ এ পর্যন্ত স্ত্রৈণ স্বামীরাই বা ছেলেরাই যে অভি-ধান সংকলন করে এসেছে !

★ ★ ★

নীরার স্বামী অকালে দুর্ঘটনায় মারা গেছে। মীরা এসেছে সমবেদনা জানাতে।

মীরা : ভাই, তোর স্বামী ছিল আমার স্বামীর ঘনিষ্ঠ বন্ধু, তার ভালবাসার স্মৃতি বহন করছে এমন একটা কিছু আমাকে দিবি, আমি সারা জীবন সযত্নে রেখে দেব।

নীরা : আমিই ছিলাম ওর সবচেয়ে প্রিয়, আমাকেই ভাই বরং ····· !

★ ★ ★

ভোম্বল : হ্যারে মিঠু শুনলাম তুই নাকি তোদের বিবাহ বার্ষি-কীতে তোর দজ্জাল বউকে ধার দেনা করে একটা গাড়ি কিনে দিচ্ছিস, তা ব্যাপারটা কি !

মিঠু ঃ বিনা লাইসেন্সে ও-ই গাড়িটা নিজে চালাবে……তার পরিণামটা আমার পক্ষে মন্দ হবে না।

★ ★ ★

মিঠু ঃ বিয়ের পর ভোম্বল তুই হঠাৎ মিলিটারিতে চলে যেতে চাইছিস্ কেন ?

ভোম্বল ঃ যখন বউ ঘরে আসেনি তখন আমি সৈনিক হওয়ার স্বপ্ন দেখতাম, যুদ্ধ—হানাহানি ভালো লাগতো !

মিঠু ঃ কিন্তু বিয়ের পর ?

ভোম্বল ঃ এখন আমার দৃষ্টিভঙ্গি বদলেছে, এখন শান্তি চাই, তাই ঘর ছেড়ে সৈন্য দলে নাম লিখিয়েছি।

★ ★ ★

ভোম্বল ঃ বুঝলি, আমার অ্যালার্ম-ঘড়িটা এতকাল বাদে আজ ঠিক সময়ে আমার ঘুম ভাঙাতে পারলো।

মিঠু ঃ সে কি ! কি করে ?

ভোম্বল ঃ অ্যালার্ম বাজতেই প্রথমে ঘুম ভাঙলো আমার নতুন বউ-এর, কাঁচা ঘুম ভাঙলে ওর তো আর জ্ঞান থাকে না, তাই ঐ ঘড়িটা দিয়েই এক বাড়ি বসিয়ে দিল পাশে শুয়ে থাকা আমার মাথায় ! চমকে জেগে উঠলাম !

★ ★ ★

মিলি : বুঝলি ছেলেগুলো এক একটা জানোয়ার…অসভ্য…তা তুই তেমন একটা ছেলেকে শেষ পর্যন্ত….

লিলি ঃ আমি ভাই জন্তু জানোয়ার পুষতে খুব ভালবাসি !

★ ★ ★

স্বামী ঃ তুমি ফের যদি এভাবে আমাকে হেনস্তা কর তবে আমি নির্ঘাৎ আত্মহত্যা করব !

স্ত্রী : দ্যাখো, যে প্রতিশ্রুতি রাখার মুরোদ তোমার নেই, তেমন কথা খামোখা বলবে না !

—যে ডিভোর্সি মেয়ে দ্বিতীয় বিয়ের পর স্বামীর কাছে অনবরত আগের পক্ষের স্বামীর গল্প করে তাকে সহ্য করা যায় ?

—যায়, কারণ তেমন মেয়েও আছে, যে স্বামীর কাছে তার ভাবী

স্বামী কেমন হবে কেবল সেই কথাই শোনায়।

★ ★ ★

স্ত্রী মাঝ রাতে ঘুমন্ত স্বামীকে : ওগো, মিট্‌সেফে একটা ইঁদুর ঢুকে খুটখাট করছে।

স্বামী, পাশ ফিরে শুয়ে : ওটাকে ওখানে থাকতে দাও, ও ব্যাটা উপোস করে ওখানেই মরবে, কারণ তোমার ঘরে তো সব বাড়ন্ত!

★ ★ ★ ★

★ থানা থেকে আদালত ★

থানায় দারোগার কাছে কনস্টেবল : স্যার, চৌরাস্তার মোড়ে কয়েকটা মস্তান মিলে ছিনতাই করছিল, একজনকে পাকড়াও করেছি।

দারোগা : তা, কোন্ ব্যাটা ধরা পড়লো?

পুলিশ : যার সর্বস্ব ছিনতাই হয়ে গেছে তাকেই থানায় এনেছি স্যার!

★ ★ ★

ট্রাফিক পুলিশ মোটর চালককে : ওকে এক ধাক্কায় একেবারে মাটিতে পেড়ে ফেলেছো। জানো এর শাস্তি কি?

মোটর চালক : বিশ্বাস করুন স্যার, আমি ওকে ধাক্কাই মারিনি, ও হঠাৎ গাড়ির সামনে এসে যাওয়ায় শুধু জোরে ব্রেক কষেছিলাম, তাতেই লোকটা ভয়ে অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেল! এখন কি করি বলুন তো?

★ ★ ★

বিচারক (কাঠগড়ায় দাঁড়ানো পূর্ব পরিচিত দাগী পকেটমার ও চোরকে) : কি হে আবার ধরা পড়েছো?

চোর : হ্যাঁ, হুজুর।

বিচারক : তো এবার আনলো কি সে?

চোর : দু'জন পুলিশ এনেছে, হুজুর।

বিচারক : আরে বাবা! সেটা তো জানি, আমি জিজ্ঞেস করছি, এবার কার পকেট কেটেছো?

চোর ঃ ঐ দুজন পুলিশেরই হুজুর।

★ ★ ★

অভিযুক্ত আসামী জজকে ঃ হুজুর, আমাকে সাজা দেবার আগে খালি আর কয়েকটা দিন সময় দিন, তা হলে আমি যে নির্দোষ সে কথাটা প্রমাণ করতে পারব।

জজ ঃ বেশ তো!......তোমাকে বারো বছর সময় দিলাম...... (পুলিশকে) এবার পরের আসামীকে নিয়ে আসুন!

★ ★ ★

জজ ঃ আপনি কৌশিকবাবুকে ফোনে অপমানসূচক কথা বলেছেন?

অভিযুক্ত ঃ রাগের মাথায় বলে ফেলেছি হুজুর।

জজ ঃ তা আপনি কি তার জন্যে ক্ষমা চাইতে রাজি, না আমি এক মাসের কারাদণ্ড দেব?

অভিযুক্ত ঃ হুজুর ক্ষমাই চাইব!

জজ ঃ ঠিক আছে টেলিফোনের কাছে যান, ক্ষমা চেয়ে নিন।

অভিযুক্ত টেলিফোনের কাছে গিয়ে ঃ হ্যালো কৌশিক বলছো? আমি কিরণ।

কৌশিক (টেলিফোনের ওপ্রান্তে) ঃ কি ব্যাপার। কোথা থেকে বলছো?

অভিযুক্ত ঃ আদালত থেকে ভাই, তা গতকাল রাগের মাথা তোমায় আমি 'জাহান্নামে যাও' বলে গালি দিয়েছিলাম...তাই না?

কৌশিক ঃ (রেগে) বলেছিলেই তো।

অভিযুক্ত ঃ ঠিক আছে ভাই, তোমাকে আর জাহান্নামে যেতে হবে না, আমি কথা ফিরিয়ে নিচ্ছি।

★ ★ ★

জজ দাগী পকেটমারকে ঃ এতকাল ধরে কোন মানুষের কোন উপকারই কি করনি তুমি?

পকেটমার ঃ করেছি তো হুজুর, আমার জন্যে এক গণ্ডা গোয়েন্দার চাকরি হয়েছে....যারা আমার পেছনে ফেউ-এর মত লেগে থাকে।

★ ★ ★

বিচারক ঃ (বিবাহ বিচ্ছেদ) প্রার্থী স্বামীকে ঃ ও মশাই, আপনার

প্রতিবেশীরা যে বলছেন আপনাকে নাকি আপনার স্ত্রীর কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন করাই এক কঠিন কাজ, তবে···

স্বামী : যথার্থ কথা হুজুর, ও যখন আমার চুলের মুঠি চেপে ধরে তখন সাত-আট জন লোক মিলে টেনেও ওকে ছাড়াতে পারে না।

★ ★ ★

উকিল মক্কেলকে : মশাই, আপনার কেসটা বেশ জটিল, একা আমি সামলাতে পারব না, আরও দু'জন উকিলকে সহযোগী হিসেবে দরকার···তা' তেমন মাল কড়ি আছে তো।

মককেল : আজ্ঞে, তার বদলে একজন ভালো সাক্ষী ভাড়া করলে চলে না।

★ ★ ★

জজ চোরকে : পুরনো কাপড় ভর্তি সুটকেশটা ফেলে রেখে তুমি নতুন প্যান্ট জামার প্যাকেটটা শুধু চুরি করলে কেন?

চোর : আজ্ঞে, আপনার সামনে ছেঁড়া, ময়লা জামা প্যান্ট পরে এসে দাঁড়াতে চাই না বলে।

★ ★ ★

জজ চোরকে : কি ব্যাপার, এই নিয়ে এক বাড়িতে তুমি পাঁচ পাঁচ বার চুরি করতে গেলে? দেশে কি আর বাড়ি ছিল না?

চোরার : যথার্থ হুজুর, চুরি করার মত বাড়ি ক্রমেই কমে আসছে।

★ ★ ★ ★

গ্রীস দেশে কমেডি বা কমিক, নিছক ভাঁড়ামি, ফার্স ও হাস্যরসের যোগান ছাড়া আরো কিছু সামাজিক উদ্দেশ্য সাধনে ব্যবহৃত হতো।

★ ★ ★ ★

★ মহাজন রঙ্গ-কথা ★

॥ ফেরার ভাড়া ॥

'পথের পাঁচালী'র প্রখ্যাত লেখক বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৯৪-১৯৫০) ছিলেন সাদাসিধে ও মিতব্যয় প্রকৃতির। সভা সমিতিতে ডাকলে খুশি মনে যেতেন।

একবার বিহার থেকে একদল বাঙালী যুবক এসেছেন তাঁকে একটি সাহিত্যসভায় আমন্ত্রণ জানাতে। বিভূতিভূষণকে সভাপতিত্ব করতে হবে। বিভূতিভূষণ তো রাজি হয়ে গেলেন। তখন যুবকরা তিরিশটা টাকা তাঁর হাতে দিয়ে বল্লেন: 'স্যার, এখন তো আপনার স্কুলের ছুটি, তাই একটু বেড়িয়ে আসাও হবে, আর এই টাকাটা ট্রেন আর ট্যাক্সি ভাড়া হিসেবে রাখুন, এতে কুলিয়ে যাবে।'

বিভূতিবাবু টাকাটা পকেটে ভরে অমায়িকভাবে হাসলেন।

যুবকেরা যখন চলে যাচ্ছেন তখন বিভূতিবাবু একটু খাঁকারি দিলেন, দিয়ে বল্লেন: 'ভাই, তোমরা তো আমার রাহা খরচটা দিয়ে গেলে না, এতটা পথ ট্রেনে বাসে যেতে খরচ তো মন্দ হবে না। যুবকেরা অবাক, তাঁদের মধ্যে একজন বল্লেন: 'স্যার, এই মাত্র যে তিরিশ টাকা দিলাম, সেটা....?'

বিভূতিভূষণ: 'আরে ভাই এটা তো ভাগলপুর থেকে ফেরার ভাড়া, যাওয়ার ভাড়াটা তো দরকার!'

যুবক: 'ফেরার ভাড়া স্যার ওখানে পৌঁছনোর পর···'

বিভূতিভূষণ: 'সেটা ভাই প্রায়ই মেলে না, সভা শেষ হয়ে যাওয়ার পর উদ্যোক্তাদের আর টিকিটি যে দেখতে পাই না। তাই আজকাল আগে চেয়ে নিই ফেরার ভাড়াটা!'

★ ★ ★

॥ মালী থেকে মালিক ॥

'অটোবায়োগ্রাফি অব অ্যান আন্‌নোন ইণ্ডিয়ান', 'কন্টিনেন্ট অব সারসি' 'দাই হ্যান্ড গ্রেট মনার্ক' প্রভৃতি বহু বিখ্যাত ও বিতর্কিত গ্রন্থ প্রণেতা বিলাত-প্রবাসী লেখক নীরদ সি. চৌধুরী (১৮৯৭) যতই চোস্ত ইংরেজি লিখুন না কেন তাঁর চেহারা নিতান্ত বাঙালীর মত।

তাঁরই মধ্য যৌবনের এক ঘটনা। তখন শ্রীচৌধুরী পাকাপাকি ভাবে দিল্লিতে থাকেন কাজ করেন আকাশবাণীতে।

বসন্তের এক অপরাহ্ন। একজন সাহেব দেখা করতে এসেছেন বিখ্যাত লেখক মিঃ চৌধুরীর সঙ্গে। তাঁর (চৌধুরীর) বাংলো বাড়ির গেট খুলে বাগানে ঢুকে দেখেন বেঁটে খাটো, কালো মাঝবয়সী এক মালী খালি গায়ে ধুতি পরে ফুল গাছে জল দিচ্ছে। সাহেব মালীকে ডেকে বল্লেন—চৌধুরী সাব কো বোলাও।

সাহেব এর আগে নীরোদবাবুকে দেখেন নি। তাঁর চেহারা কেমন তাও জানেন না। মালীও সাহেবকে চেনে না। সে তাই কথা না বলে একটা বেতের গার্ডেন চেয়ার এগিয়ে দিয়ে বাংলোর ভেতরে চলে গেল।

খানিকক্ষণ বাদে হতভম্ব সাহেব দেখেন কোট-প্যান্ট-টাই পরে ঐ মালীই বাংলো থেকে বেরিয়ে আসছে! সাহেবের কাছে এসে মুচকি হেসে নীরদবাবু হাত বাড়িয়ে দিলেন হ্যাণ্ড সেকের জন্যে। মুখে বল্লেন: 'নাউ ইউ মিট মিঃ চৌধুরী, হাউ ডু ইউ ডু।'

★ ★ ★

॥ কে লেখেন? ॥

রবিবারের 'যুগান্তর' পত্রিকায় এককলমী ছদ্মনামে রঙ্গশ্লেষ-পূর্ণ একটি নিয়মিত কলম লিখতেন পরিমল গোস্বামী (১৮৯৯—১৯৭৬)। সেটির নাম ছিল 'ইতস্ততঃ'! একদিন সুরসিক গোস্বামী পত্রিকা দপ্তরে বসে আছেন এমন সময় গুণ্ডার মত দেখতে এক যুবক ঘরে ঢুকে রূঢ় ভঙ্গিতে প্রশ্ন করলো:

—এককলমী কে মশাই? একেবারে যা তা লিখতে শুরু করেছেন।

পরিমলবাবু যুবকের হাবভাবে ঘাবড়ে গিয়ে একটু ঢোক গিলে বললেন:

—মানে ঐ বিভাগটা তো নানাজনে মিলেমিশে লেখেন ....একজনে তো লেখেন না!

যুবক—তা এখন লিখছেন কারা?

গোস্বামী—আপাতত: ওটা লিখেছেন পুলিশ কমিশনার সাহেব আর বিখ্যাত ব্যায়ামবীর বিষ্ণুচরণ ঘোষ—তা তাঁদের কাছে কি আপনাকে পাঠিয়ে দেব? যুবক আর কথা বাড়ালেন না, তখনই বিদায় নিলেন।

॥ জাতীয় নাটক ॥

শিবরাম চক্রবর্তীকে জনৈক অভিনেতা : 'শিবরামদা, শচীনবাবুর লেখা 'সিরাজদৌল্লা' নাটকখানা পড়েছেন ? দারুণ লেখা। আমার তো মনে হয় ওটাকে বাঙালীর জাতীয় নাটক হিসেবে ঘোষণা করা উচিত।'

শিবরাম : 'ভাই, জাতীয় নাটক কিনা তা বলতে পারবো না, তবে ওটা নাটক জাতীয়।'

★ ★ ★

॥ হিসেব পত্তর ॥

মুক্তারামবাবু স্ট্রীটে এক মেসে মুক্ত আরামে থাকতেন স্বজনহীন অকৃতদার হাস্যরসিক শিবরাম চক্রবর্তী (১৯০২-৮০) একদিন গিয়ে দেখি পঞ্চান্ন বছরের 'যুবক' শিবরামদা পলেস্তরা ওঠা মেসের দেওয়ালে পেন্সিল দিয়ে কি যেন লিখছেন। কাছে গিয়ে দেখি টাকা পয়সার হিসেব। তাকিয়ে দেখলাম, সারা দেওয়ালে যতদূর পর্যন্ত শিবরামদা কার কাছে কি পাওনা গণ্ডা আছে তা লিখে রেখেছেন। চার দেওয়ালে প্রায় চল্লিশ বছরের হিসেব লিখে রাখার ঐ অদ্ভুত রেকর্ড শিবরামদা কেন করতে চাইছেন তা জানতে চাইলে উনি চোখের কোণে হাসলেন; হাতে কিছু কাজু বাদাম নিয়ে নিজে খেলেন, আমাকে খাওয়ালেন। তারপর বল্লেন : এই ঘরে বড় উঁই-এর উৎপাত, কাগজ পত্তর কত যে খেয়ে ফেলেছে তার ইয়ত্তা নেই, তা যাকিতে সেয়ানা তেমন, কাগজে পাওনার হিসেব মায় হ্যাণ্ডনোট পর্যন্ত রাখি না, সব দেওয়ালে লেখা আছে, পাওনাদারকে দিয়ে লিখিয়েও রেখেছি। এর চারদিকে 'উঁই' নিরোধক স্প্রে করিয়ে রাখা আছে, তাই সরকারী অফিসের লোহার কড়ি বরগার মত কেউ বলতে পারবে না আমার হিসেবও Eaten by white ants!

★ ★ ★

॥ দেওয়াল লিখন ॥

কিন্তু শেষ বয়সে সেই অঘটনই ঘটলো। বৃদ্ধ, অসুস্থ শিবরামদাকে কয়েকজন মিলে ধরে পাকড়ে নিয়ে গেল চেঞ্জে। এতকাল শিবরামদা মেসের মালিককে ভাঙা ঘর মেরামত করতে, দেওয়াল চুনকাম করতে দেয়নি। ঘরের কোণে প্রায় অর্দ্ধ শতাব্দীর উঁই ধরা খবরের কাগজ উনি কাউকে ফেলতে দিতেন না। সেই মালিক এতদিন পর তাঁর

মেস বাড়ির সবচেয়ে পুরনো, সবচেয়ে বিখ্যাত বাসিন্দার ঘরটি মনের মত করে মেরামত করার ও সাজানোর সুযোগ পেলেন।

এদিকে চেঞ্জের থেকে ফিরে ঘরে ঢুকে শিবরামদা হতভম্ব। ডিস্‌টেম্পার করা ঝক্‌ঝকে দেওয়ালে ঘরের চেহারা ফিরে গেছে। সেই সঙ্গে মিশে গেছে তাঁর হাজার হাজার টাকার পাওনার হিসেবপত্তর। উনি মাথায় হাত দিয়ে নতুন বিছানায় ধপ্‌ করে বসে পড়লেন।

বেচারা মেস-মালিক। তিনি দেওয়াল লিখনের ব্যাপারটা আদৌ জানতেন না।

★ ★ ★

॥ পাঁকা রাঁধুনী ॥

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা-বিভাগের প্রধান ছিলেন বিখ্যাত লেখক দীনেশচন্দ্র সেন (১৮৬৬-১৯৩৯)। তিনি প্রায়ই বলতেন: আমি রান্না করতেও পারি। বাড়িতে রান্নার লোক না এলে কিংবা বাড়ীতে মেয়েরা অসুস্থ হয়ে পড়লে বাঁকুড়া জেলার রন্ধন পটু পাচকের মতন তিনি গামছা কাঁধে রান্না ঘরে চলে যেতেন। তাঁর হাঁকডাকে বাড়ির লোক ব্যতিব্যস্ত হয়ে উঠত। ডঃ সেনের ধারণা ছিল তিনি একজন পাকা রাঁধুনী। কিন্তু বাড়ীর লোকের ধারণা ছিল অন্যরকম।

একবার নিজেই মাছের ঝোল ভাত রেঁধে একটা বড থালায় বেড়ে নাতি নাতনিদের নিয়ে খেতে বসেছেন। নাতি-নাতনিদের মুখে ভাত দেওয়ার আগে নিজের গালেই এক গ্রাস ভাত তুলে দিলেন, চোখ বুঁজে চিবোতে চিবোতে বল্লেন: ওঃ, কী দারুণ রেঁধেছি বলতো! কি রে তোরা হাত লাগা! খেয়ে দ্যাখ!

নাতি নাতনিরা জানতো দাদুর রান্না কেমন। তাই তারা বল্ল: দাদু, তুমিই খাও, অত ভাল রান্না তো আমাদের ভাগ্যে রোজ জোটে না, তাই আজ খেয়ে আর মন খারাপ করব না।

★ ★ ★

॥ মা দুর্গার ক্ষমতা ॥

দাদাঠাকুরের ছেলের গুরুতর অসুখ। দুর্গা পূজার দিন তাই তাঁর স্ত্রী উপবাস করে ছেলের আরোগ্য কামনায় ঠাকুর দালানে অঞ্জলি দিতে গেছেন। অঞ্জলি দিয়ে ফেরার পর দাদাঠাকুর জিজ্ঞেস করলেন: তা গিয়েছিলে কোথায়?

খোকার আরোগ্য কামনায় মা-কে প্রার্থনা জানাতে!

দুর, দুর, যে মা নিজের ছেলের হাতির শুঁড় আর ভাঙা দাঁত সারাতে পারেনি সে সারাবে কিনা তোমার ছেলের রোগ।

★ ★ ★

॥ বোতলের ভাদুড়ি ॥

যোগেশ চৌধুরীর লেখা 'সীতা' নাটক প্রযোজনা ও পরিচালনা করে নাট্যাচার্য শিশির ভাদুড়ি দেশে-বিদেশে বিশেষ সাড়া জাগান। অভিনয় রীতির ক্ষেত্রেও শিশিরকুমার এক নতুন রীতি প্রচলন করেছিলেন। কিন্তু তাঁর একটি দোষ ছিল—অপরিমিত মদ্যাসক্তি। অনেক সময় মত্ত অবস্থাতেই তিনি মঞ্চে নামতেন। কিন্তু অভিনয়ের সময়ে ধরা যেত না যে তিনি মদ খেয়েছেন।

একবার দাদাঠাকুর শিশিরকুমারের নাটক দেখতে এসেছেন। এসে দেখেন শিশিরকুমার খুব একটা প্রকৃতিস্থ নেই। তাই ফিসফিস করে তাঁর পার্শ্বচরকে বললেন ঃ এই তোমাদের শিশির ভাদুড়ি? আমি তো দেখছি শিশির নয়, এ একেবারে বোতলের ভাদুড়ি।

★ ★ ★

॥ অভিধানে সমাধান ॥

অভিনয় জীবনে যাওয়ার আগে শিশিরকুমার ভাদুড়ি (১৮৮.-১৯৫৯) ছিলেন ইংরাজীর অধ্যাপক। ছিপছিপে, সুদর্শন, সপ্রতিভ, তরুণ অধ্যাপকরূপে শিশিরকুমার ছাত্র মহলে ছিলেন জনপ্রিয়।

একদিন ক্লাসে সেক্সপীয়ারের নাটক পড়াচ্ছেন এমন সময় একটি দুষ্টু ছাত্র লাস্ট বেঞ্চ থেকে শিশিরকুমারকে একটি ইংরাজি শব্দের অর্থ জিজ্ঞেস করলো। ঐ শব্দের অর্থ শিশিরবাবুর জানা ছিল না। কিন্তু তিনি দমে যাওয়ার পাত্র নন। একটু হেসে নাটকীয়ভাবে বলে উঠলেন : মাই ডিয়ার ফ্রেণ্ড, অ্যাম আই লুক লাইক এ ডিক্সনারী? (ভাই, আমার চেহারাটা কি অভিধানের মত স্থূলকায়)।

★ ★ ★

॥ প্রতিভা করে? ॥

রবীন্দ্রনাথের প্রিয় ছাত্র, বিখ্যাত লেখক ও কবি প্রমথনাথ বিশী কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাঙলা বিভাগের অধ্যাপক ছিলেন। আপাতগম্ভীর মানুষটি ছিলেন যেমন রসিক তেমনি বাক্পটু।

একদিন বাঙলা সেমিনারে চল্লিশের দশকের বিখ্যাত আধুনিক কবিদের সম্পর্কে আলোচনা করতে করতে হঠাৎ এক ছাত্রীকে গম্ভীর

ভাবে জিজ্ঞেস করলেন ঃ আচ্ছা বলো তো, প্রেমেন্দ্র মিত্র, জীবনানন্দ দাশ, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, বুদ্ধদেব বসু, অমিয় চক্রবর্তী, বিষ্ণু দে প্রমুখ কবিদের মধ্যে কোন্ জনের সত্যিই প্রতিভা আছে?

ছাত্রীটি অপ্রস্তুত হয়ে বলল ঃ স্যার এই প্রশ্নের জবাব দেওয়া কি সম্ভব?

অধ্যাপক বিশী ঃ কেন সম্ভব নয়। বুদ্ধদেবেরই একমাত্র প্রতিভা আছে। কেন ওঁর স্ত্রী প্রতিভা বসুর লেখা উপন্যাস বা গাওয়া গানের রেকর্ড তোমরা দেখনি?

★ ★ ★

।। জানি, বলব না ।।

তখন কলকাতায় সবে স্টার থিয়েটার তৈরী হয়েছে। হেদুয়ার কাছে কর্নওয়ালিশ স্ট্রীটে। সবাই সেই থিয়েটারের সঠিক অবস্থান কোথায় তাও তখন জানে না।

সেই সময়ের কথা। হেদুয়ার পাশ দিয়ে হেঁটে যাচ্ছেন অত্যন্ত গম্ভীর, রাশভারী ও আদর্শবাদী শিক্ষক হেরম্ব মৈত্র (১৮৫৭-১৯৩৮) মহাশয়। ছাত্রদের বেয়াদপি তিনি একদম সহ্য করতে পারতেন না।

ঠিক তখন ১৫।১৬ বছরের এক ছোকরা বার্ডস আই সিগারেট খেতে খেতে প্রবীণ হেড়ম্ববাবুকে জিজ্ঞেস করলো ঃ মশাই, স্টার থ্যেটার কোন্ দিকে বলতে পারেন? হেরম্ববাবু তো রাগে অগ্নিশর্মা। এতটুকু ছেলে তাঁর কাছে কিনা থিয়েটার নামক নরকের খোঁজ জানতে চাইছে। তিনি কিছুক্ষণ গুম হয়ে থেকে তারপর বল্লেন ঃ জানি, কিন্তু তোকে বলব না।

★ ★ ★

।। ভাবতেও পারছি না ।।

কবি সাহিত্যিক প্রেমেন্দ্র মিত্র (মৃত্যু ঃ ১৯৮৮) তখন খ্যাতির শীর্ষে। লেখার জন্যে তাঁর কালীঘাটের বাড়িতে রোজ ধরণা দিয়ে বৈঠকখানায় বসে থাকেন ছোট-বড়-মাঝারি পত্রিকার সম্পাদকেরা। প্রেমেনবাবু সবার সঙ্গে হেসে কথা বলেন; অধিকাংশকেই কিন্তু শূন্য হাতে বিদায় করেন। কাউকে গল্পের বদলে দেন কবিতা বা ছড়া। বড় বড় পত্রিকার লোকেরা অবশ্য চা-জল খাবারেও আপ্যায়িত হন। তাঁরা পান গল্প-উপন্যাসের প্রতিশ্রুতি।

এদিকে পূজা আসন্ন। এক লিট্ল্ ম্যাগাজিনের সম্পাদক গত

বছরের দেওয়া প্রতিশ্রুতির ভরসায় লেখক তালিকায় প্রেমেনবাবুর নামও আগাম ছেপে দিয়েছে। অথচ প্রেমেনদা লেখা দিচ্ছেন না। শুধু হেসে বলছেন, আগে বড়দের সামলাই, তারপর তোমাদের কথা ভাববো।

দিন সাতেক গিয়েও যখন লেখাটা আদায় করা গেল না তখন মরিয়া সম্পাদক স-খেদে একদিন বলেই ফেল্ল : প্রেমেনদা, গত বছরের পুজোর আগে থেকে ঘুরছি, আপনি তখনই বলেছিলেন, ভাবছি এবার তোমাদের কাগজে একটা গল্প দেব, কিন্তু এ বছর এত হেঁটেও আপনার লেখাটা এখনও হাতে পেলাম না, তা আমরা কি···

প্রেমেনদা ছদ্ম-গাম্ভীর্যে হাত নেড়ে ছেলেটিকে থামিয়ে দিলেন। দিয়ে বল্লেন : গত বছর পুজোর আগে ব্যস্ততা কম ছিল তাই তোমাদের কাগজে লেখা দেবার কথা ভাবতে পেরেছিলাম, এবার এতই ব্যস্ত আর শরীর খারাপ যে ভাবতেও পারছি না! সে ভাবনারই ফুরসত নেই হে!

★ ★ ★

॥ কে গো? ॥

অসমাপ্ত 'দেখি নাই ফিরে' উপন্যাসের নায়ক বিখ্যাত ভাস্কর রামকিঙ্কর। বছর কয়েক আগে বৃদ্ধ রামকিঙ্করের সঙ্গে ঐ উপন্যাসের উপাদান সংগ্রহের জন্যে দেখা করতে গেছেন লেখক ⁄সমরেশ বসু, শান্তিনিকেতনে। সমরেশ সবিনয়ে নিজের নাম বল্লে সরল ও সাহিত্য সম্পর্কে অসচেতন রামকিঙ্কর বলে উঠলেন : তুমি আমাদের গাঁ থেকে আসছো? তা কর কি? থাকবে কোথায়?

উ-প্র-মু

★ ★ ★

॥ গৃহবধূ ॥

গৃহবধূ : আমার স্বামী বলছিলেন আমি রান্না শিখলে একটা দারুণ ব্যাপার হবে।

প্রতিবেশীনি : তা রান্না শেখার পর ব্যাপারটা কি হলো?

গৃহবধূ : উনি রাঁধুনিকে ছাড়িয়ে দিলেন।

★ ★ ★ ★

★ হাসিভরা ফুলের ডালি ★

বিদেশী জোক্‌স

এক ইহুদী ভদ্রমহিলা তাঁর চার মাসের নাতনিটিকে খুবই ভালবাসতেন। নাতিকে নিয়ে 'মিয়ামী'র সমুদ্রসৈকতে একবার তিনি বেড়াতে গিয়েছিলেন। সকালবেলায় নাতিকে আপাতমস্তক সাজিয়ে গুজিয়ে তিনি সমুদ্রসৈকতে ঘুরছিলেন। ঘুরতে ঘুরতে একসময় একটা চেয়ারে বসে পড়লেন তিনি। আর নাতিটিকে বালির ওপর ছেড়েছিলেন খেলা করতে। কিন্তু প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই একটা প্রকাণ্ড ঢেউ এসে নাতিটিতে ভাসিয়ে নিয়ে গেল। ভদ্রমহিলা দুঃখে শোকে আত্মহারা হয়ে লাফিয়ে উঠলেন, আর আকাশটাকে ঘুঁষি পাকিয়ে বলতে লাগলেন—"ভগবান, এটা তুমি কি করলে? এই ছোট্ট শিশুটিকে নিয়ে গেলে? বাচ্চাটার মা দশমাস ধরে কত কষ্ট ক'রে ওর জন্ম দিয়েছে, সেকি এই চার মাসের জন্যে? আমরা তো বাচ্চাটাকে ভাল করে চিনলামই না। ওর জন্যে কিছু করতেই পারলাম না? এটা কি তোমার ঠিক কাজ হল। ভগবান?"

ভদ্রমহিলার কথা শেষ হতে না হতেই সেই বিরাট ঢেউটা ফিরে এল শিশুটিকে নিয়ে—শিশুটি অক্ষত অবস্থায় আবার বালির ওপর খেলতে লাগল। ভদ্রমহিলা বাচ্চাটাকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে ভাল করে দেখলেন তারপর আকাশের দিকে আবার ফিরে তাকিয়ে চেঁচিয়ে উঠলেন—"বাচ্চাটার মাথায় একটা টুপি ছিল যে। সেটা গেল কোথায়?"

★ ★ ★

প্রশ্ন—একজন শ্বাশুড়ী আর এক বালতি নোংরা ময়লা জলের মধ্যে তফাৎ কি?

উত্তর—ঐ বালতিখানা।

★ ★ ★

'আটলাণ্টা' শহরে দুজন জঞ্জাল সাফাই-এর শ্রমিক লরিতে করে জঞ্জাল সাফ করবার কাজে ব্যস্ত ছিল। ওদের লরি যখন পুরোপুরি

ভর্তি হয়ে গেল তখনো ময়লার একটা থলে বাকী থেকে গেল। শ্রমিক দুজন ছিল খুবই কর্তব্যপরায়ণ, তাই কাজ বাকী রেখে ওরা চলে যেতে চাইছিল না। এদিকে লরিতে আর এক গ্রাম ময়লা তোলারও জায়গা নেই। তাই 'স্যাম' নামে শ্রমিকটি সহকর্মীকে ডেকে বলল—"জো, মাথায় একটা বুদ্ধি এসেছে। তুমি খুব আস্তে আস্তে লরিটাকে চালিয়ে নিয়ে যাও। আমি শরীর দিয়ে ময়লার থলিটাকে চেপে ধরে লরির পেছনে ঝুলতে ঝুলতে যাই। একটুখানি গেলেই তো আবর্জনা পোড়ানোর জায়গা,—কোন অসুবিধা হবে না।"

জো এই পরামর্শে রাজী হয়ে গেল। সে ট্রাকটা আস্তে আস্তে চালাতে থাকল, আর স্যাম হাত পা ছড়িয়ে গাড়ীর পেছনটা আঁকড়ে ধরে ঝুলতে লাগল। রাস্তার মোড়টা ফিরতেই ওদের দেখা হয়ে গেল দুজন দক্ষিণ দেশীয় আমেরিকার সাহেবের (সাদার্থার) সঙ্গে। স্যামকে ঐ অবস্থায় ঝুলতে দেখে তাদের মধ্যে একজন খুব অবাক হয়ে তার বন্ধুকে বলে উঠল—"একি আশ্চর্য ব্যাপার, অ্যাঁ? দেখছ বিল, একটা ব্যবহারযোগ্য টাটকা 'নিগার' (নিগ্রো) কে কিনা ওরা ফেলে দিচ্ছে!"

★ ★ ★

প্রেমে হাবুডুবু খাওয়া এক যুবক কাগজের "প্রশ্নোত্তর" বিভাগের উত্তরদাতাকে চিঠিতে জিজ্ঞেস করল—"প্রিয় অ্যাবি, আমি একটি দারুণ মেয়ের প্রেমে পড়েছি। আমি বুঝতে পেরেছি। এই আমার যোগ্য প্রেমিকা। তবে, আমার একটা সমস্যা আছে। প্রথম যেদিন ওর সঙ্গে বেড়িয়েছিলাম, সেদিন ও আমাকে বলেছিল, ওর টি, বি। কিংবা 'ভি ডি'—কি যেন একটা আছে। কোন্‌টি বলেছিল, তা এখন আমার কিছুতেই মনে পড়ছে না।—প্রশ্ন হল, এখন আমি কি করব?"

ওর প্রশ্নের উত্তরে অ্যাবি লিখল—"আপনি লক্ষ্য রাখুন মেয়েটা খুব কালো কিনা। যদি এই কাশিটা থাকে, তাহলে নির্ভাবনায় মেয়েটার সঙ্গে শুয়ে পড়তে পারেন।"

★ ★ ★

আমেরিকায়—এই দশটা বাজলো ছেলেমেয়েগুলো যে এখন কি করছে।

ইংরেজ—দশটা হয়ে গেল? কে জানে, গিন্নী এখন কোথায় আছে, কি করছে।

ফরাসী—ঘড়িতে এখন দশটা। আমার প্রেমিকা এখন না জানি কি কাজে ব্যস্ত!

পোলিশ—যাক, দশটা বাজল তাহলে। এখন সময় কত হোল, কে জানে!

★ ★ ★

এক ইহুদি টেক্সাসের 'হাউস্টন' শহরে বেড়াতে গিয়েছে। যে হোটেলটাতে সে উঠল সেটা একটা পঞ্চাশতলা বাড়ি। আর যে ঘরখানায় তাকে থাকতে দেওয়া হল, সেটা একটা নাচঘরের মত প্রকাণ্ড! খুব অভিভূতভাবে হোটেলের 'বার'-এ ঢুকে এক গেলাস ব্রাণ্ডি খেতে চাইল। যে গেলাসটা করে ওকে ব্রাণ্ডি দেওয়া হোল, সেটা এত বড় আর ভারি যে ইহুদীটিকে সেটা দু' হাত দিয়েই ধরে মুখে দিতে হল। ওর হতভম্ব ভাব দেখে যে বয়টি ওকে পানীয় দিয়েছিল, সে চোখ টিপে বলে উঠল "বুঝলেন স্যার, আমাদের টেক্সাসের সব কিছুই খুব বড় আর ভারী।" এবার ইহুদীটি রাতের খাবারের অর্ডার দিলে মাংসের যে টুকরোটা এল সেটা খাবারের প্লেটের চাইতেও বড়। ইহুদিটি, "আর নয়, এবার শুয়ে পড়া যাক।" কিন্তু হোটেলের প্রকাণ্ড করিডরে এসে বেচারীর মাথা গেল গুলিয়ে—কিছুতেই আর নিজের ঘর সে খুঁজে পায় না। শেষ পর্যন্ত একটা অন্ধকার ঘরের দরজা খুলে ফেলা মাত্রই ঝপ্ করে সে গিয়ে পড়ল 'সুইমিং পুলের' মধ্যে। আর সঙ্গে সঙ্গে আতঙ্কে সভয়ে সে চেঁচিয়ে উঠল—"এই কে কোথায় আছ। খবরদার, কেউ যেন কমোডের 'ফ্লাশ'টা টেনে দিও না!"

★ ★ ★

এক ভদ্রলোক বহুদিন বাইরে* কাটিয়ে দেশে ফিরেছেন। বিদেশে যাওয়ার আগে ভদ্রলোক তাঁর অতি আদরের পোষা বেড়ালটাকে ভাইয়ের কাছে রেখে গেছিলেন। দেশে গিয়েই ভাইয়ের কাছে গিয়ে বেড়ালটার খবর তিনি জিজ্ঞেস করলেন। ভাই সোজাসুজি উত্তর দিল—"তোমার বেড়ালটা, সেটা তো মারা গেছে।" ভদ্রলোক প্রথমবার তো একেবারে হতভম্ব হয়ে গেলেন। তারপর ভাইকে বলে উঠলেন—"দ্যাখ, তুই তো জানিস-ই যে বেড়ালটাকে আমি কতখানি ভালবাসতাম। তুই তো এতবড় দুঃখের খবরটা একটু অন্যভাবে দিতে পারতিস—বলতে পারতিস—"বেড়ালটা ছাদে উঠেছিল একদিন আর

নামতে পারেনি—দমকলও কিছু করতে পারেনি—রোদ লেগে 'সান্-স্ট্রোকে ওর মরণ ঘটেছে।'

ভদ্রলোকের ভাই অপ্রতিভ হয়ে বলল—"ঠিক আছে, দাদা ঠিক আছে। পরের বার যা প্রশ্ন করবি আমি তার উত্তরটা দেব ঠিক তোর এই পরামর্শ মতই।"

ভদ্রলোক এবার একটু শান্ত হয়ে বললেন—"যাক্, যা হবার তো হয়েই গেছে। তুই কেমন আছিস? আর মা কেমন আছে?"

ভাই খানিকক্ষণ চুপ করে রইলো। তারপর তোত্‌লাতে তোত্‌লাতে জবাব দিল—"ওঃ! মা?....মানে, মা···মা-ও তোর বেড়ালটার মতই ছাদে উঠেছিল!"

তিন বৃদ্ধ পার্কে বসে গল্পগুজব করছে। কার কত বেশী ছোট-বেলার কথা মনে আছে—আলোচনার বিষয়বস্তু সেটাই। ল্যারি নামে প্রথম বৃদ্ধটি বলল—"আরে আমার পরিষ্কার মনে আছে যে আমাকে সাদা ধবধবে পোশাক পরিয়ে গির্জায় নিয়ে যাওয়া হল। সেখানে অনেক লোক আমাকে ঘিরে দাঁড়াল, আর একজন আমার গায়ে জলের ছিটে দিয়ে 'ব্যাপটাইজড করল।'

হ্যারি নামে দ্বিতীয় বন্ধু এবার বলল—'দুর! এটা এমন কিছুই নয়। আমার মনে আছে, আমি একটা অন্ধকার ঘরের মধ্যে শুয়ে আছি। কে একজন উঠে এসে টেনে আমাকে প্রকাণ্ড একখানা উজ্জ্বল ঘরের মধ্যে উদ্ধার করে নিয়ে এসে আর আমার পিঠে জোরে জোরে চাপড় মেরে আমাকে কাঁদাল।'

তৃতীয় বন্ধু গ্যারি একটু তাচ্ছিল্যের হাসি হেসে বলল—"দুর দুর তোমরা আমার কাছাকাছি আসতে পারবে না। আমার মনে আছে, আমি বাবার সঙ্গে একটা পিকনিক করতে গেলাম, আর ফিরে এলাম আমার মায়ের সঙ্গে।"

জন রেস্টুরেণ্টে গিয়ে 'পিজা'র অর্ডার দিয়েছে। ওয়েটার ওকে জিজ্ঞেস করল 'পিজা-টা চার টুকরো না আট টুকরো—কিভাবে কেটে দেবো, জন জবাব দিল—"না না, চার টুকরোই কর। আটখানা টুকরো আমি খেতেই পারব না।"

★ ★ ★

দুই পোলিশ যুবক গাড়ি নিয়ে গ্রামের দিকে বেড়াতে বেড়িয়েছে। অনেকক্ষণ যাবার পর দুজনেরই প্রকৃতির ডাকে সাড়া দেওয়ার দরকার হয়ে পড়ল। একটা খালি খামারবাড়ি দেখে গাড়ী থামাল তারা। এক বন্ধু গাড়িতে রইল, অন্যজন খামারবাড়িতে ঢুকল। বহুক্ষণ পরেও তাকে বেরিয়ে আসতে না দেখে অন্য বন্ধুটি তাঁর খোঁজ করতে বাথরুমে গিয়ে দেখল, তার বন্ধু একটা বড় কঞ্চি দিয়ে মাটিতে বসানো 'কমোডের' ফুটোটা একমনে খুঁচিয়ে যাচ্ছে। অন্য বন্ধুটি খুব অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল—"কি হয়েছে, স্ট্যান?" স্ট্যান বলল—"আর বল কেন! আমার প্ল্যাস্টিকের বড় থলিটা এই ফুটোর ভিতর দিয়ে পড়ে গেছে।" অন্য বন্ধুটি বলল—"দুর, ঐ থলিটা আর পাবে নাকি! ওটার আশা ছেড়ে দাও।"

"আরে, থলিটা আমি মোটেই ফেরত পেতে চাইছি না"—স্ট্যান জবাব দিল—"থলিটার মধ্যে আমার খাবার স্যাণ্ডউইচগুলো ছিল যে। সেগুলোকেই চাইছি।"

★ ★ ★

প্রশ্ন—কুঁড়েমির চরমতম প্রকাশ কি?

উত্তর—কোন গর্ভবতী মহিলাকে বিয়ে করা।

★ ★ ★

একজন সৎ, ধার্মিক লোক স্বর্গে গিয়েছেন। সেখানে তাঁকে থাকবার জন্যে একটা সাধারণ কুটীর দেওয়া হল; ঐ রকমই সাধাসিধে পোষাক আর খাবার দাবার। এই ভদ্রলোকের মনে অবশ্য ছিল, নিশ্চয়ই স্বর্গে তার জন্যে একটু বেশী ভাল ব্যবস্থা হবে। যাই হোক সাধাসিধে ভাবে হলেও দিনগুলো তার কাটছিল ভালই। কিন্তু হঠাৎ একদিন তাঁর চোখে পড়ল, পৃথিবীতে তাঁর প্রতিবেশী নামকরা বদমাইস মিথ্যাবাদী আর জোচ্চোর পল হ্যামিলটন অতি মনোরম একটা গোলাপী মেঘে চড়ে ভেসে বেড়াচ্ছে।—তার পাশে বসে আছে ফুটফুটে সুন্দরী এক স্বর্ণকেশী। হ্যামিলটনের হাতে ধরা আছে একটি 'সিভার্স রিগাল'-এর বোতল। ধার্মিক ভদ্রলোক এবার খুব রেগে গিয়ে সন্ত পিটার-এর সঙ্গে দেখা করে বললেন—"হে মহামতি পিটার, এটা আপনাদের কি রকম বিচার? যে আমি সারাটা জীবন সৎ পথে থেকে ধার্মিকভাবে জীবন কাটালাম, তার জন্য আপনারা বরাদ্দ করেছেন অতি সাধারণ একটা বাসস্থান, সাধাসিধে পোষাক-আষাক

আর খাবার। আর হ্যামিলটন? যার মত বদমাইস, আর অসৎ লোক খুব কমই দেখতে পাওয়া যায়, তাকে আপনারা দিয়েছেন সুন্দরী সঙ্গিনী, দামী মদ, বিলাসবহুল জীবন। এটা কি ন্যায়সঙ্গত হয়েছে, প্রভু?'

সন্ত পিটার একটু মুচকি হেসে জবাব দিলেন, "ওহে ওপর থেকে যা দেখছ আসলে তা নয়! ঐ বোতলটির তলায় আছে একটি ছিদ্র, আর সুন্দরীটির কোন ছিদ্রই নেই।

★ ★ ★

পৃথিবীর এক প্রধানতম ধর্মগুরু আর একজন আইরিশ উকিল একই সঙ্গে স্বর্গে গিয়েছেন। ধর্মগুরুর জন্য খুব সাধারণ একটা কুটীরের বন্দোবস্ত করা হল, খাবারের জন্য বরাদ্দ হল শুকনো রুটি। কিন্তু ঐ উকিলটিকে দেওয়া হোল প্রাসাদোপম এক অট্টালিকা অসংখ্য চাকরবাকর আর বহু রকমের সুখাদ্য। ধর্মগুরু রেগে আগুন হয়ে সন্ত পিটারকে জিজ্ঞেস করলেন—"ব্যাপারখানা কি মহামান্য পিটার? আমি পৃথিবীর প্রধানতম ধর্মের প্রধানতম ধর্মগুরু। অথচ আমাকে থাকতে দিয়েছেন একটা ঝুপড়িতে। কিন্তু এই উকিলটার জন্য তো একেবারে রাজকীয় বন্দোবস্ত করেছেন। এর অর্থ কি?"

সন্ত পিটার মৃদু হেসে শান্তস্বরে জবাব দিলেন—"হে ধর্মগুরু, ভুল বুঝবেন না। আমাদের এই স্বর্গে শয়ে শয়ে আপনার মত ধর্মগুরু আছেন; কিন্তু এই প্রথম কোন আইরিশ উকিল স্বর্গে এলেন!"

★ ★ ★

স্কুলের দিদিমণি ক্লাসের মেয়েদের জিজ্ঞেস করলেন—"বল দেখি শরীরের কোন্ অংশটা আগে স্বর্গে যায়?" ভেরেনিক সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিল—"আজ্ঞে দিদিমণি, হৃদয়। হৃদয়ের মধ্য দিয়েই ভগবানের ভালবাসা আমাদের হৃদয়কে স্পর্শ করে।"

"বাঃ সুন্দর বলেছ!"—দিদিমণি বললেন, তারপর মেরিলিনকে জিজ্ঞেস করলেন একই প্রশ্ন। সে জবাব দিল—"আজ্ঞে দিদিমণি আমাদের আত্মা সবাইতে আগে স্বর্গে যায়। কারণ আত্মাই অমর।"

"বাঃ এটাও খুব ভাল উত্তর। কি হল, এডি, তুমি কিছু বলবে নাকি?" দিদিমণি একটু অনিচ্ছুকভাবেই হাত উঁচিয়ে রাখা নোংরা এডিকে জিজ্ঞেস করলেন। এডির উত্তরগুলো সবসময়েই একটু অদ্ভুত হোত বলে দিদিদণি ওর কথা শুনতে খুব একটা আগ্রহ

দেখাতেন না। এডি বলে উঠল—"দিদিমণি, মানুষের পা দুটোই সব চাইতে আগে স্বর্গে যায়।"

"কেন, এরকম অদ্ভুত কথা কেন বলছ?" দিদিমণি বেশ রাগত-ভাবে জিজ্ঞেস করলেন।

"বাঃ, প্রত্যেকদিন সকালেই যে দেখি, আমার মা স্বর্গের দিকে পা দেখিয়ে চেঁচায় "দাঁড়াও, ভগবান, আসছি আমি। দেখাচ্ছি তোমাকে মজাটা।"

★ ★ ★

একটি জাহাজ মাঝ সমুদ্রে একটা নৌকার দেখা পেল। অন্য একটি ডুবে যাওয়া জাহাজের তিনজন যাত্রী প্রাণে বেঁচে গিয়ে ঐ নৌকোয় ভেসে যাচ্ছিল। এই জাহাজের ইংরেজ ক্যাপটেন ডেকের রেলিং থেকে ঝুঁকে পড়ে ঐ তিনজনকে বললেন—'তোমাদের আমি উদ্ধার করতে পারি। কিন্তু তার আগে আমার কয়েকটা প্রশ্নের জবাব দিতে হবে। এবার উনি ঐ নৌকার 'ওয়েলসন' লোকটিকে জিজ্ঞেস করলেন—"সমুদ্রযাত্রায় ইতিহাসে সব চাইতে মর্মান্তিক দুর্ঘটনা কোন্‌টা?

ওয়েলসন উত্তর দিল—'টাইটানিক' জাহাজ ডুবে যাওয়া।' ক্যাপটেন খুশী হয়ে তাকে জাহাজে তুলে নিলেন, এবার আইরিশ দ্বিতীয় যাত্রীকে জিজ্ঞেস করলেন—"ঐ দুর্ঘটনায় ক জন প্রাণ হারিয়েছিলেন?"

"প্রায় ১২৫০ জন।"—আইরিশ বলে উঠল। তাকেও জাহাজে তুলে নেওয়া হল। এবার ইংরেজ ক্যাপটেন নৌকার বাকী আরোহী-টিকে বললেন, "ওহে শোন, তুমি তো অস্ট্রেলিয়ান, তাই না? ঠিক আছে, 'টাইটানিকে' যারা ডুবেছিল, তাদের সবার নামগুলো আমাকে বল।"

★ ★ ★

প্রশ্ন—যে সব সুন্দরী মহিলাদের বক্ষযুগল খুব উন্নত। তাদের কোমর খুব সরু হয় কেন?

উত্তর—সব সময় ছায়াতে ঢাকা থাকলে সে জায়গা কিছুতেই বাড়তে পারে না।

★ ★ ★

পেটুক চূড়ামণি 'জাগ' আইসক্রীম ফিরি করার চাকরি পেয়েছে। সে আইসক্রীম-এর গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে যাওয়ার অনেকক্ষণ বাদে

ম্যানেজার খবর পেলেন, যে এলাকাতে 'জাগি'-এর গাড়ি নিয়ে যাবার কথা, সেখানে সে যায়নি। তাঁরা লোক পাঠিয়ে দেখলেন, 'জাগ' মহানন্দে এক জায়গায় এসে ঝিমোচ্ছে। গাড়ি কিন্তু একদম খালি। কর্তারা তো ভারী খুশী হয়ে আবার একগাড়ি বিশেষ ধরনের আইস-ক্রীম দিলেন এবং আবার একই ব্যাপার ঘটল। কর্তারা তো 'জাগ-এর' সেলস্‌ম্যানসিপ দেখে অবাক উচ্ছ্বসিত—এবার তাঁরা দিলেন একদম বিক্রী হতে চায়না, এমন মাল। সন্ধ্যেবেলায় 'জাগ'-এর এক প্রিয় বন্ধু 'আর্চ' আইসক্রিম এর গাড়িটা ফেরত দিতে এল—যথারীতি খালি গাড়ি। গাড়িটা ফেরৎ দিয়ে সে বলল—"মশাই জাগ বলে পাঠিয়েছে যে আর তার আর চাকরি করা সম্ভব নয়। সে কাজ ছেড়ে দিচ্ছে।" কোম্পানীর মালিকরা তো হতভম্ব—"কি হল কি জাগ-এর? বেশী সাফল্য পেয়ে বোধহয় মাথা খারাপ হয়ে গেছে ওর।" উত্তরে আর্চ গম্ভীরভাবে বলল—"না স্যার মাথা নয়। খারাপ হয়েছে ওর পেট।"

★ ★ ★

একটি ছোট্ট ছেলে ভগবানের কাছে প্রার্থনা করছে—"হে ভগবান, আমাকে একটা গাড়ি দাও। আমার একটা গাড়ির খুব দরকার। প্রার্থনা সেরেই লাফিয়ে জানলার কাছে গিয়ে উঁকি মেরে সে দেখল, বাড়িবারান্দার সামনেটা ফাঁকা—কোন গাড়ি, নেই সেখানে। অগত্যা সে হাঁটু গেড়ে বসে আবার একই প্রার্থনা করল—কিন্তু ফলও একই হল। কোন গাড়িই এলো না। হঠাৎ ছেলেটা লাফিয়ে উঠে বসার ঘরে গিয়ে যেখানে মাতা মেরীর যে মূর্তিটা রাখা ছিল, সেটা নামিয়ে এনে অনেকগুলো কাগজ আটকে দিয়ে খুব ভাল করে মুড়ে দিল—এতে প্রায় তিন রোল 'টেপ' ফিতে আর এক রোল সুতো খরচ হলো তার। এরপর মূর্তিটাকে তার নিজের বাক্সটার মধ্যে ভাল করে ঢুকিয়ে রেখে দিল। তারপর আবার প্রার্থনা করতে বসে বলল—'এবার ভগবান, দেখি তুমি কোথায় যাও। মাকে যদি ফিরে পেতে চাও আবার… তাহলে,……।'

★ ★ ★

এক আফ্রিকান নিগ্রো একটা 'বার'-এ ঢুকছে, কাঁধে একটা অপূর্ব সুন্দর তোতাপাখী। 'বার'-এর ওয়েটারটি বলে উঠল—'বাঃ, কি সুন্দর পাখীটা দেখতে! তা, এটিকে পেলে কোথায়?'

কাকাতুয়াটি গম্ভীরভাবে উত্তর দিল—'আফ্রিকা থেকে !'

★ ★ ★

প্রশ্ন—কোন্ ইহুদিকে অস্বাভাবিক খাপছাড়া স্বভাবের বলে মনে করা হয় ?

উত্তর—যে ইহুদি টাকা পয়সার চাইতে যুবতী নারী বেশি পছন্দ করে।

★ ★ ★

প্রশ্ন—ইহুদিরা প্রায় চল্লিশ বছর ধরে মরুভূমিতে ঘুরে বেড়িয়েছিল কেন ?

উত্তর—কোন এক ইহুদির পকেট থেকে বালির মধ্যে একটা টাকা পড়ে গেছিল বলে !

★ ★ ★

এক পোলিশ তরুণ পুলিশ বাহিনীতে চাকরী পাওয়ার জন্য পরীক্ষা দিচ্ছিল। তাকে যে-সমস্ত প্রশ্নের উত্তর লিখতে দেওয়া হয়েছিল, তার মধ্যে শেষ প্রশ্নটি ছিল—'যিশুকে কে মেরেছিল ?' যুবকটি আনন্দে আত্মহারা হয়ে বাড়িতে ফিরে তার বৌকে বলল—'বুঝলে গিন্নী, আমার মনে হয় যে কর্তৃপক্ষ আমাকে একটা খুনের কেসের কিনারা করতে দিচ্ছেন।'

★ ★ ★

এক পোলিশ ভদ্রলোক স্ত্রীকে খুব সন্দেহ করতেন। শিগ্গীরই উনি টের পেলেন যে, ওঁর সন্দেহ অমূলক নয়। একদিন অফিস থেকে তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরে নিজের শোবার ঘরে ঢুকে তিনি দেখলেন তাঁর স্ত্রী আর একটি পুরুষের সঙ্গে চুটিয়ে প্রেম করছে। রাগে, দুঃখে অন্ধ হয়ে ভদ্রলোক নিজের কপালে পিস্তল ঠেকিয়ে গুলি করতে যাচ্ছেন। এমন সময় ওঁর স্ত্রী খিলখিল করে হেসে উঠলেন। ভদ্রলোক চেঁচিয়ে বললেন—'অত হেঁসো না, বুঝলে ? আমার পরেই তোমার পালা।'

★ ★ ★ ★

রং বেরঙ ঃ রঙ্গ

দেশ বিদেশের রঙ্গ রস

॥ আইন-আদালত ॥

এক ভদ্রমহিলা খুব উত্তেজিত ভাবে ১০১ নম্বরে ডায়াল করেছেন। অপারেটর জানতে চাইল—"কি চাই, পুলিশ, দমকল, না অ্যামবুলেন্স ?"

ভদ্রমহিলা আতংকগ্রস্ত স্বরে উত্তর দিলেন—"দেখুন, আমার এখনি একজন পশু চিকিৎসককে দরকার।"

অপারেটর অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল—"এত রাতে হঠাৎ পশু-চিকিৎসকের দরকার পড়ল কেন ?"

ভদ্রমহিলা—"মানে আমার বুলডগটার চোয়াল দুটো আটকে গেছে কিনা, সে দুটো খুলে দিতে হবে।"

অপারেটর—"কিন্তু তার জন্যে ১০১ ডায়াল করেছেন কেন?"

ভদ্রমহিলা—"ইয়ে-ব্যাপার হয়েছে কি, ওর সেই দুই চোয়ালের ফাঁকে একটা চোরও আটকে আছে মিস্।"

*　　　　*　　　　*

প্রথম বন্ধু ঃ—"তুই জেলে যাওয়াতে তোর বাবা কি বললেন?"

দ্বিতীয় বন্ধু ঃ—"উনি বললেন, কিরে খোকা, এসে গেছিস তাহলে?"

*　　　　*　　　　*

এক পুলিশ সার্জেণ্ট তার 'ওয়াকিটকি'তে কণ্ট্রোল রুমে খবর পাঠাচ্ছে—"হ্যালো, আমি 'রিভোলি' সিনেমার থেকে কথা বলছি। এখানে এখুনি একটা খুব বড় রকমের ছিনতাই হয়েছে। আমি একজনকে পাকড়াও করেছি।"

কণ্ট্রোল ঃ—"যাকে ধরেছেন সে কি এই ছিনতাই-এর দলের মধ্যে ছিল?"

সার্জেণ্ট—"আরে না। এরই ছিনতাই হয়েছে।"

*　　　　*　　　　*

ম্যাজিস্টেট জিজ্ঞেস করলেন—"আপনি কি করে বুঝলেন যে যাকে আপনি গ্রেপ্তার করেছেন সে মাতাল?"

পুলিশ অফিসার উত্তর দিলেন—'ধর্মাবতার, আমি দেখলাম যে আসামী 'ম্যানহোলের' ঢাকনিটা খুলে নিয়ে চলে যাচ্ছেন। আমি যখন গিয়ে ওকে এরকম করার কারণ কি জিজ্ঞেস করলাম, তখন আসামী উত্তর দিল—"আমি এটা আমার রেকর্ড প্লেয়ারে লাগিয়ে গান শুনব।"

*　　　　*　　　　*

অন্যমনস্ক ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব আসামীকে ধমকে বললেন—"কি হে, তুমি বলছ যে তোমার একটি মাত্র ভাই। কিন্তু তোমার বোন যে এইমাত্র বলে গেল যে তার দুটি ভাই আছে।"

*　　　　*　　　　*

পলা ঃ—"সে কি রে নীলা, তুই না প্রথম দর্শনেই নিখিলের প্রেমে পড়ে গিয়েছিলি ? তাহলে ওকে বিয়ে করবি না কেন ?"

নীলা ঃ—"কি হয়েছে জানিস, দ্বিতীয় ও তৃতীয় বারের দর্শনের পরেই মতটা পালটে ফেলতে হ'ল।"

*　　　　*　　　　*

সুভাষ—"কিরে পলাশ, তোর নতুন বউ রান্নাবান্না কেমন করে ?"

পলাশ (বিরস ভাবে) —"বিশেষ সুবিধার নয় রে। এমনকি জল গরম করতে গেলেও সেটা পুড়িয়ে ফেলে।"

*　　　　*　　　　*

গোপাল আর সুবোধ চা খেতে খেতে সুবোধের সমস্যা নিয়ে আলোচনা করছিল। সুবোধ একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, "কি করি বল্তো ? শ্যামলীকে বিয়ে করব বলে সব ঠিক হয়ে আছে, কিন্তু কোথাও একটা থাকবার জায়গা পাচ্ছি না।"

গোপাল পরামর্শ দিল—"কেন, আপাততঃ শ্যামলীর বাবা মার বাড়ীতেই থাকবার ব্যবস্থা কর্না।"

সুবোধ বিমর্ষভাবে উত্তর দিল—"তা কি করে হবে ? শ্যামলীর বাবা মা দুজনেই যে এখনো তাঁদের বাবা মা'র কাছেই থাকেন।"

*　　　　*　　　　*

পরেশ—"জানিস, গত সপ্তাহে যখন আমার হাতটা অনেকখানি কেটে গেছিল, তখন আমার শ্বাশুড়ী কাটা জায়গাটা ধরেই খুব কান্নাকাটি করেছিলেন।"

সুরেশ—'তাহলে তোর শ্বাশুড়ী তোকে খুব ভালবাসেন বলতে হবে ?"

পরেশ—"ব্যাপারটা মোটেই তা নয়। ওঁর ইচ্ছে ছিল, আমার কাটা জায়গায় নুনের ছিটে দেওয়া।"

*　　　　*　　　　*

স্বামী—"তুমি আমার মায়ের মত করে রুটি তৈরি করতে পারনা কেন?"

স্ত্রী—"তুমি তোমার বাবার মত টাকা আয় করতে পারনা কেন? তাহলে আমিও তোমার মায়ের মত করেই রুটি তৈরি করতে পারব।"

*   *   *

প্রশ্ন—দুটি বিয়ে করার সব চাইতে বড় শাস্তি কি?

উত্তর—দুজন শ্বাশুড়ী থাকে।

*   *   *

নিরীহ কেরানী রামবাবু রাশভারী 'বস্'-এর কাছে গিয়ে কাঁচুমাচু হয়ে বললেন—"স্যার আগামীকাল দয়া করে আমাকে ছুটি দেবেন?"

বস্ তো এক ধমক লাগালেন—"সেকি মশাই, আপনি জানেন না যে আগামীকালই আমাদের এই সপ্তাহের সব চাইতে ব্যস্ততার দিন! আগামীকালই ছুটি নিতে চাইছেন কেন?"

রামবাবু আরো মিনমিনে গলায় বললেন—"না স্যার, মানে, আগামীকাল আমাদের বিয়ের 'সুবর্ণ জয়ন্তী'। তাই আমার ছেলে বাড়িতে একটা খাওয়াদাওয়ার আয়োজন করেছে। আত্মীয়-স্বজনেরাও অনেকে আসবে। তাই—"

"ঠিক আছে, ঠিক আছে।" খেঁকিয়ে উঠলেন বস্—"ছুটি আমি দিচ্ছি, কিন্তু তাই ভাববেন না যেন যে প্রতি পঞ্চাশ বছরেই এর জন্য আপনাকে আমি ছুটি দেব।"

*   *   *

প্রবীর খুব চিন্তিতভাবে বলে উঠল—"সত্যি, আজকালকার বেশীর ভাগ মেয়েদের যে কি হয়েছে! বিয়ে করতেই তাদের যত অনিচ্ছা!"

তাপস জিজ্ঞেস করল—"কেন, একথা বলছিস কেন? আর, তুই তাদের এরকম অনিচ্ছার কথা জানলিই বা কি করে?"

"কি করে আবার জানব? চটে গেল প্রবীর—"আমি নিজে তাদের বিয়ে করতে চেয়েছি যে!"

*   *   *

অফিস কর্মচারী (ম্যানেজারকে)—"স্যার আগামী কাল বিকেল-বেলা আমাকে ছুটি দেবেন? কাল আমার ঠাকুমার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া।"

ম্যানেজার—"ওহে দেখ, মিথ্যে কথা বলনা। মাস দুয়েক আগেই না তুমি ঠাকুমার মস্কার জন্যে ছুটি নিয়েছিলে?"

অফিস কর্মচারী—"হ্যাঁ, স্যার। কিন্তু আমার ঠাকুরদা যে আবার বিয়ে করেছেন।"

* * *

রোমান্টিক স্বভাবের এক তরুণী তার পুরুষ বন্ধুকে বললে,—"আমি যে পুরুষকে বিয়ে করব সে হবে রাজা আর্থারের মত মহৎ, হারকিউলিসের মত সাহসী সোলোমনের মত জ্ঞানী, আর অ্যাপলোর মত সুন্দর।"

পুরুষ বন্ধুটি সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিল—"যাক! ভাগ্যিস আমাদের দুজনের দেখা হয়েছিল!"

* * *

বাবা—"জন, এবার তোমার হোমওয়ার্কগুলো সেরে ফেল।"

জন—"ওঃ, বাবা... "

বাবা—"না, কোন কথা নয়। করে ফেল, এক্ষুণি। এত ভয় পাচ্ছ কেন! 'হোমওয়ার্ক' করে কেউ কখনো মারা যায়নি।"

জন—"আমাকে দিয়েই মারা যাওয়াটা আরম্ভ হবে কেন, বাবা?"

* * *

প্রশ্ন—ভারতীয় হাতি আর আফ্রিকার হাতির মধ্যে কতটা তফাৎ?

উত্তর—"প্রায় তিন হাজার মাইল।"

* * *

তিনজন আসামীকে জজ সাহেবের সামনে হাজির করা হয়েছে। জজ সাহেব ছিলেন বেজায় রকম ট্যারা। তা তিনি প্রথম আসামীকে জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমার নিজের স্বপক্ষে কি বলবার আছে?"

দ্বিতীয় আসামী উত্তর দিল—"ধর্মাবতার আমি নির্দোষ।"

জজ সাহেব তাকে এক ধমক দিয়ে বললেন—"আমি তোমার সঙ্গে কথা বলছিনা। তুমি চুপ করে থাক।"

এবার উত্তর দিল তৃতীয় আসামী—"ধর্মাবতার, আমি তো কোন কথাই বলিনি!"

*　　　　*　　　　*

টম—"এই, ডিক, আমার বিছানায় মাকড়সা ছেড়ে দিয়েছিস কেন রে?"

ডিক—"কি করব, ব্যাঙ পেলাম না যে।"

*　　　　*　　　　*

এক ভদ্রলোকের ছেলে সদ্য সদ্য গাড়ী চালানোর পরীক্ষায় পাশ করেছে। ভদ্রলোক একদিন সন্ধ্যেবেলায় বাড়ি ফিরে দেখেন, তাঁর পুত্র রত্নটি গাড়ি শুদ্ধ বসবার ঘরে ঢুকে পড়েছে। রেগে আগুন হয়ে তিনি জিজ্ঞেস করলেন—"কি ব্যাপারটা কি? এখানে ঢুকে এলে কি করে?"

ছেলে উত্তর দিল—"খুবই সোজা ব্যাপার বাবা। রান্নাঘর দিয়ে ঢুকে বাঁদিকে ঘুরলাম!"

*　　　　*　　　　*

ডিনার শেষ হওয়ার পরে বক্তৃতা দিতে উঠে বক্তা মশাই সমানে বক্‌বক্ করে চলেছেন—আমার কোন লক্ষ ই নেই। শ্রোতরা তো এদিকে অস্থির হয়ে উঠেছেন। এক শ্রোতা অতিকষ্টে চোখ খোলা রেখে ঘুম জড়ানো গলায় বলে উঠ্‌লেন—"দুর ছাই. একে চুপ করানোর কি কোন উপায় নেই?"

এক ভদ্রমহিলা সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠ্‌লেন—"কোন উপায় যদি খুঁজে পান, তবে সেটা আমাকে জানাবেন। আমি ওঁর স্ত্রী, আমি গত কুড়ি বছর ধরে ওঁকে চুপ করানোর চেষ্টা করে যাচ্ছি!"

*　　　　*　　　　*

মিঃ জোনস্ সন্ধ্যেবেলায় পুরনো বন্ধু মিঃ ঘুরুর বাড়িতে এসেছেন গল্প-গুজব করতে। আড্ডা শেষ করে উঠবার সময়েই শুরু হল মুষলধারে বৃষ্টি আর ঘন ঘন বাজ পড়া। মিঃ ঘুরু বন্ধুকে বললেন, —"ওহে জোনস্, আজ রাতটা বরং এখানেই থেকে যাও।"

জোনস্ উত্তর দিলেন—"ধন্যবাদ বন্ধু। তাই করব, দাঁড়াও চট্ করে বাড়ি থেকে আমার পাজামাটা নিয়ে আসি।"

*　　　　*　　　　*

নাপিত—"আচ্ছা, স্যার, আপনি যখন দোকানে ঢুকছিলেন তখন কি আপনার গলায় একটা লাল রংয়ের স্কার্ফ জড়ানো ছিল?"

খদ্দের—"না তো, আমার গলায় কিছুই ছিল না।"

নাপিত—"এই সেরেছে! তাহলে তো আমি আপনার গলাটাই কেটে ফেলেছি।"

*　　　　*　　　　*

খদ্দের—"বাঃ, রুটিটা তো ভারী সুন্দর আর গরম।"

দোকানদার—"তাই তো হওয়া উচিত, ম্যাডাম। আর বেড়ালটা সারা সকাল ওটার ওপর বসে ছিল।"

*　　　　*　　　　*

এক ভদ্রমহিলা হন্তদন্ত হয়ে দোকানে ঢুকে বললেন—"আমাকে এখুনি একটা ইঁদুর ধরা কল দিন তো! খুব তাড়াতাড়ি করুন, আমাকে এখুনি একটা বাস ধরতে হবে।"

দোকানের ছোকরাটা উত্তর দিল—"দুঃখিত, ম্যাডাম! অত বড় কল আমরা বিক্রী করি না।"

*　　　　*　　　　*

এক ভদ্রলোক ব্যস্ত সমস্ত হয়ে একটা 'কাফে'তে ঢুকে কাউণ্টারের মেয়েটিকে বললেন,—"আমাকে দয়া করে এক গ্লাস জল দেবেন?"

"নিশ্চয়ই দেব। এই নিন জল"—বলে মেয়েটি তাকে জলের গ্লাস এগিয়ে দিল। ভদ্রলোক কিন্তু গেলাসটা হাতে নিয়ে জলটা না খেয়ে ছুটে 'কাফে'র বাইরে বেরিয়ে গেলেন। মিনিট দুয়েক বাদে খালি গেলাসটা নিয়ে ভদ্রলোক ফিরে এসে বললেন—"আমাকে দয়া করে আর এক গেলাস জল দেবেন?" মেয়েটি খুব ভদ্রভাবে বলল—"নিশ্চয়ই দেব। কিন্তু আপনি জলটা এখানে দাঁড়িয়েই খাচ্ছেন না কেন?"

ভদ্রলোক উত্তর দিলেন, "আরে, জলটা আমি খাবার জন্য নিচ্ছি না। আমার বাড়িতে আগুন লেগেছে যে!"

*　　　*　　　*

॥ রাজা আর সমালোচক ॥

এক যে ছিলেন রাজা। রাজকার্যে ছিল না তাঁর মন। রাতদিন শুধু গল্প লিখতেন। ভাবতেন, তাঁর মতো এতো সুন্দর গল্প আর কেউ লিখতে পারবে না। তিনি যাঁদের গল্প শোনাতেন, রাজার ভয়ে সকলেই বলতেন, 'এমন গল্প আগে আর শুনিনি।' একদিন রাজা নামজাদা এক সমালোচককে তাঁর গল্পগুলি পড়তে দিলেন। গল্প পড়ে সমালোচক মন্তব্য করলেন, 'বাজে লেখা'। রাজামশাই রাগের চোটে সমালোচককে পুরলেন কারাগারে। দিন যায়। একদিন রাজার কি মনে হলো কে জানে, সমালোচককে তিনি মুক্তি দিলেন। শুধু কি তাই রাজা তাঁকে নৈশাহারে আপ্যায়িত করার জন্য সাদর আমন্ত্রণ জানালেন। রাতে সমালোচক এলেন। রাজা তাঁর গল্পগুলি পুনরায় পড়তে দিলেন তাঁকে, মতামত জানতে চাইলেন সমালোচক কোনোরকম মন্তব্য না করে প্রহরীদের বললেন, 'তোমরা আবার আমায় কারাগারে নিয়ে চলো ভাই!'

*　　　*　　　*

দুইজন বিশপের মধ্যে আজকের জনজীবনের যৌন দুর্নীতি নিয়ে কথা হচ্ছে।

প্রথম জন—আমাদের সময় এসব ছিল না, আমার ত মনে আছে যে বিয়ের আগে আমি আমার স্ত্রীর সাথেও প্রেম করি নি। সহবাসত দূরস্থান।

দ্বিতীয় জন—আমার কথা ভাই ঠিক বলতে পারছি না। কারণ আমার স্ত্রীর কুমারী জীবনের নামটা ত আমার জানা নেই।

*　　　*　　　*

চলতি দুনিয়ায় ঃ রকমারি

॥ মা ও ছেলে ॥

মা—জানিস, খোকা, তোর বাবা একটা খুব ভাল চাকরী পেয়েছেন। ওঁর নীচে প্রায় শ পাঁচেক লোক আছে।

ছেলে—তাই নাকি, মা ?

মা—হ্যাঁরে, খোকা। তোর বাবা আমাদের পুরনো কবরখানাটার ঘাস ছাঁটার চাকরী পেয়েছে।

* * *

মা (চিঠিতে)—খোকা, তুই নাকি 'জোক্‌স' এর উপর একটা নতুন বই লিখছিস ? আমি জানতাম যে একদিন তুই এরকম দারুণ বুদ্ধিমানের মত একটা কিছু করবিই। তোর যখন চৌদ্দ বছর

বয়স তখন তুই সব সময়েই ক্লাসে ফার্স্ট হতিস—তোর ক্লাসের অন্যান্য সহপাঠীদের বয়স অবশ্য তখন ছিল আট বছর।

*　　　　*　　　　*

মা (চিঠিতে)—খোকা, তোকে আমি এই চিঠির সঙ্গে একটা একশো টাকার চেক পাঠাব বলে ঠিক করেছিলাম, কিন্তু তার আগেই আমি খামের মুখটা বন্ধ করে ফেলেছি।

*　　　　*　　　　*

মা (চিঠিতে)—জানিস, খোকা, এ সপ্তাহে মাত্র দু'বার বৃষ্টি হয়েছে—প্রথম বার তিনদিন ও দ্বিতীয় বার চারদিন ধরে। আর সোমবার এখানে এত জোরে বাতাস বইছিল যে আমাদের একটা মুরগী চারবার চেষ্টা করে একটা ডিমই চারবার পেড়েছে।

*　　　　*　　　　*

মা (চিঠিতে)—খোকা, যে বাড়িটাতে আমরা উঠে এসেছি সেটা খুব চমৎকার। কিন্তু এখানকার কাপড়চোপড় কাচবার 'ওয়াশিং মেশিন'টা খুব আস্তে আস্তে কাজ করে। আমি এ পর্যন্ত ওটা একবারই ব্যবহার করেছি। মেশিনটার মধ্যে ছ খানা শার্ট ভরে হ্যাণ্ডেলটা টেনে দিয়েছি। কিন্তু সেই শার্টগুলোকে এখনো ফেরৎ পাইনি।

*　　　　*　　　　*

মা (চিঠিতে)—জানিস, খোকা, এখানকার কফিওয়ালা আমাদেরকে খুব একটা বাজে চিঠি লিখেছে। চিঠিতে সে জানিয়েছে যে তোর ঠাকুমার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া বাবদ বিলটা যদি সাত দিনের মধ্যে না চুকিয়ে দেওয়া হয়, তাহলে ঠাকুমা নাকি আবার কবর থেকে উঠে আসবে।

*　　　　*　　　　*

ব্যাটস্ম্যানেরা প্যাভিলিয়নের বারান্দায় বসে আছে, এমন সময় ঘরে টেলিফোন বেজে উঠল। ম্যানেজার গিয়ে ফোনটা ধরতেই অন্যদিক থেকে বলে উঠল—"হ্যালো, দেবুকে একটু ডেকে দিননা। আমি ওর এক বন্ধু।"

ম্যানেজার উত্তর দিলেন—"সে তো এখন এখানে নেই। এই তো, এখনই মাঠে নেমে ব্যাট করতে যাচ্ছে।"

বন্ধুটি এবার বলল—"ঠিক আছে আমি ধরে আছি। ওতো এখুনি ফিরেই আসবে।"

*　　*　　*

প্রহরী চেঁচিয়ে বলল—"এই যে ছোকরা! বলি পড়তে জাননা, না কি? দেখছ না ঐ সাইনবোর্ডে লেখা আছে—'এই দীঘিতে মাছ ধরা নিষিদ্ধ?"

ছোট ছেলেটি সপ্রতিভভাবে জবাব দিল—'আমি মোটেই মাছ ধরছি না। আমার পোষা কেঁচোগুলোকে সাঁতার কাটা শেখাচ্ছি।'

*　　*　　*

দলের সবচাইতে অকর্মণ্য খেলোয়াড়টি তার অধিনায়ককে বলল—"ক্যাপটেন, আমি সত্যিই দুঃখিত যে এমন একটা সহজ গোল 'মিস্' করলাম। মনে হচ্ছে, নিজেকেই নিজে লাথি মারি। ক্যাপটেন গোমড়া মুখে জবাব দিল—"কোন চিন্তা করো না সেটাও তুমি মিস্ করবে।"

*　　*　　*

এক গল্‌ফ্ পাগল ভদ্রলোক গির্জার পাদ্রীকে জিজ্ঞেস করলেন—"আচ্ছা, পাদ্রী মশাই, বলতে পারেন স্বর্গে গল্‌ফ্ খেলার বন্দোবস্ত আছে কিনা? আহা, সেরকম কিছু থাকলে কি ভালই না হয়?"

পাদ্রী মশাই উত্তর দিলেন—"সেটা আমি ঠিক জানি না, কারণ এ নিয়ে আগে কখনো চিন্তা করিনি। তবে আপনাকে আমি কথা

দিচ্ছি এর পরে যখন ভগবানের সঙ্গে কথা হবে, তখন তাঁর কাছে এটা জিজ্ঞেস করে জেনে রাখব।"

পরের রবিবার গির্জায় আবার দুজনের দেখা। গল্‌ফ্‌ পাগল ভদ্রলোক জিজ্ঞেস করলেন—"পাদ্রী মশাই, আমার প্রশ্নের কোন উত্তর পেয়েছেন নাকি?"

পাদ্রী মশাই আস্তে আস্তে বললেন—"হ্যাঁ। আপনাকে একটা ভাল খবর আর একটা খারাপ খবর—দুটোই দেব। ভাল খবরটা হ'ল, স্বর্গে গল্‌ফ্‌ খেলার মাঠ ও বন্দোবস্ত—দুটোই আছে। "আর খারাপ খবরটা কি?"—ভদ্রলোক উদ্‌গ্রীব হয়ে জিজ্ঞেস করলেন।

"খারাপ খবরটা হল এই যে, আগামীকাল বিকেলবেলায় স্বর্গে আপনার গল্‌ফ্‌ খেলার প্রোগ্রাম ঠিক হয়ে আছে।"

* * *

রাম—"আমার কুকুরটা দাবা খেলতে পারে!"

শ্যাম—"তাই নাকি? তাহলে তো কুকুরটা খুবই চালক চতুর বলতে হবে।"

রাম—তা' ঠিক বলতে পারব না। আমি সাধারণতঃ চারবারের মধ্যে তিন বারই হারিয়ে দিই।"

* * *

হাঁস শিকারী দলের একজন রেগেমেগে চেঁচিয়ে উঠে বললেন "কি হচ্ছেটা কি—ও মশাই! আপনি আর একটু হলেই আমার স্ত্রীকে গুলি করেছিলেন! একটুর জন্য গুলিটা লাগেনি।"

গুলিটা যিনি ছুঁড়েছিলেন, তিনি লজ্জিত ভাবে উত্তর দিলেন—"মাপ করবেন, মশাই। আমি সত্যিই দুঃখিত। তা, আমি কি আর একবার চেষ্টা করে দেখব?"

* * *

এই হাঁস শিকারী দলেরই আর একজন সভ্য আরো রেগে চেঁচিয়ে উঠলেন— এই যে শুনছেন মশাই? আপনি এখুনি আমার স্ত্রীর গায়ে গুলি করেছেন।"

আগের গুলিটা যিনি ছুঁড়েছিলেন, তিনিই আবার বললেন—"ওঃ

হো, তাই বুঝি ? বেশতো, আপনি বরং আমার স্ত্রীর ওপরেও একটা গুলি চালান।"

*　　　*　　　*

যদু ঃ—আমার ফুটবল ক্লাবের ম্যানেজার বলেন, দুটো জিনিস না থাকলেই আমি এক অসাধারণ ফুটবল খেলোয়ার হতে পারতাম।

মধু ঃ—সে জিনিস দুটো কি ?

যদু ঃ—আমার পা দুখানা !

*　　　*　　　*

খুব নিকৃষ্ট মানের এক গল্‌ফ্‌ খেলোয়াড় তার পার্টনারকে জিজ্ঞেস করল—"আচ্ছা, শেষ যে সট্‌টা করলাম সেটা ঠিক কি ভাবে মারা উচিত ছিল ?"

পার্টনার শুক্‌নো গলায় উত্তর দিল—"অন্য একটা ছদ্মনাম নিয়ে।"

*　　　*　　　*

জন ঃ—"জানিস, আমার ভাই একজন পেশাদার বক্সার।"

বিল ঃ—"তাই নাকি ? কি নাম রে তোর ভাইয়ের ?"

জন ঃ—"রেম্‌ব্রাঁ।" (বিখ্যাত চিত্রশিল্পী)

বিল ঃ—"রেম্‌ব্রাঁ ?"

জন—"হ্যাঁ। ও সবসময়ে 'ক্যানভাস'—এর ওপরেই শুয়ে থাকে কিনা।"

*　　　*　　　*

এক পাকা তাসুরের মেয়েকে একজন জিজ্ঞেস করল—"আচ্ছা, খুকি, তুমি গুণতে জান ?"

খুকি—"হ্যাঁ ! বলব ? এক দুই, তিন, চার, পাঁচ, ছয়, সাত, আট, নয়, দশ, গোলাম, বিবি, সাহেব…"

*　　　*　　　*

"গ্রেট্‌স্‌ভিল ইউনাইটেড" ফুটবল ক্লাবের নিয়ম ছিল, মাঠে কোন ম্যাচ শুরু হওয়ার আগেই জাতীয় সঙ্গীত বাজানো হবে। তবে, এর পেছনে দেশপ্রেমের কোন তাড়না ছিলনা। কর্মকর্তারা নিশ্চিত ভাবে

দেখতে চাইতেন, সব কজন খেলোয়াড়ই উঠে দাঁড়ানোর মত অবস্থায় আছে কিনা!

*　　　　*　　　　*

ডন—জানিস, আমার ভাইও একজন পেশাদার বক্সার।

রণ—তাই নাকি? কোন্ বিভাগে, হেভিওয়েট?

ডন—না। ফেদারওয়েট। সুড়সুড়ি দিয়েই ও প্রতিদ্বন্দ্বীদের খতম করে দেয়।

*　　　　*　　　　*

আম্পায়ার চেঁচিয়ে উঠলেন—"আউট!"

হতভম্ব ব্যাটস্‌ম্যান রেগে আরো চেঁচিয়ে জিজ্ঞেস করল—"আউট? কিসের জন্য?"

আম্পায়ার নির্বিকার ভাবে উত্তর দিলেন—"বিকেল বেলার বাকী সময়টুকুর জন্য।"

*　　　　*　　　　*

দৈত্যাকৃতি এক ফাস্ট বোলারের মুখোমুখি হয়ে প্রথম বলেই ব্যাট্‌স্‌ম্যান চোখকান বুজে খেলে আউট হয়ে গেলেন। প্যাভিলিয়নে ফেরার পর ক্যাপ্টেনকে প্রথমেই বলে উঠলেন সেই ব্যাট্‌স্‌ম্যান—"ওখানে ট্যাঙ্ক পাঠান, মশাই। কেউ মরে গেলে কি তার পরিবারের সব ভার আপনি নেবেন?"

*　　　　*　　　　*

॥ পারিবারিক জোক্‌স ॥

এক প্রার্থী তাঁর নির্বাচনী সফরে নিজের এলাকার প্রতিটি বাড়ি ঘুরছিলেন। একটি বাড়িতে দরজা খুলে দিল ছোট একটি ছেলে। প্রার্থী মশাই তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন—"আচ্ছা বলতো খোকা, তোমার মা কোথায় আছেন? 'রিপারলিকান' পার্টি, না 'ডেমোক্র্যাট' পার্টিতে।

ছেলেটা উত্তর দিল—"এ দুটোর কোনটাতেই না, মা বাথরুমে আছেন।"

*　　　*　　　*

পাঁচ বছরের জিম খুব চিন্তিত ভাবে তার বন্ধুকে বলল, "দ্যাখ আমার মনে হয়না আমার মা বাচ্চাকাচ্চা সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানে।"

বন্ধু জিজ্ঞেস করল—"কেন, এ কথা বলছিস্ কেন?" জিম উত্তর দিল—"কারণ আমার যখন মোটেই ঘুম পায় না, তখন মা আমাকে শুইয়ে দেয়। আবার যখন আমার খুব ঘুম পেয়ে গেছে তখন আমাকে জাগিয়ে তোলে।"

*　　　*　　　*

ছোট ভাই দিদিকে বলল—"দিদি, আমার এই অংকের হোমওয়ার্কগুলো করতে আমাকে একটু সাহায্য করবি?" দিদি খুব রেগে গিয়ে উত্তর দিল—"কখনোই নয়। সেটা কখনোই ঠিক হবেনা।"

ভাই সঙ্গে সঙ্গে বলল—"হ্যাঁ। জানি যে তোর কষা অংকগুলো ঠিক হবেনা। কিন্তু একটু চেষ্টা তো করতে পারতিস।"

*　　　*　　　*

সমাজ কল্যাণ দপ্তরের এক অফিসার তার এলাকার পরিচিত সমস্যাগুলো জানবার জন্যে তাদের সঙ্গে দেখা করতে গেল। দরজা খুলে দিল একটা ছোট মেয়ে। সে খুব সন্দেহের সঙ্গে জিজ্ঞেস করল—"কি চাই আপনার?"

অফিসার—"খুকী, তোমার মা বাড়িতে আছেন?"

খুকী—"না। মা তো পাগলা গারদে আছে, জানেন না?"

অফিসার—"ও……আচ্ছা, তোমার বাবা?"

খুকী—"বাবা? বাবা তো জেলে আছে, জানেন না?"

অফিসার—"হায় ভগবান! আর তোমার দাদা?"

খুকী—"সেটাও জানেন না? দাদা তো 'রিফর্মেটরী' স্কুলে আছে।"

অফিসার—"কি সর্বনাশ! তাহলে তোমার দেখাশোনা করছে কে, নিশ্চয়ই তোমার বড় দিদি?"

খুকী—"গত সপ্তাহ পর্যন্ত দিদি এখানেই ছিল বটে, কিন্তু এখন সে আছে হার্ডডি বিশ্ববিদ্যালয়ে।"

অফিসার—তার মানে? তোমার মা পাগলা গারদে, বাবা জেলে, দাদা রিফরমেটরীতে, আর তোমার দিদি কলেজে?

খুকী—"হ্যাঁ।"

অফিসার—"তা কি নিয়ে পড়ছে সে?"

খুকী—"দিদি কিছু নিয়ে পড়ছে না। দিদিকে নিয়েই অধ্যাপকরা নানারকম পরীক্ষা-টরীক্ষা করছেন!"

*　　　*　　　*

রবার্ট সদ্য নিজের একটা 'রক অ্যান্ড রোল' গানবাজনার দল গড়ে তুমি আর তোমার দলবল যদি 'টিভি'তে অনুষ্ঠান করতে তাহলে সত্যিই খুব ভাল হত।

রবার্ট খুব খুশী হয়ে বলল—"তার মানে আমরা খুব চমৎকার গানগুলো করি, তাই না?"

ভাই উত্তর দিল—"না, তাহলে আমি সঙ্গে সঙ্গেই সুইচ ঘুরিয়ে 'টিভি'টা বন্ধ করে দিতে পারতাম!"

*　　　*　　　*

পলির ঠাকুমা ওকে জিজ্ঞেস করলেন—"হ্যাঁরে পলি, তোদের স্কুলে এখন কি শেখাচ্ছে রে?"

পলি উত্তর দিল—"ফরাসী আর জার্মান ভাষা শিখছি, আর সবে অ্যালজেব্রা আরম্ভ হয়েছে।"

ঠাকুমা অবাক হয়ে বললেন—"সে কিরে? আমি ফরাসী আর জার্মান ভাষা শিখতাম, কিন্তু অ্যালজেব্রা তো কখনো কেউ বলতে শেখায় নি!"

*　　　*　　　*

স্বামী খুব দেরী করে বাড়ি ফিরে জিজ্ঞেস করলেন—"কিগো আমার খাবার দাবারগুলো সব গরম আছে তো?"

রেগে অগ্নিশর্মা উত্তর দিল—"হ্যাঁ, গরম থাকা তো উচিত। সন্ধ্যে সাতটা থেকে খাবারগুলো উনুনে চাপানো আছে তো!"

*　　　*　　　*

বাচ্চাকাচ্চারা ঘরদোর আলো করে রাখে একথাটা খুবই ঠিক কারণ তারা কোন সময়েই বাড়ীর কোন আলোই নেবায় না।

*　　　*　　　*

ছেলে—"বাবা, একজন ভদ্রলোক এসে নতুন 'সুইমিং পুল' তৈরী করার জন্যে চাঁদা চাইতে এসেছেন।

বাবা—ওঁকে এক গেলাস জল দিয়ে দাও।

*　　　*　　　*

ছোট ছেলেটা খুব দুঃখের সঙ্গে বন্ধুকে বলল—"বুঝালি, টেলিভিশন দেখার ফলে যে মারপিট, হিংস্রতা দেখা গিয়েছে বলা হয়, সে কথাটা খুবই সত্যি।"

বন্ধু জিজ্ঞেস করল—"কেন? তোর কেন এটা মনে হচ্ছে?"

ছেলেটা উত্তর দিল—"কারণ, যতবারই আমি আমাদের 'টি.ভি. সেটটা খুলি, ততবারই বাবা আমাকে ধরে মার লাগায়।"

*　　　*　　　*

গৃহকর্ত্রী বাইরে কড়া নাড়ার আওয়াজ পেয়ে দরজা খুলে দেখলেন, অপরিচিত এক ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে আছেন। ভদ্রলোক খুব ভদ্রতা করে বললেন—"ম্যাডাম, আপনাকে বিরক্ত করার জন্য ক্ষমা চাইছি। কিন্তু, প্রতিদিনই যখন আমি আপনার বাড়ির সামনে দিয়ে কাজের জায়গায় যাই, তখন দেখি যে আপনি আপনার ছেলের মাথায় একটা পাউরুটি দিয়ে মারছেন।"

"হ্যাঁ ঠিকই দেখেছেন।"—ভদ্রমহিলা জবাব দিলেন।

"কিন্তু আজ যখন যাচ্ছি, তখন দেখলাম যে প্রতিদিনের মত পাঁউরুটি দিয়ে মারার বদলে আপনি একটা চকলেট কেক দিয়ে ছেলের মাথায় বাড়ি মারলেন।"

তাই ভাবলাম, হঠাৎ কেন……"ভদ্রলোক কথাটা শেষ না করেই কৌতূহলী হয়ে ভদ্রমহিলার দিকে তাকিয়ে রইলেন।

ভদ্রমহিলা উত্তর দিলেন—"ও, এই ব্যাপার? মানে আজকে ছেলেটার জন্মদিন কিনা, তাই....।"

*　　　*　　　*

ল্যারির মা টেলিফোন নামিয়ে রেখে রেগে লাল হয়ে চেঁচালেন—

"ল্যারি! এদিকে এসো! আমাকে এখুনি মিসেস্ হ্যারিসন ফোন করেছিলেন। তুমি ওঁর মেয়ে ডরিস—এর সঙ্গে গতকাল রাতের স্কুলের 'বলনাচে' খারাপ ব্যবহার করেছ কেন? অভদ্র, অসভ্য ছেলে কোথাকার!"

ল্যারি খুব অবাক হয়ে প্রতিবাদ করল—"সে কি, মা?" সত্যি বলছি, আমি ডরিস-এর সঙ্গে খুব ভাল ব্যবহারই করেছি। এমন কি আমি ওকে প্রশংসা করেও একটা কথা বলেছি।"

"তাই নাকি? তা, কি বলেছ শুনি!"—মা খুব গম্ভীরভাবে জিজ্ঞেস করলেন।

ল্যারি জানাল—'আমি ওকে বলেছি—সত্যি, ডরিস, যত মোটা মেয়ের সঙ্গে আমি এ পর্যন্ত নেচেছি, তাদের সকলের চাইতে তুমি কম ঘামো!"

* * *

॥ স্কুল-কলেজের জোকস্ ॥

স্কুল কলেজের হোস্টেলের রান্নাবান্না সাধারণতঃ খুবই অখাদ্য হয়ে থাকে। একবার এরকম এক হোস্টেলে চপে এক কামড় দিয়ে দিয়েই একটা ছেলে চেঁচিয়ে উঠ্‌ল—"এটা কি, অ্যাঁ? কিসের চপ এটা?"

রাঁধুনি খুব গম্ভীর ভাবে জিজ্ঞেস করল—'কেন, কিসের স্বাদ লাগছে?"

ছাত্রটা মুখ খেঁকিয়ে বলে উঠল—"আটার।"

"তাহলে ওটা মাংসের চপ"—রাঁধুনী চট্‌পট্ উত্তর দিল,—"মাছের চপগুলোর স্বাদ হয়েছে সাবানের মত।"

* * *

হোস্টেল সুপারিন্‌টেনডেণ্ট—"কি হে, খাবার নিয়ে কোন নালিশ আছে?"

নতুন ছাত্র—"আছে স্যার ! এই যে, এই খাবারটা নিয়ে।"

সুপারিন্‌টেনডেণ্ট (এক চামচ মুখে দিয়ে)—"কেন, এর স্বাদ তো খারাপ লাগছে না। চা-টা তো বেশ ভালই।"

ছাত্র—"কিন্তু স্যার, এটা তো চা-ই নয়, ঝোল।"

সুপারিন্‌টেনডেণ্ট—"ঠিক আছে, ঠিক আছে। ঝোলটা খুবই ভাল হয়েছে।"

* * *

ছাত্র খুব হতাশভাবে তার ইংরেজীর মাস্টার মশাইকে বলল—"আমার কিছু হওয়ার নয়, স্যার। আমি শিখতে চেষ্টা করি ঠিকই কিন্তু আপনি যা বলেন সবটুকুই আমার দুই কান দিয়ে ঢুকে অন্য কান দিয়ে বেরিয়ে যায় !"

মাস্টার মশাই খুব অবাক হয়ে বললেন—"দুই কান দিয়ে ঢুকে অন্য কান দিয়ে বেরিয়ে যায়, মানে ? তোমার কান তো মোট দুটোই।"

"দেখলেন তো, স্যার ?"—ছাত্রের হাজির জবাব—"আমি অংকে-ও একেবারে কাঁচা।"

* * *

মাস্টার মশাই সকালবেলায় ছাত্রদের জমায়েতে একজনকে লক্ষ্য করে খুব বিরক্তভাবে বলে উঠলেন—"এই, তোমাকে আমি লাইনের শেষে গিয়ে দাঁড়াতে বলেছিলাম না ?"

নতুন ছাত্রটি প্রায় কাঁদো কাঁদো স্বরে উত্তর দিল—"তাই তো করতে গিয়েছিলাম, স্যার। কিন্তু দেখলাম যে লাইনের শেষে কোন একটা ছেলে গিয়ে আগে থাকতেই দাঁড়িয়ে আছে।"

* * *

মাস্টার মশাই—"ডেনিস, স্কুলে আসতে এত দেরী হল কেন ?"

ছাত্র—"দুঃখিত, স্যার ! ঠিক সময়ে ঘুম ভাঙেনি।"

মাস্টার মশাই—"সে কি হে ! তুমি কি বাড়িতেও ঘুমোও নাকি ?"

* * *

মাস্টার মশাই—"সাইমন, যদি আমার ডান হাতে আটটা, আর বাঁ হাতে দশটা আপেল থাকে, তাহলে কি বোঝা যাবে ?"

সাইমন—"স্যার, তাহলে এটাই বোঝা যাবে যে আপনার হাতগুলো প্রকাণ্ড বড় !"

স্কুলের দিদিমণি—"রমা, তুমি দশ পর্যন্ত গুণতে পার ?"

রমা—"হ্যাঁ, দিদিমণি পারি।" (পেটের কাছে আঙুল ধরে) এক, দুই, তিন, চার, পাঁচ, ছয়, সাত, আট, নয়, দশ।"

দিদিমণি—"বাঃ, রমা, এই তো চাই। আচ্ছা, ওপর দিকে কিছু গুণতে পার ?"

রমা—"হ্যাঁ, দিদিমণি" (মাথার ওপর আঙুল ধরে এক থেকে দশ পর্যন্ত গুণে গেল রমা)।

*　　　*　　　*

মাস্টার মশাই—"আচ্ছা, টমি, বড় হয়ে কি হতে চাও তুমি ?"

টমি—"আমি শিক্ষক হতে চাই, স্যার !"

মাস্টার মশাই—"তাই নাকি ? তা, শিক্ষক হতে চাও কেন ?"

টমি—"কারণ, আমাকে তাহলে আর কিছু শিখতে হবে না—আমি তখন সবজান্তা হয়ে যাব !"

*　　　*　　　*

স্কুলের এক তরুণ, আদর্শবাদী শিক্ষক তাঁর বন্ধুকে বললেন—"আমার জীবনের আদর্শ হল, 'খুব ভালভাবে খাটো, খুব ভালভাবে খেলাধুলা কর, আর খুব ভালভাবে প্রার্থনা কর।' তোমার আদর্শ কী, বন্ধু ?"

বন্ধু শিক্ষকটি উত্তর দিলেন—"আমার আদর্শ হল যা হয়ে গেছে তাকে ভুলে যাও। তা নিয়ে মাথা ঘামাতে যেও না।"

তরুণ শিক্ষক—"বাঃ, খুব ভাল। তা, এটাকেই তোমার জীবনের আদর্শ করলে কেন ?"

বন্ধু—"কারণ তাহলে আমাকে আর ইতিহাসের ক্লাস নিতে হবে না।"

*　　*　　*　　*

নানা রঙের আরও জোক্‌স

প্রশ্ন—হাতী আর মাছির মধ্যে পার্থক্যটা কি?

উত্তর—হাতীর গায়ে মাছি বসে, কিন্তু মাছির গায়ে হাতী বসতে পারে না।

* * *

"ডাক্তারবাবু, আমার বাড়ীর সবাই মনে করে যে আমি পাগল?"

"কেন? এ রকম মনে করার কারণ কি?"

"আজ্ঞে ডাক্তারবাবু, আমি 'সসেজ্‌' খুব পছন্দ করি।'

"তাই নাকি? তাহলে একবার দয়া করে এসে আমার 'সসেজ'র সংগ্রহশালাটা দেখে যাবেন অন্তত কয়েক হাজার সসেজ আমি জমিয়ে ফেলেছি।"

* * *

"আমার বোন গাড়ি কেমন করে চালায়, তা নিয়ে আমি কিছু বলতে চাই না। তবে আমার বাবা আমাদের গাড়ীতে কাঁচের মেঝে লাগিয়ে দিয়েছেন, যাতে বোন কাউকে চাপা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দেখতে পায় সে কাকে চাপা দিল।"

* * *

শ্যাম—"গত সপ্তাহে আমি ডিভোর্স করবার জন্য প্রথম কাজটা করে ফেলেছি।"

বন্ধু—"কি করেছ, উকিলের সঙ্গে দেখা করে?"

শ্যাম—"না। বিয়ে করেছি।"

* * *

ভদ্রমহিলা গাড়ি চালাতে চালাতে হঠাৎ দারুণ ঘাবড়ে গিয়ে স্বামীকে বললেন—"হ্যারি, শিগগীর স্টিয়ারিং হুইলটা ধর। একটা গাছ সোজা আমাদের গাড়ির দিকে হেঁটে আসছে।"

* * *

শীলা—"আমার স্বামী চমৎকার লোক। সত্যি সত্যি আমার মনে হয় যে, দশলাখে একজন এরকম পাওয়া যায়।"

নীলা—"তাই নাকি? তাহলে তো মনে হয় ওকে তুই লটারিতে পেয়েছিস।"

* * *

এক ভদ্রমহিলা একজন আর একজনকে জিজ্ঞেস করলেন—"আচ্ছা, কত বয়স হল এখন আপনার?"

দ্বিতীয় ভদ্রমহিলা উত্তর দিলেন—"এই তো, উনচল্লিশ বছরে পা দিলাম। তবে আমাকে দেখে উনচল্লিশ বছরের বলে মনে হয় না, না?"

প্রথম ভদ্রমহিলা শুকনো গলায় বললেন—"না, এখন আর তা মনে হয় না। তবে বেশ কিছুদিন আগে সেটাই মতো হত বটে।"

* * *

"এই রবি, তোর কানের পেছনে রুটির টুকরো গোঁজা কেন রে?"

"অ্যাঁ, সে কি! এঃ হে, দেখেছ—লাঞ্চে আমার পেনসিলটাই খেয়ে ফেলেছি!"

* * *

এক রেস্টুরেণ্ট মালিকের খুব গর্ব ছিল যে, তাঁর রেস্টুরেণ্টে সব খাওয়া যায়। একদিন এক খদ্দের এসে মেনু কার্ড দেখছেন। এমন সময় 'ওয়েটার' খুব গর্বিত ভাবে তাঁকে বলে উঠল—'স্যার, সব কিছুই এতে পাবেন। এমন কোন জিনিষ নেই যা এই মেনু কার্ডে আপনি খুঁজে পাবেন না!"

খদ্দের বেশ কড়া গলায় বলে উঠল—"হ্যাঁ, তা তো দেখতেই পাচ্ছি। তা, এই 'মেনু কার্ড'টা সরিয়ে নিয়ে যাও, আর এটার বদলে একটা সাফ সুত্রো, পরিষ্কার দেখে 'মেনু কার্ড' এনে দাও।"

* * *

বান্ধবী—"সবিতা, সুব্রতকে বিয়ে করতে রাজি হলি না কেন?"

সবিতা—"সুব্রত প্রায়ই বলে, আমি ওকে বিয়ে না করলে নাকি ও মারা যাবে। তাই আমার দেখতে ইচ্ছে হয়েছে সত্যি সত্যিই ও মারা যায় কিনা!"

* * *

ভায়সর মা কাঁদো কাঁদো গলায় বলে উঠলেন—"মেয়েটার মাত্র সতেরো বছর বয়স, এর মধ্যেই কিনা ও বিয়ে করে ফেলেছে!"

ওঁর স্বামী সান্ত্বনা দেওয়ার স্বরে বললেন—' এভাবে কান্নাকাটি করো না লক্ষ্মীটি! মেয়েকে হারাচ্ছ—এ ভাবে ব্যাপারটাকে না নিয়ে বরং ভাব, তুমি একটা চানের ঘর ফিরে পাচ্ছ!"

* * *

জনৈকা তরুণী—"আমার প্রিয়তম পিটার সবাইকে বলে বেড়ায় যে, পৃথিবীর সবচাইতে বেশী সুন্দরী মেয়েকে বিয়ে করতে যাচ্ছে!"

বান্ধবী—"ছিঃ ছিঃ, কি লজ্জার কথা। এতদিন ধরে তোকে বিয়ে করবে বলে বাগ্‌দত্ত থেকে এখন কিনা এসব মতলব আঁটছে!"

* * *

বিয়ের পর নতুন বাড়িতে গিয়ে প্রথমদিন সন্ধ্যেবেলায় নতুন বৌ রান্নাঘরে ঢুকেছে সব গোছগাছ করতে। কিন্তু মিনিট পাঁচেক পরেই সে কাঁদতে কাঁদতে বসবার ঘরে এসে হাজির হল।

সদ্য বিবাহিত স্বামী খুব ব্যস্ত হয়ে জিজ্ঞেস করল—"কি হয়েছে, সোনা? কাঁদছ কেন?"

নতুন বৌ কাঁদতে কাঁদতে বলল—"ওগো যাচ্ছেতাই কাণ্ড

হয়েছে। বরফের চাক্‌তিগুলো ভাল করে ধোয়ার জন্য গরম জলে ডুবিয়েছিলাম, এখন দেখছি সেগুলো উধাও হয়ে গিয়েছে!"

* * *

রবিন তার হবু শ্বশুরের সঙ্গে কথা বলছিল। ভদ্রলোক রবিনকে জিজ্ঞেস করলেন—"তাহলে, ছোকরা, তুমি আমার জামাই হতে চাও, তাই না?"

রবিন কিছু না ভেবেই উত্তর দিল—"সত্যি কথা বলতে কি, আপনার জামাই হওয়াটা আমার কিছু পছন্দসই ব্যাপার নয়। কিন্তু আপনার মেয়েকে যদি আমি বিয়ে করতে চাই তাহলে তো আমার অন্য কোন উপায়ও নেই, তাই না?"

* * *

শংকিত স্বামী তার বন্ধুকে বলল—"আমার মনে হয় আমার স্ত্রী আমাকে বলতে চাইছে—সে আমার লাঞ্চের "স্যাণ্ডউইচ"গুলো খালি বেড়াতে যাওয়ার রাস্তার ম্যাপে মুড়ে দিচ্ছে!"

* * *

এক বৃদ্ধা ভদ্রমহিলা দোকানে ঢুকে এক প্যাকেট 'মথ (ন্যাপথালিন) বল' কিনে নিয়ে গেলেন। পরের দিন, তার পরের দিন, এবং তারও পরের দিন একই ব্যাপার ঘটল—প্রত্যেক দিনই ভদ্রমহিলা আসেন, আর এক প্যাকেট 'মথবল'-এর প্যাকেট কিনে নিয়ে যান। চারদিনের দিন দোকানদার আর কৌতূহল চেপে না রাখতে পেরে তাঁকে জিজ্ঞেস করে বসল—"আচ্ছা ম্যাডাম, আপনার বাড়িতে বোধহয় খুব বেশী সংখ্যায় 'মথ' আছে, তাই না?"

ভদ্রমহিলা উত্তর দিলেন—"হ্যাঁ, তা তো আছেই। আমি তো বুঝতেই পারছি কি করব। গত তিনদিন ধরে আমি বলগুলো ওদের দিকে তাক করে ছুঁড়ে যাচ্ছি, কিন্তু এ পর্যন্ত একটা 'মথ'-এর গায়েও তা লাগাতে পারি নি।"

* * *

দোকানদার চাকরীর উমেদারকে জিজ্ঞেস করল—"তাহলে তুমি একটা চাকরী খুঁজছ, তাই না? আচ্ছা, খুব কঠিন পরিশ্রমের কাজ করতে তোমার ভাল লাগে?"

চাকরী প্রার্থী যুবকটি সোজা উত্তর দিল—"না, স্যার।"

"তোমাকেই চাকরিটা দিলাম"—দোকানদার জানাল। "সকাল থেকে এই একটা খাঁটি উত্তর পেলাম।"

*　　　　*　　　　*

দোকানদার চাকুরীপ্রার্থী যুবকটিকে বলল—"এখন তুমি সপ্তাহে ৬০টাকা করে পাবে। ছ-মাস পরে তোমার মাইনে বাড়িয়ে সপ্তাহে ৮০ টাকা করে দেব।"

যুবকটি উত্তর দিল—"ঠিক আছে, আমি তাহলে ছ-মাস পরেই আসব।"

*　　　　*　　　　*

দোকানের ক্যাশিয়ার ক্রেতাকে বলল—"ম্যাডাম, আপনার কাছ থেকে চেক নেওয়ায় আপনাকে নিজের পরিচয় সম্বন্ধে ঠিকমত প্রমাণ দিতে হবে।"

"খুব ভাল কথা"—বলে ভদ্রমহিলা ব্যাগ থেকে একটা আয়না বার করে তাতে নিজের মুখ দেখলেন। তার পরেই বলে উঠলেন—"হ্যাঁ, ঠিক আছে। এ মহিলাটা আমি-ই।"

*　　　　*　　　　*

ম্যাজিস্ট্রেট আসামীকে বললেন—"তোমার বিরুদ্ধে যে সব প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে, তাতে আমি সন্তুষ্ট হতে পারি নি। তাই তোমাকে আমি নির্দোষ সাব্যস্ত করে মুক্তি দিলাম।"

আসামী আনন্দে একেবারে ডগমগ হয়ে বলল—"ধন্যবাদ, ধর্মাবতার! তার মানে টাকা পয়সাগুলো আমি রেখে দিতে পারি?"

*　　　　*　　　　*

একটি লোক 'যেমন খুশী সাজো' নাচের আসরে (ফ্যান্সি ড্রেস বল) বিস্কুট সেজে গিয়েছিল। ফলে নাচ ঘরের কুকুরটা তাকে খেয়ে ফেলল।

*　　　　*　　　　*

॥ হোটেল রেস্টুরেণ্ট জোকস ॥

—"**ওয়েটার,** আমার 'সুপে' একটা মাছি পড়েছে।"

—"ওটা আপনাকেই তুলে আনতে হবে, স্যার। আমি সাঁতার কাটতে জানি না।"

*　　　　*　　　　*

—"**ওয়েটার,** আমার 'সুপে' মাকড়সা পড়েছে।

—"তাই নাকি, স্যার? তাহলে দু'টাকা আরো বেশী লাগবে।"

*　　　　*　　　　*

—**ওয়েটার,** আমার 'সুপে' একটা ব্যাঙ ভাসছে।"

—"হ্যাঁ, সার! মাছিটা কদিন ছুটি নিয়েছে।"

*　　　　*　　　　*

—"**ওয়েটার,** আমার 'সুপে' একটা আরশোলা ভাসছে।"

সত্যিই আশ্চর্যের কথা স্যার! সাধারণত! সুপে' মাছিরাই ভাসে।

*　　　　*　　　　*

ওয়েটার, এই 'সুপটা' অতি জঘন্য, বাজে। ম্যানজারকে ডাকো।"

—"ম্যানেজার সাহেবও এই সুপটা খাবেন না, স্যার!"

*　　　　*　　　　*

—"**ওয়েটার,** খাবাবের প্লেটটা ভয়ানক নোংরা।"

"প্লেটে বুড়ো আঙ্গুলের দাগটা আমার, স্যার! কিন্তু ডিমের যে দাগটা লেগে আছে, সেটাতে আমার কোন দোষ নেই—ও 'দাগটা' গতকাল থেকেই আছে।"

*　　　　*　　　　*

"**ওয়েটার**, আমার 'সুপে' বড় একটা পোকা পড়েছে!

"কিছু ভাববেন না স্যার। ও বেশী ঝোল খাবে না।"

*　　　　*　　　　*

—"**ওয়েটার** আমার 'সুপে' এই মাছিটা কি করছে?"

—"স্যার, মনে হচ্ছে মাছিটা ঝোল থেকে বেড়িয়ে আসতে চেষ্টা করছে!"

*　　　　*　　　　*

'ওয়েটার, আমার প্লেটে একটা মাছি খেলা করে বেড়াচ্ছে।"

—"হ্যাঁ, স্যার। পরের সপ্তাহে মাছিটা কাপে খেলবে বলে আশা আছে।

*　　　*　　　*

—"ওয়েটার, আমার 'সুপে' মাছি পড়েছে।"

—"ঠিক আছে, স্যার। এছাড়া, আপনার 'মাংসের রোলটা'তে একটা মাকড়সাও বসে আছে।"

*　　　*　　　*

॥ অফিস জোক্‌স ॥

বস নতুন কেরানীকে বললেন—"দেখ, ছোকরা, এখানে যদি ঠিকমত কাজ করতে চাও, তাহলে একটা কথা রাখো। আমরা পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার ওপর খুব বেশী নজর দিই। এখানে ঢুকবার সময় ডোরম্যাট-এ পা মুছেছিলো ?"

"হ্যাঁ স্যার। নিশ্চয়ই মুছেছিলাম"—নতুন কেরানী জবাব দিল।

"তবে আর একটা জেনে রাখো। আমরা সত্যবাদিতার ওপরেও খুব জোর দিই। ঘরের দরজায় কোন 'ডোরম্যাট'-ই নেই।"

*　　　*　　　*

বড়বাবু—"এই জঘন্য ফুলগুলো কে আমার টেবিলে রেখেছে ?"

বেয়ারা—"আমি রেখেছি, বড়বাবু।"

বড়বাবু—"কে তোমাকে এখানে ফুল রাখতে বলেছে ?";

বেয়ারা—"আজ্ঞে, ম্যানেজার সাহেবের গিন্নী।"

বড়বাবু—"তাই নাকি ? ইয়ে (ঢোক গিলে) ওগুলো দেখতে কি চমৎকার লাগছে। তাই না ?"

*　　　*　　　*

শ্রমিক—'মালিক যখন শুনলেন যে পরের সপ্তাহেই চলে যাব তখন নিশ্চয়ই উনি দারুণ রেগে গিয়েছিলেন !"

ফোরম্যান—"হ্যাঁ, তা গিয়েছিলেন বই কি। উনি ভেবেছিলেন যে তুমি এই সপ্তাহেই চলে যাচ্ছ।"

* * *

বড়বাবু টেলিফোন ধরে শুনলেন, অন্যদিক থেকে খুব বয়স্ক একজন লোক কাঁপা কাঁপা গলায় বলছেন—"মাপ করবেন, আপনাদের অফিসের সুভাষকে একটু ডেকে দেবেন?"

"কে বলছেন?"—বড়বাবু জিজ্ঞেস করলেন।

"আমি ওর ঠাকুর্দা বলছি"—জবাব এল।

বড়বাবু এবার গম্ভীরভাবে বললেন—"দুঃখিত, সুভাষ এখন অফিসে নেই। সে আপনাকে পোড়াতে গিয়েছে।"

* * *

বস নতুন বেয়ারাটিকে ডেকে বললেন—"তোমার প্রথম কাজ হল আমার জন্য একটা টেলিফোন নম্বর খুঁজে বার করা। আমি মিঃ হেনরী ভিন্‌সেণ্টর সঙ্গে কথা বলতে চাই। বুঝেছ?"

"মিঃ হেন্‌রী ভিন্‌সেণ্ট? এখুনি বার করে দিচ্ছি, স্যার। টেলিফোন ডাইরেক্টরিটা নিতে নিতে নতুন বেয়ারটি বলল।"

আধঘণ্টা পরে বস ছেলেটাকে জিজ্ঞেস করলেন—"কি হে, যা বলেছিলাম তা করেছ? নম্বরটা কই?"

বেয়ারাটি খুব উৎসাহের সঙ্গে জবাব দিল—"আর একটুখানি বাকী, স্যার। আমি এর মধ্যেই 'এম' পর্যন্ত এসে গেছি—"ডি" থেকে।"

* * *

দোকানদার ম্যানেজার মশাই দেখতে পেলেন, একজন কর্মচারী এক খদ্দেরের সঙ্গে তুমুল তর্ক জুড়েছে। উনি তাড়াতাড়ি ওদের কাছে যেতে শুনলেন খদ্দেরটি চেঁচিয়ে বলছে—"আর এটাও জেনে রাখুন, ভবিষ্যতে আর কোনদিন এই দোকানে আসব না!" তারপর সে ঝড়ের বেগে দোকান থেকে বেরিয়ে চলল। ম্যানেজার এসে কর্মচারীকে খুব রাগত ভাবে বললেন—"দিলীপ, তোমাকে বারবার বলেছি যে, মনে রাখবে খদ্দের সব সময়েই ঠিক কথা বলছে!"

কর্মচারীটি জবাব দিল—"ত যদি বলেন তবে ঠিক আছে। তবে,

এই খদ্দেরটি বলছিল যে, "আপনি একটা অকর্মন্য, টেকো, বুড়ো গাধা!"

*　　　　*　　　　*

ঠিকাদার মশাই রাজমিস্ত্রীকে তাড়াতাড়ি কাজ করার জন্য তাগাদা দিয়ে একেবারে অস্থির করে তুলছিলেন। শেষ পর্যন্ত আর চুপ করে থাকতে না পেরে রাজমিস্ত্রীটি প্রতিবাদ করে বলল—"স্যার, আমাদের ওপর এত চাপ দেবেন না। জানেনই তো, রোম একদিনে তৈরী হয়নি।"

"তা হতে পারে—"ঠিকাদার মশাই জবাব দিলেন—"কিন্তু রোম তৈরী করার কাজটা আমার হাতে ছিল না।"

*　　　　*　　　　*

ম্যানেজার (চাকরী প্রার্থীকে)—"তুমি শেষ চাকুরীটা ছাড়লে কেন?"

চাকুরীপ্রার্থী—"বস আমাকে কয়েকটা কথা বলেছিলেন।"

ম্যানেজার—"কেন, বস গালমন্দ করেছিলেন নাকি?

প্রার্থী—"না গালাগাল ঠিক দেন নি।"

ম্যানেজার—"তাহলে কি বলেছিলেন তিনি?"

প্রার্থী—"তোমাকে আর দরকার নেই। তোমার চাকরী খতম।"

*　　　　*　　　　*

কেরানী—"স্যার, চুল কাটতে যাওয়ার জন্য একঘণ্টা ছুটি দেবেন?"

বড়বাবু—"কখনোই নয়। নিজের ছুটির সময় চুল কাটবে।"

কেরানী—"কিন্তু, স্যার, চুলটা যে অফিসে কাজ করার সময়েই বাড়ে।"

বড়বাবু—"তোমার চুলের সবটাই নিশ্চয় অফিসের কাজের সময় বাড়ে না।"

কেরানী—"সব চুলগুলোই আমি কেটেও ফেলছি না। অফিসে কাজের সময় যেটুকু বাড়ে, সেটুকুই কাটব।"

॥ ক্রিসমাস্ জোক্স্ ॥

ছোট্ট টম—"গত বছর আমাদের 'ক্রিসমাস ডিনারে' ঠাকুমা ছিল।"

ছোট্ট পম—"তাই নাকি ? আমাদের ছিল টার্কি।"

* * *

লীলাকে দেখতে এত খারাপ ছিল যে ক্রিসমাসের সময় ছেলেরা তাকে ঝুলিয়ে রেখে 'মিস্‌লটো'তে চুমু খেত।

* * *

জন—'ক্রিসমাসে' আমার কোন্ ব্যাপারটা সব চাইতে বেশী ভাল লাগে জানিস ? 'মিস্‌ল্‌টো'র নিচে মেয়েদেরকে চুমু খাওয়া।"

ডন—"আমার অবশ্য মেয়েদেরকে তাদের নাকের নীচে চুমু খেতেই ভাল লাগে বেশী।"

* * *

আর্চি—"জানিস, আমি যখন ছোট ছিলাম তখন আমার কোন 'স্লেজগাড়ী' ছিল না। তখন আমরা খুব গরীব ছিলাম।"

হ্যারি—"ইস্। কি দুঃখের কথা! তাহলে যখন বরফ পড়ত তখন তুই কি করতিস ?"

আর্চি—"আমার দাদার পিঠে চড়ে পাহাড়ের ঢাল বেয়ে নামতাম।"

* * *

ক্রিসমাসের এক সপ্তাহ বাদে এক মোটাসোটা গিন্নী খুব রেগে-মেগে একটা খেলনার দোকানে এসে ঢুকলেন। কাউণ্টারের লোকটিকে তিনি খুব উত্তেজিত ভাবে বললেন—"দেখুন, আপনাদের আমি খেলনার অভঙ্গুর দমকলের গাড়িটাকে ফেরৎ দিতে এসেছি। এই খেলনাটা একেবারে কোন কাজের নয়!"

দোকানদার জিজ্ঞেস করল—"কেন ? আপনার ছেলে কি এর মধ্যেই খেলনাটাকে ভেঙে ফেলেছে।"

"না, এ খেলনাটাকে ভাঙেনি। কিন্তু ঐ খেলনাটা দিয়ে বাকী আর সব খেলনাগুলোকে ভেঙে ফেলেছে।"

* * *

"পরের বছর ক্রিসমাসের জন্য আমি মাকে অক্টোপাসের ঝোল রাঁধতে বলব।"

"কেন?"

"যাতে আমরা সবাই ভাগে একটা করে ঠ্যাঙ পেতে পারি।

॥ আরো পারিবারিক জোক্‌স্ ॥

কিশোরী মেয়ে—"বাবা, তোমার কি মনে হয় আমি খুব অহংকারী?"

বাবা—"অহংকারী, তুই? কই, না তো? তা হঠাৎ এ প্রশ্ন কেন?"

মেয়ে—"কারণ যে সব মেয়েরা আমার মত সুন্দরী তারা সবাই অহংকারী!"

* * *

মা (রেগেমেগে বললেন)—"এই বোকা মেয়ে! তোকে আমি বারবার করে বলে দিইনি যে কড়াইটার দিকে নজর রাখবি, আর দুধটা কখন উথলে পড়ছে তার দিকে নজর রাখবি?"

মেয়ে উত্তর দিল—"আমি সেটা দেখেছি তো, মা! ঠিক সাড়ে দশটার সময়!"

* * *

দিদি—"এই নে, আমার করা স্পঞ্জ কেক একটু খা!

ভাই—(কেকে কামড় দিয়ে) "কেকটা একটু শক্ত হয়েছে, না রে দিদি?"

দিদি—"হ্যাঁ রে। কিন্তু কেন যে এরকমটা হল, তা বুঝতে পারছি

না। আমি আজ সকালে ঐ ওষুধের দোকান থেকে একেবারে টাট্‌কা স্পঞ্জ কিনে এনেছি।"

* * *

ভাই—"এই দিদি, তুই এখনি আমার সাইকেলের ওপর দিয়ে 'ব্যাক' করেছিস।"

দিদি—"ঠিক হয়েছে। তুই ,হলঘরের মধ্যে সাইকেল রেখে দিয়েছিলি কেন?"

* * *

ছোট্ট সুসান অবাক হয়ে তার তরুণী দিদির মুখে ক্রীম ঘষা দেখছিল। সারা মুখে যখন ক্রীমে ঢাকা পড়ে গেল, তখন সুসান জিজ্ঞেস করল—"এটা কেন করলিরে দিদি?"

"আমাকে সুন্দর করে তোলার জন্যে"—উত্তর দিল দিদি। তারপর নিজের মুখ থেকে সবটুকু ক্রীম পরিষ্কার করে মুছে ফেলল। এতক্ষণ সুসান চুপ করে ছিল। এবার সে বলে উঠল, 'ক্রীমটা তোকে সুন্দর করে দিতে পারলনা, নারে দিদি?'

* * *

উনিশ বছর বয়সের লুসি খুব অহংকারের সঙ্গে নাক কুঁচকে বলল, "আমার ছেলেবন্ধু বলে, আমার গায়ের চামড়া নাকি ঠিক্ পিচফলের মত মোলায়েম।"

লুসির ঠোঁট কাটা ভাই সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিল—

"তাই নাকি? তা উনিশ বছরের পুরোন পীচফলের মত দেখতে হতে কে চায়?"

* * *

মা—"সবটুকু গাজর খেয়ে নে, লিসা গালে রং-এর ছোপ লাগবে।"

মেয়ে—কিন্তু গালে সবুজ রং-এর ছোপ হল কি করে?"

তিন বন্ধুর কৌতুক রঙ্গ

স্বামী-স্ত্রী সংবাদ
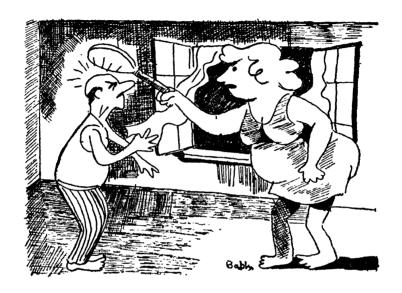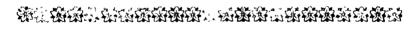
(ইংরেজ, স্কচ, আইরিশ)

এক ইংরেজ, এক স্কচ এবং আইরিশ তিনজনে সারাক্ষণের বন্ধু। একবার বেড়াতে বেড়াতে তারা একটা মরুভূমির মধ্যে পথ হারিয়ে ফেলল। তাদের কাছে পানীয় বলতে ছিল খালি এক বোতল মদ। তাই তারা ঠিক করল, যতক্ষণ পারা যায় তারা বোতলটা খুলবে না, আর বোতলটা খোলা হলে তিনজনের প্রত্যেকেই বোতলটার তিন ভাগের এক ভাগ পাবে। কিন্তু পরের দিন সকালেই দেখা গেল, বোতলটা একদম খালি, এক ফোঁটা মদও তাতে নেই। ইংরেজ আর স্কচ-এরা

দুজন দারুণ রেগে গিয়ে আইরিশটিকে জিজ্ঞেস করল, "বোতলের মদটা গেল কোথায়?" উত্তরে আইরিশটি তাদের বোঝাল, "দেখ, রাত্রে আমার এমন গলা শুকিয়ে গেল যে, ঠিক করলাম বোতলে আমার অংশটুকু আমি খেয়ে ফেলি, কিন্তু আমার অংশটুকু ছিল বোতলের একদম তলায়। তাই কি আর করি বল, তোমাদের দুজনের অংশটুকু খেয়ে তবে আমার অংশটুকু পেতে হল।"

* * *

ইংরেজ, স্কচ, ও আইরিশ বন্ধু তিনজনে একটা নির্জনে দ্বীপে আটকা পড়ে গেছে। খাবার আর জলের খোঁজে এদিক ওদিক ঘুরতে ঘুরতে হঠাৎ ইংরেজের পা লেগে ঘাসে পড়ে থাকা একটা বোতল ভেঙে গেল, আর তার ভেতর থেকে বেরিয়ে এল বিশাল এক দৈত্য। দৈত্যটা বলল—"হে আমার প্রভুরা, দশ হাজার বছর ধরে আমি বোতলটার মধ্যে বন্দী হয়ে ছিলাম। আপনাদের প্রত্যেকের আমি একটা করে ইচ্ছা পূরণ করব। আপনাদের কার কি ইচ্ছে, দয়া করে আমাকে জানান।"

ইংরেজটি বলে উঠল—"আমার ইচ্ছেটা খুবই সহজ। আমাকে এখুনি আমার দেশে ফেরত পাঠিয়ে দাও।"

"আপনার ইচ্ছাই পূর্ণ হোক"।—বলে দৈত্যটা হাত নাড়ল, আর সঙ্গে ইংরেজটি অদৃশ্য হয়ে গেল।

স্কচটিও একই ইচ্ছার কথা বলল, আর দৈত্যের হাত নাড়ার সঙ্গে সঙ্গে সেও অদৃশ্য হয়ে গেল।

এখন আইরিশটির পালা। সে বলে উঠল—"আমার দুই বন্ধু চলে যাওয়াতে আমার এখানে খুব একলা লাগছে। আমার ইচ্ছে, ওরা দুজন আবার এখানে আমার কাছে ফিরে আসুক।"

* * *

অতএব এই তিন বন্ধু আবার সেই নির্জন দ্বীপেই ঘোরাফেরা করতে লাগল। খিদে মেটানোর জন্যে ঘাস ছাড়া আর কিছুই ওদের চোখে পড়ছিল না। হঠাৎ ইংরেজটি বলে উঠল—"দাঁড়াও। তীরের খুব কাছেই জলে একটা মস্ত বড় মাংসের টুকরো ভাসছে। সঙ্গে সঙ্গে স্কচটি ঝাঁপিয়ে পড়ে সাঁতরে গিয়ে মাংসের টুকরোটা তুলে নিয়ে নিয়ে এল। আইরিশটি বলে উঠল—"এটা কিছুতেই খাওয়া যাবে না। নোনা জলে এটা একদম ভিজে আছে; আগে রোদে এটাকে ভাল করে শুকিয়ে নিতে হবে।"

ইংরেজটি বলে উঠল—"মাংসের টুকরোটা এত ছোট যে এটা আর তিনজনের মধ্যে ভাগ করা যাবে না। তাছাড়া আমিই এটা প্রথম দেখেছি; তাই এটার সবটুকুই আমার পাওয়া উচিত।"

স্কচ প্রতিবাদ করে বলল—"বাঃ। হাঙরের ঢেউয়ের সঙ্গে লড়ে সব বিপদ অগ্রাহ্য করে কে ওটাকে তুলে নিয়ে এল? আমিই তো। তাই এই টুকরোটা সবটুকু আমারই পাওয়া উচিত।"

এবার আইরিশ বন্ধু বলে উঠল—"আর আমি যে তোমাদের সাংঘাতিক অসুখের হাত থেকে বাঁচিয়ে দিলাম, তার কি হবে? তোমরা তো নুনে ভরা, নোংরা জলে ভেজা ঐ মাংসের টুকরোটা তখনই খেতে চাইছিলে। আমিই তো বারণ করলাম। তাই ওটা আমারই প্রাপ্য হওয়া উচিত।"

অনেক তর্কাতর্কির পর ঠিক হল, মাংসের টুকরোটা তখন খাওয়া হবে না। রাতে ঘুমিয়ে সবচাইতে ভাল স্বপ্ন যে দেখবে, তারই ভাগ্যে জুটবে ঐ মাংসের টুকরোটা।

পরের দিন ঘুম ভেঙে উঠেই স্কচটি বলল—"জান, কাল রাতে আমি স্বপ্ন দেখেছি যে আমি যেন স্কটল্যাণ্ডে আমার সুন্দর গ্রামে ফিরে গেছি। এর চাইতে বেশী ভাল স্বপ্ন আর কি হতে পারে?"

আইরিশ বন্ধু বলল—"আমিও স্বপ্ন দেখেছি যে আমি আমার অপরূপ আয়ারল্যাণ্ডের মাটিতে ঘুরে বেড়াচ্ছি।"

ইংরেজটি এবার জানাল—"আমি রাতে স্বপ্ন দেখলাম যে আমি যেন অনেকদিন উপোস করে আছি, ক্ষিদেতে পাগল হয়ে যাচ্ছি। এখুনি কিছু খাওয়া দরকার। সঙ্গে সঙ্গে আমার ঘুম ভেঙে গেল, আর আমি উঠে মাংসের টুকরোটা খেয়ে ফেললাম।"

*　　　　*　　　　*

এই তিন বন্ধু একবার পাহাড়ে বেড়াতে গেছে। এবার তাদের সঙ্গিনী হয়েছে এক সুন্দরী তরুণী। তরুণীটি হাতের ঘড়িটা খুলে বলল—"আমি আমার এই ঘড়িটা এখান থেকে ফেলে দিচ্ছি। ঘড়িটা নীচের মাটিতে পড়ার আগে যে দৌড়ে নেমে গিয়ে ঘড়িটা ধরে ফেলতে পারবে, তাকেই আমি বিয়ে করব।" তিন বন্ধুই উদগ্রীব হয়ে উঠল। তরুণীটি হাতের ঘড়িটি ফেলে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ইংরেজটি দৌড়

লাগাল নীচে। কিন্তু সে নীচে পৌঁছাবার অনেক আগেই ঘড়িটা মাটিতে পড়ে ভেঙে গেল।

এরপর চেষ্টা করল স্কচ। তরুণীটি হাতের ব্যাগ থেকে আর একটা ঘড়ি বার করে ফেললেন, সেটাও অনেক আগে মাটিতে গিয়ে পড়ল।

এবার আইরিশের পালা। তরুণীটির কাছে আর ঘড়ি ছিলনা বলে আইরিশটি নিজের হাতের ঘড়িটাই খুলে দিল। এবং আশ্চর্যের ব্যাপার আইরিশটি বেশ ধীরে সুস্থে নেমে ঘড়িটা মাটিতে পড়ার আগেই সেটাকে লুফে নিল। তারপর ওপরে উঠে এসে খুব খুশী মনে হতভম্ব দলটাকে বলল—"হুঁ হুঁ, এটাতো ঘটবেই। আমার ঘড়িটা কুড়ি মিনিট 'স্লো' করা আছে।

* * * *

॥ ফটোগ্রাফার ॥

গম্ভীর বনে ঢুকেছেন দুই ফোটোগ্রাফার—সিংহের ছবি তুলবেন। একটা সিংহকে গাছের নীচে স্থিরভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে ফোটোগ্রাফার তাঁর সঙ্গীকে বললেন, 'সিংহটা বুঝেছে আমরা শিকারী নই—ফোটো তুলতে এসেছি। কী সুন্দর পোজ নিয়ে দাঁড়িয়েছে, মাইরি!'

* * * *

দুঃখের দহনে জ্বলে মানুষ যেমন খাঁটি হয়—সোনা হয়ে উঠে।

ঠিক তেমনি হাসির প্রস্রবণের ভিতর দিয়ে আমাদের হৃদয়ের বেদনা ফুল হয়ে আমাদের আলোকিত করে। আনন্দ দান করে।

---

* * * *

❋ এক গুচ্ছ কৌতুক ❋

॥ টমির জন্মদিনে ॥

মা ঃ আজ তোর পাঁচ বছর বয়স হলো। জন্মদিনে তোকে শুভেচ্ছা জানাই।

টমি ঃ ধন্যবাদ, মামণি।

মা ঃ পাঁচটি রঙীন মোমের বাতি দিয়ে সাজানো সুন্দর একটা কেক আনতে পাঠাই ?

টমি ঃ না মামণি, আমি পাঁচটি কেক আর একটি বাতি নেব।

॥ ছোট্ট চিঠি ॥

এক রত্তি এক দুষ্টু ছেলের ইচ্ছে জাগে তার বন্ধুকে চিঠি লেখে। কাগজ-পত্র বাগিয়ে চিঠি লেখে সে—'প্রিয় ডিক…' এবার সে চিন্তা করে—কি লিখবে। একটু ভেবে নিয়ে লেখে, 'এখন আমার করার কিছু নেই, তাই তোকে লিখতে বসেছি।' আবার সে ভাবতে থাকে, কি লিখবে! অনেকক্ষণ ভাবে, অবশেষে লেখে, আমার এবার থামা উচিত, কেননা আমার কোনো কিছু বলার নেই। ইতি—

টম ব্রাউন।'

॥ পুরস্কার ॥

নতুন একটা গল্পের বই বগলদাবা করে ছোট্ট জ্যাক স্কুল থেকে বাড়ি ফেরে। সগর্বে মাকে বলে, 'মা, প্রাইজ পেয়েছি।'

—'কেন রে ?'

—'মিস জিজ্ঞেস করেছিলেন. অস্ট্রিচের কটা পা ? আমি বলেছিলাম, তিনটি।'

—'কিন্তু অস্ট্রিচের তো দুটি পা।'

—'এখন বুঝলাম অস্ট্রিচের দুটি পা। কিন্তু সকলেই তো বলেছিল চারটি পা। আমি তো আর চারটে বলিনি। দুয়ের পরেই তো তিন—চার দুই থেকে দূরে। কাজেই আমার উত্তরটাই কাছাকাছি আর তাই আমি পুরস্কার পেয়েছি।'

॥ ভারতীয় আর দুই পথিক ॥

ভ্রমণবিলাসী দুই বন্ধু বেড়াতে বেড়াতে অবশেষে এলেন আমেরিকার এক বুনো গ্রামে। সভ্যতার সামান্যতম চিহ্নটুকুও চোখে পড়ে না সেখানে। কয়েকটি কুটির আর তাঁবু রয়েছে আশেপাশে—সেগুলিতে বাস করে ভারতীয়েরা। একজন বৃদ্ধ ভারতীয়ের দেখা পেল তারা। লোকটি খুবই চালাক চতুর—বন-জঙ্গল, জীবজন্তু ছাড়া অন্যান্য অনেক বিষয়েও তার অগাধ জ্ঞান। সে বেশ ভালো ইংরেজিও বলতে পারে। এক বন্ধু কথায় কথায় প্রশ্ন করে বুড়োকে, 'আগামী কয়েক দিনের পর 'আবহাওয়া কেমন যাবে, বলতে পারেন?' সে বলে, 'কেন পারব না! ঝড় উঠবে আর সেই সঙ্গে বৃষ্টিও হবে। দিন দুই বরফ পড়বে আর তার পরে আসবে রোদ ঝলমলে সুন্দর দিন।' বন্ধুটি তার সঙ্গীকে বলেন, 'দেখলে তো এরা কত কী জানে! বিজ্ঞান সচেতন শিক্ষিত মানুষের, রহস্যময়ী প্রকৃতির এত খবর জানে না!' সঙ্গী শুধায় বৃদ্ধকে, আবহাওয়া সম্পর্কে এত কিছু জানলেন কিভাবে?' বুড়ো বলে, 'রেডিয়োতে শুনেছি।' একটু হেসে সঙ্গী পুনরায় প্রশ্ন করেন, 'আজকের আবহাওয়া কেমন যাবে—রেডিয়োতে কি বলেছে?'

—'গতকাল বলেছিল, শোনা হয়নি। আর আমিই বা কি বলব। যা মেঘ, কিছুই দেখতে পারছিনে।' হাসতে হাসতে বৃদ্ধ জবাব দেয়।

॥ মোজার্ট ॥

সঙ্গীত-প্রেমী এক তরুণ একবার মোজার্টকে জিজ্ঞেস করেছিল কিভাবে সুর সৃষ্টি করতে হয়। বিখ্যাত সুরকার বললেন, 'এখন তোমার বয়স অল্প, তুমি বরং গাথা রচনা কর।' 'কিন্তু আপনি তো দশ বছর বয়সে সুর সৃষ্টি করেছিলেন'—তরুণটি বলে। মোজার্ট বললেন, 'আমি কিন্তু কারুকে জিজ্ঞেস করিনি—কিভাবে সুর সৃষ্টি করতে হয়।'

॥ জন্মদিন ॥

বন্ধুর জন্মদিন। দুরন্ত স্টিফেনের নিমন্ত্রণ। সাজু-গজু করে স্টিফেন চলেছে তার বন্ধুর বাড়ি। মা বললেন 'মিসেস উইলসনকে বলে রেখেছি আজে-বাজে কথাবার্তা বললে, 'গালিগালাজ করলে কিংবা দুষ্টুমি করলে, তিনি ঘাড় ধরে তোকে বের করে দেবেন।' নিরুত্তর স্টিফেন চলে গেল। মিনিট কুড়ি পরেই সে ফিরে এল। মা ভাবলেন মিসেস উইলসন দুরন্তপনার জন্যে স্টিফেনকে তাড়িয়ে দিয়েছেন। কিন্তু স্টিফেন বলল, 'আজ নয়, কাল নেমন্তন্ন।'

॥ ষাঁড় জানতো না ॥

একটি মোটাসোটা লোককে ষাঁড় তাড়া করেছে। দিশেহারা হয়ে ছুটছে লোকটি। ছুটতে ছুটতে বেড়া টপকে সে এক ভদ্রলোকের বাগানে ঝাঁপিয়ে পড়ে কোন রকমে আত্মরক্ষা করে। দু'জন ছোকরা অধীর আগ্রহে ষাঁড় আর মানুষের খেলা দেখছিল। ঘটনাটি তাদের কাছে খুবই উপভোগ্য হয়ে উঠেছিল। তাদের হাসতে দেখে মোটা লোকটি খেঁকিয়ে ওঠে, 'তোরা জানিস, আমি কে? আমি [illegible] প্রেসিডেন্ট।' লোক দু'টি হাসতে হাসতে গড়িয়ে পড়ে বলে, 'তাই নাকি? ষাঁড়টিকে তাহলে একথা জানান নি কেন?'

॥ শিকার ॥

বব—'বিলসাহেব, কেমন শিকার হলো?'

বিল—'চমৎকার। সতেরোটা হাঁস আর [illegible] সাফ করেছি।'

বব—'নিশ্চয়ই বুনো হাঁস?'

বিল—'না, বুনো হাঁস কেন হবে। যে মেয়েছেলেটি ওই হাঁসগুলো পুষেছিল, সে হারামজাদী একেবারে বুনো। 'মিন্‌সে আমার কী সব্বনাশ করল গো'—বলে নাকে কাঁদতে কাঁদতে একটা লোহার ডাণ্ডা হাতে আমার পেছনে ছুটে এসে এমন এক ঘা দিয়েছে—হাত নাড়তে পারছিনে!'

॥ কুকুরের মৃত্যু ॥

পরেশবাবু চাকরী করেন বিদেশে। বাড়ী বর্দ্ধমান জেলার এক গ্রামে। প্রায় এক বছর বাড়ী আসতে পারেন নি। এখন ছুটি পেয়ে আসছেন গ্রামের বাড়ীতে। মাস খানেক আগে চিঠি লিখে তিনি খবরটা জানিয়ে দিয়েছেন বাড়ীতে।

স্টেশনে নেমে দেখেন বাড়ীর বুড়ো চাকরটা দাঁড়িয়ে রয়েছে তারই প্রত্যাশায়।

—কিরে, বাড়ীর খবর সব ভালো তো?

—হ্যাঁ, বাবু, খবর তো ভালই, শুধু কুকুরটা মারা গিয়েছে।

—কুকুরটা মারা গিয়েছে! কি হয়েছিলো?

—না, হয়নি কিছুই, তবে কাঁচা গরুর মাংস খেয়ে সহ্য করতে পারেনি আর কি!

—গরুর মাংস? গরুর মাংস পেলো কোথায়?

—বলদ জোড়া যে পটল তুললো।

—বলদ জোড়া? কেন, কি হয়েছিল তাদের?

—খেতে না পেয়ে কি আর বলদ বাঁচে?

—সে কিরে চাষের খড় বিচালীর তো অভাব ছিলো না!!

—না, তা ছিলো না, তবে কর্ত্তার শ্রাদ্ধের জন্য সবই বিক্রি করে দিতে হলো কিনা।

—তা.....হলে কর্ত্তাও নেই?

—কি করে থাকবে বলুন! অমন সুন্দর নাতির শোক কি আর বুড়ো মানুষ সামলাতে পারে?

—কি বলছিস তুই! তাহলে খোকাও নেই?

—মা না থাকলে কি আর খোকা বাঁচে ?

—তাহলে, তোর বৌদিও নেই ? কি হয়েছিলো তার ?

—হ'বে আর কি। কলেরা রোগটা তো আর সামান্য নয় !

—তা হলে বাড়ী এখন একেবারেই ফাঁকা।

—বাড়ী ! বাড়ী কোথায় ? সে তো কবে ভেঙ্গে পড়েছে। এখন শুধু আগাছার জঙ্গল।

॥ ডাক্তারের ব্যবস্থা-পত্র ॥

ভদ্রলোক ঃ "ডাক্তারবাবু, আপনার প্রেশক্রিপশনের ওষুধ কোন দোকানেই পেলাম না।"

ডাক্তার ঃ "রোগীর অবস্থা কেমন ?"

ভদ্রলোক ঃ "আপনার দেওয়া পুরিয়ার ওষুধটা খাবার পর বেশ ভালোই।"

ডাক্তার ঃ "তাহলে প্রেশক্রিপশনটা ফেরৎ দিন। ওষুধটা আর এখন লাগবে না।"

প্রেশক্রিপশনটা ফেরৎ দিয়ে ভদ্রলোক চলে যাবার পর উপস্থিত আর একজন ভদ্রলোক জিজ্ঞাসা করলেন, "কি ওষুধ লিখেছিলেন ডাক্তারবাবু যে কোন দোকানেই পাওয়া যায় না ?"

ডাক্তার ঃ "এটা আর কত।"

॥ বিদ্যার বহর ॥

কন্যাদায়গ্রস্ত পিতা গ্রামে গিয়েছেন এক অবস্থাপন্ন গৃহস্থবাড়ী পাত্র দেখতে। পাত্রের বাবা ছেলের গুণগানে মুখর। "হীরের টুকরো ছেলে মশায়। লেখা পড়া গান বাজনা সব কিছুতেই সবার উপরে। আপনি নিজেই একবার পরীক্ষা করে দেখুন না।"

কন্যাদায়গ্রস্ত পিতা সম্পন্ন গৃহস্থ বাড়ীতে কন্যাদান করতে পারলে বর্তে যান তবুও ভদ্রলোকের অনুরোধে জিজ্ঞাসা করলেন, "বলত তো বাবা সরোবর মানে কি ?"

পাত্র নির্বাক। পাত্রের পিতা বারবার বলছেন, "বলো না বাবা তুমি

তো সবই জানো।" বলার সঙ্গে সঙ্গে তিনি ইঙ্গিতে জানালার দিকে আঙ্গুলি নির্দেশ করে দেখিয়ে দিলেন বাইরের দিঘীটাকে।

বাধ্য ছেলে বললে "বলবো বাবা, বলবো ?"

—"হ্যাঁ, হ্যাঁ, নিশ্চয়ই বোলবে।"

—"তাহলে বলি ?"

—"বলো না, উনি তো তোমার উত্তর শোনার জন্য অপেক্ষা করছেন।

—"শুয়োরের বাচ্চা।"

দিঘীর পাড়ে একটা শুকরী তার বাচ্চাদের নিয়ে চরে বেড়াচ্ছিল।

॥ গুরু না শোনার ফল ॥

হরিশবাবু একসময়ে মহকুমা আদালতে মুহুরীর কাজ করতেন। অনেকদিনের লোক তাই ইংরেজ আমলেও বেশ কিছুদিন কাজ করেছেন। তখন মহকুমা শাসক বেশীর ভাগই হতেন ইংরেজ। এখন বৃদ্ধ বয়সে আর কাজ করতে পারেন না। অভাবী লোক তাই মাঝে মাঝে আসতে হয় বাল্যবন্ধু লোকেনবাবুর কাছে সাহায্যের প্রত্যাশায়। লোকেনবাবু কাজ করতেন এক বিলেতী সওদাগরী অফিসে। হেড ক্লার্ক পর্যন্ত হয়েছিলেন। সাহেব-সুবোদের সঙ্গে কথাবার্তাও বলতে হোতো তাঁকে। সাহেবদের কথায় ওঁরা দুজনেই উজ্জ্বল হয়ে উঠতেন।

একদিন হরিশবাবু সন্ধ্যার দিকে এসেছেন লোকেনবাবুর কাছে গোটা পাঁচেক টাকা চাইতে। কিন্তু টাকাতো এমনিই চাওয়া যায় না, তাই কিছুক্ষণ সেকালের কথা আলোচনা হয়। কি সব সুখের দিনই না ছিলো তখন। হরিশবাবু বাকস্টন, উইলসন, মার্টিনার সাহেব প্রমুখ মহকুমা শাসকদের কথা দিয়ে আলাপ শুরু করেন। কিছুক্ষণ বলার পর তাঁকে থামতে হয় লোকেনবাবুর সাহেবদের কথা শোনার জন্যে।

লোকেনবাবু শুরু করেন হেণ্ডারসন সাহেবের কথা দিয়ে তারপর যখন তাঁর উদারতা আর দাক্ষিণ্যের কথা শেষ করে জন সাহেবের কথা বলতে যাচ্ছেন তখন তাঁর লক্ষ্য পড়লো হরিশবাবু চোখ বুঝে

ঢুলছেন আর তাঁর মাথাটা বারবারই ঝুঁকে পড়ছে সামনের দিকে।

—'হরিশ!' গর্জ্জন করে উঠলেন তিনি।

—"এ্যাঁ!" হরিশ বাবু মুখ তুলে তাকালেন লোকেনবাবুর মুখের দিকে।

—তুমি এতক্ষণ গুল মারলে আমি মন দিয়ে শুনলাম, আর আমি সবে শুরু করেছি, তুমি ঘুমিয়ে পড়লে? যাও আজ আর হবে না। কোনমতেই দেব না আমি।

॥ মধ্য বয়স্ক ॥

—'দেখুন, আমি মধ্যবয়স্ক বয়সেই কতো কি দেখলাম। আশা করি আরও অনেক কিছুই দেখবো।' ট্রেনে এক ভদ্রলোক সহযাত্রী ভদ্রলোককে বললেন কথাটা।

সহযাত্রী—'আপনার এখন বয়স কতো?'

ভদ্রলোক—'এই ষাট চলছে।'

সহযাত্রী—'ষাট। আর আপনি বলছেন, আপনি মধ্যবয়স্ক? আপনার জানা একশ কুড়ি বছর বয়সের ক'জন লোক আছে বলতে পারেন?'

সরল ও পবিত্র

বরুণবাবুর বাড়ীতে নিত্য জুয়ার আসর বসে। বৈঠকখানায় খেলা হয়। বরুণবাবু নিজেও খেলেন আবার বোর্ডের টাকাও তোলেন। স্থানীয় দারোগা তক্কে থেকে একদিন হানা দিলেন আসরে। সকলকে ছেড়ে বরুণবাবুকেই ধরলেন তিনি। কারণ বরুণবাবুই আসরের পরিচালক। স্থানীয় আদালতে কেস উঠলো। উকিলের সওয়াল জবাবে বরুণবাবুকে স্বীকার করতে হলো জুয়ার ব্যবসা তিনিই চালান। হাকিম রায় দিলেন, 'ইট ইজ এ কেস-অব গ্যাম্বলিং পিওর এণ্ড সিম্পল।' "জরিমানা পাঁচশো টাকা, অনাদায়ে তিনমাস সশ্রম কারাদণ্ড।"

পাঁচশো টাকা জরিমানা দিয়ে রেহাই পেলেন বরুণবাবু।

রাত্রে স্ত্রী জিজ্ঞেস করলেন, হ্যাঁগো, তোমার শাস্তি হোলো তো! জরিমানার টাকা না দিতে পারলে তো জেলই খাটতে হোত।"

"আরে জরিমানা করেও ম্যাজিস্ট্রেটকেই স্বীকার করতে হোলো জুয়াখেলাটা অতি পবিত্র ও সরল জিনিস, ইংরেজীতে থাকে বলে পিওর এণ্ড সিম্পল।"

॥ সত্যিকারের সততা ॥

মার্ক টোয়েন সততা সম্পর্কে বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেছিলেন গল্পটি। "আমি যখন ছোট ছিলাম তখন একদিন রাস্তায় তরমুজ বোঝাই একটা গাড়ী থেকে একটা তরমুজ চুরি করেছিলাম। তারপর একদৌড়ে সেখান থেকে সরে একটু আড়ালে গিয়ে কামড় বসালাম তরমুজটায়। আমার মনে তখন অনুশোচনা উপস্থিত হলো, ঠিক করলাম গাড়ীর চালকের অজান্তে ওটাকে যথাস্থানে রেখে আসবো। এক মুহূর্তও দেরী না করে আমি আধখাওয়া তরমুজটা গাড়ীতে রেখে বদলে একটা আরও পাকা দেখে তরমুজ নিলাম।"

॥ সাধারণ ব্যাপার ॥

রোগী (মানসিক রোগের চিকিৎসককে উদ্দেশ্য করে) "দেখুন সম্প্রতি কালে আমার একটা ধারণা বদ্ধমূল হয়েছে যে সকলেই আমার সারল্যের সুযোগ নিতে চায়।"

চিকিৎসক—"ওর জন্যে চিন্তা করবেন না। ওটা স্বাভাবিক।"

রোগী— "সত্যি? ধন্যবাদ। আপনাকে এখন কি দিতে হবে?"

চিকিৎসক—"কত আছে আপনার কাছে?"

॥ সময়ের সদ্ব্যবহার ॥

এক বন্ধু (অপর বন্ধুকে)—"বাবা আমার জন্য যে সম্পদ রেখে গিয়েছেন, তাতে সারাটা জীবন আর কিছু করতে হবে না আমাকে।"

"কি রকম?"

"একটা দেওয়াল ঘড়ির উত্তরাধিকারী হয়েছি আমি। প্রতি সপ্তাহে মাত্র একবার করে দম দিতে আমার দৈনিক গড়ে দশ ঘণ্টা করে সময় লাগে।"

॥ একেবারে টাটকা ॥

একটি মিষ্টান্ন ভাণ্ডারে সুন্দর করে সাজানো মিষ্টান্নগুলো দেখে লোভ সামলাতে পারলেন না এক ভদ্রলোক। দোকানে ঢুকে ভদ্রলোক বিক্রেতাকে বললেন, 'একেবারে টাটকা সন্দেশ এক কিলো দিন তো আমায়।''

"তাহলে এই রসওলা সন্দেশটাই নিন্। আজই সকালে তৈরী হয়েছে।"

সন্দেশগুলো থরে থরে সাজিয়ে একটা মন্দিরের আকার দেওয়া হয়েছে। ভদ্রলোক দেখে মুগ্ধ হয়ে বললেন, "মন্দিরের স্নাপ দিয়ে সাজাতে নিশ্চয়ই অনেক সময় লেগেছে।" বিক্রেতা বললেন, "না এমন আর বেশী কি। মাত্র তিন দিন।"

॥ হারানো প্রাপ্তি নিরুদ্দেশ ॥

"শুনলাম, এই ব্যাঙ্কের জন্য একজন ক্যাশিয়ার খোঁজা হচ্ছে।"

"মাত্র একমাস আগেই তো একজনকে ঐ পদে বহাল করা হয়েছে।"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ, তাকেই খোঁজা হচ্ছে। মানে বেশ কিছু নিয়ে সে সরে পড়েছে কিনা।"

॥ স্বামী স্ত্রীর বাক্যালাপ ॥

দাবা খেলতে বসে স্বামী স্ত্রীকে উদ্দেশ্য করে বললেন, "তোমার এখনকার চাল দেওয়া দেখে আমার, আমাদের বিয়ের আগে প্রেম করা মনে পড়ছে।"

"আমরা তো তখন দাবা খেলতাম না।"

"না, দাবা খেলতাম না ঠিকই, তবে এখন একটা বড়ের চাল দিতে যে সময় নিচ্ছ তখন আমার কথার উত্তর দিতে তার চেয়েও বেশী সময় নিতে।"

॥ ঠিকানা ॥

একজন কবি "ভবিষ্যতের প্রতি" শীর্ষক একটি কবিতা লিখে ভলতেয়ারকে সেটা শুনিয়ে বললেন, "কবিতাটির সম্পর্কে আপনার মতামত জানতে পারলে ভালো হয়।"

ভলতেয়ার বললেন, "আমার মনে হয় কবিতাটা সঠিক ঠিকানায় পৌঁছবে না।"

॥ বাস্তব সংকল্প ॥

"আমাদের বিয়ের পর তুমি সিগারেট আর মদ ছাড়বে তো?

"নিশ্চয়ই।"

"ক্লাবে যাওয়া?

"তাও ছাড়বো।"

"আর কি ছাড়বে?"

"তোমাকে বিয়ে করার ইচ্ছে।"

॥ খুঁজে পাওয়া ॥

ঠাকুরদার সঙ্গে ঠাকুরমার বেশ একচোট ঝগড়া হওয়ার পর ঠাকুরমা ঠাকুরদার সঙ্গে বাক্যালাপ বন্ধ করলেন। ঠাকুরদা অবশ্য পরদিনই ভুলে গেলেন ঝগড়ার কথাটা, কিন্তু ঠাকুরমার রাগ আর পড়তে চাইলো না। শেষ পর্যন্ত ঠাকুরদা, আলমারী, বাক্স, বিছানার তলায় সর্বত্র খোঁজাখুঁজি শুরু করলেন। ঠাকুরমা জিনিসপত্র ছড়ানো দেখে আর স্থির থাকতে পারলেন না, "কি খুঁজছো বলবে তো?" "পেয়ে গেছি, পেয়ে গেছি,।" ঠাকুরদা লাফিয়ে উঠে বললেন তোমার গলার আওয়াজটা খুঁজে পাচ্ছিলাম না।

* * * *

রসের প্রবচন

এক যাত্রী দুটো ছাগল নিয়ে ট্রেনে উঠতে গেলে চেকার তার পথ আটকে বলল, এই ছাগল দুটোর টিকিট কোথায় কেটেছেন দেখি।

যাত্রীটি বলল, স্যার টিকিট তো কেটেছিলাম কিন্তু তা এখন আমার কাছে নেই, ওরা এ ওরটা, ও তারটা—এমনি করে নিয়ে রেখে দিয়েছে।

চেকার জানতে চাইল, কি রকম হলো ব্যাপারটা।

যাত্রীটি বলল, স্যার ওদের দুজনেরই টিকিট কেটে গলার দড়ির সঙ্গে ঝুলিয়ে দিয়েছিলাম। কিন্তু ওরা একে অপরের পেটে তা চালান করে দিয়েছে।

ছাগল দুটি হ্যাম ব্যাঁ...ব্যাঁ...করে ডেকে ওর কথায় সম্মতি জানাল।

* * *

এক গপবাজ ঃ আমাদের ওখানে ট্রেন কি জোরে চলে, সে আর কি বলব, মনে হয় যেন রেললাইনের থামগুলো সমান জোরে উলটো দিকে ছুটছে।

দ্বিতীয় গপবাজ ঃ আরে ভাই! আমাদের ওখানে বাস কি জোরে চলে সে আর কি বলবো। এই বাস স্টপের এক বদমাস কুলিকে চড় মারবো বলে বাসের ভেতর থেকে হাত বার করেছিলাম। চড় লাগল গিয়ে সেই পরের স্টপের কুলির গালে।

* * *

তোমাকে যখন পাশের দরজা দিয়ে বাইরে বার করে দিল, তারপর কি হলো।

কি আবার হবে! আমি ওদের আবার আমার পরিচয় জানালাম, আমি শহরের একজন গণ্যমান্য মানুষ সে কথা বললাম। ওরা আমার গুরুত্ব উপলব্ধি করল।

তারপর কি হলো?

তারপর ওরা আমাকে প্রধান দরজা দিয়ে ঠেলে বার করে দিল।

* * *

লেখক—আমার মনে হয় প্রকাশকরা আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করেছে!

বন্ধু—কি করে বুঝলে!

লেখক—আমার একটা উপন্যাসের পাণ্ডুলিপি কুড়িজন প্রকাশক না ছেপে ফিরিয়ে দিয়েছে।

* * *

শিক্ষক—সঙ্গীত-সম্রাট আকবর কবে মারা যান?

সঞ্জীব—ওঁর পিতা মারা যাবার পর।

* *

শিক্ষক—নিরঞ্জন শেক্সপীয়ার কে ছিলেন?

নিরঞ্জন—এক ভদ্রলোক যিনি বি.এ ক্লাসে পড়ার সময় খুব জ্বালিয়ে ছিলেন।

* * *

শিক্ষক—আচ্ছা দেবাশিষ তুমি এখন মাঝে মাঝে স্কুলে আসো আবার আসো না কি ব্যাপার বলো তো!

দেবাশিষ—আজ্ঞে স্যার যেদিন মা আমায় খুব মার-ধোর করে সেদিন আমি স্কুলে পালিয়ে আসি।

শিক্ষক—তোমার মা তোমায় মার-ধোর করেন কেন?

দেবাশিষ—আমি যে খুব বদমাইসি করি, মাকে পর্যন্ত খেপাই, তাই মার-ধোর করে।

* * *

শিক্ষক—সবাই শোন কাল তোমরা সবাই ছয়ের প্রশ্নটা মুখস্থ করে আসবে।

(পরের দিন ক্লাসে)

শিক্ষক—আচ্ছা দিলীপ কাল যে প্রশ্নটা মুখস্থ করে আসতে বলেছিলাম, ওটা তুমিই আগে বল তো।

দিলীপ কেবল প্রশ্নটা এক ঝটকায় মুখস্থ বলে গেলে বিস্মিত শিক্ষক বললেন, সে কি উত্তরটা কে বলবে!

দিলীপ—আপনি তো স্যার উত্তরটা মুখস্থ করে আসার কথা বলেন নি।

*　　　　　*　　　　　*

বিচারপতি—তোমার এই অপরাধের জন্য আদালত তোমাকে ফাঁসির হুকুম দিল।

অপরাধী—তার প্রয়োজন হবে না স্যার, তার আগেই আমি বিষ খেয়ে নিয়েছি।

*　　　　　*　　　　　*

ডাক্তার—এই নাও তোমার ওষুধ। এ ওষুধ খেলে তুমি একেবারে ঘুমিয়ে পড়বে। কেউ আর তোমাকে জাগাতে পারবে না।

রুগী—না ডাক্তারবাবু আমি চিরকালের মতো ঘুমিয়ে পড়তে চাই না। আমি বাঁচতে চাই।

ডাক্তার—তাহলে গরুর ডাক্তারের ফিস নয়, মানুষ দেখার ফিস দিতে হবে।

*　　　　　*　　　　　*

রাজা—মন্ত্রী আমাদের দেশের মানুষ কেমন আছে?

মন্ত্রী—আর কিছু লোক মরতে বাকি আছে। উত্তর-দক্ষিণে বন্যায় অর্দ্ধেক-এর বেশী লোক মারা গেছেন।

*　　　　　*　　　　　*

ভিখিরি—কিছু ভিক্ষে দাও বাবু, তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হবে।

চোর—সত্যি বলছ তো!

*　　　　　*　　　　　*

দর্জি—বলুন স্যার কি সেলাই করতে হবে।

ব্যক্তি—আমার বাড়ির ছাদ ফেটে গেছে।

*　　　　　*　　　　　*

ধীরেন—মনে হচ্ছে আমার কথা তোমার খুব ভালো লেগেছে, তাই এতো জোরে হাঃ হাঃ করে হাসছ।

গৌরী—না, না। সেজন্য নয়। হাসছি তোমার মুর্খতার মাত্রায় বিস্মিত হয়ে।

*　　　　　*　　　　　*

রতন—পরশু আমার দুটো এক্সরে করতে হলো।

রঞ্জন—একটা আমাকে দিয়ো তাহলে, তোমার সঙ্গে আমার বন্ধুত্বের স্মৃতি চিহ্ন রূপে ওটা আমার কাছে রেখে দেব।

রতন—কোন্‌টা রাখতে চাও। একটা আমার পায়ের গোড়ালির আর একটা আমার কানের।

* * *

পণ্ডিতজী যজ্ঞ করছিলেন। ওঁর পাশে বসে অনুষ্ঠান দেখতে থাকা একটি বাচ্চা ছেলের হাতে একটা সন্দেশ দিয়ে উনি বললেন, এটা যজ্ঞের আগুনে ফেলে দিয়ে বলো, স্বাহা।

ছেলেটি সন্দেশটি নিজের মুখে ফেলে বলল, আহা।

* * *

স্ত্রী—আচ্ছা মুশকিল। তুমি দেওয়ালে সামান্য একটা পেরেক লাগাতে পারছ না? তোমাকে দিয়ে কোন কাজ হবে না। মনে নেই নেপোলিয়ানের সেই বিখ্যাত কথা? পৃথিবীতে কোন কাজই অসাধ্য নয়।

স্বামী—ভালো তো তাহলে নেপোলিয়ানকে দিয়েই দেওয়ালে পেরেটা ঠুকিয়ে নাও না।

* * *

সেদিন রাত্তিরে আমি আমার ভাইকে ঘুম পাড়াচ্ছিলাম। মশা কামড়াচ্ছিল বলে আমি মশারিটা টাঙিয়ে দিলাম। এমন সময় ঘরে একটা জোনাকি ঢুকল। আমার ভাই জোনাকিটা দেখতে পেয়ে বলল, দাদা। ঐ দেখ মশাগুলো এখন আমাদের টর্চ নিয়ে খুঁজছে।

* * *

ড্রাইভার—গাড়ি আর আগে যাবে না স্যার।

মালিক—কেন?

ড্রাইভার—গাড়িতে পেট্রল নেই।

মালিক—তাহলে গাড়ি পেছনে নিয়ে চলো।

* * *

হাসপাতালের এক নার্স তার বন্ধু নার্সকে বলল, আমার কি মনে হয় জানো আট নম্বরের রুগীটা বেশি দিন বাঁচবে না।

অপর নার্সটি বলল, আরে কি বলছ তুমি। লোকটা এতই সুস্থ হয়ে গেছে যে আজ দুপুরে ও আমার হাত ধরে নিজের বিছানার ওপর টেনে নিয়ে গিয়ে চুমু খেয়েছিল।

প্রথম নার্স—ঐ তো হলো গণ্ডগোল। ওর বউ ওটা দেখে ফেলেছে।

*　　　*　　　*

দেবাশিস—ডাক্তারবাবু আমার জিভে বড্ড ব্যথা করছে, আমায় কিছু ওষুধ দেবেন ?

ডাক্তার—ওষুধ তোমার ভাই একটাই আছে, কথা বলা কমাতে হবে।

*　　　*　　　*

গাইড—এই সমস্ত বিশাল, অতি উচ্চ, মনোরম পাহাড়গুলো দেখুন। এই সমস্ত পাহাড় সৃষ্টি হতে কয়েক হাজার, লক্ষ বছর লেগেছে।

পর্যটক—হ্যাঁ মনে হচ্ছে এগুলো আমাদের সরকারি পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার ফল।

*　　　*　　　*

এক ভদ্রলোক সেলুনে চুল কাটতে গেলে নাপিত জিজ্ঞেস করল, বাবু কোন্ স্টাইলে আপনার চুল কাটব ? জনতা কাটিং, নাকি তুফান এক্সপ্রেস ? বাবু বললেন, তুফান এক্সপ্রেস আবার চুল কাটার স্টাইল ? আগে তো কখনো এ রকম চুল কাটার স্টাইলের নাম শুনিনি। তা ঠিক আছে এই নতুন স্টাইলেই না হয় চুল কাটো।

এর পর নাপিত তো বাবুর চুল কাটতে লেগে গেল, খচা-খচ, খচা-খচ কাঁচি চালিয়ে বাবুর চুল কাটতে লাগল। বেশ কিছুক্ষণ বাদে বলল, বাবু হয়ে গেছে।

চুল কাটার বহর দেখে ভদ্রলোক তো থ! কোথাও মাথার চুল একদম চেঁচে পরিষ্কার করে দিয়েছে, কোথাও লম্বা লম্বা চুল রয়ে গেছে। চুল কাটার এ রকম ধরন দেখে উনি বিরক্ত হয়ে বললেন, এ কি করেছ হে!

নাপিত বলল, কেন বাবু খারাপ কি করেছি। আপনিই তো বললেন 'তুফান এক্সপ্রেস' স্টাইলে চুল কাটতে। তুফান এক্সপ্রেস যেমন কেবল বড় বড় স্টেশনে থামে আমিও তেমনি যেখানে যেখানে আপনার চুল বেশি ঘন সেখানে সেখানে একেবারে কেটে পরিষ্কার করে দিয়েছি। নাপিতের এ যুক্তির পর ভদ্রলোক আর কিছু বলতে পারলেন না।

*　　　*　　　*　　　*

ডাক্তারবাবুর পাঁচালি

ডাক্তারবাবু: নিজেকে আমার কেবলই একটা ছাগল বলে মনে হয়।

কবে থেকে এ রকম মনে হচ্ছে।

সেই ছোটবেলা থেকে।

ঠিক আছে আর একটু গত্তি লাগুক তারপর তোমায় জবাই করব।

*　　　*　　　*

ডাক্তারবাবু: আমার কেবলই নিজেকে এক গোছা তাস বলে মনে হয়।

ঠিক আছে আপনাকে নিয়ে এখনই খেলা শুরু করব।

*　　　*　　　*

ডাক্তারবাবু:—নিজেকে আমার কেবলই একটা ব্রিজ বলে মনে হয়।

বা! ভালো তো! তা আজকে ক'জন আপনার ওপর দিয়ে পারাপার হলো।

*　　　*　　　*

ডাক্তারবাবু: আমার মনে হচ্ছে আমি যেন একটা আপেল।

ভয় নেই আমার কাছে এসো, আমি তোমায় কামড়াবো না।

*　　　*　　　*

ডাক্তারবাবু: আমি মিথ্যে কথা বলা বন্ধ করতে পারছি না।

কোন অসুবিধে নেই। আমি তোমায় বিশ্বাস করি না।

*　　　*　　　*

ডাক্তারবাবু: আমার শরীর থেকে পনেরো-কুড়ি কেজি মাংস এখন কমাতে পারলে আমার স্বস্তি হয়।

ঠিক আছে আমি তোমার মাথাটা শরীর থেকে আলাদা করে দিচ্ছি।

*   *   *

ডাক্তারবাবু আমি একটা পেনসিল গিলে ফেলেছি?

বসে পড়ে নিজের নাম লিখে ফেলুন।

*   *   *

সেদিন সতীশ ডাক্তারের চেম্বারে এক ভদ্রমহিলা হাঁপাতে হাঁপাতে এসে বললেন, ডাক্তারবাবু, ডাক্তারবাবু সর্বনাশ হয়ে গেছে। আমার স্বামী মুখ হাঁ করে শুয়ে ঘুমোচ্ছিল। এমন সময় মুখের মধ্যে একটা ইঁদুর ঢুকে গেছে। কি করি বলুন তো!

সতীশ ডাক্তার এতটুকু বিচলিত না হয়ে বললেন, ওতে চিন্তার কিছু নেই। আপনি একটা সুতোর সঙ্গে বঁড়শি বাঁধুন। তারপর ঐ বঁড়শির মুখে এক টুকরো ফুলুরি গেঁথে আপনার স্বামীর মুখের সামনে নাচান। ফুলুরি খাবার লোভে যেই বঁড়শিতে মুখ দেবে অমনি এক টান মেরে ওকে বার করে নেবেন।

ভদ্রমহিলা বললেন, ও! আচ্ছা! এইভাবে তাহলে আগে একটা ভাজা চিংড়ি বঁড়শিতে গেঁথে স্বামীর মুখের সামনে নাচাতে হবে। কারণ বেড়ালের তাড়া খেয়েই না ইঁদুরটা পেটের মধ্যে সিঁধিয়ে গেছে।

*   *   *   *

দেশী-বিদেশী জোক্স

বাবা—সামনের ফাইনাল পরীক্ষার জন্য তুমি কেমন প্রস্তুত হচ্ছ ?

ছেলে—ভালোই। প্রশ্নর ব্যাপারে আমার কোন চিন্তা নেই। প্রশ্ন সব ভালোই আসবে জানি। সমস্যা হবে উত্তর নিয়ে।

*　　　　*　　　　*

হাইওয়ে দিয়ে এক ভদ্রলোক তীব্র বেগে গাড়ি চালিয়ে যাচ্ছিলেন। হঠাৎ তাঁর মনে হলো কি একটা যেন তাঁকে পেছনে ফেলে দ্রুত সামনের দিকে এগিয়ে চলে গেল। ওটা কি জানার জন্য উনিও নিজের গাড়ির স্পিড আরো বাড়িয়ে দিলেন। অবশ্য স্পিড বাড়িয়ে দিয়েও কোন সুবিধে হলো না, কারণ কৌতূহলের বিষয়টি তাঁকে পেছনে ফেলেই একটা পাঁচিল তোলা খামার বাড়ির ঝোপের মধ্যে ঢুকে পড়ল।

জিনিসটা কি জানার অদম্য কৌতূহলে উনি খামার বাড়ির প্রধান ফটকের সামনে গাড়ি থামালেন। খামারের মালিক বাইরে বেরিয়ে এলে উনি তাকে পুরো ঘটনা জানালেন। শুনে ভদ্রলোক বললেন, ও! এই ব্যাপার! ও তো আমার খামরের তিন পা-ওলা মুরগি।

তিন পা-ওলা মুরগি! বিস্মিত ভদ্রলোক।

হ্যাঁ তিন পা ওলা মুরগি। আমার খামারে গবেষণা করে এই বিশেষ ধরনের মুরগির চাস করছি।

তা হঠাৎ তিন পা-ওলা মুরগির চাষ করতে গেলেন কেন ?

কারণ বাড়িতে আমি আমার স্ত্রী আর ছেলে, সবার পাতে যাতে অন্তত একটা করে ঠ্যাং পড়ে সে জন্য এই মুরগির চাষ করছি।

*　　　　*　　　　*

একটা বাচ্চা সাপ তার মার কাছে জানতে চাইল, আচ্ছা মা আমরা কি সত্যাই বিষাক্ত ?

বাচ্চা সাপটির মা বলল, হ্যাঁ সোনা। কিন্তু তুমি একথা কেন জানতে চাইছ?

আমি মা একটু আগেই আমার জিভ কামড়ে ফেলেছি।

*　　　*　　　*

হ্যাঁরে মধুমিতা স্কুলের পড়া পড়ছিস না কেন?

এই পড়ছি বাবা.........।

এই পড়ছি কি রে। পড়্‌। স্কুলের পড়া করলে কেউ মারা পড়ে না।

কে জানে আমি হয়তো প্রথম শহীদ হলাম।

*　　　*　　　*

আজকাল অনেক স্কুলে বাচ্চাদের খাবার দেওয়া হয়। তা সেবার এক স্কুলে দুপুরে বাচ্চাদের এক প্লেট করে মটর সেদ্ধ খেতে দেওয়া হয়েছিল। একটা ছেলে মাস্টার মশাইকে বলল, মাস্টার মশাই আমার মটরগুলো একদম সেদ্ধ হয়নি, খেতে পারছি না। মাস্টারমশাই বললেন, কই দেখি, বলে ছেলেটার প্লেটে চামচে ডুবিয়ে এক চামচে তুলে মুখে পুরে দিয়ে বললেন, কই রে সেদ্ধ হয়নি কে বলল, এগুলো তো বেশ সেদ্ধ হয়েছে। ছেলেটা বলল, মাস্টারমশাই ওগুলো আমি আধ ঘণ্টা ধরে চিবিয়েছি বলে এখন আপনার নরম লাগছে।

*　　　*　　　*

আমি আপনাকে একটা কথা খুব জোর দিয়ে বলতে পারি, একটা ব্যাপারে আমার সঙ্গে কেউ পারবে না এমন কি আমাদের স্কুলের মাস্টারমশাইরাও নয়।

কি ব্যাপারে?

আমার হাতের লেখা আমি ছাড়া কেউ পড়তে পারবে না।

*　　　*　　　*

এই নাও জন্মদিনে তোমায় উপহার দিলাম তোমার প্রিয় এক বাক্স চকলেট।

কিন্তু বাক্সটা অর্ধেক খালি কেন?

চকলেট যে আমারও প্রিয়।

*　　　*　　　*

আমেরিকায় এমন কিছু লোক আছে যারা আমায় চেনে।

বা! তাহলে তো তুমি খুব বিখ্যাত লোক।

না, তা কেন? নিউ জার্সিতে আমার মামা থাকে। ওয়াশিংটনে আমার নিজের দাদা থাকে। নিউইয়র্কে আমার এক মাসীর ছেলে। তারা আমায় চেনে।

*　　　　*　　　　*

আমার স্বামী কম উপহার দেওয়া পছন্দ করেন।

ভালো তো। তাতে অন্য নারীর আপনার স্বামীর করুণা পাওয়া অসাধ্য হবে। তাই না!

আমাদের পঁচিশ বছরের বিবাহিতা জীবনে আমাকে একটাও উপহার দেয়নি ও আজ পর্যন্ত।

*　　　　*　　　　*

লোকটা আন্তঃরাজ্যে হাইওয়ে দিয়ে ঘণ্টায় একশ তিরিশ মাইল বেগে গাড়ি চালিয়ে যাচ্ছিল। এক সময় হাইওয়ে পুলিশ ওর গাড়ি থামিয়ে দিলে লোকটা বলল, দুঃখিত স্যার আমি কি বড্ড জোরে গাড়ি চালাচ্ছি।

হাইওয়ে পুলিশ বলল, আজ্ঞে না, আপনি বড্ড আস্তে উড়ছেন।

*　　　　*　　　　*

ছোট্ট জ্যাজির মা বাচ্চাদের এক দাঁতের ডাক্তারের সঙ্গে কথা বলছিলেন। উনি ঐ ডাক্তারকে অভিযোগের সুরে বললেন, আচ্ছা আপনার আক্কেলটা কি বলুন তো আপনি অন্য বাচ্চাদের দাঁত তুলতে যেখানে কুড়ি ডলার নেন, সেখানে আমাদের জ্যাকির বেলায় ষাট ডলার নিলেন।

জ্যাকির মার এই অভিযোগের উত্তরে ডাক্তারবাবু বললেন, নেব না কেন বলুন আপনার জ্যাকি দাঁত তোলার সময় এমন চিৎকার করছিল যে ওর চিৎকার শুনে আমার দুটো রুগী পালিয়ে গেল। তাই ঐ দুজন রুগীর ভিজিটটাও ধরে নিলাম।

*　　　　*　　　　*

আমার স্ত্রী মোনালিসার মতো।

তার মানে আপনি বলতে চাইছেন তিনি অতি রূপসী এবং মোনালিসার মতো প্রাণ মাতানো হাসেন।

না তা নয়, উনি আসলে ক্যানভাসের মতো স্থূল, তাই মিউজিয়ামে রাখার উপযুক্ত।

*　　　　*　　　　*

সেদিন ওয়ারউইকশায়ার গ্রামে একটা আমেরিকান গাড়ি বিকট শব্দ করে থমকে দাঁড়াল। গাড়ীর জানলা দিয়ে গলা বার করে ড্রাইভার এক গ্রামবাসীর কাছে জানতে চাইল, এই আমি সেক্সপীয়ারের জন্মস্থানে যাবো, আমি কি ঠিক পথে যাচ্ছি ?

গ্রামের লোকটি বলল ঠিকই যাচ্ছেন। তবে বেশি তাড়াহুড়ো করবেন না, এখন গিয়ে আপনি ওকে পাবেন না, লোকটা মারা গেছে।

*　　　　*　　　　*

এক ইংরেজ টুরিস্ট মিশনের কায়রোর বাজারে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। এমন সময় স্থানীয় ফেরিওলা ওঁর পাশে এসে বলল মহান রানী ক্লিওপেট্রার মাথার খুলি নেবে গো, দাম মাত্র তোমাদের একশো ইংলিশ পাউণ্ড।

ইংরেজটি বলল, না থাক, এতো দাম দিয়ে নেব না।

তুলনায় একটা ছোট মাথার খুলি দেখিয়ে বলল, তাহলে এটা নাও।

এটা আবার কার মাথার খুলি ইংরেজ জানতে চাইল।

মহান রানী ক্লিওপেট্রা যখন ছোট ছিলেন, এটা সেই সময়কার মাথার খুলি।

*　　　　*　　　　*

এক পুলিশ অফিসার এক আসামীকে পাকড়াও করে নিয়ে যাচ্ছিলেন। রাস্তায় যেতে যেতে হাওয়ায় ওঁর মাথার টুপি উড়ে গেল আসামীটা বলল, স্যার আপনার টুপিটা কুড়িয়ে এনে দেব।

পুলিশ অফিসার ওকে এক ধমক দিয়ে বললেন, তুমি কি আমাকে পঙ্গু পেয়েছ ? তুমি বসো এখানে আমিই গিয়ে নিয়ে আসছি।

বলা বাহুল্য সেই ফাঁকে আসামী পালিয়ে গেল।

*　　　　*　　　　*

একবার এক ইংরেজ, এক আমেরিকান ও এক স্কটবাসী গ্রামের পথে বেড়াচ্ছিল। এমন সময় ঝড় উঠল, বৃষ্টি পড়তে লাগল। আশ্রয়ের খোঁজে ওরা একটা বাড়ির সামনে এসে দাঁড়াল। কয়েকবার বাড়ির দরজায় কড়া নাড়ল। কিন্তু ভেতর থেকে কোন সাড়া শব্দ না পাওয়ায় দরজা ঠেলতেই খুলে গেল। দেখল ভেতরে মানুষজন কেউ নেই, সব ফাঁকা। ভেতরে ঢুকে প্রথমেই একটা ফাঁকা হল ঘর পড়ল।

ইংরেজটা ঐ হল ঘরের মধ্যে ঢুকে দেখল একটা না মেটানো বিলের টাকা পড়ে রয়েছে। ও টাকাটা তুলতে গেলেই এক অদৃশ্য কণ্ঠস্বর শুনতে পেল।

আমি হলাম অ্যাবেল ম্যাবেলের ভূত।

ঐ পাঁচ ডলারের বিলটা টেবিল থেকে তুলো না।

এই অদৃশ্য কণ্ঠস্বর শুনে ইংরেজ তো ভয়ে দে ছুট। ও স্কট-বাসীর কাছে ঘটনাটা গল্প করল। স্কটবাসী ইংরেজের কথাটা প্রথমে বিশ্বাস করে নি। ওর কথার সত্যতা যাচাই করার জন্যও এসে দেখল, হ্যাঁ সত্যিই টেবিলের ওপর না মেটানো বিলের টাকা পড়ে রয়েছে। ইংরেজটার মতো ও-ও ওটা তুলে নিতে গেলে শুনতে পেল,

আমি হলাম অ্যাবেল ম্যাবেলের ভূত। ঐ পাঁচ ডলারের বিলটা টেবিল থেকে তুলো না।

এই অদৃশ্য কণ্ঠস্বর শুনে ইংরেজেরমতো স্কটবাসীও দে ছুট। দুই বন্ধুর মুখ থেকে শোনা এই ঘটনার সত্যতা যাচাই করার জন্য এবার আমেরিকানটি এলো। ঘরের মধ্যে ও দেখতে পেল সত্যিই একটা বিল এবং তার পাশে পাঁচটা ডলার পড়ে রয়েছে। দুই বন্ধুর মতো ও-ও ওটা তুলতে গেলে শুনতে পেল।

আমি হলাম অ্যাবেল ম্যাবেলের ভূত।

ঐ পাঁচ ডলারের বিলটা টেবিল থেকে তুলো না।

এই অদৃশ্য কণ্ঠের সাবধান বাণীতে আমেরিকান ভয় পেল না। ও-ও পাল্টা বলল,

আমি হলাম ডেভিডসনের নাতি, এই পাঁচ ডলার আমার পকেটে রইল।

* * * * *

কাছারি পাড়ার ব্যঙ্গ কথা

আপনারা কি সেই যথার্থই কোটিপতি ব্যবসায়ীর কথা জানেন? যদি না জেনে থাকেন, তবে শুনুন। ওঁর শর্ট হ্যাণ্ড ডিকটেশান নেবার জন্য ছিল এক দীর্ঘদেহী সেক্রেটারি। লং হ্যাণ্ড ডিকটেশান নেবার জন্য ছিল এক মাঝারি সাইজের সেক্রেটারি এবং ফুট নোট নেবার জন্য ছিল নাটা সেক্রেটারি।

*　　　　*　　　　*

আচ্ছা অশোক গত শুক্রবার দাঁতের ডাক্তার দেখাবে বলে সকাল সকাল অফিস থেকে চলে গিয়েছিলে না!

হ্যাঁ স্যার ঠিকই বলেছেন।

কিন্তু সন্ধ্যেবেলা আমি দেখলাম তুমি তোমার বন্ধুর সঙ্গে ইডেন গার্ডেন্স থেকে ভারত অস্ট্রেলিয়ার খেলা দেখে বেরুচ্ছ।

ঐ তো আমার দাঁতের ডাক্তার স্যার।

দাঁতের ডাক্তারের সঙ্গে ইডেনে কেন?

খেলা দেখা হলো, দাঁতটাও দেখিয়ে নেওয়া হলো। রথ দেখা কলা বেচা দুটোই হলো।

* * *

দেবেন্দ্র এক কোম্পানির হিসাব বিভাগে চাকরির জন্য দরখাস্ত করেছিল। ওকে কোম্পানির তরফে ইণ্টারভিউতে ডাকা হলো। ইণ্টারভিউতে কোম্পানির ম্যানেজার ওকে মুখে মুখে একটা হিসাব করতে দিয়ে বললেন, আচ্ছা বল তো তুমি একটা জিনিস আট টাকা তিয়াত্তর পয়সা দিয়ে কিনে নয় টাকা বেয়াল্লিশ পয়সা দিয়ে বিক্রি করলে। এখন এই লেনদেনের ফলে তোমার লাভ হলো না লোকসান হলো?

প্রশ্নটা শুনে দেবেন্দ্র একটুক্ষণ মাথা-টাথা চুলকে বলল, হ্যাঁ এই লেনদেনের ফলে টাকার দিক থেকে আমার লাভ হলো, পয়সার দিক থেকে আমার লোকসান হলো।

* * *

আপনার আগের অফিসের বস আপনার সম্বন্ধে কোন মন্তব্য লিখেছেন।

আজ্ঞে হ্যাঁ, লিখে দিয়েছেন।

কই সেটা দেখি।

সেটা বাড়িতে ফেলে এসেছি।

কি লিখেছেন তাতে।

আজ্ঞে লিখেছেন এই আর কি যে, আমি হলাম অফিসের সেই বিরল শ্রেণীর কর্মচারি যাদের দেখলেই ওঁর মাথায় আগুন জ্বলে ওঠে।

* * *

দোকানের ম্যানেজার বললেন, দেখুন শকুন্তলাদেবী আপনাকে একটা কথা বলব কিছু মনে করবেন না। আপনি সত্যি এবার থেকে আমাদের খদ্দেরদের সঙ্গে একটু মিষ্টি করে কথা বলার চেষ্টা করবেন। আজ সকালেই মিসেস দত্ত তাঁর ব্যক্তিগত কিছু অসুবিধের কথা আমায় বলছিলেন।

কি ব্যাপার কিছু বুঝতে পারেন নি এমন ভাব দেখিয়ে শকুন্তলাদেবী বললেন, কেন স্যার আপনি কি মেয়েদের ডাক্তার ?

*   *   *

দেখ বাছা আমাদের অফিসে তুমি নতুন কাজ করতে এসেছ, তোমাকে একটা কথা জানিয়ে রাখি। আমরা আমাদের অফিস সব সময় পরিষ্কার রাখার পক্ষপাতি। তা তুমি কি অফিসে ঢোকার সময় পাপোশে ভালো করে পা মুছে তারপর ঢুকেছ ? ম্যানেজার নতুন নিযুক্ত কর্মচারীকে বললেন।

আজ্ঞে ·····হ্যাঁ····· মানে, নতুন নিযুক্ত ছেলেটি আমতা আমতা করতে লাগল।

ম্যানেজার বললেন, আর একটা কথা জেনে রাখ ভাই। সততাই আমাদের একমাত্র ভরসা। তাই আগে ভাগে জানিয়ে রাখি আমাদের অফিসে কোন পাপোশ নেই।

*   *   *

আপনি আগের চাকরিটা ছেড়ে দিলেন কেন ?

কারণ বস আমার বিরুদ্ধে চুরির অভিযোগ এনেছিলেন।

অভিযোগ প্রমাণ করতে পেরেছিলেন।

হ্যাঁ পেরেছিলেন।

*   *   *   *

চাকরি প্রত্যাশী চনমনে স্বভাবের এক সুন্দরী তরুণীকে ইণ্টারভিউ-এর সময় অফিসার বললেন, আপনি কি বিবাহিতা না কি অবিবাহিতা ?

তরুণীটি চটপট উত্তর দিল, আমি বিবাহিতা নই, আবার অবিবাহিতও নই।

উত্তর শুনে অফিসার তো থ। ভেবে পেলেন না, এরপর কি বলবেন।

*   *   *

এক ঠিকাদার তাঁর শ্রমিকদের কেবলই তাড়া দিয়ে কাজ করান। বলেন এই দেওয়ালটা এখনো তোলা হলো না, ওখানে জানালাটা বসানো হয়নি, তাড়াতাড়ি করো সব।

ঠিকাদারের এমনি তাড়া খেয়ে খেয়ে বিরক্ত এক শ্রমিক একদিন

বলে ফেলল, স্যার অতো তাড়া দেবেন না। আপনি যা তাড়া লাগাচ্ছেন, যেন একদিনে একটা বাড়ি তুলে ফেলবেন আপনি। মনে রাখবেন রোম শহর একদিনে তৈরী হয়নি।

বিরক্ত শ্রমিকের এই মন্তব্যের উত্তর বললেম, তোমার কথা কতোটা সত্যি জানি না। তবে রোম নগরী তৈরীর ঠিকাদারি আমি পেলে কি হতো জানি না।

*　　　　*　　　　*

দোকানের সব থেকে অলস কর্মচারীটিকে মালিক বললেন, এই নাও ধীরেন তোমার চল্লিশ ঘণ্টার আলস্যের পারিশ্রমিক।

অলস কর্মচারি ধীরেন বলল, ভুলবেন না বাবু, চল্লিশ নয় একচল্লিশ ঘণ্টা হবে।

*　　　　*　　　　*

ওহে অলস নীলমণি এবার ওঠো। রাত তো তার মতো কাজ সেরে পালিয়েছে, কারখানার ফোরম্যান ঘুমকাতুরে শ্রমিকটিকে ব্যঙ্গ করে বললেন।

শ্রমিকটি বলল, স্যার আমাকে এভাবে বললেন না, আমি তাকে পালাতে প্ররোচনা দিইনি।

*　　　　*　　　　*

আজ তিন বছর ধরে আমি আপনার এখানে কাজ করছি বাবু আর অধিকাংশ সময় আমি একা তিনজনের কাজ করেছি। তা আমার মাইনে বাড়াবার ব্যাপারে কি ঠিক করলেন?

নির্দয় নির্মম স্বভাবের মালিক বললেন, তোমার মাইনে বাড়াবার ব্যাপারে এখনো কিছু ঠিক করে উঠতে পারিনি। তবে কথাটা বলে ভালোই করেছ। এবার বাকি দুটো কর্মচারীকে ছাঁটাই করে দেব।

*　　　　*　　　　*

সরকারি কামারশালায় একটি ছেলে শিক্ষানবীশ হয়ে এলে ওর উর্ধ্বতন ওকে একটা হাতুড়ী তৈরী করতে বললেন। হাতুড়ী তৈরীর কৌশল ওর একেবারে জানা না থাকায় ও বেশ চিন্তায় পড়ে গেল। তারপর অনেক ভেবে চিন্তে একটা উপায় বার করল। ও বাজার থেকে একটা নতুন হাতুড়ী কিনে এনে পরের দিন বসের হাতে তুলে দিল ও এতো সুন্দর নতুন হাতুড়ী তৈরী করেছে দেখে বস খুশি হয়ে ওর

তারিফ করলেন এবং ওকে ঐ ধরনের আরও পঞ্চাশটা হাতুড়ী তৈরী করতে বললেন।

*　　　*　　　*

মালিক—আগামী সোমবার তুমি কি জন্য ছুটি চাইছ প্রণব ?

কর্মচারী—আগামী সোমবার আমি বিয়ে করছি স্যার।

মালিক—তুমি বিয়ে করছ ! সেই সৌভাগ্যবতী মেয়েটা কে ?

কর্মচারী—আপনার মেয়ে স্যার !

*　　　*　　　*

অফিসার—আচ্ছা সুদর্শন কি ব্যাপার বলো তো, আমি এতোবার খুঁজেও দরকারি কাগজপত্রগুলো হাতের কাছে পাই না। কোথায় কি সিস্টেমে সব রাখ তোমরা।

দীনেশ—আমরা ভগবত গীতার সূত্র অনুযায়ী রাখি।

অফিসার—কি রকম সেটা।

দীনেশ—"কাজ করে যাও, ফলের প্রত্যাশা করো না।"—এটাই ভগবত গীতার সূত্র।

*　　　*　　　*

অফিসার—কি ব্যাপার শ্যামল আজ আবার তোমার অফিসে আসতে দেরি হলো কেন ?

শ্যামল—ঘুম থেকে উঠতে দেরি হয়ে গেল।

অফিসার—তা ঘুম থেকে উঠতে যখন দেরী হয় তোমার, তখন বাড়িতে একটা অ্যালার্ম ঘড়ি রাখ না কেন ?

শ্যামল—রাখি না কে বলল স্যার, বাড়িতে আমাদের নটা ঘড়ি আছে।

অফিসার—তাহলে উঠতে দেরী হলো কেন ?

শ্যামল—আমরা বাড়িতে তিনজন লোক, নটা ঘড়ি। কাল আটটা ঘড়িতে অ্যালাম দেওয়া হয়েছিল, একটায় দেওয়া হয়নি।

*　　　*　　　*

ম্যানেজার—কতো লোক আমাদের এই অফিসে কাজ করে ?

অফিসার—রেজিস্টারে যত লোকের নাম আছে তার অর্ধেক।

*　　　*　　　*

এক সুন্দরী চিত্রতারকা তার বাড়ির চাকরকে একদিন ধমক দিয়ে

বলল, এই হয়ে আমি তোমাকে কতোদিন বলেছি না, আমি যখন বাথরুমে বা শোবার ঘরে থাকবো, তখন দরজায় কড়া না নেড়ে আমার ঘরে ঢুকবে না।

চাকরটি বিনীত সুরে বলল, দিদিমণি ও ব্যাপারে আপনি চিন্তা করবেন না। আপনি ঘরে বা বাথরুমে থাকলে আমি দরজার ফাঁক দিয়ে বা ঘুলঘুলি দিয়ে দেখেনি। আপনি কাপড় পরে আ.ছন, না এলো শরীরে আছেন। তারপর দরজায় টোকা মারি।

*　　　　*　　　　*

আচ্ছা—স্যার আমাকে আধঘণ্টার ছুটি দেবেন! আমি একটু আমার চুল কেটে আসবো।

না চুল কাটার জন্য তোমায় মোটেই ছুটি দিতে পারি না। চুল কাটতে হলে অফিস আওয়ারের পরে কেট।

কিন্তু স্যার আমার চুল অফিস আওয়ারে মধ্যেই বেড়েছে।

বেড়েছে, কিন্তু তোমার সব চুল তো অফিস আওয়ারের মধ্যে বাড়েনি।

আমিও তো স্যার আমার মাথার সব চুল কাটতে যাচ্ছি না।

*　　　　*　　　　*

অন্য দিনের মতে সুন্দরী তরুণী টাইপিস্ট দেরি করে অফিসে এলে সুপারভাইজার বললেন, তুমি কি জান এখানে আমরা কখন কাজ শুরু করি? ঠোঁট কাটা মেয়েটি বলল, আমি এলে তারপরই শুরু করেন।

*　　　　*　　　　*

আপনার কোন কাজের অভিজ্ঞতা থাকলে আমরা আপনাকে নিযুক্ত করতে পারি।

হ্যাঁ আছে।

কি অভিজ্ঞতা।

আমি এক হোটেলে ওয়েটারের কাজ করতাম, কিন্তু হেড ওয়েটারের অসন্তোষের জন্য আমাকে কাজ ছাড়তে হয়।

কিসের অসন্তোষ।

উনি চীনা মাটির বাসন ভাঙার শব্দ সহ্য করতে পারতেন না।

*　　　　*　　　　*　　　　*

হাসি-ঠাট্টা

দেশী-বিদেশী রসিকতা

॥ অদৃশ্যের ডাক ॥

দুই বন্ধুর একদিন অদৃশ্য ঐন্দ্রজালিকের অঙ্গুলি নির্দেশে ঘুম ভাঙল এক নির্জন দ্বীপে। দু'জনেই অবাক। কারণ দু'জনেই শুয়ে আছেন নির্জন দ্বীপে। খাবার-দাবার কিছুই নেই। নেই পানীয়।

এমন সময় ক্ষুধা-তৃষ্ণা প্রচণ্ড রকমভাবে পেটে ডন বৈঠক দিচ্ছে।

১ম বন্ধু—আর ভাই পারছি না এবার মনে হয় তোমাকেই খেতে হবে।

২য় বন্ধু—আমিও তো তাই বলছিলাম, তুমি আমায় খাবে—আমি তোমায় খাব···তা গল্প-গুজব করে ক্ষুধা-তৃষ্ণাকে ভুললে হয় না!

ক্ষুধার জ্বালায় অন্য বন্ধুটির গলার মেডেলটি কামড়াতে লাগলেন। মুখ দিয়ে ঝর্ ঝর্ করে রক্ত পড়া শুরু হয়ে গেল।

১ম বন্ধু ভাবল বাঃ ভাগ্যিস্ আমার গলায় মেডেলটি ছিল। তাই বেচারার প্রাণটা বেঁচে গেল। নীল লাল কতরকম পানীয় পাচ্ছে এই মেডেল থেকে···।

*　　　*　　　*

দুই বন্ধু লণ্ডনের এক কফি কর্ণারে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কফি খাচ্ছিল। কথায় কথায় এক বন্ধু বলল,—আমি একবার ব্রিস্টল গিয়েছিলাম। আমার একটা পয়সাও খরচ হয় নি।

অপর বন্ধুটি জানতে চাইল, কেন ?

পায়ে হেঁটে গিয়েছিলাম না !

* * *

এক রিপোর্টার তার এক রিপোর্টার বন্ধুকে, আরে কি খবর। কবে লণ্ডন থেকে ফিরলে ?

অপর বন্ধু কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলল, এই তো কালই উড়ে এলাম।

আগের রিপোর্টার, ডানায় ব্যথা করছে না ?

* * *

জীবনে প্রথম প্লেনে চড়ে এক ভদ্রমহিলা পাইলটকে বললেন,—আমি বাবা জীবনে কখনো প্লেনে চড়িনি। আমাকে সাবধানে নামিয়ে দিয়ো।

পাইলট বলল, ও—। সে আর বলতে। আজ পর্যন্ত আমি কারুকে ওপরে রেখে আসিনি।

* * *

একবার এক যাত্রী জাহাজের মধ্যে অসুস্থ হয়ে পড়লে বাড়ি ফিরে যাবার জন্য ছট্‌ফট্ করতে লাগল ! তখন জাহাজের স্টুয়ার্ট ওকে আশ্বস্ত করে বললেন,—অতো অধৈর্য হবেন না, ভুমি আমাদের থেকে তো এখন মাত্র দু মাইল দূরে।

মাত্র দু মাইল দূরত্ব শুনে যাত্রীটি আনন্দে উছলে উঠল। বলল,—বা ! মাত্র দু মাইল ! ভাবখানা এমন যেন এইটুকু খবরেই ওর অসুস্থতা অর্ধেক সেরে গেল।

স্টুয়ার্ট বললেন,—হ্যাঁ দু মাইল। তবে সোজাসুজি জাহাজের নিচের দিকে হিসেব করলে।

* * *

যাবতীয় লটবহর নিয়ে স্টেশনে ঢুকতেই ভদ্রলোক দেখলেন, ঠিক তিনি ঢুকলেন আর সঙ্গে সঙ্গে ট্রেনটা ছেড়ে গেল ! উনি জিনিসপত্র নিয়ে দৌড়ে ধরবার চেষ্টা করলেন কিন্তু শেষ পর্যন্ত পারলেন না। গলদঘর্ম অবস্থায় প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ওঁকে হাঁপাতে দেখে এক

সহানুভূতিশীল কুলি বলল, বাবু এতো জিনিষপত্র নিয়ে একটু আগে এলেন না কেন, চোখের সামনে দিয়ে ট্রেনটাকে ছেড়ে চলে যেতে দেখতে হলো তো।

কুলিটার একথা ভদ্রলোকের ব্যথা মোটেই বাড়িয়ে তুলল না। উনি বললেন, ছেড়ে চলে গেল কোথায়? এসব ট্রেন দেখতে আমার মোটেই ভালো লাগে না। আমিই তো ওকে তাড়িয়ে তাড়িয়ে স্টেশন ছাড়া করলাম।

*　*　*　*

আমি যখন ছুটিতে ছিলাম তখন নদীর ধারে বেড়াতে বেড়াতে একদিন একটা কাঁকড়া আমার পায়ে কামড়ে দেয়।

সেই কাঁকড়াটাকে আপনি দেখাতে পারবেন?

কি করে দেখাবো, সব কাঁকড়াই তো আমার মতো দেখতে।

*　*　*

প্যারিসের এক নতুন পোর্টারকে ম্যানেজার সাহেব এই পরামর্শ দিলেন যে, দেখ ভাই শহরে নতুন কোন টুরিস্ট এলে পারলে তার নাম ধরে সম্বোধন করবে, তাতে আখেরে তোমারই লাভ হবে। আর তাদের নাম তাদের লাগেজেই দেখতে পেয়ে যাবে। নতুন পোর্টার ম্যানেজার সাহেবের এই পরামর্শ মতো সেদিন শহরে বেড়াতে আসা নতুন দম্পতিকে যা বলে স্বাগত জানাল তার বাংলা করলে মোটামুটি এরকম দাঁড়ায়, 'নমস্কার মিস্টার মিসেস জেনুইন লেদার সুটকেস, আশা করি প্যারিসে অবস্থান কালে আপনাদের দিন সুখেই কাটবে।'

*　*　*

একবার দুই ভিন গ্রহবাসী তাদের বিশেষ যান নিয়ে এক গ্রামের মাঠে এসে নামল। গ্রামের পথ ধরে হাঁটতে হাঁটতে তারা পথের ধারে একটা লেটার বক্স দেখতে পেলে ওটার সামনে দাঁড়িয়ে ওদের একজন বলল, এই আমাদের তোমার নেতার কাছে নিয়ে চল।

স্বাভাবিকভাবে লেটার বক্সের কোন প্রতিক্রিয়া না হওয়ায় অপর গ্রহবাসী বলল,—আরে মিছিমিছি ওর সঙ্গে কথা বলছ কেন, দেখছ না ও তো একটা সামান্য বাচ্চা।

*　*　*　*

রবি-রঙ্গ

রবীন্দ্র জীবনীকার প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় ছিলেন শান্তিনিকেতনে গ্রন্থাগারিক। একদিন রবীন্দ্রনাথের সামনে দিয়ে একগাদা বই হাতে তিনি যাচ্ছিলেন। রবীন্দ্রনাথ চীৎকার করে বললেন,—ও বৈবাহিক মশাই, একবার আমার কাছে আসুন। কয়েকটা দরকারী কথা আছে।

প্রভাতকুমার রবীন্দ্রনাথের মুখে বৈবাহিক সম্বোধন শুনে রীতিমত ঘাবড়ে গেলেন। তিনি আবার কি সম্পর্কে কবে থেকে রবীন্দ্রনাথের বেয়াই হলেন ?

তাই আম্‌তা আম্‌তা করে, মাথা চুলকে কবি গুরুকে বললেন—, গুরুদেব আমি বৈবাহিক হলাম কোন্ সম্পর্কে ?

রবীন্দ্রনাথ (মুচকি হেসে)—আরে মশাই, যিনি এত ভারী ভারী বই বহন করে নিয়ে যাচ্ছেন, তিনি ছাড়া আর কাকে বই-বাহিক নামে ডাকব ?

*　　　*　　　*

গ্রীষ্মের দুপুর।

শান্তিনিকেতনে ঐ সময় ঘরে টেঁকা দায়। রবীন্দ্রনাথ একটি জাম গাছের ছায়ায় কাঠের চেয়ারে চোখ বুঁজে চুপ করে বসে ছিলেন। একজন ভক্ত সেই সময় এলো তাঁকে প্রণাম করতে।

দূর থেকে দেখে লোকটি ভেবেছিল গুরুদেব বুঝি ঘুমোচ্ছেন। কিন্তু কাছে এসে দাঁড়াতে রবীন্দ্রনাথ আড় চোখে আগে নিজের দামী চটির দিকে তাকালেন। তাকিয়ে বললেন—আজকাল প্রণাম করার ছল করে এসে অনেকেই দামী চটি জোড়া নিয়ে পালাবার ধান্দা করে। তাই আগে ঐটার দিকে নজর রাখি। তুমি কিছু মনে কোরো না।

*　　　*　　　*

॥ পথ চলতি কত রঙ্গ ।

ছোট যাত্রীবাহী বিমানটি যখন আকাশে উঠে পড়েছে, ঠিও তখনই একমাত্র পাইলট স্টিয়ারিং হুইল ছেড়ে অনর্গল হাসতে শুরু করল।

একজন যাত্রী—ও মশাই আপনার কি কোনো পুরানো রসিকতা হঠাৎ মনে পড়েছে? খামোকা এত হাসছেন কেন?

পাইলট—আরে ভাই, আমি হাসছি পাহারাদার আর পাগলাগারদের ডাক্তারদের কথা ভেবে। আমাকে ঘরে দেখতে না পেয়ে তারা এতক্ষণ সুপারিনটেনডেণ্টের কাছে কি গালাগালিটাই না খাচ্ছে ॥

*　　　*　　　*

পাঁচঘণ্টা লেটে-চলা. মেল ট্রেনের কনডাকটার-গার্ডকে ক্রুদ্ধ এক যাত্রী—মশাই ট্রেন যখন রোজই লেটে যায়, তখন টাইম টেবল রাখার দরকার কি? গার্ড—আরে মশাই ওটা না থাকলে ট্রেন কত লেট সেটা হিসেব করবেন কি ভাবে?

*　　　*　　　*

॥ ঘুমের ঔষধ ॥

বিখ্যাত ফরাসী লেখক জুলে রোঁমার বই-এর বাজারে কাটতি হ'ত খুব। মসিয়ে রোঁমার পাচক তার প্রভুর জনপ্রিয়তায় মুগ্ধ হয়ে একদিন তাঁর কাছ থেকে পড়ার জন্যে একখানি উপন্যাস চেয়ে নিয়ে গেল।

দিন কয়েক বাদে কর্মব্যস্ত লেখকের হঠাৎ মনে পড়ে গেল সেই কথা। খাবার টেবিলে বসে পাচককে জিজ্ঞাসা করলেন,—'কি হে, আমার বই পড়ে তোমার কেমন লাগল?'

পাচক—খুবই উপকার পেয়েছি হুজুর।

রোঁমা (বিস্মিত ভাবে)—উপকার পেয়েছ? তার মানে?

পাচক—রাতে আমার মোটে ঘুম হত না। কিন্তু, যেদিন আপনি বইটা দিলেন, ওটার প্রথম পরিচ্ছেদ খোলামাত্র ঘুমে চোখ জুড়ে এল। সেই থেকে রোজ রাতে ঘুমের দাওয়াই হিসেবে ওটা একটু একটু পড়ছি।

*　　　*　　　*

হাঁসতে নেইকো মানা

ইলাস্ট্রেটেড উইকলি অব ইণ্ডিয়া থেকে গৃহীত

॥ শিল্পী সমাচার ॥

শিল্পী—(তার কাছে ছবি আঁকা শিখতে এসেছে এমন এক ছাত্রকে)—গতকাল আমি যে আপেলের ছবিটা দেয়ালে টাঙিয়ে রেখেছিলাম, সেটা দেখতে পাচ্ছিনা কেন ?

শিল্পীর ছাত্র (মাথা চুলকে)—বড় খিদে পেয়েছিল, এইমাত্র তাই ওটা খেয়ে ফেললাম স্যার !

*   *   *

॥ সতর্ক বাণী ॥

টি ভি. প্রযোজক এবং কৌতুক অভিনেতা জ্যাক জগলাস একা থাকতে ভালবাসতেন। ফ্যানদের অত্যাচার এড়াবরে জন্য তিনি তাঁর হলিউডের বাড়ির চারধার উঁচু পাঁচিল ও লোহার বৈদ্যুতিক তার দিয়ে ঘিরে রাখেন। তাঁর গেটের বাইরে ঝুলত একটা সাইনবোর্ড—সাবধান, পাগলা কুকুর ছাড়া আছে। সেই সতর্ক বাণী উপেক্ষা করেও কেউ ভেতরে ঢুকে পড়লে দেখতে পেত বাগানের একটি গাছে আর একটি সাইনবোর্ড—ভাঙা ব্রিজ সামনে, সাবধানে বাড়ির দিকে এগোন। ওই বিজ্ঞপ্তিতেও থমকে না দাঁড়ালে বাড়ির সদর দরজায় দেখা যেত আর একটি সাইনবোর্ড—আপনি আসার আগে টেলিফোনে অ্যাপয়েণ্টমেণ্ট করে রেখেছেন তো ?

*   *   *

॥ পায়ের কাজ নয় ॥

বিখ্যাত মার্কিন লেখিকা পার্ল বাক একবার এক পত্রিকার সম্পাদককে তাঁর ধারাবাহিক উপন্যাসের কিস্তি পাঠাতে দেরি করেন। সেই সম্পাদকের সঙ্গে শ্রীমতী বাকের খুব মধুর সম্পর্ক ছিল। সেই সম্পর্কের সুবাদে সম্পাদক শ্রীমতী বাককে একটি চিঠি লিখলেন,

'প্রিয় বাক, পরের সপ্তাহের কিস্তিটি যদি প্রতিশ্রুতিমত আগামী পরশুর মধ্যে আমি না পাই, তবে সোজা আমি তোমার ঘরে যাব এবং এক লাথিতে জানালা দিয়ে তোমাকে ফেলে দেব নিচের রাস্তায়। জান তো? আমি যা বলি তা করি।'

বাক তার চটজলদি উত্তরে লিখলেন,—'প্রিয় সম্পাদক, আমি যদি তোমার মত করণীয় সব কাজগুলো পা দিয়েই সারতাম তবে আমিও যা প্রতিশ্রুতি দিয়েছি তা রক্ষা করার চেষ্টা করতাম।'

*　　　　*　　　　*

জনৈক অভিবাসন অফিসার একটি লোককে ধরে জিজ্ঞাসা করলেন,—'তাহলে এদেশেই আপনার স্বাভাবিক ভাবে জন্ম হয়েছে?'

উদ্বিগ্ন লোকটি বলল,—'ঠিক তা নয় স্যার। আমাকে সিজার করতে হয়েছিল।'

*　　　　*　　　　*

ঘরের মধ্যে ঢুকে আসা তিনটি মৌমাছিকে অনেকক্ষণ লক্ষ্য করবার পর মেয়েটি তার মা'র কাছে ছুটে এসে বলল:

—'মা ঘরে তিনটে মৌমাছি এসেছে। তার মধ্যে দুটো পুরুষ আর একটা মেয়ে।'

'তুই কী ভাবে বুঝলি',—মা'এর জিজ্ঞাসা।

মেয়ে উত্তর দিল,—'দেখনা, দুটো খালি মদের বোতলের কাছে গুণগুণ করে উড়ছে আর একটা আলাদা হয়ে আয়নার সামনে উড়ে বেড়াচ্ছে।'

*　　　　*　　　　*

যে পুরুষ মানুষ ভাবেন বিয়ের পরবর্তী জীবনটা স্ত্রীর সঙ্গে ৫০-৫০ অনুপাতে ভাগ করবেন, হয় তিনি অনুপাত ব্যাপারটা বোঝেন না আর না হয় তিনি মহিলাদের চেনেন না।

*　　　　*　　　　*

এক ভদ্রমহিলা ফুটবল খেলা দেখতে এসে এক ভদ্রলোককে জিজ্ঞাসা করলেন,—'এ 'খেলার মূল লক্ষ্য কী?'

'আজ্ঞে ঐ গোলপোস্টের জালের মধ্যে বল ঢোকানো।'—ভদ্রলোকের উত্তর।

ভদ্রমহিলা বললেন,—'ও ! এতো খুবই সহজ ব্যাপার। প্রত্যেকেই তাহলে প্রত্যেককে রাস্তা ছেড়ে দেওয়া উচিত।'

*　　　*　　　*

ব্যবসায় জগতে একজন এক্সিকিউটিভ অনেক কিছু সম্বন্ধে সামান্য কিছু জানেন, একজন টেকনিশিয়ান সামান্য কিছু সম্বন্ধে অনেক কিছু জানেন আর একজন টেলিফোন অপারেটার সব ব্যাপারেই সব কিছু জানেন।

*　　　*　　　*　　　*

তিনজন সেলসম্যানের কথোপকথন ঃ

প্রথমজন—আমি একজন লিকার সেলসম্যান। আমি কোন মহিলা একা একা ড্রিঙ্ক করছেন, এটা দেখতে পছন্দ করি না।

দ্বিতীয় জন—আমি খাবার-দাবার সাপ্লাই করি। আমিও কোন মহিলা একা একা খাবার খাচ্ছেন এটা দেখতে পছন্দ করি না।

তৃতীয় জন চুপচাপ রইলেন। তখন আগের দু'জন তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন—আপনি কী করেন।

তৃতীয় জন—আমি মাদুরের সেলসম্যান।

*　　　*　　　*

জন বাড়ি এসে দেখল তার স্ত্রী খুব উচ্চস্বরে কাঁদছে।

'কী হল কাঁদছ কেন'?—জনের জিজ্ঞাসা।

'দেখোনা তোমার জন্য ভাল মাংস রেঁধে রেখেছিলাম, আমাদের কুকুরটা সব খেয়ে নিয়েছে।' স্ত্রীর কান্না ভেজা গলায় উত্তর।

'আরে ওর জন্য ভেবো না। আমি কালই একটা ভাল কুকুর কিনে আনব।' জনের সান্ত্বনা বাক্য।

*　　　*　　　*

বাবা—আমি তোমার রেজাল্ট দেখে খুব অসন্তুষ্ট হয়েছি।

ছেলে—আমি সেটা জানি। সেজন্যেই আমি ক্লাশ টিচারকে ফার্স্ট বয়েরটা দিতে বলেছিলাম। কিন্তু তিনি শুনলেন না। আমাকে এটাই দিয়ে পাঠিয়ে দিলেন।

*　　　*　　　*

এক ধর্ম যাজকের কাছে গিয়ে একটি ছেলে তাঁকে জিজ্ঞাসা করল, 'মহামান্য ফাদার, আপনি আমাকে বলতে পারেন কীভাবে যুদ্ধ শুরু হয়?'

'হ্যাঁ বাবা,' ধর্মযাজক বলতে শুরু করলেন, 'ধরো আমেরিকা ইংল্যাণ্ডের সঙ্গে কোন ব্যাপার নিয়ে ঝগড়া শুরু করে দিল।'

'না আমেরিকা ইংল্যাণ্ডের মধ্যে কোন বিবাদ নেই।'—ছেলেটির মা তীব্রভাবে ধর্মযাজকের কথার মাঝখানে কথাগুলো বললেন।

ধর্মযাজক খুব বিরক্ত হলেন। বললেন—'আমি ওকে উদাহরণ-স্বরূপ কথাটা...'

মা'র বক্তব্য,—'না আপনি ওকে এ রকম উল্টোপাল্টা উদাহরণ দিতে পারেন না।

ধর্মযাজক রেগে গিয়ে বললেন,—'আপনি কি আমার চেয়ে বেশি বোঝেন?'

মা'ও চীৎকার করে উঠলেন,—'হ্যাঁ আমার ছেলের বিষয়ে নিশ্চয় বেশি বুঝি। ওরকম উল্টোপাল্টা উদাহরণ দিলে ওর ভবিষ্যত অন্ধকার।' ছেলেটা এতক্ষণ মা ও ধর্মযাজকের বচসা মন দিয়ে শুনছিল। এবার সে বলে উঠল,—'ধন্যবাদ মাম্মী, ধন্যবাদ ফাদার, এবার আমি বুঝতে পেরেছি যুদ্ধ কীভাবে শুরু হয়।'

* * *

দুই অভিনেত্রীর কথোপকথন।

প্রথম অভিনেত্রী—জানিস বেশ কিছুদিন আগে মারিয়াকে একজন ডিরেক্টার বলেছিলেন—তুমি যদি আমাকে প্রাণভরে চুমু খেতে দাও তাহলে আমি আমার পরের ছবিতে তোমাকে একটা রোল দেবো।

দ্বিতীয় অভিনেত্রী—তারপর কী হল?

প্রথম অভিনেত্রী—এখন দেখতেই ত পাচ্ছিস। মারিয়া সুপার-স্টার হবার পথে।

* * *

ছটুলাল সিং-এর রিং মাস্টার হিসাবে খুব নাম-ডাক। সার্কাসে তিনি সিংহের খেলা দেখান। খালি হাতে তিনি সিংহের সঙ্গে মেলা-মেশা করেন। লোকে তাঁর সাহস দেখে তাকে বাহবা না দিয়ে পারে না। কিন্তু এ হেন ছটুলাল তাঁর স্ত্রীকে প্রচণ্ড ভয় পান। শো শেষ হলে তিনি তাড়াতাড়ি বাড়ি ফেরেন, নচেৎ অগ্নিশর্মা স্ত্রীর মুখোমুখি হতে হবে ভেবে তিনি শিউরে ওঠেন।

একদিন খেলা দেখাতে দেখাতে অনেক রাত হয়ে গেছে। ছটুলাল

স্ত্রীর ভয়ে বাড়ি না গিয়ে সিংহের সঙ্গে তার খাঁচাতেই ঘুমিয়ে পড়লেন। মাঝ রাতে হঠাৎ তাঁর ঘুম ভেঙে গেল। তিনি দেখেন তাঁর স্ত্রী চোখ কটমট করে খাঁচার বাইরে দাঁড়িয়ে আছেন। ছটুলালের ত আত্মারাম খাঁচা। এদিকে তাঁকে চোখ খুলতে দেখে স্ত্রী ভর্ৎসনার স্বরে বলে উঠলেন,—'বেরিয়ে এস কাপুরুষ কোথাকার!'

*　　　　*　　　　*

প্রেমিক—আচ্ছা আমাদের বিয়েটা চিরদিনের জন্য একান্ত গোপনীয় রাখা যায় না?

প্রেমিকা—তা না হয় রাখলে। কিন্তু বাচ্চা হ'য়ে গেলে লুকাবে কীভাবে?

প্রেমিক—সত্যি এটা আগে ভাবি নি। এ ব্যাপারে তাই বাচ্চাটার সঙ্গে আলোচনা করাই ভাল।

*　　　　*　　　　*

এক শিশুর গর্ভনেস হঠাৎ তাঁর কাজ থেকে ইস্তফা দিলেন। কারণ হিসাবে তিনি জানালেন—শিশুটা বড্ড বেশী ব্যাকওয়ার্ড; কিন্তু শিশুর পিতা বড্ড বেশী ফরওয়ার্ড।

*　　　　*　　　　*

'এই সোনিয়া, তোমার স্বামী শুনেছি ডায়েটিং করছেন ভীষণভাবে। রোজ রোজ একটু একটু করে কম খেয়ে খাওয়া একদম কমিয়ে দিয়েছেন। এখন তাঁর কী অবস্থা?'

'আর বোলো না। রোগা হতে হতে গত সপ্তাহে তিনি একদম অদৃশ্য হয়ে গেছেন।'

*　　　　*　　　　*

ডাক্তার—আসলে আপনার এই পায়ের ব্যাথার কারণ হল বয়স। আপনার সঙ্গে সঙ্গে আপনার ঐ পায়েরও ত বয়স হল।

রোগী—আমাকে বোকা বানাবেন না ডাক্তারবাবু। যে পায়ে আমার ব্যাথা নেই সেটারও বয়স একই।

*　　　　*　　　　*

মর্ডাণ আর্টের এক প্রদর্শনীতে এক ছবি প্রেমিক একটি ছবি দেখে খুব উৎসাহিত হয়ে সেই ছবির আর্টিস্টকে বললেন,—'বাঃ দারুণ ছবি

আপনি এঁকেছেন। এসব ছবি দেখলেই আমার মুখের স্বাদ বদলে যায়।'

আর্টিস্ট একটু অবাক হয়ে বললেন, 'সূর্যাস্তের সময়কার আকাশের ছবি এটা। এটা দেখে মনের স্বাদ না বদলে আপনার মুখের স্বাদ বদল হল কীভাবে স্যার।'

ছবি প্রেমিক ভদ্রলোক একটু অবাক হয়ে বললেন, 'ও এটা সূর্যাস্তের ছবি! আমি ভেবেছিলাম এটা চাটুতে ছড়ানো একটা ওমলেটের ছবি।'

*　　　*　　　*

এক স্টেনোগ্রাফারের স্বভাব ছিল অফিসের ডেস্কে ঘুমানো। তাতে নানা অসুবিধা হত। স্টেনোগ্রাফার ভদ্রলোক বেশ কয়েকবার পড়ে গেছেন। চোটও লেগেছে তাঁর। কিন্তু তিনি তাঁর স্বভাব কখনও বদলান নি।

তাঁর অফিসটা ছিল ইন্‌সিওরেন্সের। যথা সময়ে তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ গেলো ম্যানেজারের কাছে। সবাই ভাবল এবার তাঁকে নিশ্চয় চাকরি থেকে বরখাস্ত করা হবে। কিন্তু ম্যানেজার ভদ্রলোক অফিস বিজনেস খুব ভাল বুঝতেন। তিনি ঐ স্টেনোগ্রাফারকে বাইরের ভিজিটরস রুমে বসবার ব্যবস্থা করে দিলেন। স্টেনোগ্রাফার সেখানে ঘুমিয়ে পড়লে তাঁর টেবিলের সামনে এই মর্মে একটি প্ল্যাকার্ড ঝুলিয়ে দেওয়া হত যে—আপনার যদি ভাল রকম ইন্‌সিওরেন্স কভারেজ থাকে তাহলে আপনি এইভাবে প্রকাশ্যে অফিসের টেবিলে নিশ্চিন্ত মনে ঘুমোতে পারেন।

*　　　*　　　*

দু' যুবকের মধ্যে একটি স্বাভাবিক বিষয় নিয়ে আলোচনা চলছে। বিষয়টি হল: মেয়ে। প্রথম যুবক বলল,—'আমি ঠিক সেই মেয়ের প্রতীক্ষায় আছি যে মদ খায় না, স্মোক করে না—মোটকথা যে কোন খারাপ কাজ করা থেকে সর্বদা বিরত থাকে।'

দ্বিতীয় যুবক মনোযোগ দিয়ে প্রথম জনের কথা শুনল। তারপর বলল,—'ধর সে রকম কাউকে তুমি পেলে। তখন তাকে নিয়ে করবেটা কী?

*　　　*　　　*

একজন পুরোহিতের বক্তব্য—আমি সবার জন্য প্রার্থনা করি।

একজন উকিলের বক্তব্য—আমি সবার পক্ষে বাদানুবাদ করি।

একজন ডাক্তারের বক্তব্য—আমি সবার আরোগ্যের পথ বাতলাই।

একজন সাধারণ নাগরিকের বক্তব্য—আমাকে সবকিছুর জন্য পয়সা দিতে হয়।

* * *

মাত্র দুটি জিনিষ খুব দক্ষতার সঙ্গে করতে পারলে যে কোন মহিলা পৃথিবীর যে কোন পুরুষের চিত্ত জয় করতে পারবেন,—তা হল খুব তাড়াতাড়ি পোষাক পরা আর বিবস্ত্র হবার দক্ষতা।

* * *

কোন বাড়ির দেওয়ালে আঁক কাটা থাকলে এটাই প্রমাণিত হয় যে সে বাড়ির পরিবারে নিশ্চয় কোন অবোধ বাচ্চা আছে।

* * *

শরীরের মধ্যাঞ্চল ক্রমশঃ বেড়ে যাওয়ায় এক ভদ্রলোক ডায়েটিং করা শুরু করলেন। প্রথম সপ্তাহের পর তাঁর কোমর তিন ইঞ্চি কমে গেল। পরের সপ্তাহে তিনি আরও দুই ইঞ্চি মেদ খসালেন। তার পরের সপ্তাহেই তাঁকে সমস্ত ট্রাউজার্স বাতিল করতে হলো।

* * *

পুরুষ—আমার মাথায় আসেনা কেন মেয়েরা ছেলেদের মত বল লুফতে পারে না।

নারী—কারণ একটা ছেলে একটা বল থেকে অনেক বড় আর তাকে ধরা খুব সহজ।

* * *

প্রেমিকা—কয়েকদিন ধরে লক্ষ্য করছি তুমি আচমকাই যেন আমার ব্যাপারে উৎসাহ হারিয়েছ মনে হচ্ছে। কী হলো তোমার। আমাকে তুমি আর ভালবাস না।

প্রেমিক—তোমার খুব ভুল হচ্ছে ডার্লিং। আমি শুধু তোমাকেই ভালবাসি। আসলে আমি কয়েকদিন বিশ্রাম নিচ্ছি।

* * *

এক মাঝ বয়সী ভদ্রমহিলা বিয়ে করতে চলেছেন। কিন্তু তাঁর

সমস্ত দাঁত নকল। তাই বিয়ের ঠিক আগে তিনি উকিলের দ্বারস্থ হলেন,—'কী করা যায় বলুন ত। যদি জানাজানি হয়ে যায়—কেলেংকারীর আর শেষ থাকবে না।'

উকিলবাবু জানালেন,—'আপনি সেদিন কোনভাবেই মুখ খুলবেন না। শুধু মাঝে মাঝে মুচকি-মুচকি হাসি ছড়াবেন। দেখবেন তাতেই আপনি উৎরে যাবেন।'

* * *

একটি ছেলের স্বভাব ছিলো যে ঘুমন্ত অবস্থায় সে তার বিছানা নষ্ট করে ফেলে। একদিন ছেলেটি তার এই স্বভাবের কথা দুঃখের সঙ্গে এক বন্ধুর কাছে স্বীকার করে। বন্ধুটি তাকে পরামর্শ দেয় কোন সাইক্রিয়াটিস্টের কাছে যেতে। ছেলেটি যায়।

এরপর ছ'মাস কেটে গেছে। ছেলেটির সঙ্গে বন্ধুটির হঠাৎ দেখা। বন্ধুটি এবার তাকে তার সেই পুরোনো রোগ সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করে। ছেলেটি জানায় সেই রোগটা তার এখনও আছে কিন্তু সেজন্য তার কোন দুঃখ নেই বরং এখন সে গর্ব অনুভব করে।

* * *

নার্স—আপনি ত নিরামিষ ভোজী?

রোগী—হ্যাঁ।

নার্স—তাহলে আপনি মাংসের অর্ডার দিয়েছেন কেন?

রোগী—না, মানে আমি আমার ইচ্ছাশক্তির একটা পরীক্ষা করতে চাই।

* * *

ডিভোর্সের বিচার চলাকালীন স্ত্রী তাঁর স্বামীর বিরুদ্ধে অভিযোগ স্বরূপ জানালেন,—'ধর্মাবতার, ঐ লোকটা রাতে শোবার ঘরে ওর পোষা ছাগলটাকে এনে রাখত। আমি ঐ ছাগলের দুর্গন্ধের মধ্যে থাকতে পারতাম না।'

বিচারক বললেন,—'আপনি ত তাহলে ঘরের জানলাগুলো খুলে রাখতে পারতেন।'

স্ত্রীর উত্তর, 'কী যে বলেন ধর্মাবতার। আমার পোষা মুরগীগুলো তাহলে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যাবে না।'

* * *

ধনী অথচ মহা কৃপণ বাবার কাছে ছেলে সারা পৃথিবীকে নিজের চোখে দেখার ইচ্ছা প্রকাশ করতে বাবা ছেলেকে একটা ম্যাপ বই কিনে এনে দিলেন।

*　　　　*　　　　*

কিণ্ডার গার্ডেনে ভর্তি হওয়া তিন বছরের একটি ছেলেকে পাঁচ বছরের একটি প্রাইমারীর ছেলের পরামর্শ : প্রথম দু'তিন সপ্তাহ একেবারে হদ্দ বোকার মত আচরণ কর তারপর স্বাভাবিকভাবে পড়াশুনা করে যাও। দেখবে কিছুদিনের মধ্যেই দিদিমণিরা তোমার প্রশংসায় পঞ্চমুখ হবেই।

*　　　　*　　　　*

এক ট্যুরিস্ট ১২০ কি.মি. বেগে গাড়ি চালাতে চালাতে এক পেট্রল জীপের ইশারায় থামতে বাধ্য হলেন। পুলিশ দেখে ভয়ে তার আত্মারাম খাঁচা। সার্জেণ্টকে তিনি বিনয়ের সঙ্গে বললেন,—'আমার ভুল হয়ে গেছে। আমি বড্ড বেশী স্পিডে গাড়ি চালাচ্ছিলাম '

সার্জেণ্ট বললেন,—'না সেজন্যে আপনাকে থামাইনি। আপনি বড় নীচু দিয়ে উড়ছিলেন।'

*　　　　*　　　　*

ছেলে—বাবা, কাল স্কুলে ছাত্র-শিক্ষক-অভিভাবক অ্যাসেসিয়েশনের একটা ছোট্ট মিটিং হবে। সেই খবরটা তোমাকে দিতে এলাম।

বাবা—ছাত্র-শিক্ষক-অভিভাবক অ্যাসোশিয়েশনের মিটিং 'ছোট্ট মিটিং' কেন ? সে ত বছরে একবার বড় করে হয়।

ছেলে—না, মানে ঐ মিটিং-এ তুমি-আমি আর হেডমাস্টারমশাই ছাড়া আর কেউ থাকবে না।

*　　　　*　　　　*

ছোট্ট ছেলে আর বয়স্ক লোকের মধ্যে এই তফাৎ বড় তফাৎ যে, দুজনের খেলনার দামের মধ্যেকার ফারাকটুকু।

*　　　　*　　　　*

প্রতি পাঁচজন মানুষের মধ্যে একজন বিচার-বুদ্ধিহীন অবিবেচক পাওয়া যায়। এর প্রমাণ হাতের কাছেই আছে। আপনার যে কোন চারজন বন্ধু-বান্ধব বা প্রতিবেশীদের মধ্যে খুঁজুন, এরকম লোক আপনি

পাবেনই। আর যদি একান্তই না পান তাহলে আয়নার সামনে গিয়ে দাঁড়ান। আপনার সামনের মানুষটাই সেই গোত্রের।

*   *   *

ছেলেটা পড়াশুনা কম করত। আসলে টি.ভি-র নেশায় তার এই অবস্থা। একদিন স্কুল থেকে বাড়ি ফিরে দেখল টি.ভি. সেটটা অন্যত্র সরিয়ে রাখা হয়েছে। প্লাগ কানেকশানও উধাও। হঠাৎ ছেলের নজর এল টি.ভি-র ওপর একটা কাগজ চাপা দেওয়া। তাতে কিছু লেখা আছে। হাতের লেখাটা বাবার। লেখার বিষয়বস্তু ঃ স্কুলের হোম ওয়ার্ক ঠিকভাবে শেষ করা মাত্রই টি.ভি-র কানেকশান দেওয়া হবে।

*   *   *

ছ' বছরের বাচ্চাদের ক্লাশে জনৈক শিক্ষক অ্যাস্ট্রোনমি বিষয়ক কিছু পড়াতে পড়াতে ছাত্র-ছাত্রীদের জিজ্ঞাসা করলেন,—'আচ্ছা বল তো দেখি রাতে আকাশে কতগুলো তারা দেখা যায় ?'

নানা উত্তর ভেসে এল ছাত্র-ছাত্রীদের ভেতর থেকে। কেউ বলল, শত-শত ; কেউ বলল, লাখ-লাখ ; কেউ বলল, মিলিয়ান-মিলিয়ান ; কিন্তু শিক্ষককে অবাক করে দিয়ে একটি মেয়ে বলল,—'মাত্র তিনটে স্যার।'

শিক্ষক তাকে বললেন—'সেকী, তার একটাও বেশী নয় ?'

মেয়েটি বলল—'তাই ত দেখি। আসলে আমি চিলেকোঠায় ঠাকুমার কাছে রাতে ঘুমাই। চিলেকোঠায় মাত্র একটি জানলা তাও আবার খুব ছোট্ট সেটা।'

*   *   *

প্রজেক্টা কমিটি হলো একদল সংগ্রহ করা মানুষের সমষ্টি যেখানে কেউ ব্যক্তিগতভাবে কিছু করতে পারবেন না অথচ সমষ্টিগতভাবে বসে দীর্ঘ আলোচনার পর ঠিক করবেন যে আদৌ কিছু করা গেল না।

*   *   *

একজন মহিলার পোষাক এমন আঁটোসাঁটো হওয়া উচিত যাতে বোঝা যায় ঐ পোষাকের ভেতরে একজন মেয়ে আছে কিন্তু সেটা

এমনই ঢিলে-ঢালা হওয়া উচিত যাতে বোঝা যায় তিনি একজন ভদ্রমহিলা।

*　　　　*　　　　*

এক সচেতন নাগরিক ভদ্রমহিলার বক্তব্য : আমি ভোট দিই না কেন জানেন? তাতে এইভেবে শান্তি পাই যে পার্লামেণ্টে সদস্যরা যে সব কাণ্ডকারখানা করে তার জন্য পরোক্ষভাবে আমায় কেউ দায়ী করতে পারবে না।

*　　　　*　　　　*

ইনসিওরেন্স পলিসি সম্বন্ধে জনৈক মহিলার মন্তব্য : এটার সঙ্গে আমার বিকিনির তুলনা করা যায়। কারণ বিকিনির মত এটাতেও মিনিমাম কভার কিন্তু ম্যাক্সিমাম রিস্ক-এর সম্ভাবনা থাকে।

*　　　　*　　　　*

ব্যাঙ্কের কর্মচারীর প্রতি এক মহিলা : আমি এরকম একজন লোকের সঙ্গে জয়েণ্ট অ্যাকাউণ্ট খুলতে চাই যাঁর অনেক টাকা আছে।

*　　　　*　　　　*

শ্যাম—জানিস আমার ভাই কখনও কখনও মাত্র এক ঘণ্টার মধ্যে চার-পাঁচবার পোষাক বদলায়।

রাম—তাই নাকি! তা তোর ভায়ের বয়স কত?

শ্যাম—আট মাস।

*　　　　*　　　　*

ইংরেজী গ্রামারের টেন্স চ্যাপ্টার পড়াতে পড়াতে শিক্ষিকা বললেন,—'বল ত আমি খুব সুন্দরী এটা কোন্ টেন্স?

ছাত্রের উত্তর, 'পাস্ট টেন্স দিদিমণি।'

*　　　　*　　　　*

জনৈক দেহ পসারিণীর মন্তব্য : আমাদের পেশার এটাই চমৎকারিত্ব যে প্রত্যেকদিনই আমাদের পেমেণ্ট পাওয়া যায়।

*　　　　*　　　　*

ড্রাইভার—স্যার এ গাড়ি নিয়ে আর এগোনো যাবে না। এক ফোঁটাও পেট্রল নেই।

গাড়ির মালিক—ভাল কথা। ব্যাক করে গাড়ি নিয়ে বাড়ি ফিরে চল।

*　　　　*　　　　*

❁ মজলিসী ব্যঙ্গ-রঙ্গ ❁

দেশী-বিদেশী তামাসা

*　　　　*　　　　*

এক ব্যক্তি দাঁতের ব্যাথায় অস্থির হয়ে ডেনটিস্টের নিকট গিয়ে বললেন, ডাক্তারবাবু আমার দাঁতের মাড়িতে খুবই ব্যথা। ডাক্তার সামনে বসতেই রুগিটি হাঁ করে মাড়ি দেখাচ্ছেন। ডাক্তার রুগির মাড়িতে গর্ত্ত দেখে বললেন, বাপরে এত বড় গর্ত আমি জীবনে দেখিনি।

রুগিটি বিরক্ত হয়ে ডাক্তার বাবুকে বলল, "এত বড় গর্ত" কথাটা বার বার বলছেন কেন? ডাক্তার রুগিকে বলল, আমি তো একবারই বলেছি। আপনি সম্ভবতঃ প্রতিধ্বনি শুনছেন। বড় গর্ত।

*　　　　*　　　　*

জনৈক লোক (একটা দরখাস্ত দিয়ে) ॥ এটা রাখুন।

শিক্ষিত লোক ॥ এ কি? এর নিচে তো কোন সই নেই! বিষয়টা কি?

জঃ লোঃ ॥ সব এটাতে লেখা আছে।

শিঃ লোঃ ॥ আমার একটু তাড়া আছে। পড়ে বলুন তো ব্যাপারটা কি!

জঃ লোঃ ।। পড়তে পারবো না।

শিঃ লোঃ ।। কেন ?

জঃ লোঃ ।। আমি পড়তে জানি না, লিখতে জানি।

শিঃ লোঃ ।। সে কি ? যাকগে, সই করে রেখে যান, পরে দেখবো।

জঃ লোঃ (সই করে দিয়ে) ।। এই নিন।

শিঃ লোঃ ।। সইটা তো পড়াই যাচ্ছে না। আপনি বরং আপনার নাম বলুন এখানে লিখে রাখছি।

জঃ লোঃ ।। (অনেকক্ষণ নিজের লেখার দিকে চেয়ে) ।। আমিও পড়তে পারছি না। আগেই তো বললাম যে আমি লিখতে পারি পড়তে পারি না।

* * *

পূর্ণ সূর্য গ্রহণ :

জনৈক ভদ্রলোক ঠিক করলেন যে পূর্ণ গ্রহণের সময় তিনি বাইরে গিয়ে আকাশ দেখবেন। কিন্তু তার স্ত্রী প্রাণপণে বাধা দিয়ে যাচ্ছিলো। কারণ, কয়েক দিন ধরে বিভিন্ন কাগজে নানারকম সব ভবিষ্যতবাণী করে চলেছিলো যে পূর্ণ গ্রহণের সময় বাইরে থাকলে কি কি ক্ষতি হয়। তা সত্ত্বেও ভদ্রলোক বাইরে যাবার জন্য জিদ ধরলেন। অগত্যা তাঁর স্ত্রীর হতাশ সংলাপ ঃ

যাবেই যখন তখন আর কি বলবো ! তবে গ্রহণের কিন্তু খুব কাছে যেও না। দূর থেকে দেখো !

* * *

সদ্য বিবাহিত স্বামী-স্ত্রী ট্রেনে চলেছে মধুচন্দ্রিমা যাপনের উদ্দেশ্যে। স্বভাবত লেগেই আছে অল্প বিস্তর খুনসুঁটি। এমন সময় ট্রেনটি একটা টানেলে ঢোকে। টানেলে ঢোকার সাথে সাথে ট্রেনের কামরায় নেমে আসে রাজ্যের অন্ধকার, টানেলটি—বেশ বড়। সুতরাং পার হতে সময় নেয়। মিনিট চারেক পর ট্রেনটি টানেলের বাইরে চলতে শুরু করে।

সদ্য বিবাহিত যুবক আক্ষেপ করে নতুন বৌকে বলে ঃ

ইস্, ট্রেনটি এতক্ষণ টানেলে থাকবে জানলে এই সুযোগে আমি তোমাকে একটু আদর করে নিতাম। নতুন বৌ-এর চমকিত প্রশ্ন ঃ

'ওমা ! তাহলে এতক্ষণ আমায় কে আদর করলো ?

* * *

দুই মাতাল ঃ

একজন খুব তাড়াতাড়ি পান করে।

অপরজন ধীরে সুস্থে চুমুক দিয়ে তাড়িয়ে তাড়িয়ে খায়।

পানশালায় দুজনে বসে পানরত। ততক্ষণে প্রথম জনের পাঁচ পেগ শেষ। দ্বিতীয় জন কেবল প্রথম পেগ শেষ করে দ্বিতীয় পেগ নিয়েছে।

১ম ।। এই তুই দাঁত দিয়ে চোখ কামড়াতে পারবি ?

২য় ।। না, তুই পারবি ?

১ম ।। হ্যাঁ। বাজি রাখ একশো টাকা।

২য় (১ম জনের নেশা হয়েছে ভেবে) ।। বাজি রইলো।

প্রথম জন হঠাৎ তার ডান চোখটা খুলে দাঁত দিয়ে কামড়ে আবার যথাস্থানে চোখ বসিয়ে দিল। তার ডান চোখটা ছিল পাথরের। বাজি জিতলো প্রথমজন। আবার কিছুক্ষণ চুপচাপ।

প্রথম জনের দশ পেগ চলছে।

আবার—

১ম ।। এই তুই দাঁত দিয়ে বাঁ চোখ কামড়াতে পারবি।

২য় ।। না।

১ম ।। আমি পারবো। বাজি রাখ দুশো টাকা। দ্বিতীয় জন ভাবলো একটা মানুষের দুটো চোখই তো পাথরের হতে পারে না। তাই সে নিশ্চিত হয়েই দুশো টাকা বাজি ধরলো।

প্রথম জন তাঁর বাঁধান দাঁত দুপাটি খুলে আলতো ভাবে চোখ কামড়িয়ে বাজি জিতে আবার দাঁত মুখের মধ্যে বসিয়ে নিল।

* * *

মা তার ছেলেকে উপদেশ দিতেন—

শোন খোকন প্রতিদিন অন্তত একটা করে ভাল কাজ করবে কেমন ?

খোকনও প্রতিদিন শোনে। কথাটা তার মনের মধ্যে প্রায় গেঁথে গেছে।

একদিন স্কুল থেকে ফিরতে তার প্রায় দেড় ঘণ্টা দেরী হোল। মা তো কেবল ঘর-বার করছে। খোকন এলে তাকে মা প্রশ্ন করে—

এত দেরী হোল কেন খোকন ?

খোকন ॥ জানো না, আজ একটা ভাল কাজ করতে গিয়ে দেরী হোল।

মা ॥ তাই নাকি ? কি কাজ ?

খোকন ॥ আমি একজন বৃদ্ধাকে রাস্তা পার করিয়ে দিলাম।

মা ॥ বাঃ বেশ করেছো, কিন্তু একটা রাস্তা পার করাতে এত দেরী ?

খোকন ॥ কি করবো ? বৃদ্ধা যে কিছুতেই রাস্তা পার হতে চাইছিলো না। শেষে জোর করে এপারে টেনে নিয়ে এলাম কিনা. তাই—!!

* * *

খুকী ॥ মা, দাদা কাপটা ভেঙ্গে ফেললো।

কর্মনিরতা মা ॥ কি করে ভাঙ্গলো ?

খুকী ॥ দাদা মুখ ভেঙ্গাচ্ছিল, জিভ্ দেখাচ্ছিলো, আমি ছুঁড়ে মেরেছি।

* * *

নাট্য পরিচালক (নায়িকাকে) ॥ সত্যি, আজকে আপনার রোলটা আপনি যা করেছেন না....দারুণ।

দুঃখের রোলে এমন চমৎকার অভিব্যক্তি বহুদিন দেখিনি।

নায়িকা (পা থেকে জুতো খুলে) ॥ আমার চটিটাতে একটা পেরেক এমন ভাবে উঠে রয়েছে যে সেটা আমার পায়ে ফুটে আমার চোখ দিয়ে জল বের করছে। সাধে কি দুঃখ হচ্ছে !

* * *

নায়ক (প্রযোজককে) ॥ আমার মদ খাবার দৃশ্যে যদি বোতলে লাল রংয়ের জলের বদলে আসল মদ রাখেন তবে অভিনয়টা আরো প্রাণবন্ত হতো।

প্রযোজক ॥ খুব ভালো। ঐ সঙ্গে আপনার শেষ দৃশ্যে যে বিষ খাবার দৃশ্য রয়েছে সেখানেও আসল বিষই দেবো 'খন।

* * *

একজন ধনী লোক মোটরগাড়ি কিনতে গেলে গাড়ি বিক্রেতা জিজ্ঞাসা

করলো—গাড়ি আপনি চালাবেন না ড্রাইভার রাখবেন ?

ঃ ড্রাইভার রাখবো। কেন বলুন তো ?

ঃ না, এখন ড্রাইভার একটু বুঝেশুনে রাখবেন। কারণ এরা এত চোর তা বলার নয়। আপনার চোখের সামনে গাড়ির পার্টস চেঞ্জ করে নেবে আপনি ধরতেও পারবে না।

ঃ না, না, আমাকে অত কাঁচা লোক পাননি।

যাইহোক ভদ্রলোক ড্রাইভার রেখে খুবই নজরে নজরে রাখতে লাগলেন। একদিন অফিস থেকে ফেরার সময় সে গীয়ার চেঞ্জ করলো। সঙ্গে সঙ্গে ভদ্রলোক বলে উঠলো—

ঃ কি করছো ? ওটা কি করছো ?

ঃ কেন বাবু গীয়ার চেঞ্জ করছি।

ঃ গীয়ার চেঞ্জ করছো ? তুমি আমার চোখের সামনে গীয়ার চেঞ্জ করছো ? তোমার স্পর্ধা তো কম নয় ? ঐ ভদ্রলোক ঠিকই বলেছিল ড্রাইভারেরা চোখের সামনে গাড়ির পার্টস চেঞ্জ করে নেয় !

* * *

জনৈক ব্যক্তি তার সদ্য বিবাহিত বন্ধুর সঙ্গে দেখা করতে গেছে। দরজায় ঠোকা দিতে একটি তন্বী যুবতী এসে দরজা খুললো।

এই তন্বী সদ্য বিবাহিত বন্ধুর শ্যালিকা।

শ্যালিকা রসিকতা করার লোভ সম্বরণ করতে পারলো না। সে বললো—

জামাইবাবু বললেন, জামাইবাবু বাড়ি নেই।

বন্ধুটি বিন্দুমাত্র বিচলিত না হয়ে জবাব দিল—

ঠিক আছে। তোমার জামাইবাবুকে বল যে আমি তাহলে না এসে ভালই করেছি।

* * *

শহর থেকে গ্রামে এসেছে একজন লোক। পথে একজন গ্রামবাসীকে দেখে তিনি শুধোন—

শহরবাসী ।। দাদা, আপনাদের এখানে নাকি লোকে 'হ'-কে 'স' বলে, আর 'স' কে 'হ' বলে ?

গ্রামবাসী ।। সেটা 'হাধারণ' লোকে বলে।

শহরবাসী ।। এই তো আপনিও বললেন ?

গ্রামবাসী ।। ওটা 'সটাৎ' বেরিয়ে গেছে ।

*   *   *

রঞ্জন ।। জানো শ্যামলী আমি তোমাকে এত ভালবাসি যে আমি তোমাকে আমার জীবন পর্যন্ত দিয়ে দিতে পারি ।

শ্যামলী ।। তবে আর এমন কি ভালবাসো ! দীপেন কিন্তু ওর বাড়িটা আমার নামে লিখে দিতে চায়, জানো তো ?

*   *   *

জনৈক ভদ্রলোক কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়েছিলেন, "যাঁরা যাঁরা এক হাজার টাকায় সাতদিনের জন্য দার্জিলিং ভ্রমণে ইচ্ছুক তাঁরা...... এই ঠিকানায় যোগাযোগ করুন।" বিজ্ঞাপন প্রকাশের দিন রাত দুটোয় একটি মাতাল ভদ্রলোকের বাড়ির দরজাতে ধাক্কা মারে। ভদ্রলোক বিরক্ত হয়ে দরজা খুলে জিজ্ঞাসা করলেন—

ভদ্র ।। কি চাই ?

মাতাল (একটা পেপার কাটিং দেখিয়ে) ।। আপনি এই বিজ্ঞাপন দিয়েছিলেন।

ভদ্র ।। হ্যাঁ। কিন্তু, এখন কি ? কখন যোগাযোগ করবেন সে সময় তো কাগজে জানানোই আছে !

মাতাল ।। তা থাক। আমি আপনাকে জানাতে এসেছি যে আমি যেতে পারবো না !

*   *   *

একজন কমেডিয়ান মঞ্চে উঠে কমিক বলে লোকদের অর্থাৎ দর্শকদের আনন্দ দিচ্ছে। কিছুক্ষণ পর মঞ্চে পায়চারী করতে করতে প্যাণ্টের ডান পকেটে হাত ঢুকিয়ে খপ্ করে একটা কিছু ধরে। তারপর দর্শকদের দিকে চেয়ে প্রশ্ন করে—

বলুন তো আমি কি ধরেছি ?

দর্শকেরা তো লজ্জায় অধোবদন। তারা নিজেদের মধ্যে এই ধরনের অশ্লীলতার বিরুদ্ধে ভয়ংকর রকম প্রতিবাদ জানাতে লাগলো। এবং যথারীতি কেউ কোন উত্তরও দিল না।

একটু পরে কমেডিয়ান বললো—

পারলেন না তো ? এই দেখুন।

কমেডিয়ান পকেট থেকে একটা রুমাল বের করে বললো—এইটে

ধরেছিলাম।

দর্শকেরা দারুণ স্বস্তি এবং সেই সঙ্গে মজা পেয়ে হাততালি দিয়ে ওঠে।

আবার কমেডিয়ান পায়চারী করতে করতে বা পকেটে হাত ঢুকিয়ে কি যেন একটা খপ্ করে চেপে ধরে বলে—বলুন তো এবার কি ধরেছি?

বিভিন্ন দর্শকেরা বলতে লাগলো—

'লাইটার'—'পয়সা'—'মানিব্যাগ', ইত্যাদি।

তখন কমেডিয়ান হেসে বললো—

হোল না। প্রথমবার যা ভেবেছিলেন এবারে সেটাই ধরেছি।

* * *

তিনজন পাঞ্জাবী—হরবিন্দার সিং, গুরু সিং আর পীতাম্বর সিং, আমেরিকাতে বেড়াতে গেছে। আমেরিকায় দর্শনীয় বস্তুর মধ্যে অদ্বিতীয় হোল এম্পায়ার স্টেট বিল্ডিং—একশ দু' তলা। মাটির উপর একশ তলা, মাটির নীচে দু'তলা। এই তিনজন এম্পায়ার স্টেট বিল্ডিং দেখতে গেছে। এদের মধ্যে হরবিন্দার সিং বয়স্ক। বাকি দুজন বয়সে তরুণ। এম্পায়ার বিল্ডিং-এর উচ্চতা আর পরিধি দেখে হরবিন্দার সিং তরুণ দুজনকে বললো—

আমার আর অত ধকল সহ্য করার মত বয়স নেই। তোমরা দেখে এসে আমায় বোলো।

অনেক অনুনয়-বিনয় করে বাকি দুজন এম্পায়ার বিল্ডিং-এ গিয়ে ঢুকলো।

দেখতে দেখতে তরুণ দুজন মুগ্ধ হয়ে গেল। এম্পায়ার বিল্ডিং-এর শেষ তলায় পৌঁছে তারা নিজেদের মধ্যে আলোচনা করলো—'এত সুন্দর জায়গাটা হরবিন্দার দেখলো না।'

গুরু সিং বললো—'চল ওকে ডেকে আনি।'

পীতাম্বর—'আবার এত নীচে নামা ওঠা—তার চে' এখান থেকেই ডাকি।'

যেমন ভাবা তেমন কাজ।

দুজনে মিলে জানালা দিয়ে নীচে দাঁড়ানো হরবিন্দারকে প্রাণপণে ডাকতে লাগলো। তখন জনৈক আমেরিকান তাদের বললো—'এখান

থেকে ডাকলে জন্মেও শুনতে পাবে না। কাছে গিয়ে ডাকো।'

ওদিকে ওদের সমস্যা অত নীচে যাওয়া-আসা।

হঠাৎ পীতাম্বরের মাথায় বুদ্ধি খেলে গেল। সে তার গলায় ঝোলানো দূরবীন দিয়ে হরবিন্দারের ওপর দৃষ্টি ফেলতেই দৃশ্যত দূরবীনে হরবিন্দার খুব কাছে চলে এলো। তখন খুব আস্তে আস্তে পীতাম্বর বলতে লাগলো—'এ হরবিন্দার উপর আ। দেখ ইঁহা কিতনি আচ্ছি দেখনে কা চীজ হ্যায়।'

* * *

একটি ইংরেজ ছাত্রকে তার শিক্ষকের প্রশ্ন ?

শিক্ষক ॥ জন, শেক্সপীয়রের নাম জানো ?

জন ॥ হ্যাঁ স্যার।

শিক্ষক ॥ বাঃ! কে বলতো ?

জন ॥ উনি একজন লোক যিনি আমাদের স্কুলের বার্ষিক উৎসবের জন্য নাটক লিখে থাকেন।

* * *

'হ্যামলেট' দেখতে গেছে জনৈক ইংরেজ ভদ্রলোক তাঁর ছেলেকে নিয়ে। নাটক শেষ হতে হল থেকে বেরিয়ে এসে ছেলেকে জিজ্ঞাসা করলো— কেমন লাগলো হ্যামলেট ?

—খারাপ না, তবে বইটা আগাগোড়া কোটেশনে ভর্তি!

—ছেলের উত্তর।

* * *

শিক্ষক ॥ মণ্টু শেরশাহের কার্যাবলী সম্বন্ধে যা জানো বল।

মণ্টু ॥ শেরশাহ অনেক কিছু করিয়াছিলেন তবে তাঁহার কার্যের বিশেষত্ব হইতেছে যে তিনিই সর্বপ্রথম ঘোড়ার ডাকের ব্যবস্থা করেন। ইতিপূর্বে কোন ঘোড়া ডাকিতে পারিত না।

* * *

দুই কৃপণ ঃ

একই পাড়াতে বাস।

দুজনেই তাদের স্বপ্রকৃতিতে খ্যাত।

একজনের নাম অহিবাবু অপরজন নকুলবাবু।

একদিন অহিবাবু গেছেন নকুলবাবুর বাড়িতে। ইচ্ছে উনি দেখবেন যে নকুলবাবু কৃপণতায় তাঁকে ছাড়াতে পেরেছেন কি না!

নকুলবাবু বাড়িতে ছিলেন না। তাঁর মেয়ে তাঁকে আপ্যায়ন করলো সন্দেশ জল দিয়ে।

বলাবাহুল্য আসল সন্দেশ নয়। মেয়ে শূন্যে হাতটা গোল করে ঘুরিয়ে কাল্পনিক সন্দেশের আকার করে অহিবাবুকে আপ্যায়ন করলো।

অহিবাবু চলে যাবার কিছুক্ষণ পর এলেন নকুলবাবু। সব শুনে তিনি মেয়ের ওপর প্রচণ্ড রেগে গেলেন। চীৎকার করে বললেন—

পাজী মেয়ে! বাপের পয়সা সস্তা পেয়েছো? হাত গোল করে তোমার অতবড় সন্দেশের আকৃতি দেখানোর কি দরকার ছিলো। আঙুল ছোটো করে ছোটো মাপের সন্দেশ দেখাতে পারো নি?

* * *

দুজন ভদ্রলোক গেছেন কফি হাউসে। প্রথম ভদ্রলোক কফির অর্ডার দিলেন। কফি খাওয়া হয়ে গেলে প্রথম ভদ্রলোক কফির দাম মিটিয়ে দিলেন। প্রতি কাপ এক টাকা করে মোট দু'টাকা। তারপর মোটা ডায়েরী খুলে হিসেব লিখলেন ঃ

চ্যারিটি—এক টাকা!

* * *

জনৈক ব্যক্তি পার্কে বসে আছেন। ধারে কাছে অজস্র পোড়া সিগারেটের টুকরো পড়ে রয়েছে। একজন ভিখিরী বেছে বেছে ঐ পোড়া সিগারেটের টুকরোগুলো কুড়োচ্ছে। তাই দেখে উপবিষ্ট ব্যক্তিটি ঐ ভিখারীর প্রতি সহানুভূতি বশতঃ তাঁর পায়ের দুটি বড় আধপোড়া সিগারেটের প্রতি ভিখিরীটির দৃষ্টি আকর্ষণ করলে ভিখারীটি জবাব দেয়—

ফিলটার সিগারেট ছাড়া খাই না।

* * *

একবার আমেরিকাতে একটা প্রতিযোগিতার আয়োজন হয়েছিল। প্রতিযোগিতার বিষয় কে সবচাইতে ভাল চার্লি চ্যাপলিনের অনুকরণ করতে পারে। চার্লিকে প্রধান বিচারক হবার জন্য অনুরোধ জানানো হয়েছিল। কিন্তু তিনি সময়ের অভাবে রাজী হতে পারেন নি। তবে শুভেচ্ছা পাঠিয়েছিলেন। যাই হোক, প্রতিযোগিতা শেষ হোল।

প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় স্থান অধিকার করলো তিনজন। আয়োজকেরা চার্লিকে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থানাধিকারীদের নাম জানিয়ে তাঁকে পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানের জন্য একটি বাণী পাঠাতে অনুরোধ জানালো। চার্লি সে অনুরোধ রেখেছিলেন কিন্তু বাণীর শেষে একটা লাইন লেখা ছিল—

আপনাদের অনুষ্ঠানের রিপোর্ট পেয়ে খুশি হলাম কিন্তু দুঃখ একটাই যে আমি প্রতিযোগিতার প্রথম পুরস্কারটা পেলাম না, আমিও প্রতিযোগীদের একজন ছিলাম।

* * *

বার্ণাড শ' যখন খ্যাতির তুঙ্গে তাঁর এক একটা সই বিক্রী হচ্ছে হাজার হাজার টাকায় এরকম অবস্থায় তাঁর কাছে একজন কিছু টাকা পেতো। পাওনাদার তাঁকে প্রায় প্রতি সপ্তাহেই পাওনা টাকার জন্য চিঠি দিয়ে তাগাদা দিত। অপর দিকে শ' চিঠি লিখে ক্ষমা চেয়ে কিছু সময় প্রার্থনা করতেন। এরকম বেশ কয়েকটা চিঠি লেখার পর শ' ভীষণ রেগে গিয়ে একদিন সরাসরি লোকটার সঙ্গে গিয়ে দেখা করলেন। তিনি যখন লোকটাকে যাচ্ছেতাই গালিগালাজ করছিলেন তাঁকে বারবার বিরক্ত করার জন্য তখন লোকটি মিন মিন করে বললো—

আহা, এই কথাগুলো তো আপনি চিঠিতেও লিখতে পারতেন নিজে না এসে তাহলে সেই চিঠিটাও বিক্রী করে আমার হাতে দু পয়সা আসতো।

* * *

জনৈক মুকাভিনেতা তার মুকাভিনয় দূরদর্শনে প্রচারের জন্য অনেক চেষ্টা করেছেন। কিছুতেই দূরদর্শনে একটা প্রোগ্রাম পাচ্ছেন না। বাধ্য হয়ে একজন মন্ত্রীর কাছে অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে এসে হাজির হলেন। মন্ত্রীর সময়ের ভারী অভাব। সুতরাং সবকথা শোনার সময় নেই। খুবই ব্যস্ত। মুকাভিনেতা কথা আরম্ভের আগেই মন্ত্রী বললেন—

ঃ আপনি কি করেন?

ঃ আজ্ঞে মুকাভিনয়।

ঃ কি চান?

ঃ দূরদর্শনে আমার একটা প্রোগ্রাম।

ঃ দেখুন টিভিতে আপনার প্রোগ্রামের ব্যাপারে কথা দিতে

পারছিনা, তবে রেডিওতে যাতে আপনার মুকাভিনয় ব্রডকাস্ট হয় সে চেষ্টা করবো। একটা অ্যাপ্লিকেশন রেখে যান।

* * *

একটা ট্রেনের কোন এক কম্‌পার্টমেণ্টে দুজন যাত্রী চলেছে। এদের মধ্যে একজন যাত্রী হঠাৎ লক্ষ্য করলো যে অপর যাত্রী বারবার বিভিন্ন ভাবে তাকে দেখেই চলেছে। প্রথমে অস্বস্তি বোধ করলো তারপর মনে মনে বিরক্ত হয়ে অপর যাত্রীকে জিজ্ঞাসা করলো—

১ম ॥ কি ব্যাপার বলুন তো? তখন থেকে কি দেখছেন?

২য় ॥ ইয়ে কিছু মনে করবেন না আপনাকে দেখে আমার বউ-এর কথা মনে পড়ছে।

১ম (বিস্ময়ে হতবাক) ॥ আমাকে দেখে আপনার স্ত্রীর কথা মনে পড়ছে?

২য় ॥ আজ্ঞে হ্যাঁ। আপনাকে দেখতে অবিকল আমার স্ত্রীর মতো, কেবল ঐ গোঁফটুকু ছাড়া।

১ম ॥ কিন্তু আমার তো গোঁফ নেই।

২য় ॥ না, আমি আমার বউ-এর গোঁফের কথা বলছি। আপনার নাকের নীচে গোঁফ লাগালেই অবিকল আমার বউ-এর মুখ হয়ে যাবে।

* * *

ক্লাসে শিক্ষক 'অলসতা' সম্বন্ধে রচনা লিখতে দিয়েছেন। কিছুক্ষণ পর একে একে ক্লাসের সমস্ত ছেলের খাতা জমা পড়লো। শিক্ষক খাতাগুলো নিয়ে স্টাফরুমে চলে গেলেন। সেখানে তাঁর অফ টাইমে খাতা দেখতে থাকলেন। একেক জনে একেকরকম লিখেছে। কেউ দু পৃষ্ঠা, কেউবা তিন পৃষ্ঠা, ইত্যাদি। কেবল একটি খাতা পেলেন যার তিনটি পৃষ্ঠা সাদা। তৃতীয় পৃষ্ঠার তলে লেখা একেই বলে অলসতা!

* * *

একজন ভদ্রলোকের বাড়িতে তার বন্ধু এসেছে। ভদ্রলোক তাঁর বাচ্চা চাকরকে ডেকে দু কাপ চা করতে বললো। বেশ কিছুক্ষণ হয়ে গেল বাচ্চাটা আর আসেই না। অনেকক্ষণ পর বাচ্চাটা কাঁদতে কাঁদতে চা না নিয়ে ফাঁকা হাতে ফিরে এল। তাই দেখে ভদ্রলোকটি

তাকে জিজ্ঞাসা করলো—

ঃ কি রে কাঁদছিস কেন? চা করতে গিয়ে হাত পুড়িয়ে ফেলিসনি তো?

ঃ না।

ঃ তবে কাঁদিস কেন?

ঃ কত্তা মা আমাকে মেরেছে।

ঃ ও! তাতে কাঁদিস কেন? আমাকে কখনও কাঁদতে দেখেছিস?

* * *

এক সময় হিপিদের মত লম্বা চুল রাখার খুব চলন হয়েছিল। জনৈক যুবক হিপিদের মত চুল রেখেছিল। এক সময় তার ঐ ধরনের সাজসজ্জা আর চুল রাখার প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়ে আবার সাধারণ হবার বাসনায় সাজসজ্জা ছেড়ে সেলুনে এল চুল কাটতে। চুল কাটতে কাটতে হঠাৎ নাপিত জিজ্ঞাসা করলো—

নাপিত ।। আপনি কি আগে হোমগার্ডে চাকরি করতেন?

যুবক ।। হ্যাঁ, আশ্চর্য! কি করে বুঝলেন?

নাপিত ।। ব্যাপারটা খুব কঠিন নয়। এই মাত্র আপনার চুল কাটতে কাটতে চুলের নীচে হোমগার্ডের টুপিটা পেলাম কিনা, তাই জিজ্ঞাসা করছি।

* * *

সেলুনে নাপিত চুল কাটছে একজন ভদ্রলোকের। পায়ে একটি চেয়ারের নীচে একটা কুকুর চুপ করে সেই ভদ্রলোকের চুল কাটা দেখছে।

ভদ্র (নাপিতকে)।। আপনার কুকুরটা তো ভারী শিক্ষিত! কেমন সুন্দর চুপ করে বসে চুল কাটা দেখছে।

নাপিত ।। শিক্ষিত নয়, ও বড্ড লোভী!

ভদ্র ।। লোভী? মানে?

নাপিত ।। আমি তো খুব অনভিজ্ঞ নাপিত, ভাল চুল কাটতে পারি না। হাত ফসকে মাঝে মাঝে কানের লতি, জুলফির মাংস কেটে ফেলি। ঐ কুকুরটা ওই সমস্ত

টুকরো মাংসের আশাতে বসে আছে!

*　　　*　　　*

হেনরী নামে একজন ইংরেজ মারা গেছেন। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর শোকসন্তপ্ত স্ত্রী, স্বামী পরলোকে কেমন আছে জানবার জন্য প্ল্যানচেটে বসেছেন। অনেক ডাকাডাকির পর সেই সাহেবের আত্মা এসেছেন।

স্ত্রী ॥ তুমি কি হেনরী?

হেনরী ॥ হ্যাঁ।

স্ত্রী ॥ ওখানে কেমন লাগছে?

হেনরী ॥ দারুণ!

স্ত্রী ॥ তুমি আনন্দে আছো?

হেনরী। দারুণ আনন্দে, দারুণ সুখে!

স্ত্রী ॥ তুমি যখন আমার কাছে ছিলে তার চাইতেও সুখে আছো?

হেনরী ॥ হ্যাঁ, তার চাইতেও অনেক সুখে!

স্ত্রী ॥ তাহলে তুমি তো স্বর্গেই আছো নিশ্চয়ই।

হেনরী ॥ না, না, আমি নরকে আছি!

স্ত্রী ॥ নরকে এত আনন্দ?

হেনরী ॥ নরকে যে তুমি নেই।

*　　　*　　　*

দুইজন বয়স্ক ভদ্রলোকের আলোচনা—

১ম ॥ দুর দুর বাড়িতে শান্তি নেই!

২য় ॥ কেন?

১ম ॥ কেন আবার? রাতদিন আমার গিন্নী খালি টাকাই চাইছেন।

২য় ॥ রাতদিন? কত টাকা?

১ম ॥ তার কি কোন ঠিক ঠিকানা আছে? কখনও একশো কখনো দু'শো, কখনও বা পাঁচশো!

২য় ॥ উনি কি করেন এত টাকা দিয়ে?

১ম ॥ তা কি করে বলবো? আমি কি জীবনে ওকে এক পয়সাও দিয়েছি নাকি?

*　　　*　　　*

কোন রেস্টুরেণ্টে একজন ভদ্রলোক খেতে গেছেন। বেয়ারা অর্ডার

নিতে এলো ! তার হাতে চাকা চাকা লালচে মত দাগ। ভদ্রলোকের কেমন সন্দেহ হোল। তিনি শুধোলেন—

ভদ্র ॥ ভাই তোমার কি একজিমা আছে ?

বেয়ারা (ভুরু কুঁচকে) ॥ কি বললেন ?

ভদ্র। বলছি, তোমার কি একজিমা আছে ?

বেয়ারা (বেশ ভেবে নিয়ে) ॥ না স্যার, একজিমা হবে না। কষা মাংস, ফিশ ফ্রাই, ভেভিল, এসব হবে।

* * *

কোন এক চায়ের দোকানে জনৈক যুবক তার সঙ্গীদের বলছে—

যুবক ॥ রাশিয়াতে আমার ছোটমামা থাকে। এই তো গত মাসে রাশিয়া থেকে এলাম। কি জায়গা !

সঙ্গী (১) ॥ আমেরিকা গেছিস ?

যুবক ॥ তিনবছর টানা ছিলাম। ওখানে আমার কাকা থাকেন।

সঙ্গী (২) ॥ ফ্রান্স ?

যুবক ॥ ফ্রান্স তো এক সময় ঘরবাড়ি ছিল। আমার ন'দা ফ্রান্সে থাকে তো। বলতে গেলে আমার জন্মস্থানই তো ফ্রান্স।

এভাবে বিভিন্ন জায়গা সম্বন্ধে নিজের গতিবিধি বর্ণনা করছে। ঐ দোকানে একজন ভূগোলের অধ্যাপক চা খেতে ঢুকে ছিলেন। তিনি অনেকক্ষণ ধরে ছিলেন। তারপর ছেলেটাকে বললেন—

অধ্যাঃ ॥ খুব ভালো লাগলো, এত কম বয়সে আপনি এত জায়গা ঘুরেছেন ! আপনার তো তাহলে জিওগ্রাফী সম্বন্ধে দারুণ জ্ঞান।

যুবক ॥ না, জিওগ্রাফিতে আমার কেউ থাকে না, তাই সেখানে এখনও যাওয়া হয় নি।

* * *

জনৈক সাহেব কোন এক হোটেলে গিয়ে পেট ভরে খাওয়া দাওয়া করে হোটেলের মালিককে বললো—

সাহেব ॥ ভেরি সরি, আমি আমার পার্সটা বাড়িতে ফেলে এসেছি।

মালিক ॥ তাতে কি হয়েছে। পরে দিয়ে যাবেন। আমি আপনার নাম দেয়ালে লিখে রাখছি।

সাহেব ॥ লোকে যে তাহলে আমার নাম দেখতে পাবে।

মালিক ॥ মোটেই দেখতে পাবে না।

সাহেব ॥ কি করে ?

মালিক ॥ আপনার গায়ের কোট দিয়ে তো ঐ নামটা ঢাকা থাকবে।

* * *

কোন হোটেলে জনৈক ব্যক্তি খেতে বসেছে।

ব্যক্তি (বেয়ারাকে) ॥ এই যে ভাই, গত পরশু তোমাদের এখানে চপ খেয়ে গেলাম কি ভাল ছিল। অথচ আজকে চপটাতে ভারি গন্ধ লাগছে।

বেয়ারা (মিষ্টি হেসে) ॥ কেন স্যার আপনাকে তো সেই পরশু দিনের চপটাই দিয়েছি।

* * *

কোন থানার দারোগা একবার একজনের ফোন পেল—

জনৈক ॥ দারোগাবাবু তাড়াতাড়ি আসুন, আমার গাড়িটা রয়েছে কিন্তু স্টিয়ারিং হুইল, সামনের কাঁচ, ব্রেক সু, কোন কিছু নেই।

দারোগা ॥ জীবনে বহু চুরি শুনেছি, এমন চুরি তো শুনি নি। ঠিক আছে আমি আসছি।

দারোগাবাবু রেডি হয়ে বের হতে যাবে এমন সময় সেই ভদ্রলোক টলতে টলতে এসে ঢুকলো।

জনৈক ॥ দারোগাবাবু, আপনাকে যেতে হবে না। অনর্থক আপনাকে বিরক্ত করলাম। আমি আবার সব ফিরে পেয়েছি।

দারোগা ॥ কি করে ?

জনৈক ॥ আমি ভুল করে গাড়ির পিছনের দরজা দিয়ে উঠে-ছিলাম তাই ওরকম মনে হয়েছিল। আপনাকে ফোন করে সামনের দরজা দিয়ে উঠতেই আবার সব ফিরে পেলাম।

* * *

জনৈক গোলকীপার কোন এক ম্যাচে বিরুদ্ধ দলের কাছে হাফ-

টাইমের আগে পর্যন্ত গুণে গুণে বাইশখানা গোল খেয়েছে। হাফটাইমে সহ-খেলোয়াড়েরা তাকে চেপে ধরেছে। এবং যথারীতি যাচ্ছেতাই করে গালাগালি দিচ্ছে। অনেকক্ষণ গোলকীপার নীরবে সহ্য করলো তারপর বাধ্য হয়েই বললো—

গোলকীপার ॥ তোমরা এগারোজনে খেলছো তাই কিছু মনে হচ্ছে না। কিন্তু আমার কথা ভাবো। এতবড় গোল পোস্ট আর আমি একা। কি করবো বল।

* * *

জনৈক ঘুঘনিওয়ালা নাম মাত্র মূল্যে ঘুঘনি সরবরাহ করছে। ঘুঘনি খাবার জন্য বলাই বাহুল্য লাইন পড়ে গেছে। জনৈক ক্রেতার ভারী আশ্চর্য লাগলো এই ভেবে যে, এই মাগ্‌গি-গণ্ডার বাজারে এত সস্তায় দিচ্ছে কি করে? সে ঘুঘনি খেয়ে ঘুঘনিওয়ালাকে শুধোল—

জনৈক ॥ ভাই এত সস্তায় ঘুঘনি দিচ্ছ কি করে?

ঘুঘনিওয়ালা ॥ আমরা ছোলাটা সস্তায় পাই তো, তাই দিতে পারি।

জনৈক ॥ ছোলা সস্তায় পাও? কোথা থেকে কেন?

ঘুঃ ॥ ঘোড়ার আস্তাবল থেকে।

জনৈক ॥ ঘোড়ার আস্তাবল থেকে? মানে?

ঘুঃ ॥ ঘোড়াদের আস্তাবলে ঘোড়াদের তো অনেক ছোলা খেতে দেয়। ঘোড়ারা কিছু ছোলা চিবিয়ে খায়, কিছু গিলে খায়। যেগুলো গিলে খায় সেগুলো ওদের বিষ্টার সঙ্গে গোটাই বেরিয়ে আসে। বোধহয় হজম হয় না। সেগুলো ওরা খুব কম দামে আমাদের বেচে তো, তাই আমরাও আপনাদের কম দামে দিতে পারি।

* * *

জনৈক কেরাণী অফিসে এসেছে দেরী করে। কেরাণীটির একটি অভ্যাস হোল অফিসে কাজ করতে করতে সময় সুযোগ পেলেই অনায়াসে ঘুমিয়ে নেওয়া। বলাই বাহুল্য ঘুমনোর ভাগটাই ছিল বেশি। যাই হোক, দেরী করে আসার সঙ্গে সঙ্গে সে পড়ে গেছে বড়বাবুর সামনে। বড়বাবু তাকে জিজ্ঞাসা করলেন ঃ

ঃ কি ব্যাপার? আপনার আজ এত দেরী?

ঃ স্যার, কাল রাত করে ঘুমিয়ে ছিলাম তাই উঠতে একটু দেরী হয়ে গেছে।

ঃ আপনি অফিস ছাড়া বাড়িতেও ঘুমোন ?

* * *

রাস্তায় একজন লোককে কয়েকজন লোক মিলে বেদম পেটাচ্ছে। কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার হলো এই যে, লোকটি অত মার খেয়েও মুখ টিপে টিপে হেসে যাচ্ছে। অত মারেও লোকটার অমন হাসি দেখে জনৈকের প্রশ্ন ঃ

জনৈক ।। আপনি এত মার খেয়েও হাসছেন ?

লোকটা ।। হাসবো না। দেখুন না লোকগুলো কেমন বুদ্ধু।

জনৈক ।। কেন ?

লোকটা ।। ওরা আমাকে মুরারী ভেবে মারছে। আসলে মুরারী আমার বিরোধী পক্ষ, আমার নাম নিমাই।

* * *

কে না জানে ক্যাঙারুদের বাচ্চারা তাদের মার পেটের কাছে একটা পকেট মতো করা থাকে তার মধ্যে থাকে। বাবা-ক্যাঙারু আর মা-ক্যাঙারু মিলে গেছে এক জীবজন্তুদের মেলায়। ভীড় ঠেলে বেরিয়ে এসে—

বাবা-ক্যাঙারু ।। খোকাকে তোমার পকেটে দেখছি না, খোকা কোথায় গেল ?

মা ক্যাঙারু (তার শূন্য পেট-পকেটে তাকিয়ে) ।। একি আমার খোকা কোথায় ? সর্ব্বনাশ ! এই ভিড়ে আমার খোকা পকেটমার হয়ে গেল !

* * * *

"আজকের 'হাই প্রেসার আর হার্ট অ্যাটাকের' যুগে জীবনযন্ত্রণার হাত থেকে মুক্তির বড় হাতিয়ার রঙ্গ-রসিকতা, হাসি, মস্করা।"

---

* * * *
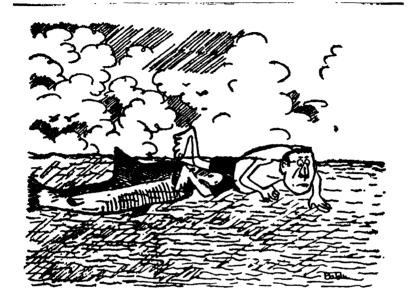
ভদ্রলোক ঃ ডাক্তারবাবু আমাকে ভীষণভাবে হাঙ্গরে কামড়িয়েছে ?
ডাক্তার ঃ কোন্ হাঙ্গরে ? কোথাকার হাঙ্গরে ?
ভদ্রলোক ঃ সে তো সমুদ্রের হাঙ্গর কোন্‌টা কি ভাবে দেখাবো ?
সে তো সমুদ্রের তলায়।

* * *

দু'জন ভারতীয় গেছে লণ্ডনে। দুজনেই নাম করা ব্যক্তি। লণ্ডনের প্রভাবশালী ও আভিজাত্যপূর্ণ লোকেরা তাঁদের নিয়ে একটা বিরাট পার্টি দিয়েছে। ভোজসভায় ঐ দুজন ছাড়াও উপস্হিত রয়েছেন লণ্ডনের আরো বিদগ্ধ গুণীজনেরা। ভোজসভায় খাবার দেওয়া হয়েছে রূপোর প্লেটে। চামচগুলো সব সোনার। সে এক এলাহি কাণ্ড। প্রসঙ্গতঃ এই দুজন ভারতীয়ের মধ্যে একজন বাঙালী, আর অপরজন বিহারী। সোনার চামচ দেখে ঐ বিহারী আর লোভ সংবরণ করতে

পারেননি, একটি চামচ তাঁর কোটের পকেটে ঢুকিয়ে নিয়েছেন। ঘটনাটা কারোরই চোখে পড়েনি। কিন্তু বাঙালীজনের দৃষ্টি এড়ায় নি। ভোজসভা যখন শেষের মুখে তখন তিনি বললেন—

বাঙালী ।। আপনারা জানেন ভারতবর্ষ যোগীর দেশ আমি নিজেও একজন যোগী। এই ভোজসভাকে স্মরণীয় করে রাখবার জন্য আমি এই ভোজসভার টেবিলে একটি যোগের প্রক্রিয়া দেখাতে চাই। আপনারা সম্মত ?

টেবিল জুড়ে হৈ হৈ উঠলো। অর্থাৎ সবাই রাজী। বাঙালীটি তখন একটি সোনার চামচ হাতে নিয়ে বললেন—

বাঙালী ।। আমি এই সোনার চামচটি আমার কোটের পকেটে রাখছি। কিন্তু এই চামচ আমি এই টেবিলের কোন একজনের পকেট থেকে বের করে দেব।

সবাই খুব বিস্ময়ের সঙ্গে পরবর্তী ঘটনার জন্য অপেক্ষা করতে লাগলো। বাঙালীটি বিড় বিড় করে কি সব মন্ত্র পড়ে বললেন—

বাঙালী ।। বলবীর চামচটা দিয়ে দাও।

বলবীর বিনা বাক্যব্যয়ে চামচটি কোটের পকেট থেকে বের করে দিলেন। অপর চামচটি যে বাঙালীজনের হয়ে গেল তা বলাই বাহুল্য।

* * *

একজন ভদ্রলোকের ঘুমের ট্যাবলেট না খেলে ঘুম আসে না। তাও এক-আধটা নয়, অন্তত পক্ষে তিন চারটে; সেই ভদ্রলোক একবার এক হোটেলে উঠেছিলেন। তাঁর ঘরে অপর একজন ভদ্রলোকের বেড ছিল। রাত্রে শোবার সময় তিনি বিভিন্ন রংয়ের খান চারেক ঘুমের বড়ি, খেয়ে নিলেন জল দিয়ে টপাটপ করে। অপর ভদ্রলোক জিজ্ঞাসা করলেন ঃ

ঃ বাপরে, এত ওষুধ খেলেন ?

ঃ বিভিন্ন রংয়ের ঘুমের ট্যাবলেট খেলুম রঙীন স্বপ্ন দেখবো বলে—সহাস্য উত্তর।

* * *

কোন অফিসের কেরাণী তার অফিসের বড়বাবুকে খুশি রাখবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা চালায়। বাড়ির বাজার থেকে শুরু করে যাবতীয়

কাজ—সবই বলতে গেলে করে দেয়। একদিনকার কথোপকথন—

কেরাণী ॥ স্যার আপনাকে শুকনো দেখাচ্ছে?

বড়বাবু ॥ ছেলেটার জন্য কয়েকটা বই কিনতে হবে। আবার অফিসের পর কলেজ স্ট্রীটে যাওয়া!

কেরাণী ॥ আমাকে দিন না আমি নিয়ে যাবো।

বড়বাবু ॥ খিদেও পেয়েছে, কি যে খাই!

কেরাণী ॥ আমাকে দিন না আমি মিষ্টি এনে দিচ্ছি।

বড়বাবু ॥ না হে, মিষ্টি চলবে না। কি যে মুসকিল এই বয়সেই ডায়াবিটিস····

কেরাণী ॥ কোন ব্যাপার নয়। আপনার ঐ ডায়াবিটিসটা আমায় দিন না।

* * *

কোন স্কুলের সেক্রেটারীর কাছে একজন ভদ্রলোক গেছে ঃ

ভদ্র। স্যার আমার ছেলেটা অংকে ফেল করেছে। হেডমাস্টার-মশাই বললেন আপনি বললে তবে ক্লাসে তুলে দেবেন। স্যার একটু যদি দয়া করে হেডমাস্টারমশাইকে বলেন তবে খুব উপকার হয়।

সেক্রে ॥ কাল আপনার ছেলেকে আমার কাছে পাঠিয়ে দেবেন।

পরদিন ছেলেটি সেক্রেটারীর কাছে এসেছে।

ছেলে ॥ স্যার বাবা আপনার সঙ্গে দেখা করতে বললেন।

সেক্রে ॥ কি ব্যাপারে?

ছেলে ॥ ঐ যে স্যার আমি ম্যাথামেটিক্সে ফেল করেছিলাম সেইজন্য।

সেক্রে ॥ সে কি? তোমার বাবা যে বললেন অংকে কিন্তু তুমি তো বলছো ম্যাথামেটিক্সে? না, না, দুটো বিষয়ে ফেল করলে কিছুতেই ক্লাসে ওঠানো যাবে না!

* * *

একটা বাচ্চা ছেলে বসেছিল তার মায়ের পাশে। তার মাকে জনৈকা একটি বিয়োগান্ত গল্প বলে যাচ্ছিল। গল্পটা ভীষণ বড়। বক্তা সেই যে শুরু করেছিল আর থামতেই চায় না।

অনেকক্ষণ গল্প হয়ে যাবার পর দুঃখে বাচ্চাটির মার চোখে জল

দেখা দিল। তখন বাচ্চাটি চীৎকার করে বলে উঠলো ঃ

কেঁদোনা মাগো, মাসী এক্ষুণি গল্প থামিয়ে দেবে। শেষ হয়ে গেছে।

*   *   *

অজয় ঃ আমি আমার পোষা কচ্ছপটাকে একজন মনস্তাত্ত্বিকের কাছে নিয়ে যাচ্ছি।

সঞ্জয় ঃ কেন ?

অজয় ঃ আরে দেখ না একে মনে হচ্ছে ইদানীং ভীষণ লাজুক হয়ে গেছে। আমার মনে হচ্ছে যে সাইক্রিয়াটিস্ট-হয়তো এর মুখ খোলের ভিতর থেকে বের করতে পারেন।

*   *   *

হাকিম ।। আপনি দোষী ?

আসামী ।। আজ্ঞে না। আমি নির্দোষ।

হাকিম ।। এর আগে কখনও আদালতে এসেছেন ?

আসামী ।। এর আগে কি করে আসবো ? এই তো প্রথম চুরি করলাম।

*   *   *

রমেন ।। কি লিখছিস বরুণ ?

বরুণ ।। একটা চিঠি লিখছি।

রমেন ।। সে কিরে ? তুই চিঠি লিখবি কি ? তুই তো লেখাপড়াই শিখিস নি !

বরুণ ।। তাতে কি হয়েছে ? আমি যাকে লিখছি সেও লেখাপড়া শেখেনি।

*   *   *

হরেন ।। কি হে ইংলণ্ড কেমন লাগলো ?

তরুণ ।। দারুণ !

হরেন ।। তুমি তো ইংরিজিই বলতে জানোনা। তোমার ইংল্যণ্ড কথা বলতে কোন অসুবিধে হয় নি ?

তরুণ ।। না। আমি তো ইংরেজি ফ্লুয়েণ্টলি বলে গেছি। তবে যারা শুনেছিল তাদের বুঝতে অসুবিধে হয়েছিল কি না জানি না !

*   *   *

রোগী ।। ডাক্তারবাবু, আমি কিছু মনে রাখতে পারছি না।

ডাক্তারবাবু ।। স্মৃতিভ্রংশ আর কি! ভয় নেই ঠিক হয়ে যাবে। ওষুধ দিয়ে দিচ্ছি।

রোগী ।। আপনার ফিজ কত?

ডাক্তারবাবু ।। পঞ্চাশ টাকা!

রোগী ।। একটু আগে যে বললেন পঁচিশ টাকা।

ডাক্তারবাবু ।। বেশ বেশ। এই তো আমার চেম্বারে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গেই বেশ উন্নতি হয়েছে আপনার। ঠিকই মনে আছে আপনার। এমনিতে আমার ফিজ পঁচিশ টাকা, কিন্তু কুইক রিলিফ করে দিলে পঁচিশ টাকা বেশি। আপনার তো পনের মিনিটেই স্মৃতি ফিরে এসেছে। তাই আপনার জন্য পঞ্চাশ টাকা!

* * *

জনৈক ব্যক্তি ছেলে বৌ নিয়ে হোটেলে ঢুকেছে খেতে। খাওয়া-দাওয়া শেষ হলে দুটো কেক বেঁচেছে দেখা গেল। তখন ভদ্রলোক ভাবলো যে, দাম যখন দিতেই হবে তখন মিছিমিছি কেক দুটো ফেলে যাওয়া কেন, নিয়ে গেলে বরং পরদিন সকালের জলখাবারের খরচটা বেঁচে যাবে। কিন্তু হঠাৎ কেক দুটো কাগজে মুড়িয়ে নিয়ে যেতে চক্ষু লজ্জাতে বাধছে। তাই বুদ্ধি করে তিনি ওয়েটারকে বললেন ঃ

কেক দুটো কাগজে প্যাক করে দাও। আমার কুকুরের জন্য নিয়ে যাবো।

"কি মজা! বাবা, তাহলে নিশ্চয়ই তুমি আজ একটা কুকুরও কিনবে তাই না?"—ছেলের উল্লাস।

* * *

১ম মাতাল । আমার প্রচুর টাকা থাকলে আমি একটা হাতি কিনতাম!

২য় মাতাল ।। হঠাৎ হাতি কিনবে কেন? হাতি তোমার কি কাছে লাগবে?

১ম মাতাল ।। কোন কাজে লাগবে না। তাছাড়া হাতি আমি কিনতেও চাইছিনা। আসলে আমি হাতি কেনার টাকাটা চাইছি।

দারোগা (মাতাল ড্রাইভারকে) ॥ এত জোরে গাড়ি চালাচ্ছিলে কেন ?

মাতাল ॥ আসলে দারোগাবাবু আমি খুব মাতাল হয়ে গেছি তো, তাই বেশি স্পীডে গাড়ি চালিয়ে তাড়াতাড়ি বাড়িতে পৌঁছতে চাইছিলাম, যাতে না বেশিক্ষণ রাস্তায় থেকে একটা অ্যাকসিডেণ্ট করে বসি !

* * *

কোন পানশালায়—

১ম ॥ কি হে মুখ শুকনো করে বসে আছ কেন ?

২য় ॥ কাল খুব অন্যায় হয়ে গেছে।

৩য় ॥ কি অন্যায় ?

২য় ॥ এক বোতল হুইস্কির জন্য আমার বউকে একজনের কাছে বেচে দিয়েছি।

১ম ॥ খুব অনুশোচনা হচ্ছে তো ?

২য় ॥ তা হচ্ছে বটে। বউ না থাকাতে আজ খুব কষ্ট হবে। আজ কি বেচে মদ খাবো ?

* * *

অপর একটি পানশালায়—

১ম ॥ কি হে মুখটা অমন বিষণ্ণ কেন ? বউয়ের সঙ্গে গোলমাল বুঝি ?

২য় ॥ সে তো কিছুদিন ধরেই চলছে।

১ম ॥ তাই নাকি ?

২য় ॥ হ্যাঁ। বউ আমাকে বলে দিয়েছে যে সে তিরিশ দিন আমার সঙ্গে কথা বলবে না।

১ম ॥ তবে তো আনন্দ সংবাদ হে। এই আনন্দকে দীর্ঘজীবি করার জন্য এসো আমরা এক পেগ পান করি।

২য় ॥ আনন্দ আর কোথায় ভাই ! আজই তো সেই তিরিশ দিনের শেষ দিন !

* * *

বাচ্চা ছেলে। রাস্তা দিয়ে বাবার সঙ্গে হাঁটছে। অজস্র প্রশ্নবাণে জর্জরিত হচ্ছেন বাবা। যাই হোক এভাবে হাঁটতে হাঁটতে ছেলে দূরে

একটা চারপেয়ে জীব দেখতে পেয়ে বাবাকে জিজ্ঞাসা করলো—

ঃ বাবা, ওটা কি ?

ঃ ওটা গাধা।

ঃ পেছনে যেটা যাচ্ছে সেটা কি ?

ঃ ওটা গাধার বৌ।

ঃ গাধারাও কি বিয়ে করে বাবা ?

ঃ হ্যাঁ বাবা, কেবল গাধারাই বিয়ে করে।

* * *

হলিউডে দুই মহিলার চিত্র তারকার কথোপকথন ঃ

১ম ।। হ্যাঁরে আমার স্বামীকে দেখলি ?

২য় ।। হ্যাঁ।

১ম ।। কেমন লাগলো ?

২য় ।। লাগালাগির কি আছে ? তোর কোন স্বামীকেই তো আমার খারাপ লাগে নি।

* * *

জনৈক কেরানী তার অফিসের বড়বাবুকে বললো—

ঃ দাদার বিয়ে আছে আজ কাইগুলি তাড়াতাড়ি একটু ছেড়ে দেবেন আমাকে ?

বড়বাবু ছেলেটির সিন্সিয়ারিটি দেখে মুগ্ধ হলেন। কারণ দাদার বিয়ের দিনও ছেলেটি অফিসে এসেছিল।

বলা বাহুল্য ছেলেটিকে তাড়াতাড়ি ছেড়ে দিলেন। আবার দু'একদিন পরে ছেলেটি বললো—

ঃ দাদার আজ বিয়ে কাইগুলি আমাকে একটু তাড়াতাড়ি ছেড়ে দেবেন ?

তখন বড়বাবুর কেমন সন্দেহ হোল। তিনি ঐ ছেলেটিকে শুধোলেন—

ঃ কি ব্যাপার বলতো ? তোমার ক'জন দাদা বলতো ?

ঃ কেন স্যার ঐ একজনই।

ঃ তবে ? এই সেদিন বললে বিয়ে আছে, আজ আবার বলছো বিয়ে আছে—ধাপ্পা দিচ্ছ কেন ? একজন লোক দুদিনের মধ্যে কটা বিয়ে করে ?

ঃ দাদা বিয়ে করবে কেন ? দাদা তো বিয়ে দেয়। আমার দাদা পুরোহিত। এখন বিয়ের সীজন চলছে তো। তাই পরপর হয়ে যাচ্ছে।

* * *

স্টেশনের টিকিট কাউণ্টারে এক প্যাসেঞ্জার ঃ

প্যাসেঞ্জার ।। আমাকে একটা রিটার্ণ টিকিট দিন তো।

টিকিটদাতা ।। কোথাকার রিটার্ণ টিকিট ?

প্যাসেঞ্জার ।। অত খোঁজে আপনার কি দরকার? বলছি না রিটার্ণ টিকিট! এক্ষুণি ফিরে আসবো।

* * *

অফিসে দুই কেরানীর কথোপকথন ঃ

১ম ।। এবার পুজোতে লম্বা ছুটি নিচ্ছ নাকি ?

২য় ।। না।

২য় ।। কোথাও বেড়াতে যাচ্ছ না ?

১ম ।। না।

২য় ।। কেন ?

১ম ।। অফিস আছে না ?

২য় ।। তুমি কি ভাবছো তোমাকে ছাড়া অফিস চলবে না ?

১ম ।। না, না, বেশ ভালভাবেই চলবে। আমার বস এটা বুঝতে পারুক সেটা আমি চাই না।

* * *

জঙ্গলে জনৈক ব্যক্তি ঢুকে পড়ে পথ হারিয়ে ফেলেছে। তারপর হন্যে হয়ে জঙ্গলের বাইরে বের হবার পথ খুঁজে বেড়াতে লাগলো। পথ খুজতে খুঁজতে হঠাৎ একজনের দেখা পেয়ে তার ধড়ে প্রাণ এল। সে হন্তদন্ত হয়ে এসে দ্বিতীয় ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করলো—

১ম ।। দাদা, আমি জঙ্গলের বাইরে বের হবার পথটা হারিয়ে ফেলেছি। কাইণ্ডলি বলে দেবেন পথটা কোন্ দিকে ?

২য় ।। কি করে বলবো ?

১ম ।। কেন ? অসুবিধে কোথায় ?

২য় ।। অসুবিধে কিছু নেই। তবে আমিই তো আজ পাঁচদিন ধরে খুঁজে বেড়াচ্ছি।

* * *

একজন ভিখিরী একজন ভদ্রলোকের কাছে এসে বললো—

ভিখিরী ॥ বাবু দুটো ভিক্ষে দিন।

ভদ্র ॥ আশ্চর্য!

ভিখিরী ॥ কি বাবু ?

ভদ্র ॥ এমন শক্তপোক্ত চেহারা, ভিক্ষে করছো ? লজ্জা করে না ?

ভিখিরী ॥ কই না তো!

ভদ্র ॥ খেটে খেতে পারো না ?

ভিখিরী ॥ আপনার মত লোকের কাছ থেকে কিছু আদায় করাই তো বিরাট খাটনির ব্যাপার!

*　　　　*　　　　*

কোন হোটেলে ঃ

ভদ্র ॥ এই যে বেয়ারা এই প্লেটটা পাল্টে দাও তো!

বেয়ারা ॥ কেন স্যার ?

ভদ্র ॥ প্লেটটা ভীষণ নোংরা।

বেয়ারা ॥ এরকম কথা বলবেন না স্যার! আমাদের হোটেলের খাবার-দাবার খুবই নোংরা স্বীকার করি, কিন্তু বাসন-পত্তর একদম ঝক্‌ঝকে-তক্‌তকে থাকে।

*　　　　*　　　　*

বাবা (ছেলেকে) ॥ বুকুন কাল তুমি বাইরের লোকজনদের সঙ্গে খেতে বসবে না।

ছেলে ॥ কেন বাবা ? আমি তো বাইরের লোকজনদের সঙ্গে কোন অসভ্যতা করি না।

বাবা ॥ না, না—সে কথা নয়।

ছেলে ॥ তবে ?

বাবা ॥ আসলে তোমার খাওয়াটা তো ঠিক সাধারণ নয়। তোমার খাওয়া দেখে বাইরের অতিথিরা যদি অনুপ্রাণিত হয় তাহলে খুবই অসুবিধে।

*　　　　*　　　　*

একজন ভদ্রলোকের ছেলেকে তাঁর প্রতিবেশীর কুকুরে কামড়েছে। তিনি ছুটে গেছেন প্রতিবেশীর বাড়িতে। ক্ষিপ্ত হয়ে তিনি প্রতিবেশীকে জিজ্ঞাসা করলেন—

ভদ্রলোক ॥ জানেন, আপনার কুকুর আমার ছেলের গোড়ালিতে কামড়েছে ?

প্রতিবেশী ॥ খুব রাগ হচ্ছে বুঝি ঘাড়ে কামড়ায়নি বলে ? ঠিক আছে পরের বারে শুধরে নেবে 'খন।

*   *   *

কোন এক সৈনিক ট্রেনিং স্কুলে প্যারাসুট বিষয়ক ট্রেনিং চলছে।

ট্রেনার (সৈন্যকে) ॥ কিভাবে প্যারাসুট নিয়ে নীচে ঝাঁপ দিয়ে পড়তে হয় তা শিখিয়েছি। এইবার ঝাঁপ দেবার পালা। এই প্রথম তুমি শূন্য থেকে ঝাঁপ দেবে।

সৈনিক ॥ কিন্তু স্যার, ঝাঁপ দিলাম কিন্তু প্যারাসুট খুললো না— তখন কি হবে ?

ট্রেনার ॥ তাহলে আর তোমাকে দ্বিতীয়বার ঝাঁপ দিতে হবে না। এই সুযোগটা পাবে।

*   *   *

জনৈক (বাড়িওলাকে) ॥ ক'মাস ভাড়া বাকি পড়েছে ?

বাড়িওয়ালা ॥ চার মাস।

জনৈক ॥ মাত্র ? এই জন্যেই এত কথা ? জানেন কুড়ি বছর পর একদিন লোকে এই বাড়ি দেখিয়ে বলবে এখানেই ছিলেন বিখ্যাত কবি পেলব রায় ?

বাড়িওয়ালা ॥ তার জন্য কুড়ি বছর পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে না। আজ সন্ধের মধ্যে বাড়ি ভাড়া না মেটালে কাল সকাল থেকেই লোকে বলবে।

*   *   *

জনৈক (প্রতিবেশীকে) ॥ অমলবাবু আমি একটা গরু কিনেছি।

অমল ॥ বাঃ !

জনৈক ॥ আচ্ছা দুধ থেকে দই তৈরীর একটা সহজ উপায় বলতে পারেন ?

অমল ॥ ভীষণ সহজ। স্রেফ গরুকে কিছুটা তেঁতুল খাইয়ে দিন।

*   *   *

ছেলে (বাবাকে) ।। বাবা রায়বেরিলি কোথায় ?

বাবা ।। ঠিক জানি না ।

ছেলে ।। সাপ কি শুনতে পায় ?

বাবা ।। ঠিক বলতে পারবো না ।

ছেলে ।। আইফেল টাওয়ার কোথায় ?

বাবা ।। দুর দুর ওসব এখন মনে থাকে ? কবে পড়েছি !

ছেলে ।। বুঝতে পেরেছি, এত কথা জিজ্ঞাসা করছি বলে তুমি রেগে যাচ্ছ !

বাবা ।। পাগল ছেলে ! জিজ্ঞাসা না করলে তুই জানবি কি করে ? যা জানবে না সব জিজ্ঞাসা করে নেবে ।

* * *

শিক্ষক (ছাত্রদের) ।। শোন, অ্যানুয়াল পরীক্ষার আর মাত্র কটা দিন বাকি আছে । প্রশ্নপত্র ছাপতে চলে গেছে । তোমাদের আর কিছু জানার আছে ?

জনৈক ছাত্র ।। স্যার প্রশ্নপত্রটা কোথায় ছাপা হচ্ছে দয়া করে বলবেন ?

* * *

১ম ঃ ওহে, এসব কি শুরু করেছ ?

২য় ঃ কি ব্যাপার বল তো ?

১ম ঃ শুনলাম তুমি নাকি পাওনাদার বাড়িতে গিয়ে তাকে কামড়ে দিয়েছ ?

২য় ঃ না, না, তেমন নয় তো । এসব ক্ষেত্রে আমার একটা রাগী কুকুর আছে তাকেই এগিয়ে দিই ।

* * *

১ম ঃ মেয়েরা বড় অসহায় !

২য় ঃ ঠিক বলেছ ।

১ম ঃ জানো ট্রামে-বাসে আমি যখন সীটে বসে থাকি তখন যদি কোন মেয়েকে আমার সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখি তখন ভীষণ কষ্ট হয় । মনে হয়, হায় নারীরা কি

অসহায় !

২য় ঃ তখন নিশ্চয়ই নিজের সীট ছেড়ে দিয়ে তুমি দাঁড়িয়ে যাও ?

১ম ঃ না, না, সেই কষ্ট দেখতে না পেরে আমি চোখ বন্ধ করে বসে থাকি !

* * *

জনৈক ভদ্রলোক বাড়িতে কুকুর কিনে এনেছেন পুষবেন বলে। কিন্তু কুকুরটি বাড়িতে আসার পর থেকেই সমানে ঘেউ ঘেউ করে চলেছে। দিনকয়েক এরকম এক নাগাড়ে চলার পর ঐ ভদ্রলোকের নিকটতম প্রতিবেশী তিতিবিরক্ত হয়ে ঐ ভদ্রলোককে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলো—

প্রতিবেশী ঃ আপনার কুকুরটা অত ঘেউ ঘেউ করে কেন ?

ভদ্রলোক ঃ আপনার মতো কথা বলতে শেখেনি তো তাই।

* * *

কোন এক হোটেলে ঃ

খদ্দের ঃ এই যে বেয়ারা, শোন।

বেয়ারা ঃ বলুন স্যার।

খদ্দের ঃ এ কি খাবার দিয়েছো ?

বেয়ারা ঃ কেন স্যার ? কি গোলমাল হোল ?

খদ্দের ঃ আবার জিজ্ঞাসা করছো কি গোলমাল হোল ? এ খাবার একেবারে গাধার খাদ্যের অযোগ্য।

বেয়ারা ঃ গাধার যোগ্য খাবার তো এ হোটেলে পাওয়া যায় না স্যার ! আপনাকে না দিতে পারার জন্য দুঃখিত।

* * *

ভদ্রলোক (জনৈক লেখককে) ঃ কি হরিবাবু নতুন কি লিখছেন ?

হরি ঃ এবারে আমি একটা গোয়েন্দা উপন্যাস লিখছি।

ভদ্রলোক ঃ বাঃ! তা কারা ছাপবে ?

হরি ঃ সেটা জানি না। তবে আমার উপন্যাসের গোয়েন্দা যা চালাক ঠিক একজন প্রকাশক খুঁজে বের করবে।

* * *

প্রেমিক ও প্রেমিকার কথোপকথন ঃ

প্রেমিকা ঃ সুজয় তুমি আমাকে ভালবাসো।

প্রেমিক ঃ ভীষণ।

প্রেমিকা ঃ সত্যি করে বলতো, বিয়ের পরেও তুমি আমায় এরকম ভালবাসবে ?

প্রেমিকা ঃ কি যে বল না ! তুমি কি জানো না যে বিবাহিতা মহিলাদেরই আমি বেশি ভালবাসি !

* * *

গ্রাম থেকে শহরে এসেছে একজন বৃদ্ধ লোক। কোন কাজে সে একটা আটতলা উঁচু বাড়িতে এসেছিল। এসে সে লিফটের দরজার সামনে দাঁড়িয়ে আছে। জীবনে সে কখনও লিফ্‌ট্‌ দেখে নি। লিফ্‌টের দরজার সামনে দাঁড়িয়ে সে দেখল যে একজন বৃদ্ধা লিফ্‌টের ভেতরে ঢুকলো। লিফ্‌ট্‌ সেই বৃদ্ধাকে নিয়ে চলে গেল উপরে। মিনিট দুয়েক পর লিফ্‌ট্‌ যখন ওপর থেকে নীচে নেমে এল তখন ভেতর থেকে বেরিয়ে এল এক সুন্দরী যুবতী। তা দেখে বৃদ্ধের সে কি বিলাপ ঃ

হায় ! হায় ! আমার বউটাকে কেন সঙ্গে নিয়ে এলাম না। সে তো দিব্যি যুবতী হয়ে যেত !

* * *

একজন লোক কোন এক অফিসের সামনে দাঁড়িয়ে কার জন্য যেন অপেক্ষা করছে। সামনেই লিফ্‌ট্‌ ওঠা নামা করছে। কেউ যাচ্ছে, কেউ বা আসছে। জনৈক ভদ্রলোক ইষৎ মত্ত হয়ে স্বল্প টাল-মাটাল পায়ে লিফ্‌টের দিকে এগিয়ে যাবার সময় অপেক্ষমান লোকটিকে দেখে লিফ্‌টের দরজায় পা রেখে প্রশ্ন করলেন ঃ

২য় ভদ্র ঃ কি ব্যাপার শশাংকবাবু, কার জন্য দাঁড়িয়ে ?

১ম ভদ্র ঃ অনিল আসবে, ও বলেছিল ও ওর গাড়ি করে আমাকে যাবার সময় নামিয়ে দেবে তাই—

২য় ভদ্র ঃ অনিলবাবু আসবে না।

১ম ভদ্র ঃ না, না আসবে। অনিলবাবু নিজে মুখেই বলেছেন যে আমায় একটা লিফ্‌ট্‌ দেবেন।

২য় ভদ্র (লিফ্‌ট্‌ থেকে বেরিয়ে) ঃ তাই না কি ? তবে

লিফ্‌টটা নিয়ে যান।

*   *   *

একজন প্রৌঢ় ভদ্রলোককে মাতাল হবার অপরাধে আদালতে নিয়ে আসা হয়। সেখানে বিচারে তার পঞ্চাশ টাকা ফাইন হয়। আসামী বিনাবাক্যব্যয়ে পঞ্চাশ টাকা দিয়ে অতি বিনয় সহকারে বিচারককে বললো ঃ

ঃ হুজুর এই পঞ্চাশ টাকার একটা রসিদ পাবো তো ?

ঃ হ্যাঁ। কিন্তু রসিদ দিয়ে তুমি করবে কি ?

ঃ আজ্ঞে বৌকে দেখাবো !

ঃ কেন ?

ঃ আজ্ঞে না হলে তিনি বুঝবেন কেমন করে যে আমার সব টাকাটাই আমি মদ খেয়ে উড়িয়ে দিই নি অন্য কাজেও কিছু টাকা খরচ হয়েছে !

*   *   *

অনেক অনুনয়, বিনয়, অনুরোধ উপরোধ, সমস্ত কিছুই যখন ব্যর্থ হোল, কিছুতেই স্বামীর মদ খাওয়া ছাড়াতে পারলো না. স্ত্রী তখন ঠিক করলো যে সে-ও স্বামীর সঙ্গে মদ খাওয়া শুরু করবে তাতে যদি স্বামীর হুঁশ ফেরে, মদ খাওয়া বন্ধ করে। যা ভাবা তাই কাজ ! স্বামীকে স্ত্রী সেই প্রস্তাবই জানালো ! স্বামী তো শুনে আহ্লাদে ডগমগ। সেই দিন সন্ধ্যায় দুবোতল ধেনো, তার সঙ্গে কোকাকোলা, বরফ, মাংস ইত্যাদি নিয়ে হাজির হলো। স্ত্রী এক ঢোক খেয়েই তার অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হয়ে উঠলো। ঘন ঘন হেঁচকি উঠতে লাগলো, সারা ঘর দাপিয়ে বেড়াতে লাগলো। স্বামীকে প্রশ্ন করলো অস্থির হয়ে—

স্ত্রী ঃ কি করে খাও এই জিনিষ ? আমার তো এক ঢোঁক খেয়েই সারা শরীর জ্বলে গেল, গলা জ্বলে গেল, বুক জ্বলে গেল !

স্বামী ঃ তবেই বোঝ। তুমি ভাবো মদ খেয়ে আমি খুব আনন্দে থাকি। তাহলে দেখ কত কষ্ট করে দিনের পর দিন ধরে গেলাসের পর গেলাস আমাকে খেয়ে

যেতে হচ্ছে। আমার কষ্টটা একবার ভাবো।

*　　　　*　　　　*

উকিল (জনৈককে) ॥ তোমার তাহলে চুরির মামলা ?

জনৈক ঃ হ্যাঁ হুজুর।

উকিল ঃ কিন্তু তোমার মামলার খরচ চালাবে কি করে ?

জনৈক ঃ আজ্ঞে টাকা পয়সা কিছু নেই, শুধু একটা গরু আছে।

উকিল ঃ ঠিক আছে। তাহলে ঐ গরুটা বেচেই মামলার খরচ পত্তর সব হয়ে যাবে।

জনৈক ঃ আজ্ঞে যা বলেন।

উকিল ঃ পুলিস তোমার নামে কিসের মামলা দিয়েছে ?

জনৈক ঃ আজ্ঞে চুরির।

উকিল ঃ কি চুরি ?

জনৈক ঃ ঐ যে গরুর কথা বললাম—সেই গরু চুরির।

*　　　　*　　　　*

ইংলণ্ডের এক বিচারক। পেশায় আগে তিনি উকিল ছিলেন। পরে বিচারক হয়েছেন। তাঁর আদালতে একদিন একটি লোকের বিচার হচ্ছিল রাহাজানির অপরাধ। লোকটাকে দেখে বিচারকের খুব চেনা চেনা মনে হচ্ছিল। তিনি লোকটিকে প্রশ্ন করলেন ঃ

ঃ এর আগেও তো তোমার একবার রাহাজানির অপরাধে শাস্তি হয়েছিল না ?

ঃ আজ্ঞে হ্যাঁ ? কিন্তু সেটা সম্পূর্ণ আমার উকিলেরই দোষ।

ঃ উকিলের দোষ সেটা বুঝবো কেমন করে ?

ঃ হজুর, সে মামলাতে তো আপনিই উকিল ছিলেন।

*　　　　*　　　　*

একটা মামলায় আসামীকে দেখে বিচারক ভারী রেগে গেছেন। তিনি আসামীকে প্রশ্ন করলেন ঃ

ঃ কি ব্যাপার বল তো ? আজ পাঁচ বছরেরও ওপর হয়ে গেল তুমি কতবার আমার আদালতে এলে বল তো ?

ঃ আজ্ঞে হজুর আমাকে বকাবকি করছেন কেন ? পাঁচ বছরেও যদি আপনার প্রমোশন না হয় তার জন্য কি আমি দায়ী ? এর আগের হুজুরেরা তো সবাই দুবছর কি বড়জোর আড়াই

বছরের মধ্যেই প্রমোশন পেয়ে চলে যেতেন। আপনিই যেতে পারেন নি।

*　　　*　　　*

জনৈক কবিরাজ রুগীকে পরীক্ষা করে তাঁর সম্প্রতি তৈরী একটি ওষুধ দিলেন। ওষুধ সম্বন্ধে রুগীর আত্মীয়-স্বজনদের যাতে কোন সন্দেহ না জাগে তার জন্য সবার সম্মুখে নিজেও দুটো বড়ি খেয়ে নিলেন। কবিরাজ তো বিদায় নিলেন। ওদিকে বড়ি খাবার ঘণ্টা তিনেকের মধ্যে রুগীর মধ্যে ওষুধের গুণের প্রকাশ ঘটলো। চোখ লাল হয়ে উঠলো, বুক ধড়ফড় করতে শুরু করলো। প্রাণ যায় এমন অবস্থা। রুগীর অবস্থা দেখে রুগীর এক আত্মীয় দৌড়ে এল কবিরাজের বাড়ি। কবিরাজ তো বাড়িতে নেই। অনেক খুঁজে দেখা গেলো যে কবিরাজ পানাপুকুরের জলে গা ডুবিয়ে বসে আছে। কবিরাজের চোখও টকটকে লাল। কবিরাজ মাঝে মাঝে পানাপুকুরের পচা পাঁক তুলে মাথায় দিচ্ছে। তখন সেই আত্মীয় কবিরাজকে প্রশ্ন করলো ঃ

।। কবিরাজ মশাই আপনি কি ওষুধ দিয়েছেন! সে তো ওষুধ খেয়ে মারা পড়তে বসেছে। ক্ষিপ্ত কবিরাজ উত্তর দিলেন ঃ

।। ঐ ওষুধ খেয়ে আমিই বা কোন্ ভাল আছি?

*　　　*　　　*

মা ও ছেলের কথা ঃ

মা ।। ছিঃ ছিঃ খোকা তুই বৌমাকে তাসের জুয়া ধরিয়েছিস?

ছেলে ।। না ধরিয়ে কোন উপায় ছিল না মা!

মা ।। কেন?

ছেলে ।। তোমার বউমা এক নম্বর চোর। পকেটে যা টাকা পয়সা থাকে সব চুরি করে নেয়।

মা ।। স্বামীর টাকা বউ নিলে তাকে চুরি বলে না।

ছেলে ।। আমিও ঠিক তাই বলছি। বউয়ের টাকা স্বামী নিলে তাকে জুয়া বলে না। বউ যত টাকা আমার পকেট থেকে নেয় জুয়া খেলে সব উদ্ধার করে নিই। ঐ জন্যেই তাসের জুয়া তোমার বউমাকে শিখিয়েছি।

*　　　*　　　*

স্ত্রী (বান্ধবীকে) ।। জানেন ভাই আমার কর্তাটি তাসের জুয়ায় কি সুন্দর জেতেন কিন্তু ঘোর-দৌড়ে মানে রেসের মাঠে একদম সুবিধে করতে পারেন না। কেন বলুন তো ?

বান্ধবী ।। আপনার কর্তা তাসগুলোকে যেভাবে শাফল্ করতে পারতেন তবে রেসের মাঠেও বাজিমাৎ করতেন।

* * *

দুবন্ধুর সংলাপ ।।

১ম ।। শ'পাঁচেক টাকা ধার হবে ?

২য় ।। না।

১ম (একটু থেমে) ।। বলি অভাবটা কিসের—বিশ্বাসের না টাকার ?

* * *

একটি ছেলে প্রতি বছর বিজয়া দশমীতে সিদ্ধি খেয়ে বাড়িতে ফিরতো। তারপর যা হল্লা চলতো তা বর্ণনার অতীত। তো সেবার দশমীর দিন মা পই পই করে বলে দিয়েছেন —"এবার যদি সিদ্ধি গিলে বাড়ি ফেরো তবে বাড়িতে ঢুকতে দেবনা মনে থাকে যেন।" ছেলেটি দিব্যি গিলে বিসর্জনের উৎসবে গেল। তারপর যথারীতি সিদ্ধিপান এবং আনন্দের জোয়ারে গা ভাসলো। বাড়ি ফেরার সময় হঠাৎ ছেলেটির মার কথা মনে পরলো। বাড়ি ফেরার পর নিজেকে সে অত্যন্ত সংযত রাখলো। সবাই বুঝলো ছেলেটি এবার কিছুই পান করে নি। ছেলেটি সবার সঙ্গে একত্রে বসে রাত্রির খাবার সারলো। তার-পর বাথরুম থেকে ফিরে খুব গম্ভীরভাবে নিজের ব্যাক্‌পকেট থেকে পার্সটা বের করে মায়ের সামনে গিয়ে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করলো ঃ বিলটা কত হলো দাদা ?

* * *

দীর্ঘ কুড়ি বছর পর জেল থেকে খালাস পেয়ে একজন লোক

রাস্তা দিয়ে চলেছে। পকেটে হাত দিতে হঠাৎ একটা কাগজ পেল। হাতে নিয়ে দেখলো কুড়ি বছর আগে সে একটা দোকানে তার জুতো সারাতে দিয়েছিলো এটা তারই রসিদ। সে ভাবলো একবার ঘুরেই যাবে দোকানে যদি জুতোটা মেলে। এই ভেবে সে ঐ দোকানে গেল। গিয়ে দেখলো একজন মুচী বসে আছে। লোকটি অস্পষ্টভাবে মুচীটাকে চিনতে পারলো। মুচীটাকে স্লিপটা দেখিয়ে লোকটা জিজ্ঞাসা করলো ঃ

॥ জুতোটা কি আছে এখনো ?

॥ বাদামী রংয়ের জুতো ?

॥ হ্যাঁ। হ্যাঁ !

॥ সোল লাগাতে আর সামনেটা সেলাই করতে দিয়ে ছিলেন ?

॥ ঠিক। ঠিক। তবে তো পাবো মনে হয়।

॥ পরের বুধবার আসবেন।

* * *

দুটি বাচ্চা ছেলের কথোপকথন :

১ম ॥ আমাদের ঘরে যে বাঘের চামড়া আছে সেটা দেখেছিস ?

২য় ॥ হ্যাঁ।

১ম ॥ কোনদিন গণ্ডারের চামড়া দেখেছিস ?

২য় ॥ হ্যাঁ। অনেকবার।

১ম ॥ তাই নাকি ? কোথায় ?

২য় ॥ কেন চিড়িয়াখানায়, গণ্ডারের গায়ে।

* * *

শিশিরের অনেক বেলা পর্যন্ত ঘুমানো অভ্যেস। একদিন সকালে শিশিরের এক বন্ধু এসে দেখে শিশির ঘুমোচ্ছে। সে শিশিরকে ডেকে তুললো—

বন্ধু ॥ কিরে এত বেলা পর্যন্ত ঘুমোচ্ছিস কেন ?

শিশির ॥ ঘুমোচ্ছি না তো। সারা রাত ঘুমানোর ফলে শরীরের ওপর দিয়ে যা ধকল গেছে তাই একটু বিশ্রাম নিয়ে নিচ্ছি।

* * *

ডাক্তার (রুগীকে) ।। আপনার কি অসুবিধে ?

রুগী ।। পেটে ব্যথা, মাথার যন্ত্রণা, মাঝে মাঝে পায়ের শিরাতে টান ধরে ।

ডাক্তার ।। আর কোন্ অসুবিধে ?

রুগী ।। হ্যাঁ ।

ডাক্তার ।। বলুন সব খুলে । নইলে বুঝবো কেমন করে ?

রুগী ।। আপনি দেখার আগে ঘণ্টা দুয়েক যে আপনার 'ওয়েটিং রুমে' বসে থাকতে হয় তাতে ক্লান্তি তো হয়ই, আবার রাগও খুব হয় ।

* * *

দুজন লোকের আলাপ ঃ

১ম ।। 'অ্যারাউণ্ড দি ওয়ার্লড ইন এইট্টি ডেজ' বইটা পড়েছেন ?

২য় ।। হ্যাঁ ।

১ম ।। কি মনে হয় ? বইটা গাঁজাখুরিনা ?

২য় ।। কেন ?

১ম ।। কারো পক্ষে সারা পৃথিবী দেখা কি সম্ভব ?

২য় ।। অসম্ভবের কি আছে ? আমি তো রোজ ম্যাপ খুলে দেখি ?

* * *

বিচারক (অপরাধীকে) এর আগেও তো তুমি কয়েকবার জেলে এসেছ ?

আসামী ।। হ্যাঁ হুজুর ।

বিচারক ।। গতবার তো এসেছিলে চুরি করে, তার আগের বার এসেছিলে ছিনতাই করে, তার আগের বার এসেছিলে ঘড়ি চুরি করে । তা এবার কি করে এলে ?

আসামী ।। আজ্ঞে হুজুর পুলিশের গাড়ি করে ।

* * *

একটি বাচ্চা ছেলে চিড়িয়াখানা থেকে বেরিয়ে হঠাৎ ভয়ংকর কাঁদতে লাগলো । ছেলেটির বাবা খুব অবাক হয়ে গেলেন । তিনি বার বার তাকে সান্ত্বনা দিতে দিতে শেষে বিরক্ত হয়ে বললেন—

বাবা ॥ হঠাৎ তোমার কি এমন হোল যে কাঁদছো ?

ছেলে ॥ পিংকু আমায় বেবুন বলেছে।

বাবা ॥ কখন ?

ছেলে ॥ গত মাসে।

বাবা ॥ তোমায় গতমাসে বেবুন বলেছিল তো এখন কাঁদছো কেন ?

ছেলে ॥ আজই তো প্রথম বেবুন দেখলাম এখানে।

* * *

শিক্ষক (ছাত্রকে) ॥ মুকুল নাতিদীর্ঘ গল্প মানে কি বল তো ?

ছাত্র ॥ যে গল্প নাতির মত লম্বা সেই গল্পকে নাতিদীর্ঘ গল্প বলে।

* * *

দুটি কিশোরের ঝগড়া ঃ

১ম ॥ আমাকে একবার বাঁদর বলে গালাগালি দিয়ে দেখ, মেরে একেবারে তোমার দাঁত ভেঙে দেব।

২য় ॥ তাই ? ঠিক আছে ধরে নাও তোমাকে বাঁদর বললাম।

১ম ॥ তুমিও ধরে নাও মেরে তোমার দাঁত ভেঙে দিয়েছি।

* * *

দুজন ভদ্রলোকের রাস্তায় দেখা হয়েছে ঃ

১ম ॥ কি ব্যাপার বলুন তো অতুলবাবু ? আপনি কাউকে বলেছেন দার্জিলিং যাচ্ছেন, কাউকে বলেছেন নেফা যাচ্ছেন, কাউকে বা বলেছেন কাশ্মীর যাচ্ছেন—কেন ?

২য় ॥ কি করবো বলুন ? সবার মন তো সমান নয়। যে যেমন বিশ্বাস করে।

* * *

দুজন ভদ্রলোক একটা পুকুরের পাশ দিয়ে যাচ্ছেন। ঐ পুকুরে কয়েকজন বসে বসে মাছ ধরছিল। ঐ দুজনের মধ্যে একজন মাছধরা দেখতে দাঁড়িয়ে পড়ল। 'যাচ্ছি', 'যাবো' করতে করতে প্রায় দু'ঘণ্টা কাবার হয়ে গেলে দ্বিতীয় ভদ্রলোক বিরক্ত হয়ে বললেন ঃ

২য় ॥ এত ধৈর্য্য নিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা মাছধরা না দেখে নিজে

মাছ ধরলেই তো পারেন।

১ম। আমার অত ধৈর্য্য নেই ভাই অতক্ষণ বসে বসে মাছ ধরার।

* * *

অনেক রাত্রে একজন ভদ্রলোক এক ডাক্তারকে গিয়ে ডাকছেন। ডাক্তারবাবু বেরিয়ে এসে বললেন—

ডাক্তার ॥ কি ব্যাপার ?

ভদ্র ॥ ডাক্তারবাবু একবার আমার বাড়ীতে আসবেন ?

ডাক্তার ॥ কেন ?

ভদ্র ॥ আমার ছেলেকে কুকুরে কামড়েছে।

ডাক্তার ॥ কিন্তু আমি তো রাত নটার পর কোনও কলে যাই না।

ভদ্র ॥ ডাক্তারবাবু সে কথা আমরা জানলে কি হবে, কুকুরটা তো জানতো না !

* * *

বাবা (ছেলেকে) ॥ সুকন একি শুনছি ?

ছেলে ॥ কি বাবা ?

বাবা। শুনলাম বিট্টু নাকি গতকাল স্কুল পালিয়ে তোমার সঙ্গে সিনেমায় গিয়েছিল ?

ছেলে ॥ হ্যাঁ বাবা।

বাবা ॥ কাল বিট্টুকে আমার সঙ্গে দেখা করতে বলবে তো !

ছেলে ॥ বলবো কিন্তু বিট্টু তোমার সঙ্গে সিনেমায় যাবেনা।

* * *

ক্লাসে দুটি ছেলে খুব দুষ্টুমি করছিল। তো মাষ্টারমশাই ছাত্র দুটিকে শাস্তি দিলেন, বসে বসে নিজের নাম পাঁচশোবার লেখার। যথারীতি দুজনে লিখতে সুরু করলো। কিছুক্ষণ পর একজন ছাত্র অধীর হয়ে জিজ্ঞাসা করলো ঃ

ঃ স্যার, আমরা দুজনে একই দোষ করলাম কিন্তু আপনি আমাকে শাস্তি বেশি দিলেন কেন ?

ঃ সে কি ? আমি তো দুজনকেই পাঁচশোবার করে লিখতে বললাম।

ঃ কিন্তু স্যার ওর নাম আনু দাঁ আর আমার নাম রণদাপ্রসাদ বসুরায়চৌধুরী।

* * *

দুই ভাইবোনের সংলাপ ঃ

ভাই। তোর হাতে ওটা কিরে দিদি ?

দিদি ।। ফুল গাছ। দেখছিস না ফুল ফুটে রয়েছে।

ভাই ।। কি ফুল রে ?

দিদি ।। বল তো কি ফুল ?

ভাই ।। গোলাপ, তাই না রে ?

দিদি ।। দূর বোকা। এর নাম হোল ক্রিসানথেমাম।

ভাই ।। বাব্বাঃ! কি খটমট নাম! কি বানানরে দিদি ?

দিদি ।। বানান হোল ইয়ে কৃ-শ-না, না-স-ইয়ে—নারে ভাই এটা গোলাপ ফুল। গ-এ ওকার, ল-এ আকার, আর প।

* * *

১ম ।। ভাই আমাকে হাজার দশেক ইঁদুর আর ঐ পরিমাণ বা তার বেশি আরশোলা জোগাড় করে দেবে ?

২য় ।। তুমি কি পাগল নাকি ? হঠাৎ অত আরশোলা আর ইঁদর দিয়ে কি করবে ?

১ম। আর বোল না। কাল তো আমার আগের বাড়ি ছেড়ে অন্য বাড়িতে যাচ্ছি। বাড়িওয়ালা বলেছে ঘর ছাড়ার সময় সব যেন আগের মত থাকে। তাই ওগুলো খুঁজছি।

* * *

রুগী। কি ব্যাপার বলুন তো ডাক্তারবাবু মচকেছে তো আমার পা, তা আপনি আমার চোখ পরীক্ষা করছেন কেন ?

ডাক্তার। দুটো অত বড় বড় চোখ থাকতেও যার পা মচকায় তার চোখের চিকিৎসাই আগে দরকার।

* * *

কোন এক ডাক্তারের চেম্বার। ফাঁকা শুধু ডাক্তার বসে রয়েছেন। জনৈক ভদ্রলোক এলেন ঃ

ডাক্তার ॥ কি ব্যাপার বলুন।

ভদ্র ॥ আমি আপনার রুগী।

ডাক্তার ॥ বসুন। আপনার রোগটা সম্বন্ধে খুলে বলুন।

ভদ্র ॥ রোগ আগে ছিল। আপনার চিকিৎসায় সম্পুর্ণ সুস্থ।

ডাক্তার ॥ ও! (বলে ভয়ংকর গম্ভীর হয়ে গেলেন)

ভদ্র। ডাক্তারবাবু আপনাকে এত গম্ভীর দেখাচ্ছে কেন? মুখে একফোঁটা হাসি নেই!

ডাক্তার ॥ আপনারা সুস্থ থাকলে আর মুখে হাসি আসে কি করে বলুন।

* * *

দুজন বন্ধু। দুজনেই স্থূলকায়। কেউ কাউকে সহ্য করতে পারে না। অথচ দুজনেই দুজনের সঙ্গে বিনয়ের সঙ্গে কথা বলে। কোন এক নেমন্তন্ন বাড়িতে দুজনের দেখা হয়েছে—

১ম ॥ ভাই তোমাকে যদি আমি গোরিলা বলে ডাকি তবে তুমি কি কিছু মনে করবে?

২য় ॥ না, না মনে করার কি আছে? একটা গোরিলা তো আরেকটাকে গোরিলা বলেই ডাকে।

* * *

১ম ॥ দেওয়ালে টাঙানো ঐ ছবিটা কার?

২য় ॥ ওটা আমার ঠাকুরদার ছবি।

১ম ॥ বাঃ!

২য় ॥ উনি যখন কলেজে পড়তেন সেই সময়ের ছবি।

১ম ॥ আচ্ছা ওটা আপনার ঠাকুরদার ছবি! ভারী আশ্চর্য!

২য় ॥ কেন?

১ম ॥ দেখে মনে হচ্ছে আপনার চেয়েও বয়সে ছোট।

* * *

ভদ্র (জনৈক ভিখারীকে) ॥ খিদে পেয়েছে?

ভিখিরী ॥ হ্যাঁ বাবু!

ভদ্র ॥ এই নাও দুটো টাকা। কিছু খাবার কিনে খেও। কিন্তু

তোমার এমন অবস্থা হোল কেন ?

ভিখিরী। আমিও যে বাবু আপনার মতই বোকা ছিলাম। যে চাইতো তাকেই টাকা পয়সা দিতাম।

* * *

রোগী ॥ ডাক্তারবাবু রোগটা সারবে তো ?

ডাক্তার ॥ নিশ্চয়ই। এ ওষুধে পঞ্চাশ বছরের রোগ সেরে যায়। তুমি নিশ্চিন্তে নিয়ে যাও।

রোগী ॥ তবে ডাক্তারবাবু এটা ফেরত নিন।

ডাক্তার ॥ কেন ?

রোগী ॥ আমার বয়স যে মাত্র বারো বছর।

* * *

রোগী ॥ ডাক্তারবাবু ছুরিটা আস্তে চালাবেন দয়া করে। আমার ভীষণ ভয় করছে। কারণ এটা আমার প্রথম অপারেশন তো তাই।

ডাক্তার ॥ ঘাবড়াবেন না। কোন চিন্তা নেই। এটা আমারও প্রথম অপারেশন।

* * *

জনৈক দুঃস্থ লোক কোন এক ভদ্রলোককে ব্যবসা করার জন্য কিছু টাকা ধার দিয়েছিলেন। অনেকদিন পর ঐ দুঃস্থ লোকটির কোন খবর না পেয়ে ভদ্রলোক তার বাড়ি গেলেন খবরাখবর নিতে।

ভদ্র ॥ ব্যবসাপত্তর কেমন চলছে রে কালীপদ ?

কালী ॥ খুব খারাপ বাবু। ধারে যারা কিনত তারাও এখন আর আসে না।

* * *

১ম ॥ তোমার বাড়ি থেকে কাল যে হাউণ্ড কুকুরটা আমায় দিলে না ?

২য় ॥ হ্যাঁ। কি হয়েছে তার ?

১ম ॥ ওটা কাল রাত্রেই মারা গেছে।

২য় ॥ সেকি ? আশ্চর্য !

১ম ॥ কি আশ্চর্য ।

২য় ॥ ওটা যখন আমার এখানে ছিল তখন কিন্তু একবারও মারা যায় নি ।

* * *

হসপিটালের লোক (জনৈক কেরানীকে) ॥ ছয় নম্বর পেসেণ্টের খুব পায়ের যন্ত্রণা হচ্ছে এখন তো কোন ডাক্তারকে পাওয়া যাবে না । তবে কি হেড নার্সকে ডাকবো ?

কেরানী ॥ পায়ের যন্ত্রণায় হেড নার্স কি করবে ? লেগ নার্সকে ডাকো ।

* * *

এক আইরিশ ভদ্রমহিলা স্নান করতে যাবেন । এমন সময় সামনের দরজায় কে যেন কড়া নাড়াল । উনি সাড়া দেওয়ার সঙ্গে দরজার ওধার থেকে তাঁর স্বামীর কারখানার ফোরম্যান বলে উঠল— ভদ্রলোক মারা গিয়েছেন । ফোরম্যান আরও জানাল, "ম্যাডাম, খারাপ খবরের এখানেই শেষ নয় । আপনার স্বামী ষ্টিম রোলারের তলায় চাপা পড়েছেন ।"

সদ্য বিধবা ভদ্রমহিলা জানালেন—"দেখুন, আমি স্নান করার পোষাকে আছি । আপনি ওঁকে দয়া করে দরজার তলার ফাঁক দিয়ে ঢুকিয়ে দিতে পারবেন ?"

* * *

এক পোলিশ তার ইহুদি বন্ধুর সঙ্গে পানশালায় বসে বসে টি.ভি. দেখছিল । রাতের খবর শুরু হলে দেখা হল । এক উন্মাদিনী ভদ্রমহিলা সাততলার ঘরে জানালার কার্নিশে বসে আছেন । পোলিশটি তার ইহুদী বন্ধুকে বলে উঠল—আমি একশো ডলার বাজী ধরতে রাজী আছি । ভদ্রমহিলা লাফ দেবেন না ।" ইহুদীটি বলল -"ঠিক আছে । রাখছি বাজী ।" খানিকক্ষণ পরে দেখতে গেল । ভদ্রমহিলা লাফ দিয়ে নীচে পড়ে আত্মহত্যা করলেন । অগত্যা পোলিশটি গোমড়া মুখে ইহুদীটিকে একশো ডলার দিয়ে সিগারেটটা খেতে লাগল । একটু পরেই কিন্তু ইহুদীটি পোলিশটিকে টাকাটা ফেরৎ দিতে চাইল ।

পোলিশটি তাতে রাজী না হয়ে জিজ্ঞেস করল—"কেন, টাকাটা ফেরৎ দিতে চাইছ কেন? তুমি তো নিঃসন্দেহে বাজীটা খুব সৎভাবেই জিতেছ।"

ইহুদীটি একটু হেসে বলল—"না হে, তা নয়। আমি সন্ধ্যে ৬টার খবরেই দেখেছি যে, ভদ্রমহিলা লাফ মেরেছেন।

"আরে, সে খবর তো আমি-ও টি. ভি. তে দেখেছি ৬টার সময়" —পোলিশটি বলে উঠ্ল—"তাইতো আমি বাজী ধরেছিলাম। ভেবেছিলাম, ভদ্রমহিলা ৬টার সময়ে যখন একবার লাফ মেরেছেন, তখন রাত নয়টার সময় দ্বিতীয় বারের মত আবার একই ভাবে লাফ মারবেন না নিশ্চয়ই।'

* * *

এক ডাক্তার, এক উকীল এবং জনৈক স্থপতি কার কুকুর কত চট্পটে আর চালাক চতুর তাই নিয়ে তর্ক করছিল। শেষ পর্যন্ত তারা ঠিক করল, সব কটা কুকুরকে একজায়গায় এনে কে কত চমকপ্রদ কাজ করতে পারে তা দেখা হবে।

এবার স্থপতি ডাকল—"এই যে। রোভার, যাঃ। নে, একটা চমৎকার কিছু কর্ দেখি!"

রোভার আস্তে আস্তে একটা টেবিলের কাছে গিয়ে দাঁড়াল। তার দশ মিনিটের মধ্যে দাঁত খোঁচাবার খড়্কে কাঠি দিয়ে একটা বড় বাড়ির 'মডেল' তৈরী করে দিল। সবাই খুব তারিফ করল। আর ওকে এক বাক্স 'ডগ বিস্কুট' দেওয়া হল।

এবার ডাক্তারটি বলে উঠ্ল—"এই যে, স্পট, যাঃ। লেগে পড় "

স্পট গিয়ে একটা গর্ভবতী গাভীর ওপর নিখুঁতভাবে 'সিজারেয়ান, অস্ত্রোপচার করল—মা ও বাছুর দুজনেই সুস্থ রইল। এই কাজটাতে-ও সকলের নজর কাড়ল 'স্পট-ও পেল এক বাক্স 'ডগ বিস্কুট।"

এবার উকিলের পালা। তিনি বললেন—"কিরে, ফেলা, যাঃ।"

ফেলা 'গম্ভীর ভাবে গিয়ে অন্য দুটো কুকুরের সঙ্গে চুটিয়ে আনন্দ উপভোগ করল, আর তাদের পাওয়া বিস্কুটের বাক্সগুলো তুলে নিয়ে দুপুরের 'লাঞ্চ' সারতে বেরিয়ে গেল।

* * *

এক বয়স্ক দম্পতি ডিভোর্স করবেন বলে উকিলের কাছে এসেছেন। উকিলবাবু খুব আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞেস করলেন—"সে কি মশাই? এই বয়সে, পঞ্চাশ বছরের বিবাহিত জীবন ছেড়ে এখন কিনা বলছেন যে ডিভোর্স করবেন। কি হয়েছে .... হঠাৎ এই রকম একটা কাজ করতে চাইছেন কেন?"—

বয়স্ক দম্পতি যুগল উত্তর দিলেন—"মানে আমরা ঠিক করে রেখেছিলাম যে ছেলেপিলেরা সব কটা না মরা পর্যন্ত অপেক্ষা করব!"

* * *

এক ছোক্‌রা ডাক্তারখানায় গিয়েছে নিয়ম মাফিক 'স্বাস্থ্য পরীক্ষা করতে।' সব দেখার পর ডাক্তারবাবু গম্ভীর ভাবে জানালেন—"জেরি, তোমাকে কিছুটা খারাপ এবং কিছুটা ভাল খবর—এই দুরকম খবরই দেব। তুমি বরং একটু খানি বোস।"

জেরি বসে বলল—"ঠিক আছে, প্রথমে আমার খারাপ খবরটাই দিন ডাক্তারবাবু।"

ডাক্তারবাবু বললেন—"দেখ, জেরি। তোমার ক্যান্সার হয়েছে এবং তা খুব তাড়াতাড়ি সারা শরীরে ছড়িয়ে পড়ছে। এখন ক্যান্সসার অপারেশন করাও যাবে না। তুমি আর সপ্তাহ তিনেক বাঁচবে!"

'হায় ভগবান!' বলে জেরি কাঁপা হাতে কোনরকমে কপালের ঘাম মুছল। 'তা ভাল খবরটা কি?'

ডাক্তারবাবু খুব হাসিমুখে বললেন—'আমাদের অফিসের সামনের ঘরে যে সুন্দরী রিসেপশনিস্ট আছে তাকে দেখেছ?'

জেরি খুব আতঙ্কের সঙ্গে বলল—'নিশ্চয়ই কি হয়েছে?' ডাক্তারবাবু সারা মুখে একটা পরিতৃপ্তির হাসি ছড়িয়ে পড়ল। "বুঝলে হে" তারিয়ে তারিয়ে বললেন ডাক্তারবাবু "হে হে, মানে ওর সঙ্গে এখন প্রায় প্রত্যেকদিন-ই শুচ্ছি।"

* * *

প্রশ্ন ঃ—মহান ধর্মগুরু কি ধরণের খাবার খেতে ভালবাসেন?

উত্তর ঃ—"নান্।" (একরকমের রুটি অন্যার্থে মহিলা ধর্মযাজিকা)।

* * *

ইহুদী পোলিশ আর এক নিগ্রো একসঙ্গে রাজমিস্ত্রীর কাজ করত। একদিন নিগ্রোটি এগারোতলার ওপরে কাজ করতে করতে পা পিছলে উপর থেকে নীচে পড়ে একেবারে থেঁতলে গেল। পুলিশ এসে দেখল। নিগ্রোটিকে চেনার মত আর কিছু অবশিষ্ট নেই। অগত্যা নিগ্রোর দুই পোলিশ সহকর্মীকে পুলিশ জিজ্ঞেস করল "কি হে, তোমার বন্ধুর শরীরে এমন কোন চিহ্ন ছিল নাকি যা দিয়ে ওকে চেনা যেতে পারে?

একজন পোলিশ একটু ভেবে হঠাৎ বলে উঠল—হ্যাঁ, কর্তা আমার বন্ধুটির পেছনে দুটো ল্যাজ ছিল!"

পুলিশ অফিসার তো একথা শুনে প্রচণ্ড এক ধমক লাগালেন—"কি যা তা কথা বলছ? তা কখনো হয় নাকি? তাছাড়া সেটা তুমি জানলেই বা কি করে?"

পোলিশ রাজমিস্ত্রীটি খুব নিশ্চিন্ত বিশ্বাসের সঙ্গে বলল—"আরে কর্তা প্রত্যেকদিন কাজের শেষে ও যখন আমাদের সঙ্গে নিচে কোনের ঐ বারটাতে 'বিয়ার' খেতে ঢুকতাম। তখন বারের লোকটা বলত যে "এই যে, ঐ রামপাঁঠা নিগ্রোটার পেছনে দুখানা ল্যাজ শুদ্ধ এসে ঢুকেছে।"

*　　　*　　　*

এক **ইহুদী** আর তার চীনা বন্ধু বারে বসে তর্ক জুড়েছে। ইহুদীটি পার্ল হারবার বন্দর ধ্বংস করার প্রসঙ্গ তুলে বলল—"যাই বল, তোমার দেশের লোকেরা যে ভাবে বন্দরটা ধংস করে দিয়েছিল, সেটা খুব জঘন্য কাজ হয়েছিল।" চীনাটি তো সরবে প্রতিবাদ করে বলল যে পার্ল হারবার ধ্বংসের ব্যাপারে চীনাদের কোন হাতই নেই! কারণ আক্রমনটা চালিয়েছিল জাপানীরা। ইহুদীটি কিন্তু বন্ধুর কথায় কান না দিয়ে বলল—"সে তুমি যাই বল। এই জাপানী, চীনে সবাই আমার কাছে একই রকম!'

খানিকটা পরে চীনাটি 'টাইটানিক' জাহাজের মর্মান্তিকভাবে ডুবে যাওয়ার কথা আলোচনা করতে করতে বলে উঠল—"কি যাচ্ছেতাই ব্যাপার! ইহুদীটি অবাক হয়ে বলল "আরে 'টাইটানিক' ডোবার ব্যাপারে ইহুদিরা কি করবে? 'টাইটানিক' তো ডুবিয়েছিল একটা আইস্‌বার্গ (ভাসমান বরফের পাহাড়)।

চীনাটি নির্লিপ্ত ভাবে উত্তর দিল "সে তুমি যাই বল, 'আইসবার্গ',

'গোল্ডবার্গ' (=ইহুদী নাম)—এগুলো সব আমার কাছে একই রকম।

*   *   *

এক ইটালিয়ান এবং এক পোলিশ ছাত্র সেনা 'প্যারাসুট' ব্যবহার করা নিয়ে ঝগড়া করছিল। দুজনেরই দাবী তারা একে অন্যের চাইতে 'প্যারাসুট' ব্যবহার করতে বেশী ওস্তাদ। শেষ পর্যন্ত ঠিক হল দুজনেই বিমান থেকে ঝাঁপ দিয়ে শূন্যে তাদের কসরৎ দেখাবে। পোলিশ সৈন্যটি প্রথমে লাফাল তারপর দড়ি টেনে ভেসে ভেসে নীচে নামতে লাগল। এর পরে ইটালিয়ানটিও ঝাঁপ মেরে প্যারাসুটের দড়ি টানল কিন্তু কিছুই হলনা। 'প্যারাসুট' খুলল না। নানারকম দড়ি ধরে টানল সে কিন্তু ফল একই হোল। চোখের নিমিষে সে পোনিটর পাশ দিয়ে উল্কাগতিতে নেমে চলে গেল।

পোলিশ যুবকটি চেঁচিয়ে উঠল—"ওঃ এই ব্যাপার! তুমি তাহলে আমার সঙ্গে 'রেস' দিতে চাইছ? ঠিক আছে দেখা যাক কে জেতে'—বলেই সে প্যারাশুটের দড়িটা গুটায় বন্ধ করে দিল।

*   *   *

তিন বন্ধু—একজন ইটালিয়ান বাকী দুজনে পোলিশ ও নিজেদের ভাগ্য ফেরবার আশায় ক্যালিফোর্নিয়াতে গিয়েছেন। ইটালিয়ান আর নিগ্রো এই দুইজন সঙ্গে সঙ্গেই চাকরী পেয়ে গেল। কিন্তু পোলিশটির ভাগ্য আর শিকে ছেঁড়েনা বরং আর কিছুতেইই চাকরী হয় না। শেষে বেশ কিছুদিন পরে ওর কপালে একটা 'ইনটারভিউ জুটল। দুই বন্ধুকে সন্ধ্যেবেলায় এই সুসংবাদটা দিয়ে ঘড়িতে অ্যালার্ম দিয়ে, পোলিশটি ঘুমোতে গেল। রাত্রিবেলায় ওর দুই বন্ধুর মাথায় চাপল দুষ্টু বুদ্ধি তারা ওর সারা মুখে আর হাতে আচ্ছা করে কালো রং মাখিয়ে অ্যালার্মের সময়টাও অনেকখানি পিছিয়ে দিলো ফলে পোলিশটির যখন ঘুম ভাঙল তখন আর সময় নেই। পোলিশটিতো লাফিয়ে উঠে কোন রকমে জামাকাপড় পরে 'ইনটারভিউ'—দিতে চলে গেল। কিন্তু যিনি ইন্‌টারভিউ' নেবেন তিনি খুব লজ্জিতভাবে বললেন—"দেখুন, আমি খুব দুঃখিত যে আপনাকে মিছামিছিই এখানে আসতে বলা হল। আমাদের এখানে কালো চামড়ার লোকদের চাকরী দেওয়া হয় না!

পোল যুবকটিতো একথা শুনে হতবাক্‌—কোনরকমে সে বলে উঠ্‌ল—'কালো? আপনি বলছেন কি? আরে আমার নাম জো বুকারস্কি!

আমি মোটেই কালো চামড়ার লোক নই।

"আমি সত্যি দুঃখিত, মিঃ বুকার্স্কি আপনি কিছু মনে করবেন না"—অফিসের ভদ্রলোক উত্তর দিলেন 'আমাদের অফিসের নিয়মের তো ব্যতিক্রম করতে পারি না। আপনি হয়তো ভাবছেন যে আপনি কালো নন্—কিন্তু সম্প্রতি আয়নায় আপনার মুখটা একবার দেখেছেন কি?

পোল ছেলেটি উঠে দরজার কাছেই যে আয়নাটা ছিল। তাতে নিজের মিশ্মিশে কালো চোখের দিকে তাকিয়ে চমকে বলে উঠ্ল— 'হায় ভগবান, আমার বন্ধু কি করেছে দেখেছ! আমাকে না জাগিয়ে ভুল লোকটিকে (নিগ্রোটাকে) জাগিয়ে দিয়েছে!

* * *

"বাঁচাও! বাঁচাও"! বলতে বলতে এক তরুণী পুলিশ থানার সিঁড়ি দিয়ে টলতে টলতে উঠে এল—'একটা আইরিশম্যান আমার ওপর অত্যাচার করেছে।'

'কি করে জানলেন যে লোকটা আইরিশ?'—পুলিশ সার্জেণ্ট তরুণীটিকে জিজ্ঞেস করলেন।

তরুনীটি হাঁপাতে হাঁপাতে কোন রকমে উত্তর দিল 'আরে, আমার যে ওকে সাহায্য করতে হয়েছিল।'

* * *

এক ইহুদী, এক নিগ্রো ও একজন বৃটিশ একসঙ্গে মরে স্বর্গের দরজায় গিয়েছে। সন্ত পিটার ওদের খুব উচ্চ অভ্যর্থনা জানিয়ে বললেন—'আপনাদের একটা করে প্রশ্নের জবাব দিতে হবে। উত্তরটা ঠিক হলেই আপনাদের এই স্বর্গরাজ্যে থাকবার এবং অবাধে ভ্রমণ করবার পাকা অধিকার হয়ে যাবে।'

একটু অপেক্ষা করুন, দেখতেই পাবেন আমি ঠিক কথা বলছি কিনা—বলেই সন্ত পিটার সকলের দিকে ভাল করে তাকালেন। সঙ্গে সঙ্গে ইহুদিটি বলে উঠ্ল—'হুজুর, ইহুদী হয়ে জন্মানোর জন্য সারা জীবন ধরে আমাকে অনেক অত্যাচার সইতে হয়েছে। স্বর্গেও ধর্মের জন্য আমাকে কোন অত্যাচার সইতে হবে না তো? নিশ্চয়ই নয়

পিটার বললেন আপনি শুধু ভগবান কথাটা বানান বলুন। ইহুদী বানাত বলে স্বর্গে চলে গেল। এরপর পোলিশ লেখকটি বললেন প্রভু, পোলিশ বলে, এক মুহূর্তের জন্যও জগবনে শান্তি পাইনি। খালি ঠাট্টা তামাসা আর ব্যঙ্গ বিদ্রুপের পাত্র হয়েই আমি কাটিয়েছি। স্বর্গে আবার তার পুনরাবৃত্তি হবে না তো ?

'কখনোই নয়—জোরের সঙ্গে উত্তর দিলেন পিটার—খালি 'ভগবান' লোকটার বানান ঠিকমত বলতে হবে।' এরপর পোলিশ লোকটিও ভগবান নামটা ঠিক বলে স্বর্গে ঢুকে গেল।

এবার নিগ্রোর পালা। সে বলল—মাননীয় সন্ত পিটার দেখতেই তো পাচ্ছেন যে আমি নিগ্রো। সারা জীবন অনেক অবহেলা, নিগ্রো বলে অনেক তাচ্ছিল্য সহ্য করেছি। সেরকম কিছু স্বর্গে ঘটবেনা নিশ্চয়ই।

ওকে একবার ভাল করে দেখে নিয়ে সন্ত পিটার বলে উঠলেন—'না কখনোই তা ঘটবেনা। তা, এবার বানান করতো, 'ক্রিসেন্ থিমাম !'

* * *

এক অপরিচিত লোক 'বার'-এ ঢুকে খুব গর্বের সঙ্গে বলল 'এই যে, সবাই কেমন আছেন ? জানেন, আমি একগাদা দারুন পোলিকা জোক্স্ জানি। সেগুলো আপনাদের বলব।'

কাউণ্টারের লোকটা ওর দিকে ঝুঁকে পড়ে বলল দেখ। যা বলবে তা বেশি হিসেব করে বোলি বলে এর যে দুজন মস্তান আছে, তারা পোলিশ, এবং আমার স্বাস্থ্যখানা-ও কম নয়। তাছাড়া, এখানে আর যারা আছে তারা সবাই পোলিশ।

অপরিচিত লোকটি বেশ আমাদের সঙ্গে টেনে টেনে উত্তর দিল—তাতে আর কি হয়েছে ? কোন অসুবিধা হবে না। আমি খুউব আস্তে আস্তে গল্পগুলোও বলব। বুঝতে কোন কষ্ট হবেনা।'

* * *

এক নিগ্রো তার বাড়ির পেছনের উঠোনটার খোঁড়াখুঁড়ি করতে গিয়ে একটা পেতলের কলসী পেল। তার মুখটা খুলতেই ভেতর থেকে বেরিয়ে এল একটা বিরাটকায় দৈত্য। দৈত্যটা মুক্ত হস্তেই নিগ্রোটিকে তিনটি বর দিতে চাইল। নিগ্রোটি অনেক ভেবে চিন্তে বলল—

'আমি বড়লোক হতে চাই।' সঙ্গে সঙ্গে তার পেছনের উঠোনটা ভরে উঠল সোনা-রূপো-মোহরে ঠাসা বাক্সতে। এর পর নিগ্রোটি বলল—আমি সাদা চামড়ার সাহেব হতে চাই। চোখের নিমেষে সে হয়ে গেল সোনালী চুল, নীল চোখওয়ালা ধবধবে ফর্সা এক যুবক। এবার শেষ বর। সে বলল—'আমি জীবনে আর একদিনও কোন কাজ করতে চাই না।

—সঙ্গে সঙ্গে সে আবার হয়ে গেল সেই আগেকার যুবকটি।

* * *

এক বৃদ্ধা ভদ্রমহিলা তাঁর জীবনের শেষ গুলো অলসভাবে কাটিয়ে দিচ্ছিলেন। ঘরের সামনের বারান্দায় আরামকেদারায় বসে তিনি নিজের ফেলে আসা দিনগুলোর স্মৃতিচারণ করছিলেন। হঠাৎ ঝলমলে পোষাক পরা এক পরী এসে ওঁকে ইচ্ছেমত তিনটি বর দিতে চাইল। বৃদ্ধা প্রথমে বললেন—"আমার ইচ্ছে, আমি খুব বড়লোক হয়ে যাই।" একথা বলার সঙ্গে সঙ্গে ওঁর আরামকেদারাটা নীরেট সোনার হয়ে গেল। এবার বৃদ্ধা বললেন—"আর-ইয়ে আমি যদি একটা সুন্দরী। তরুণী রাজকুমারী হয়ে যেতে পারতাম তাহলেও বেশ ভালই লাগত।"

এই কথা বলার সঙ্গে সঙ্গেই বৃদ্ধা হয়ে গেলেন এক অপরূপা রাজকন্যা।

"নাও, এবার শেষ বরটা চেয়ে ফেল"—পরী বলে উঠল। ঠিক এই সময়েই ভদ্রমহিলার পোষা বেড়ালটা এসে বারান্দায় উঠল। হঠাৎ ভদ্রমহিলা জিজ্ঞেস করলেন—"আচ্ছা, একে কি একজন রূপবান রাজপুত্র করে তোলা যায়?"—বলার সঙ্গে সঙ্গেই চোখের নিমেষে দেখা গেল, সেখানে দাঁড়িয়ে আছে অতি সুপুরুষ এক রাজপুত্র।

এবার রাজপুত্র একটা পাগল করা হাসি হেসে ভদ্রমহিলার পাশে এসে দাঁড়ালেন। তারপর মুখটা এগিয়ে এনে কানে কানে বললেন—"আচ্ছা এবার বলুন তো, আপনি যে আমাকে ছোটবেলায় নপুংসক করে দিয়েছিলেন, তার জন্য এখন আপনার মনে মনে খুব দুঃখ আর অনুতাপ হচ্ছে না?"

* * *

প্রশ্ন ঃ—হাঁসেদের পায়ের পাতা জোড়া আর আটকানো কেন।

উত্তর :—জঙ্গলে আগুন লাগলে পা দিয়ে তা নেভানোর জন্য।

*   *   *

প্রশ্ন :—তাহলে হাতীদের পা অত গদগদে আর চওড়া কেন ?

উত্তর :—কেন, পা দিয়ে জ্বলন্ত হাঁসগুলোকে পিষে দেওয়ার জন্য।

*   *   *

প্রশ্ন :—আপনার বাড়িতে যদি সিঁদ কেটে চুরি হয়, তাহলে চোর যে পোলিশ—এটা কি করে বোঝা যায় ?

উত্তর :—বাড়ির জঞ্জালগুলো সাফ হবে, আর আপনার পোষা কুকুরটা গর্ভবতী হয়ে পড়বে।

*   *   *

তুই বন্ধু রাস্তা দিয়ে হাঁটছে। এমন সময় আর এক বন্ধুর সঙ্গে অনেকদিন পরে ওদের দেখা হল। বন্ধুর উজ্জ্বল, ঝকঝকে, সুখী চেহারা দেখে তো ওরা অবাক ! কথায় কথায় ওরা জানতে পারল, এই বন্ধুটি এখন সত্যি সত্যিই সুখের সপ্তম স্বর্গে চড়ে আছে—একটি আশী ফুট লম্বা প্রমোদ তরণী। ব্যক্তিগত ব্যবহারের জন্য একটি 'জেট' বিমান, অপূর্ব সুন্দরী স্ত্রী। আর দশ লক্ষ ডলারের সে এখন মালিক। অপর দুই বন্ধু হিংসায় প্রায় ফেটে যায় আর কি।

দু সপ্তাহ পরে তিনজনের আবার দেখা হল। প্রথম দুই বন্ধু তো তৃতীয় বন্ধুটিকে দেখে হতবাক্—ছেঁড়া জামাকাপড় পরে একেবারে একটা ছন্নছাড়ার মত সে রাস্তা দিয়ে চলেছে। দুই বন্ধু অনেক জিজ্ঞাসাবাদ করে জানতে পারল, বন্ধুটি তার প্রমোদ তরনীটা আর এক জনকে ব্যবহার করতে দিয়েছিল। সে ডাঙ্গার সঙ্গে প্রমোদ তরনীটির প্রচণ্ড ধাক্কা লাগিয়ে সেটাকে একেবারে চুরমার করে দিয়েছে, এবং প্রমোদ তরনীটির কোন রকম বীমাই করা ছিলনা।

সবশুনে অন্য দুই বন্ধু বলল—"তাতে কি হয়েছে ? একটা নৌকাই তো গেছে খালি।"

তৃতীয় বন্ধুটি উত্তর দিল—"আরে ঐ আমার ঐ ব্যক্তিগত বিমান খানা-ও বিমানবন্দরে আগুন লেগে পুড়ে একেবারে ছাই হয়ে গিয়েছে যে। আর, সেটারও কোন বীমা করা ছিলনা !'

দুই বন্ধু আবার সান্ত্বনা দেওয়ার চেষ্টা করল—"আহা, তাতেই বা এমন কি এসে গেল? সুন্দরী স্ত্রী আর দশলক্ষ ডলার তো এখনো তোমার আছে।"

তৃতীয় বন্ধুটি এবার সখেদে বলে উঠল—"দাঁড়াও, বন্ধু, দাঁড়াও। সব কিছু শোন আগে। আমার স্ত্রী আমাকে ছেড়ে আর একজনের সঙ্গে চলে গেছে, আর ওর উকিল আমার শেষ কানাকড়ি পর্যন্ত আমার কাছ থেকে শুষে নিয়েছে! তবে হ্যাঁ, এ সব ঘটনা থেকে একটা শিক্ষা আমি অন্ততঃ খুব ভাল করেই পেয়েছি। তা হল এই—ওড়ে, বা ভাসে, বা শোয়—এমন যে কোন জিনিষই তোমার থাকুক না কেন, তা সঙ্গে সঙ্গে ভাড়া দিয়ে দাও!"

*   *   *

প্রশ্ন ঃ—সুখ আর দুঃখ—এই দুটি বিভিন্ন অনুভূতি কখন, কোন মানুষের মনে একই সঙ্গে প্রবলতম ভাবে খেলে যায়?

উত্তর ঃ—যখন সে দেখে যে তার শ্বাশুড়ী তার সদ্য কেনা ঝকঝকে নতুন মার্সিডিস গাড়ীখানা নিয়ে পাহাড় থেকে নীচের গভীর খাদে পড়ে যাচ্ছে।'

*   *   *

ভগবানের কাছে স্বর্গে খবর গেল যে, আমেরিকা একেবারে জঘন্য একটা ওঁছা জায়গা হয়ে উঠেছে। নিজের হাতে সময় ছিলনা বলে ভগবান মাদার থেরেসাপ্রতিনিধি করে পাঠালেন। পৃথিবীতে মাদারের ওপর আদেশ রইল, তিনি যেন আমেরিকার বড় বড় শহরগুলো ঘুরে সেখানকার অবস্থা সম্বন্ধে ভগবানের কাছে রিপোর্ট পাঠান।

প্রথম রিপোর্টটা এল খুব তাড়াতাড়ি-ই। মাদার থেরেসা নিউ ইয়র্ক থেকে জানালেন, সে শহরটাতে এত বেশী হিংসা এবং পাপ যে মাদার তখুনি ঐ শহর ছেড়ে যেন যাচ্ছেন। বোস্টন এবং অন্যান্য শহর থেকে-ও এরপর একই ধরনের রিপোর্ট আসতে লাগল—প্রত্যেকটা শহরই মাতাল আর লম্পট একেবারে গিজ্‌গিজ্‌ করছে। শেষ পর্যন্ত মাদার থেরেসা লস্‌ এঞ্জেল্‌স-এ গিয়ে পৌঁছলেন। তার পরেই তিন সপ্তাহ ধরে ভগবান আর মাদার

থেরেসার কাছ থেকে কোন রকম খবরই পেলেন না।

শেষ পর্যন্ত ভগবান খুব চিন্তিত হয়ে লস এঞ্জেলস-এর টেলিফোন অফিসের সঙ্গে যোগাযোগ করে মাদার থেরেসার ফোন নম্বরটা জোগাড় করলেন। তারপর সেই নম্বরে ফোন করতেই মাদার থেরেসার একেবারে নতুন ধরনের মার্জিত, আদুরে, মিহি গলার আওয়াজ পেলেন ভগবান—"হ্যালো, আমি টেরি বলছি! আমি এখন একটু বেরোচ্ছি। কিন্তু তুমি যদি আমার সঙ্গে তোমার চিন্তাগুলো ভাগ করে নিতে চাও, তাহলে আজ রাতে…"

* * *

পোপ এক রবিবারের দুপুরে বসে 'ক্রুসওয়ার্ড পাজ্‌ল' সমাধান করছেন। একটা জায়গায় এসে কিন্তু আটকে গেলেন তিনি। বেশ খানিকক্ষণ ভেবে চিন্তে বলল চলরে শেষ পর্যন্ত একটু দূরে বসে থাকা কাউন্সিলকে পোপ জিজ্ঞেস করলেন—"আচ্ছা কার্ডিনাল মশাই, বলতে পারেন, বোঝায় চার অক্ষরের এমন কি শব্দ আছে, যার শেষ তিনটে অক্ষর U-N-T? কার্ডিনাল উত্তর দিলেন'—A-U-N-T."

ধন্যবাদ। কার্ডিনাল পোপ উত্তর দিলেন—"আপনার কাছে রবার আছে, অক্ষর মোছার?"

* * *

এক সাহেব আর নিগ্রোর ঝগড়া লেগেছে, ভগবানের গায়ের রং সাদা না কালো তাই নিয়ে। শেষ পর্যন্ত জেরুজালেম গিয়ে সেখান থেকে সিনাই পর্বতের চূড়ায় গিয়ে দুজনে উঠল। তারপর দুজনে মিলে আকাশের দিকে তাকিয়ে প্রাণপণে চেঁচিয়ে জিজ্ঞেস করল—"ভগবান, তুমি সাদা না কালো?"

উপর থেকে বজ্রকণ্ঠে উত্তর ভেসে এল—I am what I am!

সাহেবটি আনন্দে আত্মহারা হয়ে নিগ্রোটির দিকে ফিরে বলল—"দেখলে আমার কথাই ঠিক কিনা? ভগবান যে সাদা, তা বুঝলে? নিগ্রোটি জিজ্ঞেস করল—কেন, কি আবার বুঝলাম? ভগবানের উত্তরে কি প্রমাণ পাওয়া গেল?

সাহেবটি একগাল হেসে উত্তর দিল—"আরে বোকা, ভগবান যদি

কালো চামড়ার নিগ্রো হতেন, তাহলে, উনি উত্তর দিতেন—I is what I is !"

*　　　*　　　*

প্রশ্ন ঃ—পাঁচজন নিগ্রো যদি একটি শ্বেতকায় তরুণীর ওপর অত্যাচার করতে তৈরী হয়, তবে মেয়েটিকে বাঁচাবার আর নিগ্রোগুলোকে থামাবার সবচাইতে সহজ উপায় কি ?

উত্তর :—নিগ্রেগুলোর মধ্যে একটা বাস্কেট বল ছুড়ে দেওয়া।

*　　　*　　　*

তিন বন্ধু পানিশালায় বসে আলোচনা করছিল কার স্ত্রী কত ঠাণ্ডা নিরুত্তাপ।

প্রথম বন্ধু বলল—শোন ভাই আমার স্ত্রী যখন রাতে শুতে আসে, তখন দুহাতে দুটুকরো বরফ নিয়ে আসে। পরের দিন সকালেই সেই টুকরো দুটো গলে যায়না, শক্তই থাকে !"

দ্বিতীয় বন্ধু বলল—"এ তো কিছুই নয়। আমার বৌ রাতে শোবার সময় বিছানার পাশের টেবিলে এক গেলাস জল রেখে শোয়। সকালে উঠে দেখা যায় গেলাসের জলটা জমে বরফ হয়ে আছে !"

তৃতীয় বন্ধু এবার বলল—"দূর ! এ আর এমন কি ? জান, আমার বৌ যেই বিছানায় এসে হাত পা ছড়িয়ে শোয়। সঙ্গে সঙ্গে ঘরের পরপর করে জ্বলা চুল্লীটা ফুস করে নিভে যায় !"

*　　　*　　　*

মনোবিকার গ্রস্ত এক রোগী তার ডাক্তারের চেম্বারে এসে হাজির হল মাথায় একটা হাঁস নিয়ে। ডাক্তারবাবু বললেন—"কি হল ? অপেনাকে কি কোনরকম সাহায্য করতে পারি ?

হাঁসটা বলে উঠ্‌ল—"হ্যাঁ পারেন। আপনি এই লোকটাকে সরিয়ে নিন্‌।

*　　　*　　　*

ওয়াইয়াসিক অনেক আশা নিয়ে পোল্যাণ্ড ছেড়ে আমেরিকায় গিয়ে বসবাস করতে শুরু করল, না জানি নতুন দেশে তার ভাগ্যে কি অপেক্ষা করে আছে ! বিনানবন্দরে নেমে একটা ট্যাক্সিচালককে সে

বলল—আমাকে 'ওয়াইম্‌কা' হোটেলে নিয়ে চল। হতভম্ভ চালক তার এক অভিজ্ঞ সহকর্মীকে জিজ্ঞেস করে বুঝল, আরোহী আসলে "ওয়াই. এম. সি. এ. যেতে চায়। আর আরোহীটি নিশ্চয়ই পোলিশ। ট্যাক্সিচালক ওয়াইয়সিকে সে কথা জিজ্ঞেস করাতে ওয়াইয়সিক তো খুব আশ্চর্য হয়ে গেল—ভাবল, "ড্রাইভারটা কি করে বুঝল যে আমি পোলিশ ? যাই হোক ঠিক করল যে ইংরেজী ভাষাটা সে খুব ভাল করে শিখে নেবে আর আমেরিকায় আবার ব্যবহার, কায়দা কানুন খুব ভাল করে রপ্ত করে নেবে। যাতে তাকে বিদেশী বলে কেউ বুঝতে না পারে। অগত্যা সে খুব মন দিয়ে ইংরেজী শিখতে লেগে গেল। বেশ কয়েকদিন বাদে তার মনে হল—কেমন ইংরেজী শিখেছি, তা এবার পরীক্ষা করে দেখা যাবে। একদিনে যা শিখেছে, সেগুলো বারবার করে আওড়াতে সে গিয়ে ঢুকল রাস্তার মোরে দোকানটিতে। তারপর কাউণ্টারে দাঁড়িয়ে গড়গড় করে চমৎকার ইংরাজীতে বলে গেল আমাকে দয়া করে এক বোতল দুধ এক ডজন ডিম আর কোয়ার্টার পাউণ্ড পনির দেবেন ?

দোকানের মালিক জিজ্ঞেস করল "আপনি বোধহয় পোলিশ বা ঐ কোন বিদেশী। তাই না ?"

ওয়াইয়সিক তো হতবাক। কোনরকমে সে তোতলাতে তোতলাতে সে বলে উঠ্‌ল—হ্যাঁ সবে.. কিন্তু কি করে বুঝলেন। আমার ইংরেজি বলাটা কি ঠিক হয় নি ?"

দোকানের মালিক মুচকি হেসে উত্তর দিল না। বলছেন খুব সুন্দর, আর নিখুঁত। তবে ব্যাপারটা কি জানেন, এটা একটা লোহালক্কর 'হার্ডওয়্যার'-এর দোকান ?'

একদা এক নির্জন পার্কে এক যুবক তার প্রেমিকাকে বলল আমি যদি তোমার হাতে চুমু খাই তাহলে তোমার মতামত কি মতামত।

মেয়েটি মুচকি হেসে বলল। তুমি ছিচকে চোর। গাড়ী চুরির সুযোগ পেয়েও তুমি কেবল গাড়ীর চাকা খুলেছ।

* * *

ইন্দ্র ।। কি ব্যাপার ? এত অনর্গল মিথ্যে কথা বলছে কে ? কোন দেশে ?

বিশ্বকর্মা (কি যেন দেখে নিয়ে) । আওয়াজ আসছে পশ্চিম বাংলা থেকে দেবরাজ ।

ইন্দ্র ।। সেখানে কে এত মিথ্যে কথা বলে অনর্গল ?

বিশ্বকর্মা ।। ব্যক্তিগতভাবে কেউ নয় দেবরাজ ।

ইন্দ্র ।। তবে ঘন্টা যে বেজেই চলেছে থামার নাম পর্যন্ত নেই ।

বিশ্বকর্মা ।। এ ঘণ্টা এখন রেশ কিছু সময় ধরে বাজবে কারণ এখন পশ্চিমবঙ্গে সন্ধ্যে । এখন থেকে গভীর রাত পর্যন্ত সেখানে বাংলা দৈনিক ছাপা হবে । যতখণ না পুরো ছাপা শেষ হবে ততক্ষণ ঘণ্টা বাজবেই ।

o o o

জনৈক নায়িকা অভিনয় শেষে তাঁর দুর্ধর্ষ অভিনয়ের জন্য বিভিন্ন দর্শকের দেয়া অনেক ফুলের তোড়া পান । সেই নায়িকা কোন এক নাটকে উদ্বোধন রজনীতে নাটক শেষ হবার পর গ্রীনরুমে গিয়ে হঠাৎ একেবারে কান্নায় ভেঙ্গে পড়েন । সবাই তাকে সান্ত্বনা দিতে আসে কিন্তু কেউই জানে না তিনি কেন কাঁদছেন । সুতরাং কেউ সান্ত্বনাও ঠিকমত দিতে পারছে না । সবাই বার বার জিজ্ঞাসা করছে তাঁর কি হয়েছে । অবশেসে এক সময় তিনি হাপুস নয়নে কাঁদতে কাদতে বললেন ঃ

ঃ আমি ছটা ফুলের তোড়ার দাম দিয়েছিলাম । আমায় চারটে মোটে পাঠিয়েছে । আমাকে ঠকিয়েছে !

o o o

হলিউডের এক নামকরা অভিনেত্রীর এক পাইভেট সেক্রেটারী ছিল । এমনিতে লোকটির স্বভাব ভালো । কিন্তু কাজে কর্মে বড়ই অগোছালো আর ঢিলেঢোলা । বেশ কিছুদিন আগে সেই প্রাইভেট সেক্রেটারীর সাজানো কাগজপত্র ঘাঁটতে গিয়ে ধরা পড়েছে যে সেই নামকরা অভিনেত্রী তখন পর্যন্ত যতগুলো বিয়ে করেছেন

হিসেবের ভুল থেকে যাবার জন্য তার থেকে দুটো বেশি ডিভোর্স করে ফেলেছেন। এখন কি উপায় ?

o o o

একজন ভদ্রলোকের কুকুর রাত নেই দিন নেই খুব ঘেউ ঘেউ করে। একদিন গভীর রাতে ঐ ভদ্রলোকের টেলিফোন বেজে উঠলো ঝন্ ঝন্ করে। পাশের বাড়ির ভদ্রলোক ফোন করে বলছেন।

ঃ আপনার কুকুরটাবড় বেশি ঘেউ ঘেউ করছে। কাইন্ডলি বন্ধ করতে বলুন। আমাদের ঘুমের খুব অসুবিধে হচ্ছে।

ফোন রেখে দিলেন পাশের বাড়ির ভদ্রলোক। সেই কুকুরওয়ালা ভদ্রলোক আর কি করবেন। পরদিন সেই কুকুরওয়ালা ভদ্রলোক রাত তিনটের সময় পাশের বাড়ির ভদ্রলোককে ফোন করেছেন ঃ

ঃ হ্যালো, শুনছেন আমি বাবু বলছি। কাল রাত্রে আমার কুকুরের ঘেউ ঘেউ করার কথা বলছিলেন না ? ইয়ে বলছিলাম যে আপনার একটু ভুল হয়েছে। আমাদের কুকুরটা তো কয়েকদিন হোল মারা গেছে। আপনার যে আওয়াজটা শুনেছিলেন সেটা অন্য কারো কুকুর হবে। থ্যাংক ইউ।

o o o

শরৎচন্দ্র আর তার এক বন্ধু দক্ষিণ কোলকাতায় কোন এক ভভদ্রলোকের বাড়িতে বেড়াতে এসেছেন। সেই বাড়ির দরজায় ঝোলানো—'কুকুর হইতে সাবধান।' শরৎচন্দ্রের কুকুর সম্বন্ধে একটু দুর্বলতা ছিল। তিনি তাঁর বন্ধুকে বললেন ঃ

ঃ চল যাক আর যেতে হবে না। শুনছো না কেমন চীৎকার করছে।

ঃ আরে ছাড়তো। যে কুকুর চীৎকার করে সে কুকুর কামড়ায় না।

ঃ সে তো তুমি আমি জানি। কিন্তু কুকুরটা জানে তো ?

o o o

॥ ভূতের ফটো

এক প্রাচীন দুর্গে একজন ভূত বাস করতো। ভয়ে সেই দুর্গে কারোও যাওয়ার ইচ্ছে করতো না। এক ফটোগ্রাফার মনের সাহসে গেল দুর্গে ফটো তুলতে। উৎসাহি বন্ধু, সাথী সবাই মহাখুশী ভূতের ফটো দেখবে। ব্যাটা ভূতকে তবে জব্দ করা গেল। ফটোগ্রাফারেরও আনন্দ ধরে না কারণ ওর গৌরব বেশী···কারণ ভূতের ফটো তুলেছে। হৈ হৈ ব্যাপার। রৈ রৈ আনন্দ।

যখন ফটো এনলার্জ হয়ে এলো তখন দেখলো....সব ভাওতা, ফটোতে একবিন্দু ও কালিও নেই ভূতটা কেমন ? এ একেবারে সাদা। কোন ছবি নেই ফটোতে।

★ আরো আরো জোক্স ★

বিদেশী জোক্স

এক পোলিশ যুবক দু'হাতে একগাদা ঘোড়ার নাদি নিয়ে 'বার'-এ ঢুকে কাউন্টারে চলে গেল। কাউন্টারের লোকটি চরম বিরক্তিকে পোলিশটির দিকে তাকাতেই সে বলে উঠল—'হ্যারি, এই দেখ, আর একটু হলেই আমি এগুলো মাড়িয়ে ফেলছিলাম।'

★ ★ ★

প্রশ্ন—ইহুদিদের নাক অত লম্বা হয় কেন ?
উত্তর—বাতাস বিনা পয়সায় পাওয়া যায় বলে !

★ ★ ★

এক ইহুদি, এক হিন্দু এবং এক আইরিশ সারাদিন ধরে ঘুরতে ঘুরতে রাত্রিবেলায় একটা গ্রাম্য সরাইখানায় এসে হাজির। সরাই-মালিক খুব দুঃখিতভাবে জানাল যে দুটি মাত্র বিছানা খালি আছে। তবে তৃতীয় লোকটির জন্যে সে খামার ঘরে একটা ভাল বিছানা করে দেবে। তিন পর্যটক তখন লটারী করে ঠিক করল, কে খামার ঘরে শোবে। ইহুদির ভাগ্যেই খামার ঘরটা পড়ল।

সবাই শুয়ে পড়বার একটু পরেই কিন্তু ইহুদিটি উঠে এসে দরজায় ধাক্কা দিল। সরাই-এর মালিক দরজা খুলে দিলে ইহুদিটি কাঁচুমাচু হয়ে বলল—'দেখুন, আমি খুবই দুঃখিত। কিন্তু খামার ঘরে একটা শুয়োর আছে, আর আমার ধর্মে কোন শুয়োরের সঙ্গে একই ঘরে ঘুমোন নিষিদ্ধ।

এর পরে খামার ঘরে গেল হিন্দুটি। কিন্তু সেও একটু পরেই ফিরে এসে বলল—"দেখুন খামার ঘরে একটা গরুও আছে। আমার ধর্মেও গরুর সঙ্গে এক ঘরে ঘুমোন নিয়ে এইরকম নিষেধাজ্ঞা আছে।'

অগত্যা এবার আইরিশটি গেল খামার ঘরে ঘুমোতে। কিন্তু খানিকক্ষণ পরে দরজায় আবার ধাক্কা পড়ল।

সরাই-এর মালিক আবার দরজা খুলে দেখল যে, ঐ শুয়োর আর গরু এই দু'জনেই চৌকাঠে দাঁড়িয়ে আছে। আইরিশটি ঢোকা মাত্রই তারা খামার ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এসেছে।'

★ ★ ★

উইলিয়ামস দম্পতির প্রথম বাচ্চাটির জন্ম থেকে দু'টি কানের একটিও ছিলনা। এ জন্যে তাঁদের মনে খুব অশান্তি ছিল। কিছুদিন পরে ওঁদের খুব অন্তরঙ্গ বন্ধু কেইন্স দম্পতি বাচ্চাটকে দেখতে এলেন। আসার আগে মিসেস্ কেইন বারবার করে কর্তাটিকে সাবধান করে দিয়েছিলেন, যেন বাচ্চাটার কান না থাকা নিয়ে কোনরকম মন্তব্যই না হয়।

যাই হোক, দুই দম্পতি খুব শিগ্গীরই নবজাত শিশুটিকে নিয়ে খুব উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলো। মিসেস্ কেইন খুব গদগদভাবে বলে চললেন—'বাঃ! বাচ্চাটার হাত দু'টো কি সুন্দর, সুগঠিত! দারুণ বল ছুঁড়তে

পারবে ও। আর পা দু'খানা? খুব ভাল দৌড়বীরও যে বাচ্চাটা হয়ে উঠবে, সেটাও বেশ ভালভাবেই বোঝা যাচ্ছে। আচ্ছা ওর চোখ দুটো কেমন? দৃষ্টিশক্তি বেশ ভাল তো?' 'দারুণ চমৎকার দৃষ্টি শক্তি'—গর্বিতা মা মিসেস্ উইলিয়ামস্ উত্তর দিলেন।

মিঃ কেইনস্ এতক্ষণ কোন কথা বলার সুযোগ পাননি। এবার তিনি খুব গম্ভীরভাবে বলে উঠলেন—'হ্যাঁ, দৃষ্টিশক্তিটা ভাল হওয়া তো বাচ্চাটার পক্ষে খুবই দরকারী। ওতো কখনো চশমা পরতে পারবেনা কিনা!'

★ ★ ★

এক অন্ধ ভদ্রলোক তাঁর পোষা কুকুরটিকে নিয়ে এক বন্ধুর সঙ্গে রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিলেন। কুকুরটার হঠাৎ কি মনে হল, সে পেছনের পা তুলে মনিবের জুতো আচ্ছাসে ভিজিয়ে দিল। কিন্তু অন্ধ লোকটি কিছুই না করে বরং নীচু হয়ে কুকুরটার মাথায় আদর করে একটা চাঁটি মারলেন। অন্ধ ভদ্রলোকের বন্ধু এতে খুব আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞেস করলো—'সে কি মশাই, আপনি ওকে আদর করলেন? কুকুরটা আপনার জুতো নোংরা করে দিল যে।'

অন্ধ ভদ্রলোক খুব ঝাঁঝালো গলায় উত্তর দিলেন, 'আরে ওর মাথাটা কোন্ দিকে তা দেখা খুব দরকার ছিল যে, ওর পেছনে একখানা জব্বর লাথি কষাতে হবে তো।'

★ ★ ★

এক ভদ্রলোক গাড়ি চালিয়ে একটা মফঃস্বল শহরের মধ্যে দিয়ে যেতে যেতে ভাবলেন, এবার দুপুরের খাওয়াটা সেরে নেওয়া যাক। রাস্তার ধারেই এক বাড়ির রোয়াকে একটা ছোট ছেলে বসেছিল। তাকেই তিনি জিজ্ঞেস করলেন—'এ-এ-এই যে খো-খো-খোকা, এ-এ-খানে কো-কো-থা-য় ভা-ভাল খা-খা খাওয়া যায় হো-টেল আ-আ-ছে বল-বলতে পা-পা-পার?'

খোকা কিন্তু কোন উত্তর দিল না। ভদ্রলোক আবার জিজ্ঞেস করলেন—'কি-কি-হে খো-খোকা, ক-কথার জ-জবাব দি-দিচ্ছনা কে-কেন? আ-আ-আছে সে-সে-রম হোটেল?

খোকা এবার মাথা নেড়ে বোঝাল যে, সে সেরকম কোন হোটেলের খোঁজ রাখে না। অগত্যা ভদ্রলোক বিরক্ত হয়ে গাড়ি চালিয়ে চলে গেলেম। ঠিক এই সময় খোকার মা বাইরে এসেছিলেন। তিনি

খোকাকে তাড়া লাগালেন—'কিরে খোকা, এই শহরেই জন্মালি, আর এখানকার কোন ভাল খাওয়ার হোটেলের খোঁজ রাখিস না বলতে চাস ?'

'জা-জা-জানব-ব না-কে কে কেন ?' 'খোকার চটপট জবাব— 'কি-কি-কিন্তু উত্তর দি-দি-দিতে গি-গিয়ে শে শেষে মা-মা-র ধোর খা-খা-খাব না-না-কি ?'

★ ★ ★

এক রব্বি (ইহুদি ধর্মযাজক) আর দুজন খ্রীস্টান ধর্মযাজক নিজেদের মধ্যে কথাবার্তা বলছিলেন। ভক্তদের দেওয়া চাঁদা কে কিভাবে নেন, তা বলতে গিয়ে প্রথম খ্রীস্টান যাজকটি বললেন— 'আমি মাটিতে একটা গোল গন্ডী কেটে নেই। তারপর যত চাঁদা আদায় হয়েছে তার সবটাই শূন্যে ছুঁড়ে দিই। যে পয়সাগুলি গন্ডীর মধ্যে পড়ে, সেগুলি যায় ভগবানের কাজে, আর বাইরে পড়া পয়সা-গুলো আমার ও আমার গির্জার লোকেদের জন্য খরচ করি।'

দ্বিতীয় খ্রীস্টান যাজকটি বললেন—'আমিও এইভাবেই চাঁদাটা খরচ করি। তবে আমি গন্ডী কাটি না। একটা সোজা লাইন টানি। লাইনের এদিকের পয়সা আমার, আর ওদিকেরটা ভগবানের।'

তৃতীয় যাজক অর্থাৎ 'রব্বি'টি জবাব দিলেন—আমিও প্রায় একই জিনিষ করি। চাঁদার পয়সাগুলো শূন্যে ওপর দিকে ছুড়ে দিই। ভগবানের যা দরকার তা ভগবান ওপরেই ধরে নেন। আর বাকী পয়সা যেগুলো মাটিতে এসে পড়ে সেগুলো অবশ্যই আমার।'

★ এক ব্যাগ চুটকি ★

একজন দাড়িওয়ালা বাঙালীর সঙ্গে একজন সর্দারজীর প্রচণ্ড তর্ক শুরু হয়েছে। এ বলে আমার রাজ্য বেশী সংখ্যক স্বাধীনতা সংগ্রামী তৈরী করেছে, তো আরেকজন বলে না, আমার রাজ্য বেশী। ঝগড়া যখন তুমুল চলছে। তখন শেষমেষ দু'জনে ঠিক করল যে তারা প্রত্যেকে একজন করে নিজের রাজ্যের শহীদের নাম বলবে আর অপর জনের দাড়ি থেকে একটা করে দাড়ি তুলে নেবে। শুরু হল বলা, বাঙালী ভদ্রলোক বললেন, ক্ষুদিরাম বসু এবং সর্দারজীর একটা দাড়ি উপড়ে নিলেন। এরপর সর্দারজীর পালা। তিনি বললেন ভগৎ সিংহ বলেই বাঙালী ভদ্রলোকের একটি দাড়ি উপড়ে নিলেন। এরপর বাঙালী ভদ্রলোক একটির পর একটি শহীদের নাম বলতে লাগলেন। এবং সর্দারজীর দাড়ি উপড়ে নিতে লাগলেন। সর্দারজীর রাজ্যের শহীদের ভাণ্ডার সীমিত, কিছুক্ষণের মধ্যেই সর্দারজী আর কোন নাম মনে করতে পারলেন না। হঠাৎ সর্দারজী লাফিয়ে উঠে বললেন 'জালিয়ানওয়ালাবাগ' এবং বলেই বাঙালী ভদ্রলোকের পুরো দাড়ির গোছাটা মুঠো করে ধরলেন।

★ ★ ★

দু'জন লোকের মৃত্যুর পরে স্বর্গে গিয়ে খুব বন্ধুত্ব হল। একদিন দু'জনে বসে গল্প করছিলো। এমন সময় একজন অপরজনকে জিগ্যেস করলেন, আচ্ছা আপনি কিসে মারা গেলেন। অপরজন উত্তর দিলেন, ঠাণ্ডায়, প্রচণ্ড ঠাণ্ডায়। এরপর অপরজন জিজ্ঞেস করলেন আর আপনি কিসে মারা পড়লেন। অপরজন খুব দুঃখের সঙ্গে জানা-লেন, 'একদিন আমি অফিস থেকে ফিরেছি। এমন সময় শুনি আমার স্ত্রী কোন এক ভদ্রলোকের সঙ্গে গল্প করছে। আমার খুব রাগ হল। আমি তন্ন তন্ন করে সব ঘর খুঁজলাম। কিন্তু কোথাও সেই ভদ্র-লোকের আর দেখা পেলাম না। এরপর আমার এই নীচ ব্যবহারের জন্য অনুশোচনায় হার্টফেল হয়ে গেল! অপর ভদ্রলোক হঠাৎ বলে উঠলেন, 'ইস্...আপনি একটু কষ্ট করে যদি ফ্রীজটা খুলে

দেখতেন, তাহলে হয়তো আমরা দুজনেই বেঁচে যেতাম।

★ ★ ★

একজন ভদ্রলোকের বউ কুকুরের কামড়ে মারা গেলেন। ভদ্রলোক গিলে করা পাঞ্জাবী জরিদার ধুতি পরে তার মৃত স্ত্রীর শবযাত্রায় সবার আগে আগে চলতে লাগলেন। পথের দু'ধারের সবাই জিজ্ঞেস করছেন, কেমন করে মারা গেলেন? কিসে মারা গেলেন? ভদ্রলোক সুন্দর সাজে সাজানো গলায় রজনীগন্ধার মালা পরিয়ে দেওয়া একটি কুকুরের দিকে শুধু আঙুল দেখাচ্ছেন আর চলেছেন। কুকুর শবযাত্রায় ভদ্রলোকের পেছন পেছন গেল। লোকে লোকারণ্য। এমন সময় এক-জন চশমাপরা রোগামত ভদ্রলোক এগিয়ে এসে বিপত্নীক ভদ্রলোককে খুব কাকুতি ভরা স্বরে বিনীতভাবে বললেন, আচ্ছা দাদা কুকুরটাকে আপনি আমাকে একদিনের জন্য ধার দিতে পারেন। খুব উপকার হয়। বিপত্নীক ভদ্রলোক হাসতে হাসতে হাসতে বললেন, সেইজন্যই তো এতবড় শবযাত্রা। হ্যাঁ, তবে আপনিও পেতে পারেন। কিন্তু শব-যাত্রার সবার পেছনে গিয়ে দাঁড়ান।

★ ★ ★

একজন রাজনীতিবিদের সঙ্গে একজন ডাকাতের কী সম্পর্ক থাকতে পারে। হ্যাঁ, সম্পর্ক একটা আছে, তবে ঠিক উল্টো। একজন রাজনীতিবিদ প্রথমে জেলে যান এবং পরে ডাকাতি করেন। এবং একজন ডাকাত প্রথমে ডাকাতি করে এবং পরে জেলে যায়।

★ ★ ★

আমার জনৈক বন্ধু বান্ধবীকে ফোনে কথা বলছে। ফোনে উচ্চ-স্বরে কথা চলছে। বিশেষ করে পাবলিক টেলিফোন-এ এত জোরে উচ্চকণ্ঠে বান্ধবীকে ব্যক্তিগত ভাললাগার ও ভালবাসার কথা বলছে যে আশেপাশের অপেক্ষারত লোকজন ভদ্রলোককে আস্তে নিচু গলায় ফোন করতে বলে। ভদ্রলোক রেগে উত্তর দেয়—আরে মশাই, আমার বান্ধবীটি কতদূরে থাকে জানেন, সুদূর দক্ষিণ ভারতের কন্যা-কুমারিকায়। কলকাতার পাড়ার ভিতরের কাউকে ফোন করলেই জোরে না বললে শোনা যায় না। আর কোথায় কলকাতা আর কোথায় কন্যাকুমারিকা। চিৎকার করছি কি সাধে!

★ ★ ★ ★

★ আরও কিছু রঙ্গরস ★

একজন ভদ্রলোক হঠাৎ নিজেকে গরু মনে করতে শুরু করেছেন। তাঁর স্ত্রী তাঁকে একজন মনোবিজ্ঞানীর কাছে নিয়ে এসেছে। মনো–বিজ্ঞানী নানা রকম কথাবার্তা বলতে বলতে যেই গরুর প্রসঙ্গ তুলছেন অমনি সেই ভদ্রলোক হাম্বা হাম্বা রব শুরু করছেন। ক্লান্ত ডাক্তার অনেক চেষ্টা করে অবশেষে বললেন ঃ

ডাক্তার ।। আচ্ছা আপনি যে গরু সেটা আপনি কবে থেকে বুঝতে পারলেন ?

রোগী ।। যখন থেকে আমি বাছুর ছিলাম তখন থেকে।

ডাক্তার ।। (রোগীর স্ত্রীকে) আমার পক্ষে আপনার স্বামীর জন্য কিছু করা সম্ভব নয়। তবে ঘাস লতাপাতা খেয়ে যাতে পুষ্টির অভাবে মারা না পড়ে সেজন্য ঘাসের সঙ্গে ভিটামিন সিরাপ দিচ্ছি সেটা মিশিয়ে দেবেন।

★ ★ ★

একটি চামড়ার দোকানে দুজন ক্রেতা কোন জিনিষ কিনছিল। কিন্তু কিনতে গিয়ে এমন কোন এক সমস্যার সম্মুখীন হয়েছিল যে সেই সমস্যা মেটাতে পারছিল না ফলে জিনিষটাও কিনতে পারছিল না। সেই সময় রাস্তা দিয়ে জনৈক পথিক যাচ্ছিল। তার দিকে চোখ পড়ায় ক্রেতাদের মধ্যে একজন সেই পথিককে দেখিয়ে অপরজনকে কি যেন একটি কথা বলে। দ্বিতীয়জন রাজি হয়ে যাওয়াতে দুজনে মিলে পথিককে ডাকে। পথিক দাঁড়ালে ক্রেতাদের একজন অত্যন্ত বিনীত-ভাবে সেই পথিককে বলে ঃ

ঃ দেখুন স্যার, বড় মুশকিলে পড়েছি।

ঃ কি ব্যাপারে বলুন তো ?

ঃ আমরা গ্রাম থেকে এখানে আমাদের বাছুরের গলার জন্য একটা চামড়া বসানো নেকলেস কিনতে এসেছি। কিন্তু মাপটা আনিনি তো তাই আন্দাজে কিনতে পারছি না।

ঃ তা আমি কি করবো বলুন।

ঃ আপনি যদি একটু আপনার গলার মাপটা দেন কারণ আমাদের

বাছুরের গলার চেহারা অবিকল আপনার গলার মত।

★ ★ ★

সংক্ষিপ্তকরণের যুগ। অ্যাপোয়েন্টমেন্টকে বলে 'অ্যাপো', অ্যাড-ভার্টাইজমেন্টকে 'অ্যাড' ইত্যাদি। সেদিন বাসে জনৈক তরুণী কলেজ ছাত্রী নামার সময় তার ছেলে বন্ধুকে বলে গেল 'বাই মালা।' অপর একজন যাত্রী খুব অবাক হয়ে গেল যে ছেলের নাম 'মালা' শুনে। সে ঐ ছাত্রটিকে প্রশ্ন করলো :

: আচ্ছা আপনার নাম মালা কে রেখেছে?

: আমার নাম তো মালা নয়। আমার নাম মানস লাহিড়ী, সংক্ষেপে, মা-লা।

★ ★ ★

জনৈক ভদ্রলোকের নাম অষ্টম কুমার মাল। তাঁর এই অদ্ভুত নাম ও পদবী বহু জায়গাতেই লোকের কৌতূহল এবং সেই সঙ্গে হাসিরও উদ্রেক করে। এমন সময় তিনি শুনলেন যে আদালতে এফিডেবিট করে নাম ও পদবী দুটোই পরিবর্তন করা যায়। তবে এই নাম গ্রাহ্য করতে হলে এফিডেবিটের পরে যে কোন দৈনিক পত্রিকাতে বিজ্ঞাপন দিয়ে জানাতে হয়। যাই হোক লোকটি যথারীতি নামের যন্ত্রণার হাত থেকে মুক্তি পাবার জন্য আদালতে গিয়ে এফি-ডেবিট করে নামের খোল নলচে সব পালটে ফেললেন। কোন এক দৈনিকে নাম পরিবর্তনের বিজ্ঞাপন বের হল :

'আমি শ্রী অষ্টম কুমার মাল ব্যাঙ্কশাল কোর্টে এফিডেবিট পূর্বক শ্রীসত্যজিৎ রায় হইয়াছি।'

★ ★ ★

একটি লোক ছুটতে ছুটতে হোটেলে এসে চারিদিকে তাকিয়ে বেয়ারাকে হাঁফাতে হাঁফাতে বললো :

ওহে এক্ষুণি গোলমাল লাগার আগেই আমাকে এক প্লেট মাংস আর গোটা কয়েক রুটি দাও তো।

বেয়ারা খুব তাড়াতাড়ি তাকে তার কথা মত খাবার এনে দিল। খাওয়া-দাওয়া শেষ করে লোকটি বললো :

: কি আশ্চর্য! এখনও গোলমাল লাগলো না। ঠিক আছে আরেক প্লেট মাংস আর খান কয়েক রুটি দাও তো।

বেয়ারাটি আবার লোকটির কথা মত কাজ করলো।

লোকটি খেয়ে দেয়ে বললো ঃ

ঃ কি মুশকিল ! এখনও গোলমাল লাগলো না।

বেয়ারাটি তখন অবাক হয়ে শুধোল ঃ

ঃ গোলমাল গোলমাল করছেন, তা গোলমালটা কিসের বলুন তো?

: গোলমাল হবে না? আমার কাছে তো একটাও পয়সা নেই।

★ ★ ★

জ্যোতিষী ।। আপনার পা মচকেছে?

লোক ।। হ্যাঁ। কি করে বুঝলেন?

জ্যোতিষী ।। আপনি খুঁড়িয়ে হাঁটছিলেন। ট্রাম থেকে নামতে গিয়ে।

লোক ।। কি আশ্চর্য !

জ্যোতিষী ।। ট্রামের বাঁ দরজা দিয়ে তো?

লোক ।। কি সাঙ্ঘাতিক। একদম ঠিক।

ভদ্রলোক ভুলেই গিয়েছিলেন বিস্ময়ের তাড়নায় যে, ট্রামের ডান দিকে কোন দরজা থাকে না।

★ ★ ★

জনৈক ।। আমার কি সন্তান হবে?

জ্যোতিষ ।। নিশ্চয়ই।

জনৈক ।। সেই সন্তান সম্পর্কে কিছু বলুন।

জ্যোতিষী ।। আপনার সন্তান প্রথম বাচ্চা হবে তারপর ধীরে ধীরে বড় হবে।

★ ★ ★

জনৈক বৃক্ষ বিশেষজ্ঞ (এক কৃষককে) ।। যে গাছটায় হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন সেটার গোড়া গত আশ্বিন মাসে সাফ সুতরো করে দিয়েছিলেন?

কৃষক ।। আজ্ঞে না তো।

বিশেষজ্ঞ ।। ওপরের ডালপালাগুলো মাঝে মাঝে ছেঁটে দেন?

কৃষক ।। আজ্ঞে না।

বিশেষজ্ঞ ।। কি আশ্চর্য ! গাছটার ওপর ওষুধও স্প্রে করেন না?

কৃষক ।। আজ্ঞে না।

বিশেষজ্ঞ ।। ছিঃ ছিঃ এইভাবে কেউ গাছের যত্ন নেয়। আমি

খুবই অবাক হবো যদি আপনি এই গাছ থেকে এ বছর এক কেজির বেশি কাজু-বাদাম পান।

কৃষক ।। এক কেজি কেন একটা কাজুবাদাম পেলেও আমি অবাক হব।

বিশেষজ্ঞ ।। কেন ?

কৃষক ।। কারণ এটা নারকোল গাছ কাজু-বাদামের গাছ নয়।

★ ★ ★

বিশেষজ্ঞ ডাক্তার ।। আপনার কি হয়েছে ?

রোগী ।। ডাক্তারবাবু আমার নাকে যেন কি হয়েছে।

বিশেষজ্ঞ ।। আমি চোখের ডাক্তার আপনি কোন ই. এন. টি. স্পেশালিস্টের কাছে যান।

যথারীতি রোগী কোন এক ই. এন. টি.'র কাছে গেল।

ই. এন. টি. ।। আমি এখন শুধু কান করছি, আপনি বরং ডঃ বোসের কাছে যান, উনি এখন নাক করেন।

রোগী ডঃ বোসের কাছে গেল। ডঃ বোস সব দেখে শুনে বললেন—

ঃ সবই দেখলাম কিন্তু মুশকিল হোল ডান নাক তো আমার দ্বারা হবে না। আমি এখন কেবল বাঁ নাক দেখছি।

★ ★ ★

জনৈক ভদ্রলোক ইংরেজি শিখছেন বাংলা-ইংরেজী ডিক্শনারী দেখে। এখন এই ভদ্রলোক হাত দেখছেন। যথারীতি হাত দেখে লোকজনদের ইংরেজীতে কথাবার্তা বলতেন। তিনি শিখেছিলেন এফ ইউ ফু বা টি ইউ তু, এফ আই ফি, এন আই নি ঠিক সেই মত আর ই রি। এই ভদ্রলোক অনেক লোককেই হাত দেখে বলতেন—

ঃ আপনার ফুতুরী ফিনী (future fine) অর্থাৎ আপনার ভবিষ্যত সুন্দর।

★ ★ ★

জনৈক জুয়াড়ী রেসের মাঠে তার প্রেমিকাকে ঃ

ঃ আজ কোন হিসেব নয় আজ ভাগ্যের ওপর নির্ভর করে বাজি ধরবো। তোমার বয়স কত ?

ঃ কেন ? আমার বয়স দিয়ে কি হবে ?

ঃ তোমার যা বয়স সেই নম্বরের ঘোড়া ধরবো।

ঃ বত্রিশ।

ঃ বেশ। তবে বত্রিশ নম্বর ঘোড়াই ধরবো।

জুয়াড়ীটি বত্রিশ নম্বর ঘোড়াই ধরে। কিন্তু বাজি জেতে চুয়াল্লিশ নম্বর ঘোড়া। আরো একটা ঘটনা বা দুর্ঘটনা সেটা হোল চুয়াল্লিশ নম্বর ঘোড়া বাজি জিতেছে সেটা জানার সঙ্গে সঙ্গে জুয়াড়ীটির প্রেমিকা অজ্ঞান হয়ে যায়।

★ ★ ★

প্রশ্ন ঃ আচ্ছা কেউ যদি ১৯৫০ সালে জন্মায় ১৯৮০ তে তার বয়স কত হবে ?

উত্তর ঃ যদি ছেলে হয় তবে তিরিশ। আর মেয়ে হলে ছাব্বিশ।

★ ★ ★

অভিনেতা (কোন অভিনেত্রীকে) আপনার বয়স কত ?

অভিনেত্রী ঃ চল্লিশের দিকে যাচ্ছে।

অভিনেতা ঃ আপনার যে বয়েসটা চল্লিশের দিকে এগোচ্ছে সেটা সামনের দিক দিয়ে না পিছনের দিক দিয়ে ?

★ ★ ★

অধ্যাপক ঃ সেক্সপীয়রের মতো মহান কবি নাট্যকার আর দ্বিতীয় জন্মায় নি, জন্মাবেও না। আজ যদি সেক্সপীয়র বেঁচে থাকতেন তবে পৃথিবীর সমস্ত দিক থেকে লোকে তাঁকে দেখতে আসতো।

ছাত্র ঃ স্যার।

অধ্যাপক ঃ কিছু বলবে ?

ছাত্র ঃ স্যার আজ যদি সেক্সপীয়র বেঁচে থাকতেন তবে তাঁর বয়স হতো চারশোর ওপর। শুধু এই জন্যই লোকে তাঁকে দেখতে যেত। কোন সাহিত্য বা নাটক তাঁর না লিখলেও চলতো কষ্ট করে।

★ ★ ★

কোন ফিল্ম ইন্সস্টিটিউটে জনৈক অধ্যাপক ফিল্ম সম্বন্ধে লেকচার দেবার পর বললেন ঃ

অধ্যাপক ঃ তাহলে এই একঘন্টার লেকচারে তোমরা কি বুঝতে পারলে আর্ট ফিল্ম আর কমার্শিয়াল ফিল্মের মধ্যে পার্থক্য কি ?

জনৈক ছাত্র ঃ হ্যাঁ স্যার।

অধ্যাপক : তুমি কি সংক্ষেপে আমাকে বলতে পারবে এই দুই প্রকৃতির চলচ্চিত্রের মধ্যে মিল ও অমিল কি ?

ছাত্র : স্যার এই দুটোর মধ্যে মিল—এই দুটোই ফিল্ম, সে -লুয়েডে তোলা। আর অমিল হোল আর্ট ফিল্ম দেখার পর রাঁচী যেতে হয়, এবং রাচী থেকে এসে তবে কমার্শিয়াল ফিল্ম দেখতে হয়।

★ ★ ★

ক্লাসে বাংলা পড়াচ্ছেন জনৈক বাংলার অধ্যাপক। বিদ্যাসুন্দর পড়াতে গিয়ে প্রেমের কথা প্রসঙ্গক্রমেই এসে পড়ে। তখন তিনি বলেন :

অধ্যাপক : আজকের তরুণেরা এমন অনিন্দ্যসুন্দর প্রেমের মর্ম কি বুঝবে ? তোমরা কি জানো প্রেম কাকে বলে ?

জনৈক ছাত্র : হ্যাঁ স্যার।

অধ্যাপক : বল দেখি শুনি।

জনৈক ছাত্র : তাকেই বলে প্রেম/যখন থাকে না future-এর চিন্তা, থাকে না কোন shame.

★ ★ ★

পরলোকে সদ্য গিয়ে পৌঁছেছে একজন ডাক্তার, একজন মাস্টার-মশাই ও একজন ব্যবসায়ী। চিত্রগুপ্ত প্রথমজনকে জিজ্ঞাসা করলেন।

: তুমি কি করতে ?

: আজ্ঞে কোলকাতা মেডিকেল কলেজ হসপিটালে ডাক্তার ছিলাম, সেখানে ডাক্তারিও পড়েছি।

: বাঃ! বাঃ! তাহলে তুমি ঐ ডানদিকের পথ ধরে সোজা স্বর্গের দিকে চলে যাও।

বাকি দুজনও সেইদিকে হাঁটা দিলে চিত্রগুপ্ত বললেন :

: ওকি তোমরা চললে কোথায় ?

: কেন স্বর্গে।

: তা কি করে হয় তোমাদের নরকবাস করে তারপর যেতে হবে।

: কেন ? আমরা তিনজন তো একই কাজ করেছি। আমরা পরস্পর খুবই বন্ধু ছিলাম।

: বুঝলাম। কিন্তু তোমাদের বন্ধু তো মেডিকেল কলেজের

ডাক্তার ও ছাত্র ছিল তাই নরকভোগ ইহজীবনেই হয়ে গেছে। তাই সোজা স্বর্গে গেলো। তোমাদের তো তা হয়নি!

★ ★ ★

শীতকাল। মাঘের ঠাণ্ডা যাতে নাকি বাঘ পালায়। তার মধ্যে গভীর দুর্যোগের রাত্রি। জনৈক ডাক্তার একটি মরমরা রোগী দেখবার জন্য কল পেলেন। যাবেন কি যাবেন না ভাবতে গিয়ে বিবেকেরই জয় হোল। জামাকাপড় পড়ে গাড়ি নিয়ে বের হলেন। মাঝপথে গাড়ি গেল বিকল হয়ে। ঐ দুর্যোগে রাস্তায় এক হাঁটু জলে গাড়ি সারানোর মত মুর্খামি না করে তিনি হেঁটেই রওনা দিলেন। অনেক কষ্টে ঐ গভীর রাতে যাহোক করে বাড়ি খুঁজে বের করে ভেতরে ঢুকে দেখেন রোগী বসে বসে গরম পানীয় খাচ্ছে। ডাক্তার জিজ্ঞাসা করলেন :

: রোগী কে?

: আজ্ঞে আমি।

: কি হয়েছে?

: ঠিক বুঝতে পারছি না। একটু আগে চোঁয়া ঢেকুর মত উঠছিল। তবে এখন মনে হচ্ছে ভালই আছি।

'দেখি' বলে ডাক্তারবাবু লোকটিকে পুংখানুপুংখভাবে পরীক্ষা করে গম্ভীর হয়ে গেলেন। লোকটির স্ত্রী শংকিত হয়ে বললো :

: কি ডাক্তারবাবু, কি দেখলেন?

: আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধব যে যেখানে আছে খবর দিন। স্ত্রী তো পাগলের মত সব জায়গাতে ফোন করতে লাগলো। চারিদিক থেকে সবাই কাকভেজা হয়ে একে একে হাজির হতে থাকলো। ডাক্তারবাবু কথায় রোগী ততক্ষণে আবার শয্যা নিয়েছে। ডাক্তারবাবুও রোগীর শয্যায় পাশে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়েছেন। সবাই আসতে আসতে সকাল হয়ে গেল। তারপর ডাক্তারবাবু হাই তুলে উঠে বললেন :

: আপনারা চলে এসেছেন, এবার আমি যাই।

: তাহলে কি হবে ডাক্তারবাবু?

: কিছুই হবে না। ওঁর বদহজম হয়েছিল সেটা কেটে গেছে। আমি সবাইকে ডাকতে বললাম শুধু এইটে বোঝার জন্য যে নিরর্থক ঝড়-জল ঠাণ্ডার রাতে বের হতে কেমন লাগে।

★ ★ ★

এম. বি. বি. এস পরীক্ষার ভাইভাভোসি (VIVAVOCI) পরীক্ষকদের মধ্যে হেড এক্জামিনার একে একে সমস্ত ছাত্রকে প্রশ্ন করছেন ঃ 'হোয়াট ইজনী কিড ?' কিন্তু দুঃখের বিষয় কেউই প্রশ্নের উত্তর দিতে পারলো না। তখন হেড একজামিনার ভীষণ রেগে গেলেন। রাগারই কথা ডাক্তারী পরীক্ষার শেষ ধাপে এসে যদি কোন ছাত্র 'নী' কাকে বলে বলতে না পারে তবে তো মাথা গরম করার মত ব্যাপারই বটে। এমন সময় একজন ছাত্র সঠিক উত্তর দিল। তখন হেড এক্জামিনারের মুখে হাসি ফুটলো—যাক্ তাহলে সবাই অপোগণ্ড নয়, এক আধজন অন্ততঃ পড়াশুনা করে। তিনি ছেলেটিকে বললেন :

: খুব ভালো লাগলো তোমায় দেখে। এই একজন দেখলাম যে পড়াশোনা করে। সত্যি তোমার বুদ্ধি আছে।

ছাত্রটি (নিজের মাথা দেখিয়ে)। স্যার সবই আমার এই কিডনীর কৃতিত্ব।

★ ★ ★

একটি যাত্রীবোঝাই মিনিবাস। একজন ভদ্রলোক মিনিবাসের ব্রেক সামলাতে না পেরে সামনের সীটের একজন ভদ্রমহিলার কোলে মাঝে মাঝেই পড়ে যাচ্ছিলেন। ভদ্রমহিলাটি কোন আপত্তি করে নি। কারণ ভদ্রলোকটি তো ইচ্ছে করে পড়ছিলেন না। কিন্তু ভদ্রমহিলার স্বামী যাচ্ছেতাই করে ভদ্রলোককে গালাগাল করতে লাগলেন। ভদ্রলোক কিন্তু নীরবে গালাগালগুলো হজম করতে লাগলেন। ভদ্রলোকের নামবার জায়গা এলে ভদ্রলোক পকেট থেকে ভিজিটিং কার্ড বের করে ঐ ভদ্রমহিলার স্বামীর হাতে দিয়ে বললেন ঃ

ঃ দাদা, অজ্ঞানত অনেক অপরাধ করেছি। আপনার মুখ দেখে বুঝতে পারছি আপনি ঠাণ্ডা হন নি। পারলে যে কোন রবিবার আমার বাড়ি আসবেন। আমার এই ঠিকানা।

ঃ কেন ? ঠিকানা কি করবো ?

ঃ কি আর করবেন, যে কোন রবিবার গিয়ে আপনি আমার বউ-এর কোলে আধঘন্টা বসবেন কিছু মনে করবো না।

★ ★ ★

পাতাল রেলের কাজ দেখে একজন ভদ্রলোকের ভারী চিন্তা শুরু হয়েছিল। কারণ পাতাল রেলটা ঢোকানো হবে কি করে ওর মধ্যে।

তিনি প্রতিদিন অফিস ফেরতা পাতাল রেলের কর্মকান্ডের কাছাকাছি বলতে বলতে যেতেন।

ঃ দাদারা, মাটি চাপা দেবার আগে আপনারা কিন্তু ওই রেলগাড়িটা ঢুকিয়ে নিতে ভুলবেন না। গাড়িটা না ঢুকিয়ে নিলে আপনাদের পরিশ্রমটাই মাটি।

★ ★ ★

জনৈক বুদ্ধিজীবির বাড়িতে তাঁর বন্ধু এসে দেখে যে বইগুলো মেঝেতে ছত্রাকার করে ফেলা। সে বিরক্ত হয়ে বললো।

ঃ এত বই তোমার। এগুলো এত অযত্নে ফেলে রেখেছো, একটা র‍্যাক করে তো অন্ততঃ বইগুলো সাজিয়ে রাখতে পারো।

ঃ ভাই বইগুলো যেভাবে সংগ্রহ করেছি র‍্যাক তো সেভাবে সংগ্রহ করা যাবে না।

ঃ মানে ?

ঃ মানে বইগুলো তো একটাও আমার কেনা নয়। এর সবই তো পড়তে চেয়ে এনে ফেরত না দেয়া বই। তাই বলছিলাম র‍্যাক তো সেভাবে—বুদ্ধিজীবির উত্তর।

★ ★ ★

জুতোর দোকান। জনৈক ক্রেতা হরিণের চামড়ার চটি কিনছে।

ক্রেতা। আচ্ছা চামড়াটা আসল তো ?

দোকানী। নিশ্চয়ই।

ক্রেতা। বৃষ্টিতে জুতোর কোন ক্ষতি হবে না তো ?

দোকানী (স্মিত হেসে)। কি যে বলেন! হরিণকে কখনও ছাতা মাথায় দিতে দেখেছেন ?

★ ★ ★

ছেলেসহ অভিভাবক (প্রধান শিক্ষককে)। দেখুন একটা ব্যাপারে আপনার সঙ্গে কথা বলতে এসেছি।

প্রধান শিক্ষক। বলুন।

অভি। আমার ছেলে হীরক—একেবারে হীরের টুকরো ছেলে। তার ব্রাইন ক্যাপাকাইটি (brain capacity) অদ্ভুত! পরীক্ষা করুন।

প্রধান শিক্ষক (ছাত্রকে)। বল তো বাবা এখানে কি লেখা আছে ?

ছাত্র (বোর্ডের দিকে চেয়ে)। ফ্রিন্ড দি সেন্ট্রি অফ এ গাইভেন কিরকিল (find the centre of a given circle)।

প্রধান শিক্ষক। বা ঃ! ভেরাই বিউটাইফুল (very beautiful

অভি। দেখেছেন তো! অথচ আপনাদের স্কুলের অ্যালশেসিয়ানটা (association) ভীষণ খারাপ। কাল ওকে কে যেন মাঠে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিয়েছে ফলে কি অসম্ভব বিল্ডিং (bleeding) হচ্ছে ওর পা দিয়ে।

প্রধান শিক্ষক। আপনি আপনার ছেলেকে আপনার কাছে রাখুন এই স্কুল ছাড়িয়ে তাতেই আপনার ছেলের ফুতুরী নিসে (future niec) হবে। এখানে কিছু হবে না।

★ ★ ★

কোন এক বিখ্যাত ফার্মের ভাইভাভোসি টেস্ট হচ্ছে। আসলে ভেতর থেকে আগেই ক্যান্ডিডেট সিলেক্ট হয়ে আছে। শুধু নাম কা ওয়াস্তে ইনটারভিউ হচ্ছে। যথারীতি অপ্রাসঙ্গিক প্রশ্ন করা চলছে। জনৈক কর্তা ব্যক্তি কোন একটি ক্যান্ডিডেটকে প্রশ্ন করেছেন।

ঃ পৃথিবীর অ্যাক্‌চুয়াল ওজন কত বলতে পারো?

ঃ কোন ওজন চাইছেন? শুধু পৃথিবীর ওজন, না গাছপালা জীবজন্তু, মানুষজন, পাহাড়-পর্বত, নদীনালা সব সমেত ওজন?

★ ★ ★

জনৈক বক্তা কোন সভাগৃহে বক্তৃতারত। বক্তৃতাদানের সময় আড়াই ঘণ্টা অতিক্রান্ত। সম্ভবত শেষ হতে আরো বেশ কিছু সময় দেরী। বক্তা বক্তৃতা করছিলেন আর মাঝে মাঝে গলা শুকিয়ে যাবার জন্য জলপান করে নিচ্ছিলেন। তাই দেখে জনৈক শ্রোতার সবিস্ময় মন্তব্য।

ঃ বাপরে। এতবড় কারখানা শুধু কয়েকগ্লাস জলে ঘণ্টার পর ঘণ্টা চলছে।

—সমাপ্ত—